

গোৰ্খ-বিজয়

গোর্খ-বিজয়

প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে তুলনামূলক বিচার ও বিতৃত ভূমিকা সহ

বিশ্বভাবতী বিভাগবনের উপাধ্যায়

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, এম্-এ

কর্তৃক সম্পাদিত

ডাক্তার স্কুমার সেন-লিখিত বিশেষ ভূমিকা

শিল্পগুরু নন্দলাল বসু-অঙ্কিত চিত্র সম্বলিত



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২, বঙ্কিম চাট্টো স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬০, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস
শান্তিনিকেতন, বীরভূম

রবীন্দ্রনাথের পুণ্য নামে
নিবেদিত হইল ।

କମଳ ବିକସିତ କହିଛୁ ଶ ଜୟରା
କମଳ ମଧୁ ପିବି ଘୋକେ ଶ ଜୟରା ॥
—ମୌନାଥ

সূচী

পরিচয়	ক ১—জ ৮ [৬৪ পৃষ্ঠা]
(সম্পাদকীয়)	
নাথপন্ডের সাহিত্যিক ঐতিহ্য	১-ক ১—১-ঙ ১ [৩৩ পৃষ্ঠা]
(ডাক্তার হুকুমার সেন লিখিত)	
সঙ্কেত	১-ঙ ৩
(মূল গ্রন্থের)	
গোর্থ-বিজয়	১
পরিশিষ্ট	
(ক) ১ বন্দনা	১২২
(ক) ২ অতিবিক্ত	১২৭
(খ) যোগীর গান	১৪৮
(রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত)	
ঐ সূচী	১৭৭
(গ) যুগীকাচ	১৭৯
(সঙ্কলন)	
(ঘ) গোর্থ-সংহিতা	২০৩
(বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভার পুঁথি হইতে)	
(ঙ) যোগচিন্তামণি	২০৮
(বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভাব পুঁথি হইতে)	
শব্দ-সূচী	২৩৯
ঐ সঙ্কেত	২৭৪
সংযোজন-সংশোধন	২৭৭
চিত্র	
নন্দলাল বসু-অঙ্কিত	১
প্রতিলিপি	
আদর্শ পুঁথি	৩৭
গোর্থ-সংহিতা	২০৪
যোগচিন্তামণি	২৩৪

পরিচয়

॥ পুঁথি ॥

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের পুঁথিশালায় আলোচ্য পুঁথিখানি^১ রক্ষিত ছিল। পুঁথিখানি সন ১২৬৩ সালের অনুলিপিভূত; অর্ধাচীন হইলেও নানাদিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। ১৪.৮" × ৪.৯" ইঞ্চি আয়তনের; হরিতাল-দেওয়া তুলোটি কাগজের উভয়পৃষ্ঠা লেখা; ছত্রসংখ্যা সাত করিয়া; ছাঁদ কাঁচা; মাঝে মাঝে রেখা-চিত্রণের চেষ্টা আছে। প্রথম পত্রের অর্ধাংশ ব্যতীত পঁয়তাল্লিশ পত্রে পুঁথিখানি সম্পূর্ণ। অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া মনে হয়, পেশাদার লেখকের লেখা নয়। লিপিকর শ্রী রগু পণ্ডিত। 'রগু' নিশ্চয়ই 'রঘু'-র অপভ্রংশ। ইহঁার সাকিম কুঁচৈতলি। শিবনাথের পঠনের জন্য এই পুঁথিখানি লেখা হইয়াছিল। ইহঁার সাকিম মিতৈশা। উভয় গ্রামই বগাসাইর পরগণায়; সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গে।

এখানকার গবেষণা-বিভাগ বিদ্যাভবনের পত্তন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পুঁথিসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সংগ্রহকার্যও তখন হইতেই শুরু হইয়াছিল। কর্মীদের অনেকেই উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই পুঁথিখানি সম্ভবতঃ সেই সময়েই সংগৃহীত।

॥ শীর্ষক ॥

ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাহাঁর পুঁথির নাম দিয়াছেন “মীনচৈতন”^২। গোরক্ষবিজয়ের পুঁথিকায় ধৃত “মিননাথ চৈতন্য” হইতে এই নামটি সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় “গোরক্ষ-বিজয়”^৩-এর “গোরক্ষ” শব্দটি নিশ্চয়ই তাহাঁর ব্যবহৃত কোনও পুঁথি হইতে পান নাই। বহু অপভ্রংশ বাণী ও সংস্কৃত গ্রন্থের

১ সংখ্যা ১৪

২ প্রবাসী ১৩৫৪, আশ্বিন (মং মং বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

৩ ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২২)

৪ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত (১৩২৪)



সহিত “গোরখ” বা “গোরক্ষ”নাথের নাম যুক্ত আছে। তাহার অনুকরণেই তিনি এই বাঙ্গালা গ্রন্থের শীর্ষকে সংস্কৃত রূপ আমদানি করিয়াছেন। আমাদের আদর্শ পুঁথিতে সর্বত্রই “গোর্থ” “গুর্থ,” কচিং “গোক্ষ” আছে; এবং এই বিষয়ের অন্তান্ত পুঁথিতেও তাই আছে। সুতরাং মৌলিক “গোর্থ” নামটিই বাঙ্গালায় যথার্থ প্রয়োগ মনে করিয়া আমরা “গোর্থ-বিজয়” শীর্ষক দিয়াছি। শব্দটি মূলেই “গোর্থ” ছিল বলিয়া অনুমান করি।

॥ ভূমিতা ॥

আমাদের পুঁথিতে ভূমিতায় তিনস্থানে ভীমসেন বায়ের নামের উল্লেখ আছে। উল্লেখমাত্র আছে, রচনায় দাবী নাই। ভূমিতার শ্রী ছাঁদও নাই^৫। মুনশী আবহুল করিমের গোরক্ষবিজয়ে উল্লিখিত এক ভীমদাসের ভূমিতা তাহার ব্যবহৃত কতিপয় পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ১৬০৬ সংখ্যক গোর্থ-বিজয়-এর পুঁথিখানিতে^৬ ভীমদাসের উল্লেখ এক স্থানে আছে। এই ভীমদাস ও ভীমসেন রায় অভিন্ন ব্যক্তি কি না প্রশ্ন উঠিতে পারে। (ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় ভীমদাস ও ভীমসেন রায়কে অভিন্ন ব্যক্তি-ও গোর্থ-গীতিকার প্রাচীনতম কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন^৭)। এই অনুমানের অনুকূলে আরও বলিবার আছে। প্রাচীন বাঙ্গালার বহু চিঠিপত্র ঘাঁটিয়া দেখিতেছি,^৮ ব্রাহ্মণ ছাড়া প্রায় সকলেই তখন পদবীর আগে “দাস” শব্দ ব্যবহার করিতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনালোকিত গ্রামাঞ্চলে এখনও এই প্রথা লোপ পায় নাই। এই যুক্তিতে ভীমসেন রায়ের পুরা নাম হইবে ভীমসেন দাস রায়। সুতরাং ভীমসেন দাস রায়ের কোথাও ভীমসেন রায় বা কোথাও ভীমদাস হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পুঁথিতে এই ভীমসেনের

৫ গোর্থ-বিজয়, পৃঃ ৩৭, ৮১, ৯৭

৬ পত্র সংখ্যা ১৮ : লিপিকাল ১১৮৭ মসী অর্থাৎ ১২৩২ সাল

৭ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৭৫২

৮ প্রাচীন পত্রধারায় সমাঞ্জচিত্র (প্রবন্ধ) বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিতব্য

বহুল উল্লেখ ইহঁার প্রাচীনতাই প্রমাণ করে। কালক্রমে ইনিই “কবীন্দ্রদাস” নামে অভিহিত হইয়া থাকিবেন। মুনশী আবদুল করিম ইহঁাকেই “এই গাথার আদি প্রচারক বা রচয়িতা” বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন* ।

॥ পাঠ ॥

ভট্টশালী মহাশয় ও করিম সাহেব “মৌনচেতন” ও “গোরক্ষবিজয়”-এর ভূমিকায় প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন যথাক্রমে শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লাকে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে। মৌনচেতন ও গোরক্ষবিজয়ের ভাষায় একা দেখিয়া উভয়েই আপন আপন পুঁথির কবিকে অকৃত্রিম প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অথচ জট পাকাইয়া ছিল ভিতরেই, এবং ভীমসেন রায়ের নামাক্তিত এই পুঁথিখানি^{১০} আবিষ্কারের পরে জট দৃঢ়তর হইল। তাহাঁদের কোনো যুক্তিই আর খাটে না। খাটে না, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, “মৌনচেতন” শেষ হইয়াছে “কদলী-বিজয়” নামে, এবং “গোরক্ষ-বিজয়” শেষ হইয়াছে “মৌনচেতন” নামে^{১১}, এবং ভীমসেন রায়ের নামীয় এই রচনার সহিত তাহাঁদের উভয়ের পাঠেরই আক্ষরিক সাদৃশ্য আছে তাল-মান রাগ-রাগিণী সমেত। মিল নাই কেবল তিন স্থানে ভীমসেনের নামটিতে। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সে প্রসঙ্গ পরে আসিতেছে।

করিম সাহেব গোর্খ-গীতিকার অনেক পুঁথি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন; কিন্তু “গোরক্ষবিজয়” আসলে হইয়াছে এগুলির একখানি গ্রন্থ-সমষ্টি (*composite text*)। এবং ভট্টশালী মহাশয়ের “মৌনচেতন” ছুপ্পাঠ্য ও প্রাচীনতর পাঠসম্বলিত মাত্র একখানি পুঁথির হুবহু মুদ্রিত রূপ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানিতে ভীমদাস ও ফয়জুল্লার নাম আছে। তাহার পাঠ আমাদের পুঁথির অনুরূপ। গোর্খ-বিজয়ের পাঠান্তর দেখিলেই তাহা বোঝা যাইবে। বর্তমান সংস্করণে, মুদ্রিত গ্রন্থদ্বয়ের পাঠের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের পুঁথির পাঠ মিলাইয়া আমরা

৯ গোরক্ষ-বিজয়, ভূমিকা, পৃঃ ১১, ১৪

১০ বিশ্বভারতী পুঁথি-সংখ্যা ১৪

১১ গোর্খ-বিজয়, পৃঃ ১২০, পাদটীকা

গোর্থ-গীতিকার সমস্ত উপকরণগুলিকেই ভাষাতত্ত্বমূলক বিচার করিয়া যথাসম্ভব প্রাচীন, প্রকৃত ও সম্বন্ধ পাঠ দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

॥ কবি ॥

বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত গোর্থ-গীতিকার বিভিন্ন পুঁথির পাঠে এই সাদৃশ্যের হেতু সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবে। বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারায় অমূল্যভাবে পুঁথির ভাষায় আক্ষরিক মিল থাকা সম্ভব হয় কিরূপে, সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। (মনে হয়, মূলে রচিত কোনও প্রাচীনতর বিশ্বতনামা কবির এই রচনাটি বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গীত হইত হঠযোগ সাধনার মর্ম্মকথা, বিভূতি, প্রাধাত্য ও প্রচার ব্যপদেশে।) অথবা ইহা আধ্যাত্মিক মুক্তিসন্ধানী এদেশেরই আবহমান কাল প্রবাহিত কোনও লৌকিক সঙ্গীতধারা যাহা ব্রহ্মচর্য্যমূলক যোগিধর্ম্মের অমুরাগী গায়কদের দ্বারা যুগে যুগে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য কাহিনী, গাথা প্রভৃতির মতো। কিন্তু কুন্তিবাস, ক্ষেমানন্দ, মুকুন্দরাম, কাশীদাস, রূপরামের মতো কোনও বড়ো কবি নাথ সাহিত্যে আবির্ভূত হন নাই; এবং বিশেষ ধর্ম্মসম্পর্কিত হওয়ায় তাহার আদিম রূপটির পরিবর্তন ঘটে নাই।

ভাষার দিক হইতেও দেখা যায়, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের ভাষা স্বভাবতঃই সংরক্ষণধর্ম্মী এবং গোর্থ-গীতিকার পুঁথিগুলি সবই ঐ সকল অঞ্চলের। খানিকটা এই কারণেই ইহার পাঠে প্রাচীনতা অব্যাহত আছে। উপরন্তু, এই গাথাটি হিন্দু-মুসলমান প্রাকৃত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রচলিত থাকায় ভয়ে ও ভ্রাতৃত্ব তাহাঁরা ইহার পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত মন্ত্ৰের মতো ভাষায় পরিবর্তন করিবার প্রয়াসমাত্র করেন নাই। ইহা কাব্য নহে। বায়ু-বিজয়-শাস্ত্র। সেইহেতু বহুল প্রচার সত্ত্বেও আঙ্গিকবাহুল্যের জন্ত মিশ্রণ ঘটবার অবসর ইহাতে কম।

গায়কদের মধ্যে অনেকেই কবি ও হৃদয়বান লোক থাকিতেন; এবং নিজেদের রচনা আপন গুরু অথবা মূল কবির নামে চালাইয়া তৃপ্তি লাভ

করিতেন। তাহা না-হইলে প্রাচীন সাহিত্যে কবিসমস্তা একরূপ ঘোরতর হইয়া উঠিত না। ইহা স্বাভাবিক যে, বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ গায়ক প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা বংশানুক্রমে সঙ্গীত-ব্যবসায় করিয়া আসিতেন। কোন বিশেষ কবির লেখা হইলেও গায়কদের মধ্য দিয়া বহুপ্রচারিত হওয়ায়, ভনিতাংশে মূল রচয়িতার নামটি কালে কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং কালক্রমে সেইসকল প্রখ্যাত গায়কদের নাম মূল গাথায় সংযোজিত হইয়া আধুনিক কালের গবেষণার বিষয়-বস্তু যোগাইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে এইরূপ নিদর্শনের অভাব নাই। সুতরাং বহুবিঘোষিত ফয়জুল্লা ও শ্যামদাস সেন অথবা আমাদের ভীমসেন রায় সকলেই মূল গোর্থ গীতিকার গায়কমাত্র; রচয়িতা নহেন। ইহাতে কেহ সংযোজন-সংশোধন তথা রক্তমাংস যোগ করেন নাই^{১২}। গ্রন্থগুলির মৌলিক পাঠবৈচিত্র্যের অভাবই তাহার যথেষ্ট ও বিশিষ্ট প্রমাণ।

মুদ্রিত তিনখানি গোর্থ-গীতিকার ভনিতাকারদের মধ্যে কেহই যে রচয়িতা নহেন, ভনিতার বিরলতা হইতে তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ মিলিবে। আবদুল করিম সাহেবের গোরক্ষ-বিজয়ে কবীন্দ্রের তিনটি ও অতিরিক্ত পাঠে ফয়জুল্লার একটিমাত্র ভনিতা আছে^{১৩}। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানিতে একবারমাত্র ভীমদাসের ও কেবল দুইস্থানে ফয়জুল্লার ভনিতা আছে^{১৪}। ফয়জুল্লার অনুসরণকারী অজ্ঞাতনামা গায়কেরও সন্ধান করিম সাহেবের গ্রন্থেই মিলিতেছে^{১৫}। মীনচেনে শ্যামদাস সেনের মাত্র দুইটি^{১৬} আর গোর্থ-বিজয়ে ভীমসেন রায়ের তিনটি^{১৭} ভনিতা আছে। একেবারে

১২ তুলনীয় : *Obscure Religious Cults*, Dr. Shashibhusan Dasgupta, p. 432

১৩ গোরক্ষ-বিজয়, পৃ. ১০, ১৩০, ১৫৩, ১১৫

১৪ গোর্থ-বিজয়, পৃ. ৫, ৮১, ২৭

১৫ গোরক্ষ-বিজয়, পৃ. ১৩০ “ফজল্লাএ ভাবিয়া” ইত্যাদি

১৬ মীনচেনে, পৃ. ২৪, ৪৭

১৭ গোর্থ-বিজয় পৃ. ৩৭, ৮১, ২৭

ভনিতাহীন পুঁথিও পাওয়া যাইতেছে। গ্রন্থের আয়তনের স্বল্পতা এই ভনিতাবিরলতার একমাত্র কারণ নহে; বিভিন্ন গ্রন্থে একই স্থানে ভনিতাপ্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়^{১৮}। এবং ভনিতাগুলিতে কোনও শ্রী, ছাঁদ অথবা সাবলীল গতি নাই। যেন টানিয়া বুনিয়া নাম ঢুকাইয়া নিয়মরক্ষা করা হইয়াছে। এবং ভনিতাংশ আসিলে একই স্থানে প্রত্যেকের নাম ঢুকাইবার জন্য যেন কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে^{১৯}। দৃষ্টান্তস্বরূপে, যোগীর গানের ভনিতা দেখিলে আমাদের বক্তব্য আরও পরিষ্কৃষ্ট হইবে। ইহাতে স্বল্প পরিসরের মধ্যেই চারিজন গায়কের নাম অমুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। একই গানে দুইজনের ভনিতাও আছে^{২০}। অথচ গ্রন্থের পাতায় পাতায় ভনিতা ব্যবহার করাই প্রাচীন কবিদের চিরাচরিত রীতি ছিল, এবং পাঠক ও শ্রোতার। যেন ইহারই সহজ প্রত্যাশায় থাকিতেন। সেইসকল ভনিতা একটি বিশিষ্ট ছাঁদে ক্রমাগত অমুবৃত্ত হইয়া চলিত। কিন্তু গোর্খ-গীতিকায় অমুপ্রবিষ্ট ভনিতাগুলিকে তোলন আলোচনা করিলে দেখা যায়, এগুলি জোড়াতাড়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ইহারা সকলেই প্রচলিত গোর্খ-গীতিকার গায়ক ছিলেন। মূল পাঠ-অংশে সমগ্র রচনাবলীর আশ্চর্য আক্ষরিক ঐক্য ও কেবল ভনিতাংশে মাত্র নামে বিভিন্ন হওয়ায় আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই আপাততঃ অত্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

॥ বন্দনা ॥

ভট্টশালী মহাশয়ের মীনচেতনের পুঁথির প্রথম পত্র পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিখানির^{২১} প্রথম পত্রের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। আমাদের পুঁথির^{২২} প্রথম পত্রের অর্দ্ধাংশ খণ্ডিত, বাকী অর্দ্ধাংশ হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়া ও সম্ভাবিত পাঠ জুড়িয়া

১৮ ঐ, পৃ. ৫, ৮১, ৯৭

১৯ ঐ, পৃ. ৮১, ৯১

২০ ঐ, পৃ. ১৬১-৬২

২১ সংখ্যা ১৬০৬

২২ সংখ্যা ১৪

গ্রন্থের আরম্ভ-ভাগ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। কিন্তু করিম সাহেবের গোরক্ষ-বিজয়ের আরম্ভ-অংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপরন্তু, তাহাঁর পরিশিষ্ট (ক)-এ তাহাঁর সংগৃহীত চতুর্থ ও পঞ্চম পুঁথির উদ্ধৃতি আছে। তিনি এগুলির সমন্বয় করিতে অসামর্থ্য জানাইয়াছেন^{২৩}। কিন্তু গোরক্ষ-বিজয়ের বন্দনা অংশের মূল পাঠের সহিত পরিশিষ্ট পাঠ দুইটির সাদৃশ্যহেতু আমরা এগুলিও সম্পাদন করিলাম। করিম সাহেবের বিবৃতিতে কিছুমাত্র গোলযোগ না থাকিলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ফয়জুল্লার নামীয় পুঁথিগুলিতে যে বন্দনা অংশ তাহা গোর্থ-বিজয়ের মুসলমানী সংস্করণ—মুসলমানদের সমাজে যাহা চলিত ছিল। চলিত ছিল স্বীকার করা যায়, এই বন্দনা অংশের অকৃত্রিমতার উপর নির্ভব করিয়াই। করিম সাহেব-প্রদর্শিত “শব্দপরম্পরা” দ্বারা ইহার “শুষ্ঠ প্রমাণ” সম্ভবপর নহে^{২৪}। পাঠভ্রান্তির দ্বারাও প্রমাণ হয় না। বরং সম্প্রদায়নির্বিশেষে জনপ্রিয় এই গাথাটি নানা ভাষা হইতে শব্দসম্ভার আহরণ করিয়া সহজ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে বলাই বোধ করি সম্ভব।

এদিকে ভীমসেন রায়ের নামীয় পুঁথির বন্দনা অংশ হিন্দু-দেবদেবীর নাম দিয়া স্বতন্ত্র ধারায় শুরু হইয়াছে। শ্যামদাস সেনের পুঁথিটিও সম্ভবতঃ ভীমসেনের অনুকরণেই আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে এই অমুমান স্বাভাবিক যে এইরূপ বন্দনা-অংশসম্বলিত গাথাগুলি হিন্দু গায়কদের মুখে মুখে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ছিল; এবং এইগুলি গোর্থ-গীতিকার হিন্দু সংস্করণ। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের রুচিমতো দেব-দেবীর বন্দনা গাহিয়া পালা শুরু করিতেন। তাহাতে ইহাঁদের হয়তো খানিকটা স্বাধীনতাও ছিল। গ্রন্থগুলির মূল পাঠ-অংশ অপরিবর্তিত থাকাতে আমাদের এই যুক্তির সমর্থন মিলিবে।

॥ নাথযোগী ॥

বাঙ্গালীর জাতিগঠনে আর্যোত্তর প্রভাব বহুশঃ সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে । আচার ব্যবহার এবং ধর্মমতেও অংশতঃ অনার্য্যপ্রভাব অস্বীকারের উপায় নাই । বাঙ্গালার বহুবিচিত্র নানা ধর্মমতের মধ্যে ধর্মঠাকুর^{২৫} ও তাহার সম্প্রদায়ের মতো অনার্য্য ও আর্য্যধারার মিশ্রণে ভারতের এই পূর্ব প্রত্যন্তের নাথধর্ম ও যোগী জাতি বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে ।

নাথযোগীদের হঠযোগ দর্শন অর্থাৎ বলপ্রয়োগে চন্দ্রসূর্য্য তথা প্রাণ অপান বায়ু নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রাণায়ামাদি শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধ্য কৌশলাত্মক যৌগিক সাধনপন্থা এ দেশে অজ্ঞাত ছিল না । হঠযোগের দেহশুদ্ধি ও সনাতন তত্ত্ব-শাস্ত্রের ভূতশুদ্ধি মূলতঃ অভিন্ন । লুপ্তাবশেষ তত্ত্বশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থে ভূতশুদ্ধি একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এবং ইহা শ্রেষ্ঠ যৌগিক প্রক্রিয়া । ভূতশুদ্ধি তথা ষট্চক্র-ভেদের মতো শরীর-শোধনের আর কোনো উত্তম পন্থা কোনো শাস্ত্রে দেখা যায় না । তাত্ত্বিকগণ যেকোনো উপাসনার আরম্ভে ভূতশুদ্ধি করিয়া থাকেন । (ভূতশুদ্ধি, মাতৃকা ও অম্বাচ্চ ত্রাস এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি তাত্ত্বিক পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ) হিন্দুর বর্তমান পূজাপদ্ধতির সহিত কিছুমাত্র পরিচয় থাকিলেও বিষয়টি সম্যক্ বোঝা যাইবে । সুতরাং হিন্দু-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার পুরাপুরি প্রভাব নাথযোগীদের হঠযোগের মধ্যে আছে স্বীকার করিতে হয় ।

বৈদিক সাহিত্যের সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পর্যায়ে যোগদর্শনের ইঙ্গিত স্ফুটতর না হইলেও উপনিষদের স্তরে ‘ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড’ তত্ত্ব যে বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা সামবেদীয় সুবিখ্যাত ছান্দোগ্য-উপনিষদের এই উদ্ধৃতিটুকু হইতে পাওয়া যাইবে ।

যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহস্তর্জদয় আকাশ উভে অগ্নিন্ ত্বাবা-
পৃথিবী অস্তুরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ
বিদ্যাম্নস্ত্রাণি যচ্চাস্ত্রেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥৮, ৩ ॥

শতপথ-ব্রাহ্মণে ও ছান্দোগ্য-উপনিষদে উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের আংশিক ও পূর্ণ ব্রহ্মচর্যা এবং সন্ন্যাস স্প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়; এইগুলি হইতেই নাথ কায়যোগেরও গোড়ার কথা। নাথপন্থে অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিকে কৰ্ম্মবিশেষে নিষিদ্ধ বা পবিত্র বলিয়া মানা হয়। এই আচার পুরাপুরি বৈদিক “উপোসথ”-এর অনুরূপ। নাথপন্থে পরে নিষিদ্ধ তিথি হিসাবে দশমী, একাদশী, প্রতিপদ ইত্যাদি চুকিয়াছে। এগুলি মনে হয়, “উপোসথ”-এর অৰ্ব্বাচীন, পল্লবিত ও প্রক্ষিপ্ত রূপ। সকল ধর্ম্মেই এইরূপ পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ ঘটিয়া থাকে। বৈদিক “উপোসথ” জৈন ও বৌদ্ধদের দ্বারাও অনুসৃত হইয়াছিল।^{২৬}

শিবসংহিতা-মতে ঋতিই যোগীদের সেবনীয়। ইহাঁদের পরম তত্ত্ব মহামন্ত্র ও মহাজ্ঞান, “হৃঙ্কার” এবং “ওঙ্কার” বৈদিক মন্ত্র। “দশবীজ” তন্ত্রমতের। কুলবৃক্ষ “বকুল”, আভরণ “রুদ্রাক্ষ”, আহার্য্য “কচুশাক”-ও তাই। পৌরাণিক দেবদেবীর নাম দিয়া আরম্ভও আছে, বন্দনাও আছে।

অৰ্ব্বাচীন সাম্প্রদায়িক উপনিষদের বহু স্থানে^{২৭} যোগীদের পরিচ্ছদ, যোগে দশ নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম শরীর-সর্ব্বতীর্থ, দেহ-দেবালয়, শারীর বিজ্ঞান, শারীর যজ্ঞ, নাড়ীতত্ত্ব, নাড়ীনিকূপণ, ইড়া-পিঙ্গলা, ষটচক্র, প্রাণ-পবন, মনঃ-চন্দ্র, মনো-জপ, অবধূত, পরমহংস, অরিষ্টলক্ষণ ইত্যাদি যোগ-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের নানা কথা বিবৃত আছে এবং দেখা যায়; এইগুলি নাথযোগেরও উপজীব্য।

সমাধি, সাধন, বিভূতি ও কৈবল্য এই চারি পাদসম্বলিত পাতঞ্জল-দর্শন ও তাহার ব্যাসভাষ্যে চিন্তনিরোধ, দেহশুদ্ধি এবং এইগুলির চরম ফল মুক্তি সম্বন্ধে বহু উপদেশ বিবৃত আছে। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতেও যোগদর্শনের যে-সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

২৬ প্রাতিমোক, মং মং বিধুপেখর শাস্ত্রী, প্রবেশক, পৃং ২০, ৬৫-৬৬

২৭ অষ্টোত্তর শতোপনিষদঃ, বাহুদেব লক্ষণ শাস্ত্রী পঞ্চমীকর-সম্পাদিত, নির্ণয়-সাগর প্রেস, বোম্বাই

কালক্রমে মধ্য-ভারতীয় আৰ্য ভাষা ও সাহিত্যের শেষ পর্যায়ের যোগ-দর্শন নানাভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রায় হাজার বছর আগের মাগধী অপভ্রংশ-স্তরে বৌদ্ধ সহজযানী ও নাথ গুরুদের দ্বারা সঙ্কীর্ণায়ায় লিখিত পদগুলিতে যোগধর্মের নানা কথা পাওয়া যাইতেছে। “দশমি তুআর”, “চান্দ-মুজ”, “মণ-রাঅ”, “ইঙ্গলা-পিঙ্গলা”, “মণ-পবণ”, “রবি-শশী”, “গঙ্গা-যউনা”, “অনহা”, “বেঙ্কানাল”, “অদভুআ”, “সহজ-সরুআ” “শশধর”, “জীবন্ত-মইল”, “বিপরীত-করণ”, “সামু-ঘরে কোঞ্চা তাল” ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহারা হঠযোগ-প্রক্রিয়ার প্রণালীকেই প্রকাশ করিয়াছেন^{২৮}।

সমসাময়িক অবহট্টে লেখা পাছড় দোহাতেও^{২৯} শৈব যোগীদের সাধনপন্থা “সিউ সবংগউ,” “দেহা-দেবলি”-তে “বসই সত্তিসিউ”, “গিজ্জিয় সাসো,” গিপ্ফংদলোয়ণো,” “পবণ,” “রবিসসি” ইত্যাদি বাচনে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যেমন,

আরাহিজ্জই দেউ পরমেসরু কহিঁ গয়উ,
বীসারিজ্জই কাই তামু জো সিউ সবংগউ। ৫০।
দেহাদেবলি জো বসই সত্তিহিঁ সহিয়উ দেউ,
কো তহিঁ জোইয় সত্তিসিউ সিগ্গু গবেসহি ভেউ। ৫৩।
গিজ্জিয়সাসো গিপ্ফংদলোয়ণো মুক্‌সয়লবাবারো,
এয়াইঁ অবথ গও সো জোয়উ নথি সংদেহো। ২০৩।
কালহিঁ পবণহিঁ রবিসসিহিঁ চছ একট্টই বাসু,
হউ তুহিঁ পুচ্ছউ জোইয়া পহিলে কামু বিণাসু। ২১৯।

স্পষ্টতঃই হঠযোগকে নির্দেশ করিতেছে।

জিন ধর্মের প্রবর্তক ঋষভদেব জৈনশাস্ত্রে “আদিনাথ” নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি বৃষভজ ; নির্বাণ-স্থান কৈলাস। নাথপন্থের আদিনাথ শিবের সহিত ইহাঁর সাজাত্য কল্পনা করা যাইতে পারে। অধিকাংশ জিনগুরুর নাম “নাথ”-পদান্ত। শৈব তীর্থঙ্কর ও প্রধান সংস্কারক

২৮ *Indian Linguistics*, vol. X, ed. Dr. Sukumar Sen, p. 42

২৯ *Ed. Hiralal Jain, Karanja Jaina Series, Berar.*

বৈশালীর মহাবীর নিগহ্ননাথ। ইনি গোত্রের জাতিক; প্রাকৃতে “নাত”। সেইজন্ম তাহাঁকে “নাত-পুত্র” বলা হয়। অনেকে মনে করেন তিনি ছিলেন নাথবংশীয় যোগী অথবা নাথযোগীর শিষ্য। তাহাঁর প্রবর্তিত মার্গে নাথযোগধর্মের উপকরণ বহুলাংশে গৃহীত হইয়াছে। একাদশ শতকে জৈন প্রাকৃতে সিদ্ধ হেমচন্দ্রের লেখা কুমারপাল-চরিতের^{৩০} টীকায় গগনকে “ব্রহ্মরন্ধ্র” বলা হইয়াছে। “মণ-পবণ”, “ইড়-পিঙ্গল”, “গয়ণ-চলন্ত-সুখা-রস”, “সসহরু”, “বীণা”, “অদিট্টিহি তন্ত্টিহি” ইত্যাদি বিশেষ শব্দ প্রয়োগে ইহাতে কায়যোগের অনেক কথা বিবৃত আছে,

মণু থন্ত্টিবিণু পবণি নিজোজ্জহ, মণ-পবণিহি^{৩১} রুদ্ধহি^{৩২} সিজ্জিজ্জই। ৮, ২২।

নাড়িউ ইড়-পিঙ্গল-পমুহাও জাগেব্বাও পবণেণং রুদ্ধা

তাউ ন জাগই জো সব্বাও জোগিঅ-চরিঅএ চরই স্ত মুদ্ধা। ৮, ২৩।

গয়ণ চলন্ত-সুখা রস-নিকহে অমিঅ পিঅন্ত্টিহ জোগিঅ-পন্ত্টিহ

সসহরু বন্ত্টি ধরন্ত্টিহ কচ্ছবি ভউ নোপজ্জই জর-মরণন্ত্টিহ। ২৪।

বজ্জই বীণা অদিট্টিহি তন্ত্টিহি, উট্ঠই রনিউ হণন্ত্টিউ ট্ঠণইং,

জহি বীসাপু^{৩৩} লহই তং জায়হ মুত্তিহে কারণি চপ্ফল অন্নইং। ২৫।

ইহা ছাড়া যোগীন্দ্রদেবের “পরমাত্ম-প্রকাশ” ও “যোগসার” ব্রহ্মচর্যমূলক কায়যোগের তত্ত্বে ভরা। জৈনশাস্ত্রের চতুর্দশ কুলগুরুবাদও প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্যীয়। বাঙ্গালা ও বিহারের যুগীর্থাতিদের ভিতর “শরাক” নামে এক শ্রেণী আছে^{৩৪}। এই “শরাক” সম্ভবতঃ জৈন “শ্রাবক”-এর রূপান্তর।

বৌদ্ধধর্মের যোগাচার ও বুদ্ধমূর্তিতে যোগিচিহ্ন সুস্পষ্ট। ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের অমুকরণে ভিক্ষুধর্মের নিয়ম বিহিত হইয়াছে। তিব্বতী জনশ্রুতিতে বলে অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষাগুরু ও নালন্দা-বিহারের অধ্যক্ষ জেতারি একজন যোগিনীর সন্তান। তাহাঁর পিতার নাম গর্ভপাদ। ইনি নাথসাহিত্যে সুপরিচিত গাভুর সিধাই।

অপভ্রংশের যুগে রোমান্টিক-কাহিনীকাব্য ও প্রণয়গাথার প্রায় সব কাহিনীতেই একটি নাথযোগীর ভূমিকা বা তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩০. Ed. Shankar Pandurang Pandit, Bombay.

৩১. কবীর, পৃ. ৭, পণ্ডিত হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, হিন্দী-গ্রন্থ-রত্নাকর কার্যালয়, বোম্বাই

যোগিনী-কৌল-সম্প্রদায়ের কৌলজ্ঞাননির্ণয়^{৩২} নাথযোগী মৎসেন্দ্র-পাদের দ্বারা অবতারণিত বা প্রকাশিত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভোজ-পুরী, অবধী, রাজস্থানী ও ব্রজভাষাতেও এই একই ধারা কবীর, কুতবন এবং জায়সীর রচনাতে ও গোরখবানীর মধ্যে অমুসৃত হইয়াছিল। দাদুর ভক্তিমিশ্রিত সহজধর্ম্যেও যোগকথার অপ্রাচুর্য্য নাই। গ্রন্থসাহেব ও প্রাণসংগলীর নানা মহলায় যোগকথার বিস্তার আছে।

বাঙ্গালাদেশে বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, আলাউলের পদ্মাবতী, মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিজ সহদেব ও লক্ষ্মণের অনিলপুরাণ, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, দ্বিজ শত্রুঘ্নের স্বরূপ-বর্ণন, আলীরাজার জ্ঞানমাগর ও সিরাজকুলুপ, সৈয়দ শুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞান-চৌতীশা, মুহম্মদ শফীর মুরকংদিল, মুরশিদের বারমাস্তা, যোগকলন্দর, সত্যজ্ঞানপ্রদীপ, সুকুর মামুদের ভনিতায়ুক্ত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন শতাব্দীতে নাথপন্থের কায়যোগের ঐতিহ্য নানাভাবে গ্রথিত হইয়াছে ও গোৰ্খবিজয়ের রূপককাহিনী সুত্রাকারে অথবা বিশদভাবে স্থান পাইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত পুঁথিতে বাঙ্গালা “গোৰ্খ-সংহিতা”^{৩৩} ও তাহাতে যোগ সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর পাওয়া যাইতেছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে লেখা যোগচিন্তামণির পুঁথিতে^{৩৪} ইষ্টযোগ-দর্শনের কথা আছে। ঊনবিংশ শতকের শাক্তপদাবলীতে দেহতত্ত্ব মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। গোৰ্খ-বিজয়ের ভাবসম্পদের উত্তরাধিকারী যোগীর গান,^{৩৫} যুগী-কাচ^{৩৬} ও বাউল গানে হৈয়ালি ছাঁদে কায়যোগদর্শনের এই সনাতন ধারা অগভীর হইলেও এখনও অব্যাহতভাবে প্রবহমান। বাউল সঙ্গীতে কায়যোগ-

৩২ Ed. Dr. Prabodh Chandra Bagchi, Calcutta Sanskrit Series, no. III

- ৩৩ গোৰ্খবিজয়-এর পরিশিষ্ট (ঘ).
 ৩৪ ঐ ঐ (ঙ)
 ৩৫ ঐ ঐ (খ)
 ৩৬ ঐ ঐ (দ)

দর্শনের আধুনিক রূপান্তরের কিছু নমুনা^{৩৭} দিতেছি। বাঙ্গালার জ্ঞানপদ সাধনার ধারা ভাষার অন্তর্লীন ফল্গু বাহিয়া কিরূপে বর্তমানের ঘাটে আসিয়া ভিঁড়িয়াছে “জোড়া দরজা”, “মটকা”, “হংস”, “সহজ”, “মূলধার”, “রবি-শশী”, “তিরপিন”, “দম-ঘর”, “চারি চন্দ্র”, “নাগিনী”, “অজপা”, “উল্ট গাছ” ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে তাহা সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইবে।

(ক) মানব-দেহ ঘর এ ঘর বানিয়েছে কোন্ কারিকর।

কি মজার বাঁধা, গোলোক ধাঁধা আগাগোড়ার নাই খবর ॥

খবর চলছে দুই দ্বারে, যেমন টেলিগ্রাফ তারে ;
সারসি দেওয়ার হায় কি বাহার জানালা দুই ধারে—
এই যে জান্নালা রূপের আন্লা, যাতে প্রকাশ চরাচর ॥

এই যে জোড়া দরজা, এতে হাওয়া কি মজা,
হংস হংস বলছে সহজ চলছে ঠিক সোজা—
সে বন্ধ হলেই অন্ধকার সব গন্ধ নাই আর সম্বন্ধর ॥

তার পরে গুপ্ত দ্বার, তাতে গোপনের কারবাব,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় [হয়] কি ভীষণ ব্যাপার—
কথা বলব কাকে বুঝবে বা কে, এর মূল খবর মটকার উপর ॥

যখন আসবে ঝটকা ভাঙ্গবে চটকা (তোমার) যাবে রে মটকা উড়ে ॥
মুছনী খেয়েছে টাল, ছাউনীতে পড়েছে খাল,
পাঁচ কাঠের নাইক আহাল আড়ায় গেছে ঘুণ ধরে ;
রিপু রূপের খুঁটি রুয়ে মাটী করেছে রে একবারে ॥

৩৭ (ক) পূর্ণানন্দ বাউল সঙ্কীর্ত, প্রকাশক ত্রিশিবকিঙ্কর দাস, ১৩৩১। [বর্ধমান জেলার বাগিলা-কৃষ্ণপুরের বাউল কবি পূর্ণানন্দ পাল। জাতিতে তিলি। জন্ম, সন ১২৭৮; মৃত্যু, সন ১৩৪৪ সাল। ইনি একজন বিশিষ্ট সহজ-সাধক ছিলেন। ইহার শিষ্য-গোষ্ঠী এখনও বর্তমান।]

মা মূল্যধারে চিন্তি না রে মূলে যে কানা,
মূলে ভুলে ডাকলে মায়ের সাড়া পাবে না,
সে মা নয় সামান্য ত্রিলোকমায়া বিরাজে অন্তঃপুরে

সহজ নয় সে শক্ত কথা সে পথে যাওয়া,
পথের ভিতর গুপ্ত সুপথ চলে না হাওয়া ;
পথে রবি শশী দিবা নিশি উদয় আছে ছ-ধারে ॥

(খ) ত্রিবেণী তুই কোন্ সাধনে যাবি,
তোর সাহস দেখে বসে ভাবি ।

(গ) কি কারখানা দেখে এলাম দম-ঘরে,
ও তার এক জনাতে কল টেনে লয় আর একজন
গঠন সারে ॥ ১৪ ॥

আমার দেহের মধ্যে চারটি চল আছে চিরদিন ॥ ২৫ ॥
(চারিচল, শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র : নীল, লাল, শ্বেত, ও হিঙ্গুল)

কবে হবে নাগিনী বশ, সাধব কবে সেই অমৃত রস ॥ ৩২ ॥

আহ্‌মান জমিন, চৌদ্দ ভুবন, লক্ষ যোজন কোথায় ছাড়া রয়,
ওরে তিনের কোণা, চারের দীর্ঘ, সাতের সঙ্গে কোথায় মিলন
হয় ॥ ৪০ ॥

ও মন, মালাকূতের মোকামে পানি, লাহুতের মোকামে অগ্নি,
জ্বরকূতের মোকামে পানি, হাওয়া চালাচ্ছে নাছুতের
মোকামে ॥ ৫৯ ॥

(খ) রচয়িতা, গোসাঁই হরিপোদা, (শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত-সংগৃহীত, বাঁকুড়া)

(গ) হারামণি, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

ও তার দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে,
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারামথানা ॥ ৬৮ ॥

অজপারে নিহার কর, তালা মেরে আছে দড় ॥ ১২৯ ॥

উল্ট গাছে চড়িবি যদি মন ।

আগে কর গুরুর কাছে অব্বেষণ ॥ ২১৭ ॥

(ঘ) চেয়ে দেখনা রে মন দিব্য নজরে ।

চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোটীর ঘরে ॥

হলে সেই চাঁদের সাধন অধরা চাঁদ পায় দরশন,

পায় রে চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেচে ফিকিরে ॥

চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেয়া চাঁদে দেয় চাঁদের খেয়া

দে[খ] রে জমিনেতে ফলচে মেওয়া চাঁদের সুখা ঝরে ॥

নয়নচাঁদ প্রসন্ন যার সকল চাঁদ হয় গো নেহার

তারে লালন বলে বিপদ আমার গুরু চাঁদ ভুলে রে ॥

চারটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে ।

ও তার হুটি চন্দ্র প্রকাশ্য হয় তাই জানে অনেক জনে ॥

যে জানে সে চন্দ্রভেদ কথা বলব কি তার ভক্তির ক্ষমতা,

সে চাঁদ ধরে পায় চাঁদ অব্বেষণ জে চাঁদ না কেউ পায় গুণে ॥

এক চন্দ্রে চার চন্দ্র মিশে রয়, ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন রূপ,

ও সে মণিকোটীর খবর জেনে সকল খবর সেই জানে ॥

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ কতৃক সংগৃহীত লালন কবিরের (শিরাজ সাই ?) পাণ্ডুলিপি হইতে রবীন্দ্রভবনের সৌজন্তে প্রাপ্ত। (রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য, হারামণি, পৃ. ১৭৫ : “বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি।... প্রচলিত লোকসাহিত্যে গ্রন্থসমূহ থাকে না, মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে, শুকু মোটের উপর তার ঐক্যধারা নষ্ট হয় না।”))

ধরতে মূল চন্দ্র কোন জন গরল চন্দ্রের ক[ে]র অব্ধেষণে,
দরবেশ ছেরাজ সাঁই কয় দেখ রে লালন বিষামৃতে মিলনে ॥

মন-চোরা রে ধরবি যদি মন কাঁদ পাতে আজ তিরপিনে,
আমাবস্তা পূর্ণিমাতে বারামখানা সেইখানে ॥

ধর চোর হাওয়ার ঘরে ফান্দ পেতে ॥

সদাএ সে নিরাজন নীরে ভাসে ॥

জানা চাই আমাবস্তা[য়] থাকে চাঁদ কোথায় ॥ ইত্যাদি

মহাভারতের শল্যপর্বে প্রাক্-মহাভারতীয় যুগের মঙ্গলক-নামে এক
সিদ্ধ যোগীর উল্লেখ আছে। তাঁহার দেহের এক স্থান একদা দর্ভাকুরে
ক্ষত হইলে ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গত না হইয়া একপ্রকার শাকরস
ক্ষরিত হইতেছে দেখিয়া তিনি অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন,

পুরা মঙ্গলকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেনেতি বিকৃতম্,

ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তম্ভ শাকরসোহশ্রবৎ ॥ ৩৮, ৩৯ ॥

দেহের ক্ষয়বৃদ্ধি না হওয়া বিশিষ্ট যোগজ বিভূতি। যোগজ্ঞা সুলভা
রাজর্ষি জনকের আধ্যাত্মিকতা পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহার শরীরে স্বীয়
ইন্দ্রিয়ভেজ সঞ্চারিত করেন। তাঁহার অনবদ্য রূপ ধারণের কথাও
শাস্ত্রিপর্বে উল্লিখিত আছে। আদিপর্বে তপঃপ্রভাবে মানস পুত্র
উৎপাদনের বর্ণনাও দেখা যায়। অনুশাসনপর্বে আছে, বিপুল-নামে
একজন ব্রহ্মচারী অজিতেন্দ্রিয়া গুরুপত্নীকে এই যোগের দ্বারা লম্পটের
হাত হইতে রক্ষা করিতে—

নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োঃ স্যাৎ রশ্মিঃ সংযোজ্য রশ্মিভিঃ,

বিশেষ বিপুলঃ কার্যমাকাশং পবনো যথা ॥ ৪০, ৫৭ ॥

আশ্রমাবাসিক-পর্বে আছে, বিহ্বল যোগক্রিয়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। ব্যাসদেব যোগবলে কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরগণকে পরলোক হইতে আনিয়া ধৃতরাষ্ট্রাদিকে দেখাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ব্যাসদেব, নারদ, সনৎকুমার প্রমুখ ঋষিগণের যোগবিভূতির অসংখ্য উদাহরণ মহাভারতগ্রন্থে পাওয়া যায়^{৩৮}। এবং এই যোগকে মহাভারতে বেদ হইতে স্বতন্ত্র ও সনাতন (সাংখ্যিক যোগিক সনাতনে দ্বে, বেদান্ত সর্বের নিখিলেন রাজন্। শান্তি, ৩৫১ অ) বলা হইয়াছে। বরাহাদি প্রাচীন পুরাণেও যোগীদের শ্রেষ্ঠত্বের সম্পর্কে অনেক কথা আছে এবং এইপ্রকার যোগিশ্রেষ্ঠদের মতো যোগজ বিভূতি প্রদর্শনের কাহিনী গোর্থ-বিজয়ে, গোপীচন্দ্র-কাহিনীতে ও নাথ সিদ্ধাদের নানা দিগ্দেশে প্রচলিত নানা উপাখ্যানের মধ্যেও কীৰ্ত্তিত আছে দেখা যায়^{৩৯}।

এইসকল পৌরাণিক কাহিনী ছাড়িয়া দিলেও মহেঞ্জোদরোর মূদ্রায় যোগি-সিদ্ধের চিত্র আছে^{৪০}। আলেকজান্ডার খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে আসিয়া অদ্ভুত যোগী দেখিয়াছিলেন^{৪১}। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে বাবিলনবাসী বার্দেসানেনস ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও শমন (শ্রমণ) যোগীদের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন^{৪২}। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে হিউয়েন সাঙ্ কপিলাতে গায়ে ছাইমাখা, মাথায় হাড়ের মালা জড়ানো শৈবযোগী দেখিয়াছিলেন^{৪৩}।

৩৮ মহাভারতের সমাজ, শ্রীহৃথময় ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৬৮-৫২১

৩৯ *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*, G. W. Briggs, pp. 179-207

৪০ *Sir John Marshall, Mohenjo-daro and the Indus Civilization*, London, 1931, Vol. III, Pl. XCVIII; *Ramaprasad Thanda, Memoirs of the Archaeological Survey of India*, no. 41, v. 25, pl. 1, fig. 6; রমাপ্রসাদ চন্দ-লিখিত প্রবন্ধ “সাংখ্য ও যবন দর্শন”, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৯

৪১ *Plutarch's Lives*, ed. J. Langhorne & W. Langhorne, pp. 484-85

৪২ প্রাচীনভারত, প্রথম খণ্ড, যোগীজ্ঞ নাথ সমাদার, পৃ. ১৫৬-৫৯

৪৩ *On Yuan Chwang's Travels*, Thomas Watters, Vol. I, p. 123

নাথযোগীদের আদিগুরু শিবকে গোর্থ-বিজয়ে^{৪৪} আমরা এই রূপেই দেখিতেছি,

মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা,

ঝলমল করে গায়ে তম্বুঝি ছালা।

একাদশ শতকের প্রথম দিকে আলবিরুণী ভারতে আসিয়া “সিদ্ধ রস্কের” ভোজ-বিজ্ঞার কাহিনী শুনিয়া গিয়াছিলেন। তাহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে^{৪৫} “সিদ্ধপুর”-এর কথাও সিদ্ধদের প্রাচীনতর প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। সম-সাময়িক কনারকের মন্দিরচিত্রে ব্রহ্মচর্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ পুরুষাঙ্গ-নিগ্রহ-কারী যোগিমূর্তি দেখা যায়। সঙ্কটিকর্ণামৃতে চন্দ্রযোগীর নাম আছে। বল্লাল-চরিতে যোগী পীতাম্বর নাথ-কর্তৃক বল্লাল-কন্যার বরের লক্ষণ পরীক্ষার কাহিনী বিবৃত আছে। লক্ষ্মণ সেনের সভায় চন্দ্রনাথ যোগীর “কৃষ্ণ-কটীশাক” সহযোগে কদম্বভোজনের কথা সেকণ্ডভোদয়ার^{৪৬} মারফতে সুবিদিত। ত্রয়োদশ শতকের শেষে মার্কো পোলো ভারতীয় যুগীদের (Chugbi) দীর্ঘ আয়ুর কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন^{৪৭}। যোগী অর্থে “যুগী” তখনই প্রচলিত হইয়াছে। একই বর্ণনা বার্গিয়ে ফ্রঁশোয়া^{৪৮}র মধ্যেও পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে আসিয়া ইবনে বতুতা^{৪৯} তাহাঁর ভ্রমণকাহিনীতে ভারতীয় যোগীদের আচরণ, বেশভূষা ও তাহাঁদের অলৌকিক কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। লিন্থোটে^{৫০} ষোড়শ শতকের বীতস্পৃহ, অলৌকিক ক্ষমতায় প্রত্যয়কারী, দৈবজ্ঞ, যাজ্ঞক ও

৪৪ পৃ. ৬

৪৫ *Alberuni's India*, ed. E. C. Sachau, Vol. I, pp. 192, 267-68, 303-4

৪৬ ভাস্কর স্বকুমার সেন-সম্পাদিত, পৃ. ২৭-২৮

৪৭ *Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh*, Vol III, W. Crooke, p. 61

৪৮ *Travels* II, p. 130

৪৯ *Voyages*, D'Ibn Batoutah, Vol IV, p. 35 etc.

৫০ সমসাময়িক ভারত, সমাদার, উনবিংশ খণ্ড, পৃ. ১৪৬

সাপুড়ে যোগীদের বর্ণনা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় লেখা দবিস্তান-এর একটি অধ্যায়^{৫১} যোগীদের সম্পর্কে উপাদেয় তথ্যে পরিপূর্ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে মার্শাল ভারতপর্যটনের বিবরণে^{৫২} বাঙ্গালী যুগীদের (*Jougees, Jogan, Jogini*) ব্রহ্মচর্যা ও রাসায়নিক দক্ষতার কথা অনেক লিখিয়াছেন। তাহাঁর বর্ণিত আকবর-যুগী প্রসঙ্গ বড়োই কোতূহলোদ্দীপক। সমসাময়িক মানুচীর মোগল-কাহিনীতে^{৫৩} ঠগ যোগীর বিবরণ আছে। ইদানীংকালের যোগিপুরুষদের ভিতর পণ্ডহারী বাবা,^{৫৪} রামদাস কাঠিয়া বাবা^{৫৫} ও তৈলঙ্গ স্বামী^{৫৬} প্রভৃতির নামও প্রকার সহিত স্মরণীয়। ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়^{৫৭}-এর লেখক মহাশয় কয়েকটি যোগীর সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন।

নাথযোগীদের কায়সাধনার ধারা ও কাহিনীর পরম্পরা এইরূপ সুপ্রাচীন তান্ত্রিক, বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য-সম্মিলিত হইলেও যোগীদের আচার-ব্যবহার, আবরণ ও আভরণে ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তীয় আর্যোত্তর প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কথা এবং নাথ নিরঞ্জন-এর সৃষ্টি-বর্ণনায় অভিন্নত্ব ও আর্যোত্তর ঐতিহ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন^{৫৮}। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে নানা আর্যোত্তর ও প্রাগার্যোত্তর জাতির পুরাণ ও রূপকথা নাথ-সম্প্রদায়ের পৌরাণিক কথা ও কাহিনীগুলির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। নাথ-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের অনেক মত এদেশে অনার্য্য কিরাতগণের (*Tibeto-Chinese*) মতবাদ ও

৫১ *The Dabistan, Vol. II, pp. 123-148*

৫২ *John Marshall in India, Vol. V, ed. S. A. Khan, pp. 196-202, 371-2*

৫৩ *N. Manucci, Storia do Mogor, Vol. II, pp. 456-57*

৫৪ স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতা, পণ্ডহারী বাবা

৫৫ জীবন-চরিত, তাম্রাকিণোর চৌধুরী-লিখিত

৫৬ উমাচরণ মুখোপাধ্যায়-লিখিত, তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনী ও তত্ত্বোপদেশ

৫৭ দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১১৪, ১২১

৫৮ প্রস্তুত গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ১-ক, ২-৩

আচার-অনুষ্ঠানের সহিত মেলে। কিন্তু এ বিষয়ের তুলনামূলক গবেষণা যোগ্য পণ্ডিতের দ্বারা এখনও হয় নাই।^{৬০} আমরা নাথদিগের মত ও অনুষ্ঠানসম্বন্ধে গ্রন্থাদিতে যেমন বিবরণ পাইয়াছি বর্তমান ভূমিকায় তেমনই লিপিবদ্ধ করিয়া আলোচনাকে সম্পূর্ণভাবে বস্তুনিষ্ঠ (*objective*) করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এতৎসম্পর্কে ভবিষ্যতে তুলনামূলক আলোচক নূতন আলোকপাত করিতে পারিবেন।

প্রস্তুত গ্রন্থের উপজীব্য সমস্ত পুঁথিতে গোরক্ষ বা গোরখ স্থানে আমরা সর্বত্র “গোর্খ” পাইয়াছি। রাজস্থানী ভাষায় লিখিত গোরখ বানীর^{৬১} প্রাচীনতম পুঁথিতেও “গোর্খ” পাঠ আছে। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত ও অযোধ্যা অঞ্চলের ভরথরী যোগীরা ভড়ুঁহরি, রাজা গোপীচন্দ্র ও মহাদেবের বিষয় লইয়া গান গাহিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথ নাই। দয়ারাম আছেন। ইহাঁর নামান্তর (*Karkeba*) কাৰ্খ বা কৰ্খ^{৬২}। ইনি গোর্খ হইতে পারেন। ডাক্তার শ্রীকুমার সেন মহাশয় মনে করেন শব্দটি সম্ভবতঃ অনার্য্যমূল^{৬৩}। এবং মূল রূপে হয়তো অপভ্রংশের মধ্যেই টিকিয়া আছে। এইরূপ মোচন্দর বা মচ্ছন্দ নামটিও আর্য্যোত্তর ভাষার বলিয়া অনুমান হয়^{৬৪}। মৎস্তেন্দ্রনাথ যে নেপালী “মচ্ছন্দর”-এর সংস্কৃত রূপ তাহা “পদ্মাবতি”র টীকাতেও উক্ত হইয়াছে^{৬৫}। গোর্খ-বিজয়ে মৌন মোচন্দর^{৬৬} (বা মুচন্দর) পাই। মৌন নাম মোচন্দর

^{৬০} অধ্যাপক হুনৌতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিরাতদের সম্পর্কে একখানি বই লিখিয়াছেন। বইখানি প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ে পূর্বতর আলোচনার স্বযোগ মিলিবে।

^{৬১} ডাক্তার পীতাম্বর দত্ত বড়খাল-সম্পাদিত, পৃ. ৮৯

^{৬২} *Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh*, W. Crooke, Vol. III, p. 60

^{৬৩} প্রস্তুত গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ১-গ, ১

^{৬৪} ঐ, পৃ. ১-ক, ৭-৮

^{৬৫} *Bibliotheca Indica* (A. S. O. B.) No. 1172, G. A. Grierson & MM. Sudhakara Dwivedi, Fs. V, p. 356

^{৬৬} পৃ. ৭ ইত্যাদি

উপাধি হইতে পারে। কাশ্মীরী ঐতিহ্যে^{৬৬} মচ্ছন্দকে মৌননাথের আখ্যা বা নাম বলা হয় নাই। এবং সংস্কৃতমূল না হইয়াও শব্দটির প্রাচীনতর রূপকব্যাখ্যা তত্ত্বে চলিত ছিল। “পাশ” অর্থে “মচ্ছ” শব্দের প্রয়োগ কোন্ সূত্রে আসিয়াছে অনুসন্ধান করিবার বিষয়। সাধারণ যোগি-সম্প্রদায়ে মৎশ্চন্দ্র অপেক্ষা মচ্ছন্দর নামেরই আদব বেশী^{৬৭}। কোনো কোনো স্থানে কুলীন যোগীদের ভিতর “মীন” ও “মৎশ্চন্দ্র” (মচ্ছন্দ) নামে স্বতন্ত্র গোত্র প্রচলিত আছে।

যোগীদের আচার-ব্যবহারের প্রসঙ্গে গোর্থ-বিজয়ে^{৬৮} কড়ির বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। শিব “শ্রবণেতে কড়ি” লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। গোর্থনাথের উক্তি আছে, “পুনকপি যোগী হইব কর্ণে কড়ি দিয়া”। অর্থাৎ গলায় পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ হওয়ার মতো কর্ণে কড়ি দিয়া যোগী হইতে হয়। তাহা ছাড়া এখনও বাংলাদেশের অনেক স্থানে মৃত যোগীর কাঁধে কড়ির থলি দিতে হয় মাটিতে সমাহিত করিবার আগে^{৬৯}। তামিলনাডে গভল যোগীদের জাতীয় চিহ্ন ও যোগিনীদের ভূষণ হইতেছে কড়ি^{৭০}। অথচ তান্ত্রিক, বৈদিক, বা বৌদ্ধ কোনো প্রক্রিয়ার মধ্যেই যোগি-সম্প্রদায়ের কড়ির এই প্রাধান্য দেখা যায় না।

মৌননাথের সমৃদ্ধ কদলী-রাজ্যে গোর্থনাথ “প্রতি ঘরে চালে দেখে সোনার কোমড়া”^{৭১}। যোগিরাজ্যে সোনার কোমড়া যোগীদের সমৃদ্ধির ব্যঞ্জক হইতে পারে; অথবা ঘরের চালের স্বর্ণময় অংশবিশেষ হইতে পারে। তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতিতে কুমড়া বলির প্রচলন আছে; হয়তো ইহা তাহারই বিশেষ অনুকৃতি। আর্যোত্তর কোনো প্রধার ইঙ্গিত হওয়াও অসম্ভব নহে।

৬৬ *Sri Tantraloka, Abhinava Gupta, Srinagar, 1918, Vol. I, p. 25*

৬৭ পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী-লিখিত মুদ্রাপ্রাপ্য গ্রন্থ “নাথ-সম্প্রদায়”, পৃ. ৫৮

৬৮ পৃ. ৩, ৩২

৬৯ বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ, পৃ. ৮২

৭০ *Castes and Tribes of Southern India, Thurston, Vol. II, pp. 277, 496*

৭১ পৃ. ৩৩

নাথ-সম্প্রদায়ে মাছের একটি বিশেষ স্থান আছে। মৌননাথের “বোগার্ল সুন্দর”^{৭২} হইয়া মহাজ্ঞান শোনা, বিন্দুকনাথকে “সইল মৈশ্চের”^{৭৩} মতো টাঙ্গাইয়া রোজ্রেতে দেওয়া অসম্বন্ধ ব্যাপার নহে। পশ্চিম বঙ্গে যোগীদের আন্ধ-কৃত্যে মাছের ঝোল রাখিয়া দিবার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। মৌননাথ মাছের পেটে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অনেক স্থলে যোগীদের মাছ খাইতে নাই।^{৭৪} মাছ ও ডিম দিয়া জাতক ও মৃতক সংস্কারের বিধি মহীশূরের হাণ্ডী যোগীদের ভিতর চলিত আছে^{৭৫}। শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে বিশিষ্ট তান্ত্রিক পরিবারেও ভৈরবের ভোগে ও শিবাবলিতে ডিমভাজা ইত্যাদি উপকরণ হিসাবে এখনও নিবেদন করা হয়। দ্বীপময় ভারতেও ভট্টারক শিব-গুরুর নৈবেদ্যে ডিম দেওয়ার প্রথা^{৭৬} এখনও বর্তমান। মৃতক সংস্কারে সেখানে ডিম দেওয়ার প্রচলন আছে^{৭৭}।

যোগীদের “আনুনি কচুর শাগ” খাওয়ার কথা গোর্থ-বিজয়ে^{৭৮} আছে। মাষকলাই দিয়া কচুর ব্যঞ্জন রান্ধিবার প্রথাও যুগী-কাচো^{৭৯} দেখা যায়। “সেকশুভোদয়া”তে যোগীর কালো কচুর শাক পরিতৃপ্ত হইয়া খাইবার কথা আগেই বলিয়াছি। শিবাবলি এবং ভৈরবাদি তান্ত্রিক দেবতার পূজায় মাছের মুড়া দিয়া মাষকলাই রান্না করিয়া দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিবার প্রথা শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে শাক্ত সমাজে প্রচলিত। এবং সেই অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে বিজয়া দশমীতে ভগবতীকে কচুশাক-যুক্ত ভোগ নিবেদন করা হয়। মহীশূরে হাণ্ডী যোগীদের^{৮০} ও

৭২ পৃ. ৭

৭৩ পৃ. ১১৩

৭৪ *Gorakhnath and the Kanphata Yogis, G. W. Briggs, p. 125* (১২৫ হইতে ১৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যায়টি নানা জাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ)

৭৫ *The Mysore Tribes & Castes, Vol. III, pp. 495, 499*

৭৬ দ্বীপময় ভারত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৩৫৩

৭৭ ঐ ঐ পৃ. ২০৫

৭৮ পৃ. ১০৫

৭৯ গোর্থ-বিজয়, পৃ. ১৮৪

৮০ *The Mysore Tribes and Castes, Vol. III, p. 499*

তামিলনাডে যুত যোগীদের^{৮১} মাটির আগে শবের বগলে মুরগীর বাচ্চা ও মুন দিতে হয় পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায়। এই সকল প্রথার হেতু আলোচ্য।

তামিল যোগী পুরুষদের^{৮২} দীক্ষার সময় কাণে গণ্ডারের শৃঙ্গের অথবা চীনা-মাটির কুণ্ডল পরাব বিধান আছে। চীনা-মাটির কুণ্ডল হয়তো ভারতীয় যোগীদের মধ্যে তিব্বতী-চীনীয় কোনো অতীত যোগসূত্রকে ইঙ্গিত করিতেছে। সমাজে গিয়া যোগিপ্ৰধানের “মৈত্ৰঘটি মাগ্ন পাইবার”^{৮৩} প্রথাও ঠিক তান্ত্রিক আচারের পর্যায়ে পড়ে না। বাঙ্গালী নাথযোগীদের ধামালী, বিহারের “জোগীড়া” ও “কবীব” গানের চূড়ান্ত অঙ্গীলতা^{৮৪} নাথপন্থে কোনো অস্তুনিহিত আর্ঘ্যোত্তর প্রভাবের অবশেষ অথবা অনার্য আচারের অনুকরণ হইতে পারে। গোৰ্খ-বিজয়ে উল্লিখিত সিদ্ধ হাড়িপার “হাড়ি কৰ্ম্ম”,^{৮৫} মহীশূরের হাণ্ডী যোগীদের শূকর-পালন ও গ্রামপ্রান্তে পুকুরপাড়ে বাস^{৮৬} ধৰ্ম্ম ঠাকুরের সদা ডোমকে স্মরণ করায়। হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশস্থ যোগী বলিয়া পরিচিত অন্ত্যজ “হাঘরে” বা “মুড়ঘরিয়া” ভিক্ষুকদের নানা কদাচার^{৮৭} প্রচলিত আছে। অন্ত্র^{৮৮} নরখাদক যোগীদের চূড়ান্ত বৌভৎস আচার-ব্যবহারাদির কথা বিবৃত দেখা যায়। এই সমস্ত প্রথা কোন্ সূত্রে যোগিসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার বিষয়।

পাঞ্জাবে যোগীদের ভিতর আমলকী^{৮৯} বৃক্ষপূজা প্রচলিত আছে। আশ্বিন

৮১ *Castes and Tribes of Southern India, Vol. II, p. 498*

৮২ *Ibid, p. 500*

৮৩ গোৰ্খ বিজয়, পৃ. ৪০

৮৪ কবীর, দ্বিবেদী, পৃ. ৩২

৮৫ গোৰ্খ-বিজয়, পৃ. ১০

৮৬ *The Mysore Tribes and Castes, Vol. III, p. 501*

৮৭ বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ, পৃ. ৮২

৮৮ *Dabistan, Vol. II, p. 129*

৮৯ *Briggs, p. 131*

মাসে ইহার নীচে আহারাদি করিলে সপরিবারে স্বর্গ লাভ হয় বলিয়া ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বর্তমানে ইহা শিব ঠাকুরের পূজার সহিত সম্পৃক্ত। গোৰ্খনাথের বকুল-গাছ-প্রীতি গোৰ্খ-বিজয়ের বহুস্থানে^{১০} দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গে “যুগী”দের প্রাচীন শিবপীঠে প্রায়শঃই বকুল গাছ প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরীর “সিদ্ধ বকুল” প্রখ্যাত। তন্মধ্যে কুলবৃক্ষ বকুল। নানা বৃক্ষের টোটোমধারী, স্বল্প-আলোচিত পার্শ্বত্যা জাতিদের মধ্যে খোঁজ করিলে যোগীদের এই সকল বৃক্ষ-প্রীতির কারণ খুঁজিয়া পাওয়া হয়তো অসম্ভব নহে। কদলী-রাজ্যে জ্বীলোকের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য পার্শ্বত্যা জাতিবিশেষেরই প্রভাবের স্ফুটতর ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র যোগীদের শব্দ দাহ না করিয়া “মাটি”^{১১} দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। গাজন, চড়ক প্রভৃতি উৎসবে “যুগীকাচ”-এর ধারায় ছলন-নৃত্যের অনুষ্ঠান নাথ-সম্প্রদায়ে চলিয়া আসিতেছে। সুপ্রাচীন প্রত্যন্তবাসীদের মধ্যেও ইহা উৎসবের অঙ্গবিশেষ। এই আচারগুলিরও বিচার করা দরকার।

পশ্চিম বঙ্গে গৃহস্থ যোগীদের ব্যবহারে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহারা শিবগোত্র। ধৰ্ম্মঠাকুরের পণ্ডিতদের মতো যোগীদের হলকর্ষণ নিষেধ। “আকাটা” পুকুরে কলাগাছ প্রতিষ্ঠা করা বিবাহের এক সংস্কারবিশেষ। ইহারা কাঠের নাদবিন্দু ও সকলেই পৈতা ধারণ করেন। মৃতক সংস্কারে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়, কড়ি দিতে হয় এবং যোগভঙ্গের আশঙ্কায় মৃতদেহের সংস্কার না করিয়া সমাহিত করা হয়। ইহারা বিশ্বাস করেন, গোৰ্খনাথ এখনও কোথাও ধানমগ্ন অবস্থায় জীবিত অথবা সমাহিত আছেন। ইহাদের মৃত্যুশৌচ তেরো দিন। মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময় ঈশান কোণে মুখ করিয়া বসাইয়া দিতে হয়। ইহাদের ধারণা, ঈশান কোণে কৈলাসেব অবস্থান। কিন্তু অগ্নিস্নেহে ঈশান কোণে কৈলাস নহে; কামরূপ। এই কামরূপ এবং তৎসম্বন্ধিত অঞ্চলই যোগপীঠ এবং যোগধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান। ইহাদের অজ্ঞাতসারে সেই সংস্কারই এই প্রথার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে বলিয়া মনে করি।

এখন “নাথযোগী” শব্দের তাৎপর্য ও প্রয়োগ অনুধাবন করিতে হইবে।
 বৃহৎ যোগিনী-তন্ত্র, আগম-সংহিতা, চন্দ্রাদিত্য-পরমাগম, শঙ্কর-বিজয়,
 বল্লাল-চরিত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ও অর্ধাচীন গ্রন্থসমূহে
 “যোগী” জাতির পৌৰাণিক উৎপত্তি-বিবরণ বিবৃত আছে। চিন্তাবৃত্তি
 নিরোধ করিয়া নাদবিন্দু বা কুলকুণ্ডলিনীর যোগসাধনকারী অর্থে “যোগী”
 শব্দের দার্শনিক ব্যুৎপত্তি ধরা যাইতে পারে। কাপড় বোনার “যোগ-
 পোড়েন” হইতে “যোগী” বা “যুগী” শব্দ পেশাগত অর্থে প্রচলিত হওয়াও
 অসম্ভব নহে। এখনও এদেশে যুগী ও জোলাদেরই বিশিষ্ট পেশা
 কাপড়বোনা। গোর্খ-বিজয়ে^{২২} আছে,

আক্ষারে কাটিমু সূতি তুষ্কি যে বুনিবা ধুতি
 হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি।

ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন,^{২৩}
 কাপাসের সূতা হইতে কাপড় বোনার প্রচলন এদেশে অষ্টিকেরাই }
 করিয়াছেন। এই আলোকেও প্রসঙ্গটির আলোচনা হওয়া দরকার।

এখন “নাথ” শব্দ ও শৈব-মতের সহিত নাথ-মতের সম্পর্ক দেখিব।
 হঠযোগে মন ও পবনকে বশীভূত এবং লয় করিতে হয়। গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-
 সংগ্রহে^{২৪} আছে,

ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথশ্চ মারুতঃ,
 মারুতশ্চ লয়ো নাথঃ স লয়ো নাদমাপ্রিতঃ।

পাঞ্জাবে সঙ্কলিত “প্রাণসংগলি”^{২৫}-তে আছে,

পবন নাথ নাথৈ মন মানা।

গোর্খ-বিজয়ে^{২৬} আছে,

মন হএ পবন পবন হএ সাঞি,
 হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি।

২২ পৃ. ৪০

২৩ ভারতের ভাষা ও ভাষাসমৃদ্ধি, পৃ. ১৭

২৪ গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত, পৃ. ৩৮

২৫ সম্ভ সম্পূর্ণ সিংহজী-সম্পাদিত, পৃ. ১২২

২৬ পৃ. ২২

অর্থাৎ মোটামুটি বোঝা যায়, মন ও পবনের নাথ, সাঞি বা স্বামী অর্থে “নাথ” হইয়াছে। “না” অর্থে অনাদি রূপ এবং “থ” অর্থে ত্রিভুবন স্থাপিত হওয়া অর্থাৎ ত্রিভুবন স্থিতির কারণ অনাদি ধর্ম (নাথ) এইরূপ ও অজ্ঞান দার্শনিক ব্যাখ্যাও বিভিন্ন তত্ত্বে প্রচলিত আছে^{৯৭}। কিন্তু মন-পবনের নাথ হওয়া অর্থাৎ হঠযোগী অর্থ ছাড়া অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দেবতা অর্থে “নাথ” শব্দ পাওয়া যায়। হিমালয়-শৃঙ্গের অছি দেবতা^{৯৮} নাথ; এবং আর্যোত্তর জাতির নানা আদিম ভাষার মধ্যে “নত”,^{৯৯} “নাত”^{১০০}, “নাট”^{১০১} বা “নাথ”^{১০২} শব্দ আছে। এবং বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে এই “নাত” সমগ্র ইন্দো-চীনীয় জাতির সুপ্রাচীন লৌকিক দেবতা। এই সূত্রে “নাথ” প্রাক-আর্যোত্তর ভাষার কোনো সুপ্রাচীন ঐতিহ্য প্রভাবিত শব্দ কি না সে সম্পর্কেও বস্তুনিষ্ঠ (objective) আলোচনা হওয়া উচিত।

আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশে প্রায়ই নাথযোগি-সম্প্রদায় শিবের আরাধনার সহিত সম্পৃক্ত। ইহা ঘটিয়াছে শিবঠাকুরের সহিত ধর্মঠাকুরের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠার পর। অবাস্তুর হইলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অষ্টিক ধর্ম ঠাকুরের নামান্তর “ধর্ম-নিরঞ্জন”^{১০৩}। এইরূপ “নাথ” শব্দের সহিত “নিরঞ্জন” শব্দ যুক্ত হইয়া “নাথ-নিরঞ্জন”^{১০৪} হইয়াছে।

৯৭ নাৎ-সম্প্রদায়, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পৃ. ৩

৯৮ Briggs, p. 137

৯৯ দ্বীপময় ভারত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৩১

১০০ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. III, pp. 36-37; The Mikirs, ed. Sir Charles Lyall, p. 153

১০১ Oraon Religion and Customs, Sarat Chandra Roy, pp. 273-74; The Chamars, G. W. Briggs, p. 147

১০২ The Northern Tribes of Central Australia, Spencer and Gillen, p. 375

১০৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ভূমিকা, পৃ. ১৮০

১০৪ গোর্খ-বিজয়, পৃ. ৪ ইত্যাদি

হঠযোগ-প্রদীপিকা^{১০৫} ধৃত সিদ্ধ হঠযোগীদের নামের তালিকায় কতকগুলি নামেরও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গতঃ পরীক্ষণীয়।

ডাক্তার স্কুমার সেন মহাশয় বলেন, শৈব-মত ও নাথ-মত মূলে কখনই এক ছিল না। শৈব-মত সেশ্বর, নাথ-মত নিরীশ্বর। শৈব-মতে দেহীর চরম লক্ষ্য মুক্তি বা শিব-সায়ুজ্য। নাথ-মতে সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে অমৃতত্ব ও ঈশ্বরত্ব লাভ। শৈব-মতে ঈশ্বর এক; নাথ-মতে সিদ্ধ হইলে সকলেই নাথ বা ঈশ্বর। নাথ-পন্থের তুলনায় শৈব মতকে বলা যাইতে পারে ঈশ্বর-পন্থ (শৈব-দর্শনের নামান্তর ঈশ্বর-দর্শন)।

গোষ্ঠ বিজয়ে দেখা যায়, নাথযোগীরা মাথায় ঝোটা বা জটা; কাণে কুণ্ডল, শঙ্খ বা কড়ি; গলায় নগুণ সূতা (সেলী), পীঠী, পাটা (যোগ-), শিঙ্গা, নাদ; হাতে রুদ্রাক্ষ, খস্তা (কোথাও ত্রিশূল), আদারি (কাষ্ঠফলক-সংযুক্ত কাষ্ঠদণ্ড), নড়ি (আসা), লাউয়া (খপ্পর), চক্র; আঙ্গুলে লম্বা নখ; পায়ে পানাই, নূপুর; পরণে কোপীন, কাছটি (ভগুয়া বস্ত্র) ও মেখলি; গায়ে ভস্ম, ছালি, ছালা, ঝুলি, কাঁথা (গুধড়ি), মৃগছাল (চাপড়া?), বক্স; মাথায় আলগ ছাতি ইত্যাদি বেশভূষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। পশ্চিম বঙ্গে গৃহস্থ যোগীকেও আমি এই সমস্ত পরিচ্ছদাদিতে ভূষিত হইতে দেখিয়াছি। (এবং এই সকল পরিচ্ছদাদিকে প্রতীকধর্মী বলিয়া মনে করা হয়।) যোগীদের ভিতর এই সমস্ত বেশভূষার প্রচলন আদৌ কিরূপে হইল তাহা অনুসন্ধান করিবার বিষয়। ইহা আর্ঘ্যোত্তর জাতির পরিচ্ছদের জ্বল্জ্বল অনুকরণ কি না বলা শক্ত। প্রসঙ্গতঃ আমি বাঙ্গালীর পার্বত্য প্রতিবেশী খাম্তী, চুলিকাটা, মিশ্‌মি, বোড়ো আবোর, নাগা, লিঙ্গু, লেপচা, ঔরাও ও জুয়াঙদের বেশভূষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই^{১০৬}। ইহাতে হয়তো যোগীদের এই সকল বেশভূষা ও পরিচ্ছদাদি ধারণের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ও এইগুলির রহস্যময়তার ব্যাঞ্জনা স্পষ্ট হইবে। এই অঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের সহিত বাঙ্গালীর যোগাযোগের ঐতিহ্য

১০৫ Ed. Srinivas Ayengar, Bombay

১০৬ Risley, People of India, Plate Nos. I, II, V, VIII, IX, X, XIII, XVIII, XXII etc.

অর্ধাচীন নহে। নৃত্তবিৎদের প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা আমরা স্পষ্ট করিয়া জানি না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে মেগাস্থিনিস্ আসাম অঞ্চলে নাক-থাবড়া কिराति জাতি দেখিয়াছিলেন। তাহারা নাক টিপিয়া কসরত করিত^{১০৭}। মন্দিরে প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চারি সিদ্ধার গঠনপদ্ধতিতেও এই আকৃতির আদর্শ অমুত হইয়াছিল দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপে, সুন্দরবন অঞ্চলের রূপনগর হইতে প্রাপ্ত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ম্যাজিয়মে রক্ষিত চারি সিদ্ধার মৃন্ময় মূর্তিটির^{১০৮} গঠনপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গোর্থ-বিজয়ে উল্লিখিত বিভিন্ন স্থানের নাম ও এগুলির সম্ভাবিত অবস্থানও^{১০৯} বর্তমান প্রস্তাবের পক্ষে অনুকূল।

সুতরাং অনুমান করা যায় যোগদর্শনের দিক হইতে নাথধর্ম পুরাপুরি ? তাত্ত্বিক ও বৈদিক ধারায় প্রবাহিত হইলেও যোগীদেব বেশভূষা, উপকরণ ও আচার ব্যবহারে আর্যোত্তর প্রভাব পড়িয়াছে। বৈদিক যাগযজ্ঞ এড়াইবার জন্ত সিদ্ধ-সাধকেরা কটকাবরণরূপে এই সকল আবরণ ও অভরণ ব্যবহার করিতে পারেন। অথবা জাতিগত সংমিশ্রণের ফলে ইহাঁদের অজ্ঞাতসারেই হয়তো বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্রমিত হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে প্রায় বিশিষ্ট নাথযোগীই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করিয়া থাকেন ও “নাথ কবিরাজ” পদবী ব্যবহার করেন। যোগীদের মধ্যে রসায়নের যথেষ্ট উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। অনেক মনে করেন প্রাচীনতব কোনো রাসায়নিক-সম্প্রদায়ের সহিত যোগি-সম্প্রদায়ের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল^{১১০}; অথবা স্বতন্ত্রভাবে কেবল পরম্পরাগত রসায়নের দ্বারাই

১০৭ প্রাচীন ভারত, সমাদার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৬

১০৮ মূর্তিটির সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় ২৭-৪-১৯৪৯ তারিখে লিখিত এক পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের দিকে রূপনগর অঞ্চলে চারি সিদ্ধার পাঠ বা মন্দিরে এই মূর্তিটি পূজিত হইত।

১০৯ কদলী-রাজ্য, শ্রীযুক্তমোহন নাথ, পৃ. ৩৪-৩৮

১১০ *Sri Ramakrishna Centenary Memorial, Vol. II, pp. 303-*

যোগীরা পার্থিব জগৎ জয় করিয়া অমরত্বের পথ অনুসন্ধান করিয়াছেন^{১১১}। মাধবাচার্যের “সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ” নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে “রসেশ্বর-দর্শন”ও স্থান পাইয়াছে। অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণার সঙ্গে সঙ্গে আদিম মানবের মনে রসায়ন ও বৈজ্ঞানিক ধারণা বিকশিত হইয়াছে। এবং দানবাদের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার তুচ্ছ তাক, মন্ত্র তন্ত্র ও ভৈষজ্যাদির প্রয়োজন হইয়াছে। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান জড় অধর্ম বেদে গিয়া পৌঁছায়। তন্ত্রে ইহার স্থান নগণ্য নহে। প্রত্যন্তবাসীদের মধ্যেও ইহার কুশলতা যথেষ্ট।

মোটামুটি দেখা যাইতেছে, নাথযোগীদের হঠযোগ-দর্শন তাত্ত্বিক ও বৈদিক ঐতিহাসিকভাবে হইলেও সৃষ্টিতত্ত্বে, প্রবাদ ও নানা বিশ্বাসে, পাত্র ও স্থানের নামে, আচার-ব্যবহারে, পরিচ্ছদাদিতে আর্যোত্তর প্রভাব অনুমান করা যায়। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে ধর্ম ঠাকুর ও তাহার সম্প্রদায়ের মতো নাথযোগপন্থেও আর্য ও আর্যোত্তর ধারার গঙ্গায়মুনা মিলিয়া একটি সংহতরূপ ধারণ করিয়াছে।

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে জানা যায়, আদিম বর্বর মানবের ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস ও তাহাদের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অতি-প্রাকৃত দেবযোনি পূজার প্রবর্তন হইয়াছিল। পূজার প্রবর্তন হইতেই মন্ত্র তন্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের অবতারণা ; এবং আমরা অনেকাংশেই সেই আদিম মানবগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী। নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ববিদের মতে বাঙ্গালী জাতির গোড়াতে ছিল নানাভাষা-ভাষী আদিম জাতির মিশ্রণ। সুতরাং ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিচিত্র বাঙ্গালীর নাথযোগি-সম্প্রদায়ের ভিতর আদিম মানবের বহু বিস্মৃত বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারের কঙ্কালে রক্তমাংস যুক্ত হইয়াছে,—ইহা কেবল নিরাধার অনুমান নহে। তবে তাহা সমাগ্রূপে নির্ধারণ করিতে যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন বর্তমান প্রবন্ধ তাহার সূচকমাত্র।

॥ প্রসার ॥

বাঙ্গালীর নাথযোগ বাঙ্গালার বাহিরে গিয়াছে ; সাহিত্যও গিয়াছে । তাই ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমিতে নাথ-সাহিত্যের আলোচনা না করিলে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না ।

সনাতন নাথযোগ পন্থের অশ্রুতম সিদ্ধ গোৰ্খনাথ । তাহাঁর পরিচয় অজ্ঞাত । যোগীশ্বরদের ব্যক্তিত্ব, স্থান ও কালাদির নির্ণয় সমস্তার ব্যাপার । সব ক্ষেত্রে সম্ভবও হয় না । সাধকদের দোহা, পদ ও গীতাদির ভনিতায় আত্মপরিচয় দেওয়া থাকে । তবে প্রায়শঃই সেগুলি তাহাঁদের বিশেষ মার্গানুসারী সাধনার রূপক । তবুও তাহাঁদের পার্থিব পরিচয় খুঁজিতে গেলে এই রূপকগুলিরই আলোচনা করা ছাড়া উপায় নাই । এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা “গোরখ-বানো”^{১১২} কয়েকটি ভনিতা বিচার করিয়া দেখিব ।

পূরব দেশ পছাঁহী ঘাটী, (জনম) লিখ্যা হমারা জোগঁ,

গুরু হমাবা নাঁবগর কহীএ, মেটে ভরম বিরোগঁ ।^{১১৩}

গোরখনাথের ভনিতায়ুক্ত “গ্যান তিলক” অংশে এই দুইটি ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে । সম্পাদক মহাশয় ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন,

প্রাণ (পূৰ্ব্ব) আমার দেশ, আর সুষুয়া (পছাঁহী ঘাটী) আনা-গোনার পথ । জন্মাবধি আমার ভাগ্যে যোগ লিখা আছে । আমার গুরু আমার (ভবসাগরতারণ) নাবিকের সমান ; তিনি আমার ভ্রমাদি রোগ নিরাময় করেন ।

এখন এই সম্পাদকীয় রূপক ব্যাখ্যার আবরণ উন্মোচন করিলে আমরা যে তথ্যটি পাই তাহাতে গোৰ্খনাথকে ভারতের পূৰ্ব্ব প্রান্তের অধিবাসী এবং পশ্চিমে নানা অঞ্চলে বিচরণকারী বলিয়া স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি । এবং তিনি পূৰ্ব্ব দেশের অধিবাসী বলিয়া তাহাঁর ভাগ্যে জন্মাবধি যোগ লিখা থাকার মধ্যে বাঙ্গালা-প্রান্তের বিখ্যাত ষাগপীঠের ধারণা অনায়াসেই করা যায় । গোৰ্খ-বিজয়ের^{১১৪}

১১২ ডাক্তার পীতাম্বর দত্ত বড়খাল-সম্পাদিত, হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ

১১৩ পৃ ২১২

১১৪ পৃ ৮

“পশ্চিমেতে গোর্থ গেজ” উক্তি আমাদের এই অনুমানকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে।

গোর্থনাথের সিদ্ধিলাভ ঘটয়া থাকিবে হিমালয়-পাদাশ্রিত নেপাল অঞ্চলে; এবং তিনি ঐ অঞ্চলেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। গোরখ-বানীর “সিধ জোগী উতরাধী” বা “উত্তার দিসি সিধ কা জোগ”^{১১৫} বাচনে সম্ভবতঃ তাহাই ইঙ্গিত করে। বাঙ্গালীদের সহিত, বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীদের সহিত নেপালীদের জাতিগত জ্ঞাতিত্ব নৃতত্ত্বগত সত্য। সুতরাং বাঙ্গালা-প্রান্তের গোর্থনাথের নেপালে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। গোর্থী জাতির ও উপত্যকার নামের মূলে নিশ্চয়ই ইহাঁরই নামের প্রভাব।

যোগীশ্বরদের জাতিনির্ণয় প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া পৌঁছায়। প্রায়শঃই ইহাঁরা অনাদিগোত্র বা শিবগোত্র অর্থাৎ শৈবযোগী। ধর্ম ঠাকুরের গাজনে বা সাজ্জাত পূজায় সন্ন্যাসীদের আত্মগোত্র পরিভাগ করিয়া শিবগোত্র পরিগ্রহ করিতে হয়। ইহা সাময়িক। অবধূতমার্গে সত্যই আত্মগোত্র পরিভাগ করা হয়। সাধনায় বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করিলে একাধিকবারই করিতে হয়। এবং সেই কারণেই একই সিদ্ধের নানা নাম, “চর্যা নাম”, “পূজা নাম”, “গুপ্ত নাম”, “কৌত্তি নাম”^{১১৬} ইত্যাদি তথা নানা জাতিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে, ভনিতাতে গোলযোগ ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রাক্সন্ন্যাস জীবনের স্মৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়ার আগে জন্মগত জাতিসংস্কার সাধকদের বচনে রূপকের আকারে বারে বারে ছায়া ফেলিতে থাকে। নিঃশেষে বিলুপ্ত হওয়ার আগেই সাধক কবিদের অজ্ঞাতসারে হয়তো তাহা আপন পদচিহ্ন রাখিয়া যায়। যেমন কবীর নানা জাতিরূপক নিজের উপর আরোপ করিয়াছেন, “জুলাহা”-ও বলিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থাবলী খুঁজিলে দেখা যাইবে, অজ্ঞাত জাতির চেয়ে তিনি নিজেকে “জুলাহা” বা “কাশীকা জুলাহা” অধিক-

সংখ্যক বার বলিয়াছেন। সুতরাং তাহাঁকে জাতি জোলা স্বীকার করিতে হয় বলবৎ বিরুদ্ধ তথ্য না মেলা পর্য্যন্ত। এইরূপ কোনো সম্ভবাণীর মধ্যে উল্লিখিত নানা পেশার কথার মধ্যে যেটি বারে বারে ফিরিয়া ফিরিয়া রূপকে বা ভনিতায় উক্ত হইতেছে সেইটিই যে তাহাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের জাতিগত পেশা ছিল তাহা অস্বীকারের হেতু আছে। এই সূত্রে আমরা গোরখ-বানীর ভনিতাগুলি বিচার করিব। এখানে আমরা চারিটি ভনিতায় গোরখনাথের জাতির উল্লেখ পাই।

(১) সোনাঁ লোঁ রস সোনাঁ লোঁ, মেরো জাতি সুনারো রে।

ধঁমনি ধমোঁ রস জঁমনি জঁগ্যা,

তব গগন মহা রস মিলিয়া রে ॥

আমার নিকট হইতে রস (আত্মানন্দ, অমৃত)-রূপ সোনা লও। আমি জাতিতে স্বর্ণকাব। ধমনি (স্বাসের স্পন্দন)-র স্পন্দন, অর্থাৎ স্বাস-ক্রিয়াদ্বারা অঙ্গপাজাপ সিদ্ধ করিয়াছি। ইহাই রস জমাইবার উপাদান। অঙ্গপাজাপ দ্বারা চঞ্চল মন স্থির হয়। ইহাতেই ব্রহ্মরক্তে মহারসকপ যোগামৃত প্রাপ্তি হয়।^{১১৭}

(২) এইবাঁ মদ শ্রী গোরখ কেবট্যা, বদন্ত মহীংদ্রনা পূতা,

জিনি কৈবট্যা তিনি ভরি ভরি পীয়া, অমব ভয়া অবধূতা।

(সমস্ত মল অপগত হইয়া কেবল সারভাগ মদিরূপে উৎরাইয়াছে।)
শ্রীগোরখনাথ এইরূপ মদ চোলাই করিয়াছেন। মহৎদরনাথের পুত্রশিষ্য বলেন, যিনি এই মদ তৈয়ারী করেন তিনি আকষ্ট পান করেন; আর (যিনি পান করেন) সেই অবধূত অমর হইয়া যান।^{১১৮}

(৩) ভগত গোরখনাথ মহিংদ্রনা পূতা, জাতি হমারো তেলো,

পীড়ো গোটা কাটি লীয়া; পবন খলি দীয়াঁ ঠেলী।

মহৎদরনাথের পুত্রশিষ্য গোরখনাথ বলেন আমি জাতিতে তেলী। বীজ (পিষ্ট তিলের পিণ্ড) পিষিয়া (তেল অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব) আমি নিষ্কাষণ করিয়াছি; আর পবনরূপ খইলকে ফেলিয়া দিয়াছি।

১১৭ গোরখ-বানী, পৃ. ৯১ (সম্পাদকীয় ব্যাখ্যার অনুবাদ)

১১৮ ঐ . পৃ. ১২৩ ঐ

(৪) বদন্ত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী,

তেল গোটা পীড়ি লীয়া খলি দৌবী মেলী।^{১১১}

গোরখনাথ বলেন আমি জাতিতে তেলী। তেলের বীজ পিষ্ট করিয়া খইল ফেলিয়া দিই।

দেখা যাইতেছে গোৰ্খনাথকে একস্থানে “সুনারী” ও একবার “কেবট্যা” রূপে পাইলেও “তেলী” হিসাবে স্পষ্ট করিয়া একাধিক-বার পাইতেছি। প্রথম ভনিতার “সুনারী” স্পষ্টতঃই রূপকার্থক; যেহেতু পাঠ ও পাঠান্তরে “সুনারী” ও “সোনা”-কে অভিন্ন বলা হইয়াছে (আপৈ সোনা নৈ আপ সুনারী অথবা আপৈ সুনারী আপৈ সোনা)। দ্বিতীয় ভনিতার “কেবট্যা” শব্দের অর্থ “শব্দ-সংগ্রহ” অংশে ধরা হইয়াছে— “উতারী” অর্থাৎ উৎরানো, এখানে চোলাই করা। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ ভনিতার “তেলী” শব্দকে কোথাও রূপকার্থক ধরা হয় নাই। জাতি ও জাতিকর্মের কথাই বারে বারে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। “জাতি হমারী তেলী” বা “জাতি মেরী তেলী” পুনঃ পুনঃ এই একই কথার উল্লেখ মনে হয়, রূপক ভেদ করিয়া যেন তাহাঁর প্রকৃত জাতিই উকি দিতেছে। সুতরাং আপাততঃ গোৰ্খনাথকে তেলী বলিয়া সাব্যস্ত করিলে মারাত্মক রকমের ভুল না হওয়ারই সম্ভাবনা।^{১১২} বাঙ্গালা দেশের নাথোপাধিক সংখ্যাগুরু তেলি-সমাজে ভদ্র সম্ভাবনের “হাড়ি” ও “গোৰ্খ” নাম এখনও অপ্রচলিত নহে। তিব্বতের তেলি-যোগী, তিল-যোগী বা তিলি-যোগীর^{১১৩} কথাও সুবিদিত। তিনি আসলে জাতিতে তেলি কি না সে সম্পর্কে ডাক্তার সুশীলকুমার দে মহাশয় প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

যাহাই হউক, ভারতের এই পূর্বোক্তর প্রাপ্ত হইতে পরে তাহাঁর সম্প্রদায় ও বচনসমূহ সারা ভারতে ছড়াইয়াছিল। আর্য্যাবর্তের নানা স্থানে তাহাঁর প্রভূত প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য অজ্ঞাপি বর্তমান। ইলোরা গুহার

১১১ ঐ , পৃ. ১১৭

১১২ *The History of Bengal (The University of Dacca), Vol. I, p. 346*, পাদটীকা

চালুক্য-শিল্পে মীন গোষ্ঠের মহিমার স্বাক্ষর আছে^{১১১}। দক্ষিণ কান্দাডায় এখনও মারাঠী ও তুলুভাষী যোগীপুরুষদের^{১১২} উপাস্ত্র দেবতা গোর্থনাথ। মহীশূরে হাণ্ডী যোগীদের^{১১৩} মধ্যে ব্রহ্মচারী (ইরগারর) এবং গুরুমূর্তির পূজা প্রচলিত আছে। চৈত্রমাসে ইহাঁর প্রতীক ত্রিশূলের পূজা বিশেষভাবে করা হয়। ইহা গোর্থনাথেরই প্রতীক বলিয়া মনে করি। ইহাদের মৃতক-কৃত্যে একটি অদ্ভুত প্রথা চলিত আছে। সমাধির আগে শবের মাথায় কলার পাতা ঢাকিয়া ধোপাতে জল ঢালে। বাঙ্গালা দেশে দ্বিজ লক্ষণের অনিলপুরাণে^{১১৪} “গোর্থধুবির” “কাচাসোনার” মতো কাপড় কাচার কথা আছে। গোর্থ-বিজয়ে^{১১৫} বিন্দুকনাথকে “পাখাল” করার কথা আছে। এগুলি নিশ্চয়ই একই “ধৌতি”-র রূপক, ইহলৌকিক মালিগা প্রজ্ঞালন করার।

বিভিন্ন দিগ্দেশে লৌকিক ও অলৌকিক নানা কাহিনী জড়িত হইয়া গোর্থনাথের ব্যক্তিত্ব এখন রূপকথার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। মধ্য ভাবতের অষ্ট্রিক চামারদের^{১১৬} ভিতর গোর্থনাথ আছেন। তাহাঁর যাত্ৰদণ্ড ও মন্ত্রপুত খড়্গের জন্তু ইহাদের মধ্যে তিনি বিখ্যাত। তাহাঁর সেই খড়্গ কেহ পাইলে সে নাকি উড়িতে পারে। একটি গল্পে মহাভারতের ভীমসেনের সঙ্গে তাহাঁর ঘোঁসাঘোঁগের উল্লেখ আছে। ভীমসেন যখন পাহাড়ী শৈত্যে অবসন্ন ও মূর্ছাগত হইয়াছিলেন তখন গোর্থনাথ তাহাঁকে পুনর্জীবিত করিয়া এক লক্ষ দশ হাজার পাহাড়ের (মতান্তরে, গঙ্গোত্তরী হইতে ভূটান পর্য্যন্ত অথবা কেবল নেপালের) রাজ্য করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও এই ছুই সন্তের উদ্দেশে মানুষের বদলে মহিষ বলি দেওয়া হয়।

১১১ গোবিন্দচন্দ্র গীত, শিবচন্দ্র শীল-সম্পাদিত, পৃ. ২৯

১১২ *Castes and Tribes of Southern India, Thurston, Vol. II, p. 500*

১১৩ *The Mysore Tribes and Castes, Vol. III, pp. 497-500*

১১৪ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, পুঁথি-সংখ্যা ২৫৬৫

১১৫ পৃ. ১১২-১৩

১১৬ *The Chamars, Briggs, pp. 149-50*

ইহাদের মধ্যে যাহারা গোরখপন্থী বেলুচিস্থানের হিংলাজ হইতে কড়ি আনিয়া তাহাদের পৱার বিধান আছে। ইহারাও কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগসাধন করে। ইহাদের গুণা পীর ও গোর্থনাথ অভিন্ন।

গোর্থনাথের বাণী—যাহা রাজস্থানী ভাষায় ধ্বত ও মুদ্রিত হইয়াছে তাহা কবীর, দাদু প্রভৃতি সন্তবচনের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। তথাপি তাহার মৌলিক বাঙ্গালা কাঠামো, ভাষা ও বাঙ্গালী ভাব সহজেই ধরা পড়ে। প্রসঙ্গতঃ গোরখ-বানৌর “ও নমো শিবাই বাবু ও নমো শিবাই”^{১১৭} অংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শেষ ছত্রটি “বদন্ত গোরখ হম হরি-পদ জ্ঞানী” বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। এই অংশের কাঠামো, ভাষা ও ভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও শেষ ছত্রে পবনবিজয়ী নাথসিন্ধা গোর্থকে স্পষ্টতঃই বাঙ্গালী ভক্ত বৈষ্ণব বানানো হইয়াছে। ইহার সহিত গোর্থ-বিজয়ের^{১১৮} পরিশিষ্টাংশের “আমার যোগীয়ার গলে তুলসীর মালা আছে,” “আমার যোগীয়ার গায়ে হরিনামাবলী আছে,” “আমার যোগীয়ার হাতে হরিনামের মালা আছে,” “আমার যোগীয়ার সঙ্গে হরিদাস শিষ্য আছে” ইত্যাদি অংশের চমৎকার সামঞ্জস্য হয়।

সমুদয় সন্তবচনের মধ্যে নাথদর্শনের মূলতত্ত্ব প্রচুর প্রবিষ্ট হইয়াছে। নাথ ও সন্তবাণীর মূল উৎস প্রাচীনতর একই অপভ্রংশ-বচন একরূপ অনুমান^{১১৯} করা হয়। তাহা হইলেও বাঙ্গালার নাথযোগীদের সনাতন কায়সাধনার কথা বাঙ্গালার বাহিরে ভক্তিরসপ্রধান সন্তবচনের মধ্যে পল্লবিত হইয়াছে, তাহার বলবৎ প্রমাণ আছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

নাথবচন বাঙ্গালার বাহিরে গেলেও গোর্থ-বিজয়ের খাস বাঙ্গালার গল্পকাহিনী বাহিরে যায় নাই। অন্ততঃ বাহিরে আবিষ্কৃত হয় নাই। কাহিনীর টুকরা গিয়াছে। নমুনা^{১২০} দেখাইতেছি।

১২৭ পৃ. ৯৮-১০০

১২৮ পৃ. ১৬২

১২৯ *Early Medieval Mysticism and Kabir*, Dr. P. C. Bagchi
(*V.B. Quarterly*, May-July, 1945)

১৩০ গোরখ-বানৌ, পৃ. ৮৭, ১৪৫

নাচত গোরখনাথ সুন্দরী, চৈ ঘাট্টে,
 সর্বৈ কমাই খোই গুরু, বাঘনৌ চৈ রাট্টে ।
 রস-কুস বহি গইলা, রহি গই ছোই,
 ভগত মহিঙ্গনাথ পুতা, জোগ ন হোই ।

এতৈ কছু কথীলা গুরু, সর্বৈ ভৈলা ভোলৈ,
 সর্ব রস খোইলা গুরু বাঘনৌ চৈ খোলৈ ।

ছাঁটে তজৌ গুরু ছাঁটে তজৌ তজৌ লোভ মোহ মায়া,
 আত্মা পরচৈ রাখৌ গুরুদেব সুন্দর কায়া ।

বুঢ়ে হোই তুচ্ছ রাজ কমায় নী তজৌ মোহমায়া,
 ইত্যাদি ছত্র অসন্দিক্তভাবে গোখ'-বিজয়ের গল্পকাহিনীকে ইঙ্গিত করে ।
 নতুবা গোরখ-বানৌর মধ্যে সহসা গোখ'নাথের সর্বরস-গুরু-বুদ্ধ-রাজা
 গুরুদেবকে চেতাইবার উদ্দেশ্যে ঘুজুর বাজাইয়া নাচিতে থাকা অসম্বন্ধ
 ব্যাপার । আসলে মূল কাহিনী হইতেছে বাঙ্গালাদেশের । রক্ষিত আছে
 এখানেই । বাঙ্গালার মূল বাণীর সহিত কাহিনীর টুকরা বাহিরে ছড়াইয়াছে,
 এই কয়েক ছত্রে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । জায়সীর মধ্যেও
 তজা রাজ কজরী-বন সেবা

এবং

জানছ' আহি গোপিচন্দ জোগী, কই সো আহি ভরথরী বিওগী ।

বহ জে পিগলা কজরী-আরন, যহ সো সিংঘলা দহ' কেহি কারন ।^{১০১}

ইত্যাদি অংশে গোপীচন্দ্র-গোখ'-বিজয়-কাহিনীর ইতিহাস লুকাইয়া
 আছে । পূর্বোক্তর ভারতের জনশ্রুতিতেও বলে গোপীচন্দ্রকে সিদ্ধ হইতে
 “কদলী বন”-এ যোগসাধনার জন্ত যাইতে হইয়াছিল । তাহা ছাড়া
 গোরখ, দাদু প্রভৃতির বাণীতে মনসা-দেবীর মতৌ গোখ'-বিজয়ের
 “কদলী”^{১০২} নাথযোগী কবীরের যোগাজের রূপক হইয়াছে । জায়সীতে

১০১ Padumabati, Grierson and Devvedi, pp. 249, 437

১০২ পৃ. ১০ ইত্যাদি

কদলী বনকে ঘেমন যোগলাধনার পাঠ বলা হইয়াছে সেইরূপ সিংহল গড়
নাথযোগের কারুরূপকে রূপান্তরিত হইয়াছে ।

শুরু হমার তুম্ব রাজা হম চেলা তুম্ব নাথ,
জহাঁ পাওঁ শুরু রাখই চেলা রাখই মাঁথ ।

অছঁ হাথ তন সরবর, হিআ কবঁল তেহি মাঁহ,
নয়নহিঁ জানউ নৌঅরে কর পছঁচত অউগাহ ।

তুম্ব রাজা অউ সুখিআ করছ রাজ সুখ ভোগ,
এহি রে পংথ সো পছঁচই সহই জো দুখ বীওগ^{১৩৩} ।

ইত্যাদি পদগুলিও কদলী-কবলিত মৌননাথকে গোখনাথের উপদেশ
বলিয়া মনে হয় । প্রাণসংগলী^{১৩৪} গ্রন্থেও মৌননাথের যোল শত রানীসহ-
যোগে রাজ্যভোগের কাহিনীর ইঙ্গিত আছে ।

মছঁত্র জোগী জিন ছোড়ে রাজ । জোগ পায় সভ সউরে কাজ ॥
গোরথ বাকী চেলা ভয়া । রাজ ছোড়ি জোগ মনু গহিআ ॥:॥

মছঁত্র কহৈ সুনি গোরথ চেলা । হম তুম এহ ভয়া হৈ মেলা ॥

মছঁত্র সংগলদীপ কউ গয়া । সোলহ সৈ রাণী ভোগতা পয়া ।
তবে যোগশাস্ত্রের সিংহল দ্বীপের ভৌগোলিক স্থাননির্দেশ নিরাপদ নহে ।
রামের ঘরণী সোতার বন্দিনী দশা যেখানে ঘটিয়াছিল সেই ভৌগৈশ্বর্যপূর্ণ
রাক্ষসের দেশ লইয়া যোগরূপকের যে সৃষ্টি হয় নাই তাহা বলা যায় না ।
জায়সীতে আছে,

এক বাট গই সিংঘল দোসর লংক সমীপ,
হহিঁ আগই পঁথ দুঅজ দহঁ গবঁনব কেহি দীপ ।^{১৩৫}

১৩৩ *Padumabati*, pp. 310, 225, 227

১৩৪ সঙ্গ সম্পূর্ণ সিংহ-সম্পাদিত, পৃ. ৬২৫-২৬

১৩৫ *Padumabati*, Grierson and Dvivedi, p. 273

এই পথের ঠিকানা মানচিত্রে নহে, মানসচিত্রে । সুধাকর চন্দ্রিকার টীকাতে^{১০০} বলা হইয়াছে, সিংহল দ্বীপ = ব্রহ্মাণ্ড = ব্রহ্মরাজ্য । ইহাও সেই বাঙ্গালী নাথ সিদ্ধাচার্য্যদের কথা । আবার জায়সীর “সিংহল গড়” গোরখ-বানীর “কায়া-গড়ে”^{১০১} পরিণত হইয়াছে । আরও আছে,^{১০২}

উনমনি রহিবা ভেদ ন কহিবা, পৌয়বা নৌঝর পাণী,

লংকা ছাড়ি পলংকা জাইবা, তব গুরমুখ লেবা বাঁণী ।

সম্পাদক ডাক্তার বড়খাল “লংকা” শব্দের অর্থ মায়া ধরিয়াছেন । প্রাণ-সংগলীতেও “লংকা গড়”-এর কথা^{১০৩} আছে । সেখানে অর্থ করা হইয়াছে— “ত্রিকুটী মণ্ডল” । ইহাও নাথসাহিত্যের সেই একই পরিভাষা ।

(ভারতীয় যোগ-সাহিত্যে কতকগুলি শব্দ প্রাচীন অপভ্রংশের রচনায়ও বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । যেমন অহুট, কদলী, রাউল, পাটন (নেপালে অবস্থিত), নিরঞ্জন, মনসা ইত্যাদি । রবি-শশী, গঙ্গা-যমুনা, বেঙ্কানাল, মন-পবন, দশমী-চুয়ার, সুরেক, সহজ ইত্যাদি শব্দ তো আছেই । ইহাদের মধ্যে কতকগুলিতে অপভ্রংশের ধারা অব্যাহত আছে । কতকগুলির মূল কেবল বাঙ্গালাতেই পাওয়া বাইতেছে । ইহা হইতে অনুমান হয় যে অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গলা দেশে তান্ত্রিক, বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়া এবং জাহার সহিত লৌকিক ও পারিপার্শ্বিক আর্থ্যেতর আচার-ব্যবহার যুক্ত হইয়া একটি সংমিশ্রিত শক্তিশালী ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল যাহার প্রভাব সমগ্র আর্থ্য্যাবর্তের উপর সুস্পষ্ট পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে ।)

ষোড়শ-শতাব্দীর করণ-কৌশলজ্ঞ বাঙ্গালী শৈব সিদ্ধাচার্য্যেরা প্রাচীন কালেই বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন । দক্ষিণ রাঢ়ের অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন শৈব-যোগী উমাপতিদেব^{১০৪} (জ্ঞানশিব-দেব)

১০৬ Ibid, p. 345

১০৭ পৃ. ১১৬, ১৩৪

১০৮ পৃ. ২৩

* ১০৯ পৃ. ৪২০

১০৪ History of Bengal, Vol. 1, (The University of Dacca) p. 633

দ্বাদশ শতকে দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ্যে গিয়া দ্বিতীয় রাজাধিরাজের সভায় স্বারপণ্ডিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সিংহলী সৈন্যেরা চোলরাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি আটশ দিন ব্যাপিয়া শিবপূজা করিয়া তাহাদিগকে চোলরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্বগ্রামবাসী বিবেকর শঙ্কু^{১৪১} সমগ্র দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে তিনি কাকতীয়রাজ গণপতির ও ত্রিপুরীর কলচুরি রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাহাঁর বেশের পারিপাট্য ছিল নাথযোগীদের জটা কুণ্ডলে। গোড়ীয় অবিন্যাকর^{১৪২} নবম শতকের মধ্যভাগে পশ্চিম ভারতে গিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীদের বসবাসের নিমিত্ত বোম্বাইয়ের কৃষ্ণগিরি (আধুনিক কনহেরি পাহাড়) খোদাইয়া এক বিরাট মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।^{১৪৩} রাষ্ট্রকূট অমৃত পালের সময়ে পোড়ীয় বসাবণ^{১৪৪} পাঞ্জাবে হিসসার জেলায় বসবাস করেন। তাহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দীশান শিব^{১৪৫} যোগী হইয়া বদায়ুনের শৈব মঠে ছিলেন। পরে তিনি সেই মঠের অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন। সুতরাং বাঙ্গালীর বিশিষ্ট ধর্মমতের প্রভাব বাঙ্গালার বাহিরে যে প্রাচীন কাল হইতেই বিস্তৃত হইতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কিছু নাই। ভারতের বাহিরে যবদ্বীপেও খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত শৈব তান্ত্রিক ধর্মের যথেষ্ট প্রাবল্য ছিল।^{১৪৬} বার্গিওতেও শিবমুক্তি পাওয়া গিয়াছে।^{১৪৭} এ কালেও সুদূর বলিঙ্গীপে গিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শৈব পদগুলোর যোগ-দর্শনের পুঁথির অনুবাদ করিয়াছিলেন।^{১৪৮}

১৪১ *Ibid*, pp. 683-6

১৪২ *Ibid*, p. 686

১৪৩ *Ibid*, p. 686

১৪৪ *Ibid*, p. 686

১৪৫ *Ibid*, p. 686

১৪৬ বীণময় ভারত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৭৮, ১৮১

১৪৭ . এ , পৃ. ১৭৫

১৪৮ . এ , পৃ. ২২১

তবে ইহাও অস্বীকারের উপায় নাই যে বাঙ্গালীর “শিবাই বাবুর” সহিত উত্তর ভারতের রাম-সীতার অদল বদল ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ গুরু-শিষ্যপরম্পরায় ধর্মের লেন দেন অধ্যাত্মমার্গে অব্যাহতই ছিল এবং বাঙ্গালীর যোগি-মতের সহিত উত্তর ভারতে প্রচলিত “নিরঞ্জন” প্রভৃতি নানা মতের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যোগীর গানের^{১০১} সূত্রপাতেই ভজন ও কেবল শিববন্দনা, রামবন্দনার পরেই নিরঞ্জনের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গের হেতুও সম্ভবতঃ ইহাই। সমগ্র পালায় হিন্দী, ওড়িয়া, আরবী, ফারসী শব্দের প্রয়োগবাছল্যও লক্ষণীয়।

(বাঙ্গালা গোর্খ-সংহিতার^{১০২} প্রতিধ্বনি পাইতেছি রাজস্থানী ভাষাতেও। গোরখ-বানীতে মুদ্রিত অংশসকলের কয়েকটির^{১০৩} সহিত ছবছ মিল আছে এক্রূপ সমস্ত বাঙ্গালা পুঁথি—যোগাস্ত, বারপন্থ,^{১০৪} কান্ধড়বোধ (উত্তর ভারতের যোগিপারম্পরার মধ্যেও যোগী কান্ধড় পা সুবিদিত), দায়াবোধ, প্রাণবোধ, গোখ'কুণ্ডলী, প্রাণশিকলি [শিকলি = সংগলি] ইত্যাদির, পূর্ব বঙ্গের পূর্ব প্রান্ত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে^{১০৫}। সুতরাং নাথবচন-গুলির গোড়াপত্তন যে বাঙ্গালা দেশেই হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হয়।) তবে যোগকথার তাজমহল সৃষ্ট হইয়াছে উত্তর-ভারতেই। মূল বাঙ্গালা-দেশে বৈষ্ণবপ্রভাবের আওতায় ইহার সম্যক স্ফূর্তি ব্যাহত হইয়াছে, অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গে। প্রগতির পথে এই ধারা বাঙ্গালা দেশে এখন লুপ্তপ্রায়। তথাপি বাঙ্গালীর বৈষ্ণবতা কঠোর সিদ্ধা গোখ'কেও একদা “হরি-পদ জানা”ইয়া ছাড়িয়াছে ইহা ভুলিলে চলিবে না। বাঙ্গালার বৈষ্ণবতার প্রভাব কায়-যোগে আরও আছে। বৈষ্ণবের “ছাদশ গোপাল”

১৪৯ গোর্খ-বিজয়, পৃ. ১৪৯-১৫৫

১৫০ ঐ পরিশিষ্ট (ঘ), পৃ. ২০৩-৭

১৫১ প্রাণ সংকলী, দয়াবোধ ইত্যাদি

১৫২ ঐষ্টব্য মহানাদ, প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪৯ : বার পন্থ : কপলানী-পন্থী, সত্যনাথপন্থী, রাওলপন্থী, ধরজপন্থী, দরিয়ানাথিপন্থী, বৈরাগপন্থী (বৈষ্ণব), নটেশ্বরীপন্থী, জুইপন্থী, গজানাথিপন্থী, রামপন্থী, ধরমনাথিপন্থী, কান্ধলপন্থী।

১৫৩ আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়ের লিখিত ৩১ ৩-১৯৪৯ তারিখের পত্র

এখানে কায়স্থ হইয়াছেন। উপরন্তু দেহের ভিতর “অর্দ্ধ গোপালের”^{১৫৪} অবতারণা হইয়াছে। (অর্দ্ধগোপাল = অর্দ্ধচাঁদ = প্রাণবায়ু = শুক্র : অর্দ্ধ = অধ)। যোগীর বৈষ্ণব বেশের কথা আগেই বলিয়াছি।

বাঙ্গালা দেশের বাহিরে শৈব ও নিরঞ্জন পন্থের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল কবীরের “অকুল নিরঞ্জন একৈ ভাই”^{১৫৫} কথায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে মৌননাথের কৌলযোগিনী-সম্প্রদায়ের অপেক্ষা গোৰ্খনাথের জ্ঞানাত্মিত বিপুল যোগপন্থ শ্রেষ্ঠতর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। যোগীর গানে গোৰ্খনাথের উৎপত্তি শিবের মুণ্ড হইতে বলায়^{১৫৬} এই ইঙ্গিতই অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং গোরখ-বানৌর^{১৫৭} পরিশিষ্টাংশে মুদ্রিত গোরখ-গণেশ-মহাদেব-সংবাদে এই নাথগুরু চরিত্রটিকে অলৌকিক কুহেলিজালে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। পরন্তু, শ্রীগোরখনাথ = গ্যান এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে।

গোৰ্খনাথের নামে চলিত ভাষার বাণীগুলিকে সংস্কৃতগন্ধী করিয়া বৈদিক আভিজাত্য দেওয়া হইয়াছিল। মনে হয়, গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, গোরক্ষ-সংহিতা, গোরক্ষ-শতক, হঠযোগপ্রদীপিকা, পবনবিজয়-স্বরোদয়, সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতি প্রভৃতি হঠযোগের যেসকল সংস্কৃত গ্রন্থ সারা ভারতের যোগপন্থীদের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে সেগুলি গোৰ্খ-বিজয়ের এই আবহমানকাল প্রবাহিত ভাষা-বচনগুলিরই অৰ্ব্বাচীন পরিবর্দ্ধিত সংস্কৃত সংস্করণ। যোগসম্পর্কীয় সংস্কৃতে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থগুলিতে একই বচনের “প্রশ্নোত্তরী”-সমেত আক্ষরিক অনুবৃত্তি উল্লিখিত অনুমানকেই সমর্থন করে। উপরন্তু, ছন্দঃ ও ব্যাকরণের দিক হইতে অজস্র ভ্রমপ্রমাদ এবং অসম্বন্ধ ও অমার্জিত ভাষার^{১৫৮} হেতুও ইহাই। কালে কালে সাম্প্রদায়িক

১৫৪ গোৰ্খ-বিজয় পরিশিষ্ট (খ), পৃ. ১৭২

১৫৫ কবীর-গ্রন্থাবলী (নাগরীপ্রচারিণী গ্রন্থমালা ৩৩), পৃ. ৩০৩

১৫৬ গোৰ্খ-বিজয়, পরিশিষ্ট (খ), পৃ. ১৫৪

১৫৭ পৃ. ২২২ ২৬, ২৩৩-৩৫, ২০৪

১৫৮ *Goraksha-Siddhanta-Samgraha*, ed. *Gopinath Kaviraj*, Intro. p. ৪

উপনিষৎ^{১১} অজস্র লেখা হইয়াছিল। সম্প্রদায়বিশেষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ভাষা-বচনগুলিকে প্রাচীন বেদের দোহাই দিয়া সংস্কৃত-বাসিত করিবার চেষ্টা চিরকালই চলিতেছে। “গোর্খের বচন জথ বেদের প্রমাণ”^{১২} বলিয়া এই চেষ্টার এখনও বিরাম নাই। অষ্টিক ধর্ম ঠাকুরের পূজার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত “কলিযুগে” রামাই পণ্ডিতের “পঞ্চম বেদ”^{১৩} (ধর্মপূজা-বিধান) সৃষ্ট হইয়াছে। গোর্খনাথ নাথপন্থকে উপনিষদ্ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন^{১৪}। এই মত যুক্তিসহ নহে, বরং লৌকিক নাথযোগ-ধর্মের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিতে অজস্র সাম্প্রদায়িক উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল বাঙ্গালা তথা সমগ্র আর্য্যাবর্তে প্রকীর্ত্ত এই বিশাল ভাষা-বচনগুলি হইতে, বলাই সঙ্গত। অধ্যাত্ম রচনাসম্বলিত অপভ্রংশের মর্য্যাদা যে সংস্কৃতের চেয়ে নূন ছিল না মুনিদত্তের কৃত চর্যাগীতির টীকাতেই^{১৫} তাহার দ্বিবিধ প্রমাণ আছে।

সংস্কৃত যোগচিন্তামণির প্রণেতা ও টীকাকার দুইজনই বাঙ্গালী। ইহাঁদের পুঁথি বোম্বাই ও কেম্ব্রিজের রক্ষিত আছে^{১৬}। পাঞ্জাবে প্রাপ্ত চোরঙ্গিনাথের পুঁথির^{১৭} ভাষা পূর্ব্বী মাগধী তথা বাঙ্গালা। কিছু নমুনা দিতেছি। এই ভাষার সহিত নেপালে বাঙ্গালা নাটকের^{১৮} ভাষার সাদৃশ্য আছে।

১১২ অষ্টোত্তর শতোপনিষদঃ, পণ্ডীকর-সম্পাদিত ত্রুটবা

১৬০ গোর্খ-বিজয়, পৃ. ১২০

১৬১ রূপরামের ধর্মমঞ্জল, ভূমিকা, পৃ. ৫০

১৬২ *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 12, pp. 833-85, Dr. L. P. Tessitori লিখিত প্রবন্ধ ত্রুটবা

১৬৩ বৌদ্ধ গান ও দোহা, ম.ম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ত্রুটবা

১৬৪ *Catalogus Catalogorum*, Part II, Aufrecht, p. 111.

১৬৫ পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের নিকট রক্ষিত লাহোর পিণ্ডী-জৈন গ্রন্থাগারের ২৬৯ সংখ্যক পুঁথি (কাগজ তুলোটে, হরফ দেবনাগরী, আন্দাজ দুই শত বৎসরের প্রাচীন) হইতে উদ্ধৃত।

১৬৬ শ্রী ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত

সত্য বদন্ত চৌরঙ্গীনাথ আদি অংতির শুনৌ বৃত্তান্ত সালবাহন ঘরে
হমারা জনম উতপতি সতিমা বুট বোলীলা ॥ ৭ ॥

হ অম্‌হার ভইলা সাসত পাপ কলপনা নহৌঁ হমারে মনে হাথ পাব
কটায় রাখাইলা নিরংজন বনে সোধ সন্তাপ মনে পরভেব সনমুখ দেখীলা
শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুরুদেব নমস্কার করীলা নমাইলা মাথা ॥২॥

আসীরবাদ পাইলা অম্‌হে মনে ভইলা হরষিত হোঠ কংঠ তালুকা রে
সুকাইলা, ধর্মনা রূপ মহেন্দ্রনাথ স্বামী ॥৩॥

মন জাঁনে পুন্ড পাপ বচন ন আটে মুঠে বোলব্যা কৈসা হাথ রে
দীলা ফল মুখে গীলীলা এসা গুসার্জি বোলীলা ॥৪॥

গর্গন রা গুরু অক্ষার সিধ মহেন্দ্রনাথ তা প্রসাদে ভইলা পগ হাথ
ত্রিভবনে কিরত থাকলৌ অক্ষারী অনদাতা অক্ষারী শ্রীগোরখনাথ ॥১০॥

মহেন্দ্রনাথ গুরু অক্ষারী গোরখনাথ ভাই,
ত্রিবরী বিচারী চৌরঙ্গী মন মানা ন হোরী ॥১৬॥

এতে এব স্বয়ং প্রতীতি আপে আপ দেখবা প্রমাণ শ্রীগুরু মহেন্দ্রনাথ
প্রসাদে সিধ চৌবঙ্গীনাথ জ্যোতি জ্যোতি সমাই ॥ ইতি শ্রী চৌরঙ্গীনাথ
কৌ প্রাণ সংকলৌ সমপূরণ ॥

চৌরঙ্গীনাথের নামীয় উক্ত পুঁথিটিতে চৌরঙ্গীসম্পর্কে যে প্রবাদটি
প্রচলিত রহিয়াছে গোর্থবিজয়ে^{১৭} গাভুর সিধাই সম্পর্কেও অনুরূপ ঐতিহ্যের
প্রচার দেখা যায়। (এই দুই প্রবাদের অভিন্নত্ব হইতে চৌরঙ্গীনাথ ও
গাভুর সিধাই একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। নাথ-
সাহিত্যে গাভুর সিধাই সুপরিচিত। দুর্গা দেবীর শাপে তিনি সালবান
রাজার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন এবং সংমা-এর প্রতি আসক্তির জন্য
অপমানস্বরূপ তাঁহার হাত পা কাটা গিয়াছিল। তিনি মীননাথের শিষ্য,
গোর্থ-বিজয়ে^{১৮} তাহার একাধিকবার উল্লেখ আছে।) চৌরঙ্গীনাথের এই
পুঁথিটির পুষ্পিকা হইতেও আমরা অনুরূপ ঘটনার বিবরণ পাই। উপরন্তু

জানা যায়, সিদ্ধগুরু মহীশ্রনাথের প্রসাদে চৌরঙ্গিনাথের পুনরায় হাত পা গজাইয়াছিল এবং শ্রীগোরখনাথ তাঁহার অন্নদাতা গুরুভ্রাতা। সুতরাং আধ্যাবর্তের দুই ভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত এই দুই কাহিনীর সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া চৌরঙ্গিনাথ ও গাভুর সিধাইকে অভিন্ন ব্যক্তি অনুমান করিবার হেতু আছে বলিয়া মনে করি।

চৌরঙ্গিনাথ তথা গাভুর সিধাই (ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র-কাহিনীতে হাড়িপার—যিনি “পূর্ব্বতে”^{১৬৭} অর্থাৎ পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়াছিলেন—শিশুপুত্র শিশুপা) সম্ভবতঃ বাঙ্গালা দেশের লোক। গোর্থ-বিজয়ের মতো ইহঁার গল্প-কাহিনীটি বাঙ্গালা দেশে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালার নানা স্থানে ঐতিহ্য রহিয়াছে। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার চারি মাইল দক্ষিণে দারকেখর নদের পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত সালেপুর গ্রামে সালিবাহন রাজার গড়ের অবশেষ এখনও দেখা যায়। সেখানে সালিবাহন ও যোগি সম্পর্কে প্রবাদ গ্রামবৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি। সংমা-প্রসঙ্গ শুনি নাই। সম্ভবতঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে গোর্থ-বিজয়ের উদ্দিষ্ট “সালবান-গাভুরসিধাই-সংমা”-প্রসঙ্গ ত্রিপুরার^{১৬৮} সালবান গ্রাম ও লালমাই পাহাড়ের সহিত জড়িত আছে। ইহার সমর্থনে ব্রহ্মযোগী নামে একখানি প্রাচীন পুঁথির পাঠ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহাতে গাভুর সিধাই-এর স্থলে চৌরঙ্গির নাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিল পুরাণে^{১৬৯} চৌরঙ্গি সম্পর্কে বলবৎ ঐতিহ্য বর্তমান। ইহাতে চৌরঙ্গিকে ধর্ম্মের চরণ হইতে জ্ঞাত ও তিনি মাছ ধরিতে ব্যস্ত দেখা যায়। গোর্থ-বিজয়ে গোর্থ কর্তৃক রাত্রে দেশে কালী স্থাপনার কথার সহিত আদি গঙ্গার তীরস্থ কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি ও চৌরঙ্গি গ্রাম নিতান্ত সম্পর্কশূন্য নাও হইতে পারে। সন্নিকটে ধর্ম্মতলার অবস্থানও প্রণিধানযোগ্য বিষয়। ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজায় চৌরঙ্গিনাথকেও ফুল দিতে হয়। শ্রীহট্টের সিদ্ধাই গ্রামও গাভুর চৌরঙ্গির নামে প্রসিদ্ধ। মোচন্দর (মোচরা পীর)-এর

১৬৭ গোর্থ-বিজয়, পৃ. ৮

১৬৮ ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. ১৭৯

১৬৯ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পুঁথি-সংখ্যা ২৫৬৫

সহিত গাভুর সিধাই-এর যোগাযোগের আর একটি সূত্র পাইতেছি পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত একটি ঋতিকথায়^{১১২}। খুব ঘন মেঘ করিয়া আসিলে সেখানে বলা হয়, “মোচরা সিং-এ গাবুর ডলন” আসিতেছে। অর্থাৎ ইহারা এখানে হইতেছেন ঘন মেঘের দেবতা। ঘন মেঘের সহিত মোচন্দর সিং ও গাভুর দলন এর যোগাযোগ (—গোর্থনাথ-কর্তৃক বন্দীকৃত নব নাগকে মুক্ত করিয়া নেপালে মোছন্দরনাথের ধারাবর্ষণ শুরু করানো কাহিনীর^{১১৩} ছায়া থাকিতে পারে—) যেভাবেই হউক মীননাথের সহিত গাভুর সিধাই-এর সংযোগের একটি অসন্দিগ্ধ সূত্র এই জনশ্রুতিটির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। পুরোহিত-দর্পণে সংগৃহীত জাতাপহারিণীর পূজা-প্রকরণে দেবীর পরিকরদের মধ্যে গাভুর ডলন ও মোচরা সিংহ আছেন। ইহাদের নাম হইতেই অনুমান করা যায় ইহারা তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবতা নহেন।

যাহাই হউক গোর্থ-বিজয়, ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীর মতো গাভুর চৌবঙ্গি-সংমা কাহিনীটিও যে একদা বাঙ্গালা দেশ হইতে নির্গত হইয়া আর্য্যাবর্তের ভিন্ন প্রান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছিল প্রাণ-সংকলীর উদ্ধৃত অংশটুকু হইতে তাহার বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কানফা সম্পর্কে কোনো গল্প-কাহিনী বাঙ্গালাদেশ হইতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্ততঃ বোধ করি হয় নাই। তবে “তুরিত গমনে” দক্ষিণ দেশে “ডাঙ্ক” অঞ্চলে গিয়া দেবীর শাপে বা বরে কানফা (বা কানাই)-র “বৌআরি” লইয়া আনন্দ করার কথা গোর্থ-বিজয়ে^{১১৪} আছে। তিব্বতী জনশ্রুতি অনুসারে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল হয় উড়িষ্যায় নতুবা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের দাবী সমর্থিত হয় দামোদর ও দারকেশ্বর নদের মধ্যবর্তী “ডাউকো” গ্রামের নামে ও মনসার পুরাতন ছড়ায়^{১১৫}। তবে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ অনাবিস্কৃত তথ্যের অপেক্ষায় রহিল। যাহাই হউক,

১১২ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

১১৩ Briggs, pp. 1১6-97

১১৪ গোর্থ-বিজয়, পৃ. ১১

১১৫ নাথপেছের সাহিত্যিক ঐতিহ্য, পৃ. ১-ক, ১-২

নাথ-সাহিত্যের এই কাহিনী চারিটি যে বাঙ্গালা দেশেরই নিজস্ব বস্তু সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। হয়তো একদা প্রধান নাথগুরু-চতুষ্টয়ের মহিমা বিজড়িত এই কাহিনী চারিটির চর্চাতে সমগ্র দেশ মুখরিত হইয়া থাকিত।

কতকগুলি শক্তি-তন্ত্রে চীনাচার ও মহাচীনাচারের উল্লেখ (মহাচীনক্রমোক্তেন^{১৭} ইত্যাদি) পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সেই তন্ত্রগুলি শক্তি-মহাবিজ্ঞা সম্পর্কিত। অমুমান হয়, মহাজ্ঞান সাধকগণের তপঃপ্রভাব হিমালয়কেও অতিক্রম করিয়াছিল। প্রতিবেশী জাতিদেরও পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। মেইতেই (Meithei) পুরাণের সৃষ্টিকথার সহিত নাথ-নিবঞ্জনের সৃষ্টিতত্ত্ব মিশিয়া গিয়াছে^{১৮}। নাগাদের ভিতরেও কালীপূজার প্রচলন হইয়াছে। মলয়ালম-ভাষী যোগী গুরুকুলদের^{১৯} মধ্যে কালী ও দুর্গার পূজা চলিত আছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহারা দেবীমন্দিরে পূজারির কাজ করিয়া থাকেন। এই প্রধার মূলে সম্ভবতঃ বাঙ্গালী-প্রভাব। ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া নাথ-যোগ আরব পারস্য এমন কি রাশিয়া^{২০} পর্য্যন্ত এক কালে বিস্তৃত হইয়াছিল কি না অসুসন্ধানের বিষয়। খৃষ্টিয়ানদের যিশু ও নাথযোগীদের ঈশাই নাথের অভিন্নত্ব সম্পর্কে যে মত প্রচলিত আছে^{২১} বিস্তৃততর তথ্য সংগ্রহের উপর তাহার সত্যাসত্য নির্ভর করিলেও সম্ভবতঃ তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সুফী ধর্মও কায়যোগ-সাধনার সম্পূর্ণ প্রভাববর্জিত নহে। সে প্রসঙ্গ পরে আসিতেছে।

১৭৬ যোনিতন্ত্র (বিশ্বভারতীর সংস্কৃত পুঁথি-সংখ্যা ১)

১৭৭ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিতব্য পুস্তক ত্রুটব্য

১৭৮ *Castes and Tribes of Southern India, Thurston, Vol. VII, p. 438*

১৭৯ রাশিয়ার বাকুতে জালামুখী দেবীর মন্দির শৈব নাথযোগীর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্দিরগাত্রে খোদিত লিপি আছে।

১৮০ প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩, বিপিন চন্দ্র পাল-লিখিত "সত্তর বৎসর" প্রবন্ধ ত্রুটব্য

দ্বীপময় ভারতেও তাত্ত্বিক যোগ-ধর্ম প্রসৃত হইয়াছিল। বলিদ্বীপের “আগম বলী” বা “আগম শিব”^{১৮১} অর্থেই বলিদ্বীপের ধর্ম বোঝায়। এই সূত্রে প্রাচীন-বলী যুগের মহিষ-মর্দিনী দুর্গার শিলামূর্তি^{১৮২} বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যবদ্বীপেব মহিষ-মর্দিনী দুর্গা মূর্তিটিও^{১৮৩} এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মীননাথ “বান্ধদেশে”^{১৮৪} সম্ভবতঃ দক্ষিণ বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মৎস্যপ্রীতিব জন্তু তাহাঁকে ধীর বলিয়া অনুমান^{১৮৫} করা হয়। তাহাঁর আদিলীলা সুন্দরবনসন্নিহিত সমুদ্র-অঞ্চলে বলিয়া মনে করি। গোর্থ-বিজয়ের “সাগর”^{১৮৬} বঙ্গোপসাগরের ইঙ্গিত হইতে পারে। কোলজ্ঞানেব চন্দ্রদ্বীপ^{১৮৭} নিশ্চয়ই সমুদ্র-সন্নিহিত অঞ্চল। মধ্যলীলা কামরূপে।^{১৮৮} গোর্থ-বিজয়েব “উত্তরে মীনাই”^{১৮৯} বচনে এই অনুমান সমর্থিত হয়। গোর্থনাথ পশ্চিম হইতে এইখানেই ভাও নাচ দেখাইয়া তাহাঁকে কদলীকবল হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন। গোরখ-বানীতে ও যোগীর গানে তাহার ইঙ্গিত আছে। “পছিম দেস সূ” আয়ে জোগী, উত্তর হমারা ভাব”^{১৯০} গোরখ-বানীতে গোর্থনাথেব জবানীতে ও যোগীর বোলানে “উত্তর হতে এলাম যোগী বাড়ি সেই গ্রাম”^{১৯১} বচনের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যটুকু হয়তো বহিয়া গিয়াছে। শেষ বয়সে মীননাথ

১৮১ দ্বীপময় ভারত, পৃ. ২০০

১৮২ ঐ , পৃ. ৩০০

১৮৩ ঐ , পৃ. ১৬১

১৮৪ *Kaulajana-nirnaya, Intro. p. 68*

১৮৫ *Ibid, p. 8*

১৮৬ পৃ. ৬-৭

১৮৭ *Kaulajana-nirnaya, Intro. pp. ২৭-৩০*

১৮৮ *Briggs, p. ২৩২*

১৮৯ পৃ. ৮

১৯০ গোরখ-বানী, পৃ. ৮১

১৯১ গোর্থ-বিজয়, পরিশিষ্ট (খ), পৃ. ১৭৩

গোৰ্খ-কর্তৃক “বিজ্ঞান ভূবনে”,^{১২২} সম্ভবতঃ নেপাল অঞ্চলে (যেস্থানে পবন-বিজয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটয়াছিল) নীত হন। সেখানে যোগাধিষ্ঠিত হইয়া কায়সাধনায় বিভূতি ও সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি সম্প্রদায়বিশেষের (“মছেন্দ্রী” ?) গুরু হইয়াছিলেন। গোৰ্খ-বিজয়ে^{১২৩} আছে,

পুরাণ যোগীএ ছদি জোগে কৈল মন,
ক্রমে ক্রমে যত জুগী কৈল উপাসন।

নেপালে তিনি বরেন্য পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেখানে তাহাঁদের আদিগুরু^{১২৪} উত্তরু প্রতিষ্ঠা দেবভাবনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মীননাথের কদলীভোগের স্মৃতি নেপালে “সতী” (নাথিনী) প্রথা^{১২৫} অত্যাধি টিকিয়া আছে। তথাপি ইহাও অনস্বীকার্য যে মীননাথের যোগিনী-কৌল শাস্ত্রের অবতারণা বাঙ্গালা দেশেই হইয়াছিল। এবং তাহার কৌল-যোগিনী-মার্গ পশ্চিমোত্তর ভারতের সন্তদের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল। কবীবের “অকুল নিরঞ্জন একৈ ভাই” কথায় তাহার প্রমাণ মিলে তাহা আগেই বলিয়াছি।

(নানা সংস্কারসম্পৃক্ত আৰ্য্যপূৰ্ব ও আৰ্য্য তথা তান্ত্রিক ও বৈদিকধারা-বাহী যোগধর্মের সহিত বৌদ্ধ-সহজ্ঞান ও বজ্রযানের মিশ্রণ ঘটয়া এবং তাহাতে প্রতিবেশী তিব্বতী-চীনায়ে ও অষ্ট্রিক প্রভাব অংশতঃ যুক্ত হইয়া সমন্বয়ধর্মী বাঙ্গালার জনপদেই নাথযোগপন্থের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। নাথদর্শন পুরাপুরি তান্ত্রিকও নহে, বৈদিকও নহে^{১২৬} এবং সেই কারণেই বোধ করি ভাষার শাস্ত্রকে বৈদিক আভিজাত্য দেওয়ার প্রয়াসরূপে বেদের দোহাইএর প্রয়োজন হইয়াছে রামাই পণ্ডিতের পঞ্চম

১২২ গোৰ্খ-বিজয়, পৃ. ১১৮

১২৩ ঐ , পৃ. ১১৯

১২৪ *Levi, Le Nepal, Vol. I, p. 354*

১২৫ প্রবাসী, ১৩২৮, ফাল্গুন-চৈত্র, অমূল্য চংগ বিত্যাভূষণ-লিখিত “নাথ-ধর্ম”
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (প্রবন্ধটি তথ্যসম্ভারে মূল্যবান)

১২৬ *Briggs, pp. 233*

বেদের মতো। একথা পূর্বে বলিয়াছি। এই দর্শনের প্রচার বাপদেশেই গোথ-বিজয়ের মূল কাহিনীটির অবতারণা করা হইয়াছে^{১৯৭} যাহার প্রথম কথা ও শেষ কথা হইতেছে বিন্দুধারণ (যাবদ্বিন্দুঃ স্থিতো দেহে তাবন্মৃত্যুভয়ং কৃতঃ^{১৯৮}) ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিয়া (রবি শশী চলি যাএ তারে কর বন্দী^{১৯৯}) মৃত্যু-রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া। লৌকিক উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় উজ্জ্বল হইয়া গোথনাথের সার্থক কদলীবিজয় ও পবনবিজয় “মৃত্যুর অধিকারী”-কে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। মানবতার উর্দ্ধে অমরত্বকে স্থান দিয়া মহাজ্ঞানে অধিষ্ঠিত মৌন ও গোথ দেবতায় পরিণত হইয়া আছেন।)

বাঙ্গালার নিজস্ব দার্শনিক সাহিত্যের এই বিশেষ কাহিনীটি বাঙ্গালীর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সারা ভারতের জানপদ ধর্ম্মের মর্ম্মকথাকেই অভিব্যক্ত করিয়াছে এবং সেই কারণেই কাহিনীটি বাঙ্গালার বাহিরে ছড়াইয়া-ছিল যোগী ভিক্ষুকদের মুখে মুখে গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গানের মতো। ইহার বিক্ষিপ্ত অংশের বিশুদ্ধ নমুনা গোরখ-বানী হইতে দেখাইয়াছি। ইহা ছাড়া গোরখ-বানীর ছত্রে ছত্রে গোথ-বিজয়ের ভাবের মিল তো আছেই; রাগ-রাগিণী সমেত স্থানে স্থানে আক্ষরিক মিলও দুর্লভ্য নহে।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাহার “দাদু”র উপক্রমণিকায়^{২০০} বাঙ্গালার নাথযোগি-পন্থের প্রাচীন পদের সহিত দাদু-বাণীর ও গোরখ-বাণীর সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। এবং বিহারের “জোগীড়া” গানে এই সকল পদ এখনও টিকিয়া আছে। (মৌন-চৈতন্যের ছড়া ও ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র-কাহিনী যে বাঙ্গালা দেশ হইতে বহু দূরে প্রসারিত হইয়াছিল প্রেমী অভিনন্দন গ্রন্থে (১৯৪৬), বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে^{২০১} ও প্রস্তুত গ্রন্থের ভূমিকা

১৯৭ গোথ-বিজয়, পৃ. ১০

১৯৮ মোক্ষসোপান, গোরক্ষ-সাহিত্য (নিজ পুঁথি)

১৯৯ গোথ-বিজয় পৃ. ৯২

২০০ দাদু, উপক্রমণিকা, পৃ. ৩৮-৩৯

২০১ দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৫৮-৭৬০, ৭৬৮-৭৮১ (Proceedings and Transactions of the Sixth All-India Oriental Conference-এর ২৬৫-২৭৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গোপাল চন্দ্র হালদারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

“নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে”^{২০২} ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় তাহা বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকাতেও^{২০৩} তাহা দেখানো হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দাদু-ভে উদ্ধৃত গোড়ী রাগে গীত “মাধুকরী”^{২০৪} ও প্রশ্নোত্তর ঘটিত সমস্ত যোগি-বচনগুলিই যে মূলে পরিব্রাজক যোগী ভিক্ষুকদের দ্বারা বাঙ্গালা দেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া বাহিরে গিয়া ভোল বদলাইয়াছে ও পল্লবিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই যোগতত্ত্বগুলি মুখে মুখে ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করিলেও এই সকল “প্রশ্নোত্তরী”^{২০৫}র মূল কাঠামো যে বাঙ্গালা নাথযোগ-পন্থের তাহা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ হইতেও বিশেষভাবে সপ্রমাণ হয়। গোরখ-বানী^{২০৬} হইতে প্রশ্নোত্তরীর কিছু নমুনা দেখানো যাইতেছে।)

(পাঠ ও পাঠান্তর মিলাইয়া উদ্ধৃত)

গোরখোবাচ—স্বামী তুম্হে গুরু গুসাঁই অন্মে জুঁ সিব।

(সবদ এক পৃছিবা) দয়া করি কহিবা মনহি ন করিবা রোস
আরংভি চেলা কৈসে রইহে। সতগুর হোয় সো বুঝয়া কইহে ॥

গোরখ—স্বামী আদেস কা কৌন উপদেস, সূঁনি কা কথঁ বাস।

সবদ কা কৌন গুরু, পুছঁত গোর্থনাথ ॥

মছিংদ্র—অবধু আদেস কা অনোপম উপদেস, সূঁনি কা নিরংতর বাস।

সবদ কা পরচা গুরু, কথংত মছিংদ্রনাথ ॥

গোরখ—স্বামী মনকা কোন রূপ, পবন কা কৌন আকার।

দঁম কী কৌন দসা, সাধিবা কৌন দ্বার ॥

২০২ পৃ. ১-ঘ, ৭

২০৩ ভূমিকা, পৃ. ১৮

২০৪ দাদু, পৃ. ৫২০ ইত্যাদি

২০৫ দাদু, পৃ. ৫৮৪ ইত্যাদি

২০৬ গোরখ-বানী, পৃ. ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯১, ১৯৫, কুড়ি ছত্রের “পড়িবা” =
পরিভোয়া (গোখ-বিজয়, পৃ. ২০৬) = পূর্ণিমা

মছিংদ্র—অবধু মন কা সূঁনি রূপ, পবন কা নিরালাংব আকার ।
দম কৌ অলেখ দসা, সাধিবা দসবৈঁ দ্বার ॥

গোরখ—স্বামৌঁ কৌন পেড়ি বিন ডাল, কৌন পখি বিন সুবা ।
কৌন পালি বিন নৌর, কৌন বিন কালহি মূবা ॥
মছিংদ্র—অবধু পবন পেড়ি বিন ডাল, মন পংখি বিন সুবা ।
ধৌরজ পালি বিন নৌর, নিঁদ্রা বিন কালহি মূবা ॥

গোরখ—স্বামৌঁ কৌন মূল কৌণ বেলা । কৌণ গুরু কৌণ চেলা ।
কৌণ খেত্র কৌণ মেলা । কৌণ তত্ব লে ফিরৌঁ অকেলা ॥
মছিংদ্র—অবধু মন মূল পবন বেলা সবদ গুরু সুরতি চেলা ।
ত্রিকুটী খেত্র উলটি মেলা । নুৰ্বাণ তত্ব লে ফিরৌঁ অকেলা ॥

গোরখ—স্বামৌঁ কৌণ অমাবস কৌণ পড়িবা ॥
কহাঁ কা মহারস কহাঁ লে চড়িবা ।
কৌণ অস্থানে মন উনমন রহৈ । সতগুর হোই সুবুঝয়াঁ কহৈ ॥
মছিংদ্র—অবধু রবি অমাবস চন্দ স পড়িবা ।
অরধ কা মহারস উরধ লে চড়িবা ॥
গগন অস্থানে মন উনমন রহৈ । ঐসা বিচার মছিংদ্র কহৈ ।

গোরখ—স্বামৌঁ জৌ কথং উতপদিতে প্রাণ, কথং উদপদিতে মন ।
কথং উদপদিতে বাচা, কথং বাচা বিলীয়তে ॥
মছিংদ্র—অবধু অবগতি উতপদিতে প্রাণ, প্রাণ উদপদিতে মন ।
মন উদপদিতে বাচা, বাচা মন বিলীয়তে ॥

গোরখ—স্বামৌঁ কথং উতপনৌঁ খুখ্যা, কথং উতপনৌঁ অহার ।
কথং উতপনৌঁ নিঁদ্রা, কথং উতপনৌঁ কাল ।

মছিংড়—অবধু মনসা উতপনৌ খুখ্যা, খুখ্যা উতপনৌ অহার ।

অহার উতপনৌ নিঁদ্রা, নিঁদ্রা উতপনৌ কাল ॥

ইত্যাদি অংশগুলির সহিত গোর্থ-বিজয়ের পরিশিষ্ট (ঘ), ২০৪-২০৭ পৃষ্ঠা
মিলাইয়া পড়িলে আমাদের অনুমান অভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে
হইবে। নিম্নোক্ত অংশ দুইটিতে উপমা প্রয়োগের সাদৃশ্য বিস্ময়াবহ।
গোর্থ-বিজয়ের ১২৮ পৃষ্ঠার,

অভাগিয়া নরলোকে কিছুই নাহি বুঝে রে
ঘরে ঘরে বাঘিনী সে পোষে,
দিবাতে যে বাঘিনী জগত-মোহনী রে
রাতি হৈলে সর্ব্ব অঙ্গে শোষে ।

গোরখ-বানীর ১৪৩ পৃষ্ঠার

দিন দিন বাঘিনী সী'য়া লাগৌ, রাতি সরৌরৈ সোঠৈ,
বিমৈ লুবধৌ তত ন বুঝে, ঘরি লৈ বাঘনৌ পোঠৈ ।

৯৫ পৃষ্ঠার এই পদটিতে মনের ইচ্ছাশক্তিকে সম্বোধন করিতে গিয়াও
বান্দালীর বহুপুঞ্জিত মনসাদেবীকে রূপকচ্ছলে স্মরণ করা হইয়াছে।

মনসা দেবৌ বৌপার বাঁধৌ, পবন পুরষি উতপনৌ,
জাগ্যো জোগী অধ্যাত্ম লাগৌ, কায়া পাটন মৈ জাঁনৌ ।

৬৭ পৃষ্ঠার একটি পদে মনসাতে মাতৃত্ব ও নিরাকার নিরঞ্জে
পিতৃত্বের আরোপ করা হইয়াছে যোগরূপকে। ইহা ছাড়া
“প্রাণসংগলীতে”^{২০৭} সঙ্কলিত বহু অংশ এবং “অথ আদি মংগল”^{২০৮}
বলিয়া পরিচিত যে সমস্ত প্রমোত্তরী পদ কবীর মনসুরের “সত্য
কবীরকী সাখী” অংশে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মূল বান্দালা
কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। “দাদু”^{২০৯} “দাদু সবদ”,
“মাধুকরী” এবং “পরিশিষ্ট” অংশেও “গৌড়ী” পদ অনেক আছে। “গৌড়ী”

২০৭ প্রাণসংগলী, পৃ. ২৪৪-২৫৪ ইত্যাদি

২০৮ কবীর, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পৃ. ৬৯-৭০

২০৯ পৃ. ৫৪৪; ৫৯৩, ৬১২

শব্দটি দ্ব্যর্থকভাবে প্রযুক্ত হয় নাই, বলা যায় না। “কায়াবেলী” তো ছবছ নাথ হঠযোগপন্থের তত্ত্বে ভরা।

বাঙ্গালা দেশের মতো বাঙ্গালার বাহিরেও কায়যোগ ধর্ম হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। সূফী সাধক মখদুম সৈয়দ আলি অন্ হাজ্বেরী^{২১০} (একাদশ শতক), খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্তী^{২১১} (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক) ও তাহাঁদের শিষ্যানুশিষ্যবর্গের সাধনার মধ্যেও শ্বাস-প্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণ তথা কায়যোগের উদ্দেশ পাওয়া যায়। স্বয়ং কবীর ছিলেন “কাশীকা জুলাহা” বা কাশীর যোগী। তাহাঁর বাণী নাথসিদ্ধান্তের সহিত মূলতঃ অভিন্ন। নাথযোগের রূপক-কাহিনী পছন্দাবতির জায়সী মুসলমান। রজ্জব, নূর মহম্মদ, ফজিল শাহ প্রভৃতি হিন্দী কবিরাজ^{২১২} প্রসঙ্গতঃ নাথযোগ-সাহিত্যিক। দাঁরা শিকোর সমসাময়িক যোগী শরমদ^{২১৩} শাহ ওয়ালী আল্লা, ^{২১৪} বারিশ শাহ^{২১৫} প্রভৃতি কাদেরী ও সুরবাদী ধারার সূফী কবিদের মধ্যেও শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ তথা কায়যোগের কথা ছবছ পাওয়া যায়। গোরখ-বানীতে সূফী রতন নাথ হাজীর পদ^{২১৬} আছে। তাহা ছাড়া ভরথরী সম্প্রদায় জ্ঞাতিতেই মুসলমান। বে-শরা, আজাদ, রসূলশাহী প্রভৃতি পন্থে^{২১৭} যোগীদের আসন, দেহতত্ত্ব, ষট্চক্র, কমল-বেধ ইত্যাদি সমস্ত সাধনাই প্রচলিত হইয়াছিল। তান্ত্রিক বীরাচার তথা পঞ্চ ম-কারের সাধনাও ইহাঁদের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। রসায়ন-শাস্ত্রও (*Alchemy*)

২১০ *Kashf-al-Mahjub*, ed. R. A. Nicholson, Vol. XVII, pp. 218-235 ইত্যাদি

২১১ *Malfuzat-i-Khwaja* দ্রষ্টব্য

২১২ কবীর, দ্বিবেদী, পৃ. ১৩

২১৩ *Sarmad Shahid*, F. M. Asiri, (*V.B. Quarterly*, Feb.-April, 1947)

২১৪ *Qaulal Jamil*, pp. 40, 41 etc.

২১৫ *Hir*, pp. 79-80 : তাড়ি লা কে নাথ বল ধ্যান করনা,

দশবেঁ দ্বার হৈ শ্বাস চড়াওনা ও। ইত্যাদি

২১৬ গোরখ-বানী, পৃ. ৪১, ৭০

২১৭ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, শ্রীক্ষতিমোহন সেন, পৃ. ২৫-২৬

সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে বাঙ্গালা দেশের দরবেশ, বাউল ও জিকিরেরা এই ধারারই জের টানিয়া আসিতেছেন। তন-তেলাওত, সাহাদল্লা পীর পুস্তক, বাল্কা নামা, যোগ কলন্দর, মুরশিদের বারমাস, সৃষ্টি-পত্তন, হাড়মালা, আত্মতত্ত্ব, যোগ কালাস্তক ইত্যাদি পুঁথিগুলি^{২১৮} ইহাদের সাহিত্যিক নিদর্শনরূপে বিবেচিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে যোগীদের যতগুলি তীর্থস্থান আছে তাহার বেশীর ভাগই বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত। যেমন বর্ধমান জেলার বল্লুকা নদীর তীরবর্তী বড়োয়া গ্রামের ধর্মতলা; প্রাচীন ঐতিহ্যসম্বলিত হুগলী-মহানাদের^{২১৯} ক্ষেত্রনাথের মন্দির, “জীবন্ত সমাধি,” জাততলার দেবতাদি, হুগলীর বশিষ্ঠ গঙ্গা, তারকেশ্বরের তারকনাথ; কলিকাতার উত্তরে গোরখ-বাসলি, উন্টাডিক্রির শিবালয়, কালাঘাট-চৌরঙ্গি, চুনাগলির কালীমন্দির; হাওড়ার পঞ্চানন-ঠাকুরের দেউল; বীরভূম-বীরনগরের যোগিগুফা; মেদিনীপুরের পাটনা-গ্রামাস্থ সিদ্ধনাথ শিবঠাকুরের মন্দির; চব্বিশ পরগণার কপিলমুনির আশ্রম; ঢাকার ঢাকেশ্বরী-মন্দির, লক্ষ্মাবাড়ী, বুড়াশিবের বাড়ীর মন্দির, শিববাড়ীর অচল শিবলিঙ্গ, লাক্ষাতীরস্থ রূপগঞ্জের কথুনাথের দেবালয়; কাছাড়ের ভুবনতীর্থ; গোয়ালপাড়ার যোগিগোফা; দিনাজপুরের গোরখ-কুঞ্জ, যোগী-ঘোপা ও গোরখকুই; বগুড়ার যোগীর ভবন গ্রাম ও মঠ, “গোরক্ষনাথ”-নামক শিবমন্দির, জয়কালীর মন্দির, জীবৎকুণ্ড, মহাস্থানগড়; রাজসাহী-মৈনমের শিবলিঙ্গ ও কালীমন্দির; পাবনার “গোরক্ষা” ইত্যাদি। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী দেবী ও তাহার মন্দিরের গঠনপদ্ধতিতে দেহমন্দির, দেহস্থিত ইড়া পিঙ্গলাদি পঞ্চ নাড়ী ও কুলকুণ্ডলিনী দেবীর

২১৮ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, মুনশী শ্রীআবদুল করিম-সঙ্কলিত, পুঁথি-সংখ্যা ২১, ১১৫, ২০২, ৩০৭, ৩১৪, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৬৪, ৪০১

২১৯ মহানাদ, শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪২-১৫৬

(যোগীদের প্রাধান্য ও নাথ-সাহিত্যের মহানাদশ্রবণ হইতে স্থানের নাম “মহানাদ” হইয়াছে বলিয়া অনুমান করি। চলিত “মানাদ” বা “মানাত” সম্ভবতঃ ইহারই অপভ্রংশ রূপ।)

অবস্থান কল্পিত হইয়াছে বলিয়া মত প্রচলিত আছে^{২০}। তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের এই যোগিতীর্থটি নাথ সম্প্রদায়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত না হইয়াও কায়যোগের জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্তরূপে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বৈশিষ্ট্যে এতদঞ্চলে দ্বিতীয়রহিত বলিয়া মনে করি।

গোর্থ-বিজয়ে অনুসৃত রূপককাহিনীতে বাঙ্গালীর নানা ঐতিহ্য অভিযুক্ত হইয়াছে। গোর্থ-বিজয়ের ভূমিকায় “বোগালসুন্দরের” কথা বাঙ্গালীর মংস্রপ্ৰীতিই স্মরণ করাইয়া দেয়। মেয়েলি উপকথায় বলে “কাঁউর-কামিখোর” ডাকিনীরা ভোজবিদ্যাশিক্ষার্থী [স্মরণীয় চর্যাপদের- “রাতি ভইলে কামরু জায়” (চ ৩) ইত্যাদি] বিদেশী পুরুষ পাইলে অনুগত মেয়ে রূপান্তরিত করিয়া রাখে; এবং মুক্তিকাম পুরুষ গোর্থনাথের দোহাই দিয়া ভোজবিদ্যার দ্বারা “অচেনা গাছ” (বকুলজাতীয়) চালাইয়া, অথবা ওখানকার পুকুরে ডুবিয়া রাতারাতি স্বগৃহে পলাইয়া আসে ও প্রভাত হইলেই চালানো গাছ ফেলিয়া অন্তর্হিত হয়। তাহাই এই অচেনা গাছ। ইহাতে কদলীর ভোলে পতিত মীননাথ ও গোর্থনাথ কর্তৃক তাহাঁর উদ্ধার-কাহিনীর ছায়া আছে। সাপের বিষ-নামানোর মস্তুর পুঁথিতে^{২১} যোগী জয়পাল, যোগিনী নয়নার (ময়না?) দোহাই দেওয়া হইয়াছে। অমৃত^{২২} হাড়িবির দোহাইও আছে। কাঙুরের কামিখো দেবীর পরেই ইহাঁর নাম করা হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই শিবালয়ের নিকট বকুল গাছ পবিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাহা আগেই বলিয়াছি। গোর্থনাথের বকুলগাছ প্রীতির কথা গোর্থ-বিজয়ে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে নিরঞ্জন ধর্ম ঠাকুরের সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথযোগীদের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ধর্মপূজা-বিধানের প্রামাণ্য পুঁথিগুলি আমরা পশ্চিম বঙ্গের নাথযোগীদের বাড়ি হইতেই পাইয়াছি। অনেক স্থলে নাথযোগীরা ধর্ম ঠাকুরের পূজা করেন অথবা

২২০ হুগলী, দুর্গানাথ শর্মা, পৃ ২২৫-২৭

২২১ বিশ্বভারতী, পুঁথি-সংখ্যা ৭২৪

২২২ বিশ্বভারতী, পুঁথি-সংখ্যা ২৭৮, ৭২০ ইত্যাদি

করাইয়া থাকেন। কোনো কোনো স্থানে নাথযোগীদের গৃহদেবতা
ধর্মরাজ। গোর্থ-বিজয়ে আছে, ২২০

ধ্যানেতে সামর্থ্য হইয়া ধর্ম নৈরাকার,
আনন্দে বসিলা ধ্যানে সিদ্ধা করি সার।

পশ্চিম বঙ্গে নাথ ও ধর্ম সম্প্রদায়ের মিশ্রণের পরিমাণ নির্দেশ করিতে
গিয়া দেখি ধর্মপূজা-বিধানে^{২২০} ধর্ম নিরঞ্জন যোগীন্দ্র সিদ্ধদের দ্বারা
বন্দিত ও নিত্য ধ্যাত। ধর্ম পূজার “সাক্ষ্যব্যবস্থায়” আদিনাথ, মীননাথ
(প্রথমে মীন স্বরীর), চৌরঙ্গিনাথ ও গোর্থনাথের উদ্দেশে ফুল দেওয়া
হইতেছে। গোর্থ-বিজয়ের “জতীসতী” স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পর্যাবসিত হইয়া
“জাডুবাডু”, “শ্রিতিরখুড়ি” প্রভৃতির সহিত পুষ্প মাণ্ড পাইতেছেন। সিদ্ধ-
যোগিনীরাও যথাযথ সম্মান লাভ করিতেছেন। “কদলি”ও বাদ যায়
নাই। ধর্মরাজের পাত্রভোগে আহৃত ক্ষেত্রপাল “গোরয়া” সম্ভবতঃ
গোর্থনাথ। পাহাড় সাক্ষ্যই (সজ্জপতি?, যষ্টিধারী পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি?)
ধর্ম ঠাকুরের দ্বারপালদের একজন। দিক্‌ডাকে গোরক্ষপুর, নক্সা,
আউনক্সা (গোরখ-বানীর “পলংকা”), কাঙুরদেশ এবং শ্রীবর্দমান
সমমর্যাদায় আহৃত হইয়াছে। প্রথম চারিটি স্থানের মতো শ্রীবর্দমান
(বর্দমান জেলার মেমারী ষ্টেশনের অনতিদূরে বর্তমানের বড়োয়া গ্রাম)
এখনও যোগীদের তীর্থবিশেষ। ধর্মপূজা-বিধানের যমদূত কাল বেকাল
(গোরখ-বানীর^{২২১} কাল বিকাল) গোর্থ-বিজয়ের লক্ষ মহালক্ষ। ধর্ম
ঠাকুরের পূজায় ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠান আছে। তাহাতে মূলাধারে
কুলকুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মকে স্থাপন করার যৌগিক পদ্ধতি উপদিষ্ট।
শ্রাস-প্রাণায়ামাদি তো আছেই। ইহা ছাড়া বোলানের ছাঁদে সূতাকাটার
পবিত্রতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যেমন,

২২০ গোর্থ-বিজয়, পৃ. ১২০, পাদটীকা

২২৪ শ্রীনীগোপাল বন্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-প্রকাশিত),
পৃ. ৭১, ৮১, ১৩৩, ১৩৪, ৩৪, ১১, ১৫৪, ৯, ১৫৫, ২৪৭, ৪৩ ৪৭, ১৬৮,
২১১, ২০০, ২২৯, ২১৪, ১৯১, ১৯৪

২২৫ পৃ. ১৮৩

তাঁতোতে ফুড়িল তুলা তাঁতি ভাতাইল মায়ে
কিসে শুদ্ধ হলো ভক্ত্যা মাড় কর্যা কান্ধে ।

পার্বতী কাটিল সূতা^{২২৬} বিশ্বকর্মার নিষ্কাণ,
তে কারণে বস্ত্র কান্ধে পূজা করি নিরঞ্জন ।

যোগীর গান^{২২৭} ও যোগ কলন্দের^{২২৮} অমুরূপ বোলান,
পুষ্প ফুটিলে কে গন্ধ চড়ায়,
মেঘে ভর কোর্যা কে বোরিসে জল ।

পুষ্প ফুটিলে আমি গন্ধ চড়াই,
মেঘে ভর কোর্যা আমি বরসি জল ।

নাথ সাহিত্যের “হুঙ্কার”^{২২৯} ধর্মপূজা-বিধানে অকস্মাৎ আসিয়া গিয়াছে,

হুঙ্কারের হতে হল্য আচম্বিতে
ত্রিগুণ বাউ সকার ।

বনের হরিণ বল্যা হুঙ্কার পড়িল ।

ইহা ছাড়া পারিভাষিক মন-পবন, গঙ্গা-যমুনা, নিরঞ্জনপুর তো
আছেই ।

২২৬ দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পুঁথি-সংখ্যা ২১১ । “মা দুর্গা কাটেন সূতা মহাদেব
বুনেন জাল” ইত্যাদি নানাবিধ তুকতাক ও মস্তের পুঁথির প্রথম ছত্র

২২৭ গোর্থ-বিজয়, পরিশিষ্ট (খ), পৃ০ ১৭০-৭১

২২৮ বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, মুনশী শ্রীআবদুল করিম-সঙ্কলিত, প্রথম
খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ০ ১৯২ (মূল পুঁথি দ্রষ্টব্য)

২২৯ গোবিন্দচন্দ্র গীত, শিবচন্দ্র শীল-সম্পাদিত, পৃ০ ৪৯, ৬৫ ইত্যাদি

মন পবনের বস গোসাঞি ডাক নাঞি বয়,
গঙ্গা জমুনা তারা হালে^{২৩০} রেখে বয় ।

কে রে সাকত আয়া নিরঞ্জনপুর^{২৩১} ।

একটি পদে চর্যাপদের ^{২৩২} ভাবসাদৃশ্য ও নাথ-সাহিত্যের সৃষ্টি-বর্ণনার^{২৩৩}
ধ্বনি পাওয়া যায়,

সহস্র বাথুড়ি পদ্ম হইল্যা শতদল,
আপনি রহিল্যা প্রভু কমল ভিতর ।
কমলের সন্ধি আছে চৌদিগে ঝারা,
হেন পুষ্প ফুটিয়াছে জেন দেখি তারা ।

ইহাব সহিত তুলনীয় কাহের

এক সো পদমা চৌষট্ঠী পাখুড়ী
তঁহি চড়ি নাচঅ ভোখী বাপুড়ী ।

গোর্থ-বিজয়ের

শোণিত স্থাপিয়া প্রভু দিল এক ঝারা,
শূণ্য মধ্যে জন্ম হইল লক্ষ লক্ষ তাবা ।

প্রাণসঙ্কলি-শাস্ত্র নাথসাহিত্যে সুপরিচিত ও অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ ।
তাত্ত্বিক পূজাপদ্ধতিতে ত্র্যাসের অনুকরণে যোগসাহিত্যে প্রাণসঙ্কলি-
শাস্ত্রের অবতারণা হইয়াছে । পাঞ্জাবে, রাজস্থানে ও বাঙ্গালা দেশে
আবিষ্কৃত প্রাণসঙ্কলি-শাস্ত্রের কথা আগেই বলিয়াছি । বিভিন্ন নাথগুরুদের
নামের সহিত এগুলি যুক্ত আছে । যোগীর গান^{২৩৪} ও যুগীকাচেও^{২৩৫}

- ২৩০ দ্রষ্টব্য গোর্থ-বিজয়, পৃ. ৭২, ৮৬-৮৭ : কবীর-গ্রন্থাবলী (নাগরী-প্রচারিণী
গ্রন্থমালা ৩৩), পৃ. ৯৩
২৩১ গোর্থ-বিজয়, পৃ. ১১২ ; নিজ পুঁথি, পৃ. ৮২ ক ; সাকত—গোর্থ-বানী,
পৃ. ২৪৩
২৩২ *Indian Linguistics, Vol. X*, চর্যাপদিকোষ, পৃ. ১১
২৩৩ গোর্থ-বিজয়, পরিশিষ্ট (ক) ১, পৃ. ১২৬
২৩৪ গোর্থ-বিজয়, পৃ. ১৫৬-৬০
২৩৫ ঐ , পৃ. ১৮৫-৮৬

প্রাণসঙ্কলি-শাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এদিকে ধর্ম ঠাকুরের পূজা পদ্ধতিতে^{২০৬} প্রাণসঙ্কলি-শাস্ত্র^{২০৭} পাওয়া যাইতেছে। ইহা সম্ভবতঃ এই তাত্ত্বিক ও যৌগিক ধারারই যথাযথ অনুরূপ। শ্রীরাম বা রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা-বিধানে ধৃত থাকিলেও অংশটি ভগিতাহীন। হয়তো পরম্পরাগত এই অংশটি বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। স্বত্ব হিসাবে কাহারও বিশেষ দাবী নাই। কায়যোগের আলোচনা প্রসঙ্গে মূল্যবান বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ “কায়্য সমুদ্র” উদ্ধৃত করিলাম।

॥ প্রাণসংজ্ঞা সাস্ত্র বলিবেক ॥

নমহৌ অনাদিনাথ সুননাথ সংজ্ঞেদ ।
 কহ কহ দেব কায়ার সম্ভেদ ॥
 অবগতি করহ দস অধিপতি ।
 কোন মতে প্রকারে কায়ার পিণ্ডের হয় স্থিতি ॥
 কোন মতে নাদবিন্দু হয় পবন সঞ্চয় ।
 কোথা বৈসে রবি সসি কোথা মল রয় ॥
 কোন মতে নাদবিন্দু কায়ার বিচার ।
 জোড় হাতে বলেন পার্ব্বতি প্রাণ তোমার ॥
 কোন মতে হয় নাদ পবন সঞ্চার ।
 রজ্জ্ব বিধৌ জন্ম হয় সকল সংসার ॥

২০৬ নিজ পুঁথি, (হুগলী জেলাব আরাখবাগ থানার নকুণ্ডা গ্রামের শ্রীযুক্ত চতুর্ভূজনাথ নাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে তাহার সৌজ্ঞে সংগৃহীত।)

২০৭ ঐ, পৃ. ৬৬ক-৬৭ক (ধর্মপূজা-বিধানে ও এতৎসম্পর্কিত অন্যান্য পুঁথিতে বিধৃত এই অংশটি মৎসম্পাদিত “ধর্মপূজা-পদ্ধতি” গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে যথাস্থানে পাঠ ও পাঠান্তর সহ আলোচিত হইতেছে।)

প্রথম মাসেতে গর্তে বর্ণ জব প্রমান ।
 দ্বিতীয় মাসেতে গর্তে বিন্দু বর্ণ আন ॥
 তৃতীয় মাসেতে গর্তে বিন্দু রক্ত বর্ণ গোলা ।
 চতুর্থ মাসেতে গর্তে বিন্দু স্থানে স্থানে স্থানা ॥
 পঞ্চম মাসেতে গর্তে বিন্দু অতি বড় সুখ ।
 ষষ্ঠম মাসেতে গর্তে বিন্দু অতি বড় দুখ ॥
 সপ্তম মাসে গর্তে বিন্দু সপ্ত ঋতু বসন্তি ।
 অষ্টম মাসেতে গর্তে বিন্দু গতাগতি ॥
 অষ্ট অঙ্গে জোড় লয় মাসে ।
 গর্তে বিন্দু উপবায়ু পবন আকাশে ॥
 লয় মাসে নিশ্বল মুরতি ।
 দস মাসে দস দিগ মুক্তি ॥
 বলেন পার্বতি শুন দেব ইশ্বর ।
 ইহার ভেদ কেমন মুদ্রা কহ কেমন আকার ॥
 মহাদেব বলেন শুন সক্তি দুর্গা ।

ইহার কেমন কোন লক্ষন হয় । বায়ু পবন মজা হয় ॥ সপ্তক বিধো হয়
 সপ্ত পল । রক্ত জায় সক্তির আয়ু আত্য কেহো হয় : নব হংস সত্য ধাতু
 হয় ॥ চারিদিগ চৌদ্দভুবন হয় । হাথের মজা হয় । আট কোঠার
 রক্ত বালি হয় : ইবিন্দে জার জর্ষ হয় । প্রয়া জুতা বুদ্ধি হয় । এ বিন্দে
 জার জর্ষ হয় । কপটতার কন্ধ হয় । শ্রালই খণ্ড : কালই পাখণ্ড :
 সপ্ত গুনে মন : নিজগুনে পবন । দৃষ্টী অগ্রেতে রহে মন । নাভি হইতে
 পবনের জর্ষ । তলি পাকলি পাকলি কলিতলী পায়ের উপরে নিল তলি ।
 পায়ের উপরে খাড়ু গেঠে বসন্তি । পরিকে । পরিগা পথের উপর
 ইন্দ্রমনি বসন্তি । ইন্দ্রমনি উপরে হিতমনি বসন্তি । হিতমনির উপরে
 নাড়িক্যামনি বসন্তি । মুকে চলিষ বলি । তলপাটীকে সক্তিপাটি বলি ।
 উপরপাটীকে সংজ্ঞাচক্র পাটী বলি । জিভার মধ্যে সস্থানে বসন্তি ।
 জতি হইতে অময়া রস বলি । তেরাচ্ছন্তি নোকে জলসংজ্ঞা বলি । কানকে
 দান দ্বিপ বলি । চুলকে কাঞ্চন বলি । নাক পা হল লব বলি । কাঁকালি

দাণ্ডাকে মুদঙ্গদাণ্ডা বলি। মুদঙ্গ দণ্ডার মধ্যে ত্রিদেবা বসন্তি। চক্ষুকে রত্ন বলি। তথি হইতে নিদ্রা দেখন্তি। রিমি ঝিমি কাল কোমল অময়া পুরুষ বসিয়া অছন্তি। মস্তকে ভ্রমর খণা মনরূপে বসন্তি। ব্রহ্মা ব্রহ্ম-রূপে বসন্তি। বিষ্ণু কালরূপে বসন্তি। মহাদেব ধবলরূপে বসন্তি। কালরাত্রি মহারাত্রি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। ত্রুণমঃ রজগুণে ব্রহ্মাঃ সৰ্বগুণে বিষ্ণুঃ তম গুণে মহাদেবঃ সুন সুন পণ্ডিত কায়ার সম্ভেদ।

প্রানসংজ্ঞালি সান্ত্র সর্বত্র জয় জ্ঞান করি সার।

হেন তর্কে বিধি নিখে কায়ার নিস্তার ॥

শ্রাম পণ্ডিতের নিরঞ্জনমঙ্গলের ছইখানি পুঁথি বীরভূম জেলার মুড়াই গ্রামের যুগীবাড়ী হইতে পাওয়া গিয়াছে^{২৩৮}। ছল্লভ মল্লিকের গোবিন্দ-চন্দ্র গীতে^{২৩৯} প্রথমেই আড়ের গোসাঞী ধর্ম ঠাকুরকে বন্দনা করা হইয়াছে এবং সাত সিদ্ধা ধর্ম ঠাকুরের অবতাররূপে কল্পিত হইয়াছেন। কাজেই নাথ ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও মিশ্রণ ঘটিয়াছে ইহা অবিসংবাদিত সত্য। জাতিতে তিলি, পদবী নাথ, কুলদেবতা ধর্ম ঠাকুর একরূপ সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ পশ্চিম বঙ্গে অনেক আছেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বাতানল গ্রামে নাথবাড়ীর বুড়ো ধর্মের রথযাত্রা সেই অঞ্চলের বিখ্যাত উৎসব। সূতরাং দেখা যাইতেছে ধর্মের, সংস্কৃতির ও সাহিত্যের জীবন্ত ঐতিহ্যসম্বলিত ধর্ম ও নাথ-সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দানে বাঙ্গালীর মর্ম্মনির্দেশক সমাজজীবন অতীবধি সঞ্জীবিত হইয়া আছে। ইহা ছাড়া বাঙ্গালা দেশের যুগী-কাচ, যোগীর গান, বোলান, বাউলসঙ্গীতের ভিতর দিয়া এই যুক্ত ধারা নানা বিপর্যায়ের মধ্যেও আপনার পথ আপনি কাটিয়া অব্যাহত প্রবহমান।

এইরূপ প্রাচীন ও আধুনিক নানা কাহিনী ও ঘটনাবলম্বিত এবং প্রচলিত লোকগীতির আকারে নানা ঐতিহ্যলাঞ্ছিত বাঙ্গালীর এই লৌকিক ধর্ম্মগাথাটি এক কালে “মোহ-মোচন-বাণী” শুনাইয়া যে সারা জ্ঞানপদ ভারতের অধ্যাত্ম মার্গের যোগক্ষেম বহন করিয়াছিল তাহা আমাদের পরম গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

॥ স্বীকৃতি ॥

তিন বৎসর পূর্বে সন ১৩৫৩ সালের ভাদ্র মাসে মাত্র তেরোখানি পুঁথি লইয়া বিজ্ঞানভবনে প্রাচীন বাঙ্গালা গবেষণা-বিভাগ পত্তন করা হইয়াছিল। অনুকূল পরিবেশে আজ আমাদের সংগ্রহে সাড়ে পাঁচ হাজার বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি জমিয়াছে। প্রথম এক হাজার পুঁথির মধ্যে মূল্যবান ও অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি সম্পর্কে ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় তাহাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের সম্প্রতি-প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমানে সমগ্র পুঁথিসংগ্রহেরই বিশদ-তালিকা (*Descriptive Catalogue*) প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। খণ্ডে খণ্ডে তাহা প্রকাশিত হইবে। প্রথম পাঁচ শত পুঁথির বিবরণ-সম্বলিত প্রথম খণ্ড এখনই মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

গোষ্ঠ-বিজ্ঞয়ের আদর্শ পুঁথিখানি আমাদের সংক্ষিপ্ত-তালিকার (*Hand-list*) ক্রমিক-সংখ্যা অনুসারে গোড়ার দিকেই পড়ে; মৌন-গোষ্ঠের ছড়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে; সর্বভারতীয় রূপের জ্ঞান পুঁথিখানির বৈশিষ্ট্যও সুবিদিত; এই-সকল কারণেই সর্বপ্রথম এই পুঁথিটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইল।

পরিশিষ্টের বহর মূল গ্রন্থকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। স্থূলতঃ ইহা দৃষ্টিকটু ঠেকে। ইহার একমাত্র কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়—ভাবের সৌন্দর্য। সংশ্লিষ্ট মন্তব্যগুলি হইতেই তাহা পরিষ্কৃত হইবে।

আমার পূর্বগামী মনোযিগণের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রসঙ্গতঃ তাহাঁদের গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। বিস্তৃত ভূমিকায় (পরিচয়) অনেক কথা বলা হইয়াছে কিন্তু অমূল ও অপেক্ষিত কিছু বলি নাই। অনাবিস্কৃত তথ্যের অপেক্ষায় অনেক সমস্তা অমীমাংসিত রহিয়া গেল। ভরসার কথা, কাল নিরবধি এবং পৃথী বিপুল।

প্রস্তুত গ্রন্থের সম্পাদনায় অঙ্কাম্পদ ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয়ের সহায়তা আগাগোড়া পাইয়াছি। একটি বিশেষ ভূমিকাও তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। বর্ধমান সাহিত্য-সভার পুঁথিগুলি পরিশিষ্টাংশে মুদ্রণের অনুমতি দিয়া তিনি আমাদের যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত যোগীর গান পুঁথির সংগ্রহ সম্পর্কে স্থান ও পাত্র নির্দেশ করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় যোগীর গান প্রকাশ করিতে দেওয়ায় গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় শব্দ-সূচী অংশের পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থবিচার ও স্থানে স্থানে যথাযথ পাঠ নির্ণয়ের দ্বারা গ্রন্থখানির বিশুদ্ধি রক্ষায় সহায়তা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে ভারতীয় সাহিত্য হইতে পারিভাষিক শব্দগুলির প্রয়োগ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যদিও নিশ্চিত জানি এই চেষ্টা সম্পূর্ণ হয় নাই। মদীয় ভূমিকা-অংশেও তাঁহার পরামর্শ পথনির্দেশ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য ও কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেককে সম্মান অর্পিত করিয়া নিবেদন করি।

শ্রীযুক্ত অজিত চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গোর্খ-বিজয়ের মূল পুঁথিখানির অনুলিপি করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জনাব ফজলে মাহমুদ আসিরি আরবী ও ফারসী শব্দগুলির পর্যালোচনায় ও প্রয়োগ-প্রদর্শনে সহায়তা কবিয়া ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিমল কুমার দত্ত মহাশয় অকাতর পরিশ্রমে প্রয়োজন মতো নানা বইয়ের যোগান দিয়া আমাকে অশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রভবনের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি ও লালন ফকিরের খাতাগুলি ব্যবহার করিতে পাইয়াছি। পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের বদান্ধতায় চৌরঙ্গিনাথের পুঁথিখানি ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। তাঁহার পরিচালিত হিন্দীভবন হইতেও নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। ইহাদিগকে এবং গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে নাম সন্নিবিষ্ট হওয়ায় যে-সকল মহাশয়দের এখানে নামোল্লেখ করা হইল না তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি সর্বাস্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

পরিশেষে সানন্দে স্বীকার করিতেছি, বর্তমান কালের শিল্পিগুরু
নন্দলাল বসু মহাশয়ের তুলিকাস্পর্শে অতীত কালের এই ধর্ম-গাথাটি
কালজয়ী মর্যাদা লাভ করিল। তাহাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন
জানাই।

মুদ্রায়ত্ত্বের কবল হইতে গ্রন্থখানি যথাসম্ভব শীঘ্র নিষ্কাশিত হইয়াছে।
এই উপলক্ষ্যে শাস্তিনিকেতন-প্রেসের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
মহাশয়ের তৎপরতা বিশেষ সাধুবাদের যোগ্য। অগ্রান্ত প্রেস-কর্মিগণের
নিপুণতাও প্রশংসনীয়।

বিদ্যাভবন, শাস্তিনিকেতন
মহালয়া, সন ১৩৫৬ সাল

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

॥ নাথ-পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য ॥

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া একাধিক যোগসাধনার ধারা একদা পূর্বভারতে যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল তাহা এখন নাথ-পন্থ নামে নিদিষ্ট হইয়া থাকে। এই নামকরণের হেতু হইতেছে এই সাধনমার্গে সিদ্ধ ও সাধকদিগের নামের শেষে “নাথ” শব্দের অস্তিত্ব। উত্তর বঙ্গ হইতে রাজপুতানা-গুজরাট পঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে স্থানে স্থানে এখনো যে নিরঞ্জন-পন্থী যোগী সন্ন্যাসী-ভিক্ষুক সম্প্রদায় “কনফট্”, “মছেন্দ্রী”, “সারঙ্গীহার”, “কানিপা” ইত্যাদি নামে পরিচিত আছেন তাঁহারা নাথ-পন্থেরই পথিক। বাঙ্গালাদেশে নাথ-পন্থী সাধুরা এখন শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, গৃহস্থেরা একটি পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত আছে।

নাথ-পন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙ্গালা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ইহার প্রাচীন সাহিত্য বাঙ্গালাতেই পাওয়া যায় এবং তাহারই মধ্যে ইহার প্রাচীনতর রূপটি প্রতিবিস্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের বাহিরের যোগী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের ধারা যে বাঙ্গালাদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নয়। তবু একথা বলা চলে না যে নাথ-ধর্ম বাঙ্গালা দেশেরই নিজস্ব জিনিস। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির ভাব ও সাধনার ধারা মিলিত হইয়া বাঙ্গালা দেশে যে বিশিষ্ট ধর্মমতের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই এক অংশের প্রকাশ নাথ-পন্থে। বিভিন্ন দিগ্দেশ হইতে আগত এইরূপ যোগ-সাধনার ধারার ইঙ্গিত পাইতেছি গোর্থ-বিজয়ে,

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই

পশ্চিমেতে গোর্থ গেল উত্তরে মীনাই।

হাড়িপার কর্মক্ষেত্র পট্টকের আধুনিক উত্তর ত্রিপুরার অন্তর্গত। দক্ষিণে কাহুপার প্রচেষ্টার কোন কিংবদন্তী বা কাহিনী রক্ষিত হয় নাই। তবে তিব্বত জনশ্রুতিতে বলে যে একজন সিদ্ধাচার্য কাহুপাদ ছিলেন দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের কিংবা উড়িষ্যার লোক। গোর্থ-বিজয়ে কানফার সম্পর্কে যে ডাহুকা নগর ও তথাকার বহুড়ীর উল্লেখ আছে তাহার প্রতিধ্বনি শুনি

মনসার পুরানো ছড়ায়—“ডাঙ্কার বৌড়ী তারা ঘটে পানি ভরে”। দক্ষিণ রাঢ়ে বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমান্তে “ডাউকো” গ্রাম হয়ত এই কিংবদন্তীর সঙ্গে অসম্পৃক্ত নয়। গোখনাথের প্রভাব প্রধানত পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ। তাহার প্রমাণ পশ্চিম ভারতে গোরখপন্থীদের বাহুল্য। গোরখপুর শহর ও গোখাঁ জাতি ইঁহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। মৌননাথ-মৎশ্রেষ্ঠনাথের বিলাসক্ষেত্র কদলীরাজ্যের কল্লনা বোধ করি হিমালয়-পাদভূমি-আশ্রিত কোন প্রাচীন ভোট-মোড়ল গল্পকাহিনী অবলম্বনে উদ্ভূত হইয়াছিল।^১ এখনও এই দেবায়িত আদি যোগী-সিদ্ধের পূজা উত্তরে নেপাল রাজ্যেই প্রচলিত। নেপালের অশ্বতর প্রধান পূজা-উৎসব হইতেছে মৎশ্রেষ্ঠনাথের রথযাত্রা।

নাথ-পন্থ শৈব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। নাথ-যোগীদের মতে শিবও একজন সিদ্ধ যোগী। তিনিও মৌননাথ-গোখনাথ-হাড়িপা-কানুপার গাতই ধর্ম-নিরঞ্জন পুত্র। তবে তিনি যোগী সিদ্ধদের অগ্রজ গুরু, এবং মৌননাথ ও হাড়িপা তাঁহার অনুজ অনুচর।

আছে গুরু মহাদেব পিছে আর সব
সাধন্ত সর্কল সিধা তরিবারে ভব।

এবং

শিবের ডাহিনে বামে হাড়িকা মৌনাই
পৃষ্ঠভাগে গোরী আছে জগতের মাই।

নাথ-পন্থ নিরীশ্বর। সৃষ্টিকর্তা ধর্ম-নিরঞ্জন জগৎসৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আদিনাথ ধর্ম-নিরঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গে নাথপন্থী যোগ-সাধনার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই।

ধর্মমঙ্গল-শৃঙ্গপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাথ-ঐতিহ্যের নিরঞ্জন-আদিনাথ অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের পুরাণ-কথা আর নিরঞ্জনের সৃষ্টি-বর্ণনা একই। এই

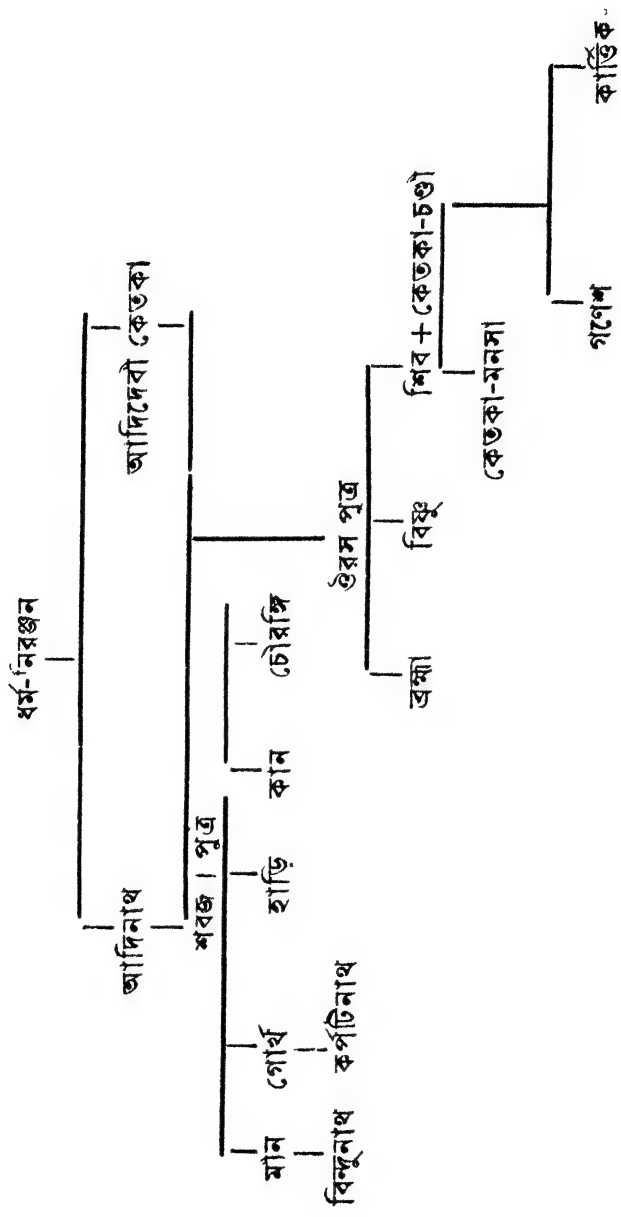
১ কদলী রাজ্য হইতেছে জৌরাজ্য, আধুনিক মণিপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। কল্লনের মতে কাম্বীররাজ ললিতাদিত্য প্রাগজ্যোতিষ্কপুরের জৌরাজ্য জয় করিয়া সেখানে দুই চুখক পাথরের মাঝখানে আলমনিহীন নৃসিংহমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কাহিনীর জড় গিয়া পৌঁছায় একদিকে ঋগ্বেদের নাসদীয়-সূক্তে অপর-
দিকে পলিনেশীয় জনশ্রুতিতে। ইহার মূলে ভারতবর্ষের বাহির হইতে
আগত কোন অনার্য্য জাতির ঐতিহ্য কল্পনা করিলে এই দুই ধারার ঐক্য
হয়। ধর্ম-নিরঞ্জনর “আত্মকথা” সংক্ষেপে বলি।

জগৎসৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের অবস্থা ছিল অব্যক্ত, কিছু ছিল এবং ছিল
না—এইভাবে, “নাসদাসীৎ ন সদাসীৎ তদানীম্”; এবং “অন্ধকার মধ্যে
সকলি ধূঙ্ককার”, “তম আসীৎ তমসা গূটমগ্রে”। সেই ধূঙ্ককার মধ্যে
সৃষ্টির সাড়া জাগিল, অব্যক্তে উঠিল বিপরীতমুখী দুই ঢেউ—“আদি
ধনাদিরূপে কৈল নিরীক্ষণ”, “স্বধা অধস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ”। শূণ্ণে উঠিল
বুদ্বুদ-ব্রহ্মাণ্ড। সেই অণ্ডে তাপ দিলেন নিরঞ্জন অনাদিনাথ—“ভাবের
অনলে ধর্ম ঘমিত তখন”, “তপসস্তন্ মহিনাজায়তৈকম্”, এবং অণ্ডভেদ
করিয়া বাহির হইলেন নিরঞ্জন-অনাদিনাথ আদিনাথ রূপে। নিরঞ্জনর
তপের তাপের ঘর্ম হইতে জন্ম হইল আদিদেবী কেতকার (যাঁহার নামাস্তর
মনসা)। তপোনিরত আদিদেব কেতকাকে স্মরণ করিয়া কামপ্রেরণা
অনুভব করিলেন—“মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ”। তাঁহার বর্ষ পান
করিয়া কেতকা হইলেন অন্তর্বতী এবং প্রসব করিলেন তিন পুত্র। ব্রহ্মা
নির্গত হইলেন মুখ হইতে, বিষ্ণু বাহির হইলেন ললাট ভেদ করিয়া, আর
শিব ভূমিষ্ঠ হইলেন যোনিপথে। জন্মিয়াই তিন ভাই পিতার সঙ্কানে বাহির
হইয়া তাঁহার দেখা না পাইয়া তপস্তায় বসিয়া গেলেন বল্লুকা নদীর
ঘাটে। কিছুকাল পরে আদিনাথ চাহিলেন পুত্রদের যোগ্যতার পরীক্ষা
করিতে। গলিত শবের রূপ লইয়া তিনি নদীশ্রোত বাহিয়া আসিলেন
সেই ঘাটে যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিন ভাই তপোমগ্ন। জলে শবের
পুতিগন্ধ দূর হইতে পাইয়াই ব্রহ্মা আসন ছাড়িয়া পলাইলেন। বিষ্ণুর
কাছে আসিলে তিনি জল ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। শিবের নিকটে
আসিতেই তিনি বৃষ্টিতে পারিলেন পিতার মৃতদেহ বলিয়া। আদিনাথ
বৃষ্টিলেন যে পুত্রদের মধ্যে শিবই পরমজ্ঞানী। ভাই দুইজনকে ডাকিয়া
শিব বলিলেন পিতার শব সৎকার করিতে। শিবের জাহ্নুর উপর অনাদি-
নাথের শব দাহ করা হইল। ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি, বিষ্ণু হইলেন

কাষ্ঠ। দহ্যমান শবের নাভি হইতে উদ্ভূত হইলেন মীননাথ, ললাট (মতাস্তুরে জটা) হইতে বাহির হইলেন গোর্থনাথ, হাড় হইতে জন্মিলেন হাড়িপা, কান হইতে নির্গত হইলেন কানপা, এবং চরণ হইতে উঠিলেন চৌরঙ্গিনাথ। এইভাবে অনাদির শব হইতে পাঁচ আদি সিদ্ধার জন্ম হইল। তাহার পর বিদেহী নিরঞ্জনর ইঙ্গিতে শিব কেতকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। জন্মান্তরিত কেতকার নাম হইল গৌরী (চণ্ডী)।

ধর্ম-নিরঞ্জনর এই আত্মকথায় যে পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের উপজীব্য কয়েকটি বিশিষ্ট কাহিনীর প্রধান দেবদেবী-ভূমিকার জড় পৌছাইতেছে তাহা পর পৃষ্ঠায় ছকে দেখানো গেল।



উপরে কথিত সৃষ্টিকাহিনীর পর হইতে ধর্মঠাকুরের কাহিনী এবং নাথ-পন্থের উপাখ্যান পৃথক পৃথক ধরিয়াছে। ধর্ম-কাহিনীর বিষয় হইয়াছে ধর্মপূজার পূজা-অমুষ্ঠান বর্ণনা ও ধর্ম ঠাকুরের বরপুত্র লাউসেনের কাহিনী, নাথ-কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে নাথ-সিদ্ধদের বৃত্তান্ত। এই বৃত্তান্তের অমুসরণ করি।

গোরীকে লইয়া শিব গৃহস্থালি পাতিলেন, মৌননাথ ও হাড়িপা তাঁহার প্রধান পার্শ্বচর হইলেন। সিদ্ধ দুইজনের সেবক হইলেন যথাক্রমে গোর্থনাথ ও কামুপা। একদা গোরীর বাসনা হইল শিবের কাছে “মহাজ্ঞান” লাভ করিতে। গোরীকে লইয়া শিব গেলেন সমুদ্রের উপরে জলটুকীতে, যেখানে কোন তৃতীয় ব্যক্তি মহাজ্ঞান-কথা শুনিতে পাইবে না। মৌননাথের কাছে ইহা অগোচর রহিল না। তিনি বোয়াল মাছ হইয়া জলটুকীর তলায় রহিলেন এবং মহাজ্ঞান-সংকেত জানিয়া লইলেন। গোরী জ্বালোক তাঁহাকে মহাজ্ঞান দেওয়া বিবেচনার কাজ হইবে না বলিয়া নিরঞ্জন তাঁহার উপর নিদ্রাবেশ দিয়াছিলেন। মৌননাথ গোরীর হইয়া “হুঁ হুঁ” করিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে শিব বুঝিতে পারেন নাই যে গোরী নিদ্রিত। দ্বিজ লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে এই কাহিনীর বিস্তার-বর্ণন আছে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

কর জোড় করিয়া উলুক কবি নিবেদন
 সৃষ্টিনাশ করিল শিব এ তিন ভুবন।
 যতেক জ্ঞান-কথা শিব দুর্গাকে কহিব
 সকল সংসার দুর্গা অমর করিব।
 উলুকের সংহতি ধর্ম যুক্তি করিয়া
 মায়ানিদ্রা দুর্গার গায়ে দিল পেলাইয়া।
 নিদ্রায় বিহ্বল দুর্গা হৈল অচেতন
 জ্ঞান-লুপ্তার জোগায় মৌননন্দন।
 যুবক শিখিলে যোগ পালটিয়া বৈসে
 বৃদ্ধ শিখিলে যোগ আসে কি না আসে।

দেবীকে বলেন শিব যোগ-ত্রত জ্ঞানি
 বাহিরের পবন ভিতরে ধর্যে আনি ।
 টানিতে টানিতে কায় সম্বর ফোটে
 সহজে শত প্রাণ জ্বিন (?) কত টোটে ।
 একগোটা আইল হাড়ি দশগোটা মুণ্ড
 তত্ত্বকথা শুনিতে গৌরী পালটিয়া উঠ ।
 সকল কথা মিছা গৌরী জ্ঞান-কথা সাঁচা
 শুনিলো পরম সত্য পাকা চুল হৈল কাঁচা ।
 না বুঝিল নটকি রবি আর শশী
 আহাৰ কারণে পিণ্ড গলে নাই বসি ।
 আঁচে অনাচোর ধন নারী ভরয়
 তবে কেন গুরু গোসাঞি মরণ কেন হয় ।^২
 যার বৃদ্ধ-কালে না হইল জীবন উপায়
 ভানুর জানে ভাব না সজ্জিল (?) কায় ।
 অকুল যে হইল কি বলিব তাই
 তথির কারণে হংস উড়্যা উড়্যা যায় ।
 উড়্যা যায় পরমহংস নাই যায় দূর
 উড়িয়া ঘুরিয়া যায় নিরঞ্জনপুর ।
 এড়িলে সে রহে গৌরী পেলিলে সে বহে
 মন পবন তারা পরিচয় নহে ।
 সঙ্গে গেল গৌরী বিসড়ের পাশ
 সত্তা বিসত্ত লইয়া একই ঘরে বাস ।
 শিবের উদরে গৌরী স্নেহে নিদ্রা যায়
 মৎস্যের পেটে মীননাথ ছঙ্কার যোগায় ।...
 ষোল শও কোন নাথ পখালয়ে ধুবি
 ধুবিতে কাপড় কাচেন আর যত যুগী ।

২ এই ধরনের ছন্দ স্পষ্টতই গুরু-শিষ্যের প্রামোক্তব হইতে নেওয়া হইয়াছে ।
 গৌরী জাগিয়া নাই, স্তব্ধ ইহা গৌরীর প্রশ্ন হইতে পারে না ।

শক্তি কুড়ারি লয়া বাশী গেল ঝাড়ে
 মায়ালতা কাটিয়া করিল ছারে খারে ।
 ছারে আর খারে তুলিয়া দিল জ্বাল
 অহর্নিশি ফোটে জ্বাল বৈসে যত কাল ।
 অশ্রু ধুবি কাপড় কাচে চোনআর বানা
 গোন্ধ' ধুবি কাপড় কাচে যেন কাচা সোনা ।^৩
 চান্দই খোটা হৈল যার স্নজাই হৈল পাট
 ধুবিতে কাপড় কাচে দনা নদীর ঘাট ।
 খুটি বুড়িয়া গেল পাট রহিয়া ভাসে
 দনা নদী পার হৈয়া ধুবি ভাল হাসে ।
 সঙ্কুয়া সঙ্কীর্ণ নালে ধরিছে উজান
 অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ ।
 নিত্য নিত্য আসে চোরা ধন হরিবারে
 জ্ঞান থাকিতে তারে নারে লজ্জিবারে ।
 পাটি নাই শিলা নাই ঘাটে ঘাটে পিই
 মুখানি পূর্ণিমার চন্দ্র যুগে যুগে জ্বীই ।
 শনি মঙ্গলবার বড় পুণ্য স্নান
 মিনি তৈলে জ্বলে বাতি দেখ বিছমান ।
 ধর্মের চরণে পণ্ডিত রামে^৪ গায়
 অনিলপুরাণ কথা শুন ধর্মরায় ॥

গুরু কার বোলে কে না পাতিয়ায়
 পুতকি-তুণ্ডে সমুদ্র উথলিল
 পর্বত ভাসিয়া যায় ।

৩ এইখানে গোর্খনাথের প্রাধান্ত প্রকাশ পাইয়াছে ।

৪ কবি লক্ষণ প্রায়ই রামাঞ্জি পণ্ডিতের নামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া-
 ছেন । বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ৭৪৩ দ্রষ্টব্য ।

আগের পাছে নোকা বুড়া গেল
মধ্য নোকায় উড়িল ধূলা
সরিষা বুড়িতে জল [বিন্দু] নাঞি
বুড়া গেল দেউলের চুড়া ।
হস্তীর গায়ে ছু বীরে সংগ্রাম
মেদিনী করে তোলপাড়
গাএর উদরে স্ত্রী-পুরুষ বেশ
বোঝএ আগমবিচার ।
মধ্য-সমুদ্রে নোকা রাখিল
কাঁকড়া ধরিল কাছি
মশার লাথিতে দেউল ভাঙ্গিল
পিপীড়ার মনে হাসি ।
আমের গাছে জাম ফলিল
তায় জেনতে (৭) ভরিল ডাল
অলপ বয়সে নেবু গাছি রূপি
সে যেন ফলে কাঁঠাল ।
দুর্বার ডালে ঘুঘুর বাসা
তায় কেন কাকের ছা
পঞ্চ পঞ্চ তারে আহার যোগায়
সে ডাকে সরেস রা ।
গাই বুড়াইল বলদ বিয়াইল
চিঙ্গিড়া ঘন দেয় স্তন
আকাট বাঁঝার পুত্র হইয়াছে
সে খাতো চায় পয়রার ছধ ।
ব্যাত্তের ছগধে আউটিতে চাহিল
বিলাই বসিল তার আশে
সকুনি-ছুগধে লাকড়ি শুষিল
বিলাই পালায় তরাসে ।

মধ্য-সমুদ্রে ছয়াড়ি আড়িহু
 শালিকি পড়য়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
 মৎস্য বলিয়া দোয়াড়ি গুনিতে যাই
 হরিণী পালায় লাফে লাফে ।
 বাঘে বলদে হালখানি জুড়িলাঙ
 মন-পবন তাহার কৃষান
 পানির কুন্তীরে ছড়া ঝাড়িয়া যান
 মৃষায়ে বুনিঞা যান ধান ।
 মশার হাড়ে কুড়াখানি দিল
 কুমের লম্বের ঘর ছায়
 বঙ্কিকার পুত্র খড় তুলিয়া দেন
 আক্কেলা গড়ি চিয়ায় ।
 তালের গাছে শোলের পোনা
 সয়চানে ধরি ধরি খায়
 পর্বতশিখরে পানি উজাইল
 চৌরঙ্গি পলুই লয়া ধায় ।
 বিশ্বের ভিতরে লোহার কায়
 নয় নয় পুত্তলা পানি
 অকূল সমুদ্রে নৌকায় মুকাইল
 বোঝ পণ্ডিত আগমের বাণী ॥

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা
 মৎস্য নাঞি চেনে বক জল কৈল ঘোলা ।
 চারি চৌদ্দ ভুবন চোরা করে চুরি
 এমন শকতি নাঞি চোরায়ে তাড়্যা ধরি ।
 সৰুআ সঙ্কীর্ণ নালে ধরিছে উজান
 অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ ।

ঘটের জীবন নিরঞ্জন মহাশয়
ঘটে ধরি নিরঞ্জন আছেন সর্বথায় ।
জাগিয়া যুবতি দেখ যথা যুগী জাগে
জাগিলে যমের দূত ঝট নাঞি লাগে ।
এঃঙা ঙুঃঞা নিকট নহে [কভু] দূর,
এঃহারে সেবিলে পুতা রহে ভরিপূর ।...

শিবের ব্যাখ্যান শেষ হইতেই গৌরীর তল্লাবেশ ছুটিয়া গেল । তিনি শিবকে বলিলেন, মহাজ্ঞান বল শুনি । শিব মৌননাথের চাতুরি বুঝিতে পারিয়া তখনি শাপ দিলেন, “এককালে হউক বিস্মরণ” ।

গৌরী-গঙ্গা দুই পত্নী লইয়া শিব ঘর করিতেছেন আর তাঁহার অনুজ ভক্ত সিদ্ধগণ গৃহবাসহীন হইয়া রহিয়াছেন ইহা গৌরীর ভাল লাগিল না । শিবকে একথা বলায় তিনি বলিলেন, উহারা সিদ্ধ, কাম ক্রোধ লোভ মোহের অতীত । গৌরী বলিলেন, তোমার আজ্ঞা হইলে আমি তাহাদের মন কটাক্ষে হরণ করিতে পারি । শিব বলিলেন, চেষ্টা করিয়া দেখ । গৌরী মোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন । তাহাতে সব সিদ্ধই ভুলিলেন, গোৰ্খনাথ ছাড়া । যোগভ্রষ্ট প্রধান দুই সিদ্ধ দেবীর শাপে (বা বরে) বাসনাভোগ করিতে চলিলেন দুই দেশে । মৌননাথ গেলেন কদলী-কামরূপে নারীরাজ্যের রাজা হইয়া । হাড়িপা গেলেন পাটিকা (প্রাচীন পট্টিকের) ভুবনে সিদ্ধডাকিনী রানী ময়নামতীর ঘোড়াশালায় হাড়ি-ঝাড়ুদারের কাজ করিতে । গৌরী ও শিব কৈলাসে রহিয়া গেলেন । গোৰ্খনাথ ও কামুপা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন । শিব গোৰ্খনাথকে তপস্বিনী পত্নীলাভের বর দিয়াছিলেন । শিবের বাণী ব্যর্থ হইবার নয় । এক তাপসী রাজকন্যা গোৰ্খকে পতিত্বে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন । গোৰ্খনাথ পত্নীকে পুত্রবর দিয়া পলায়ন করিলেন । গোৰ্খনাথের কোপীন-ধোয়া জল পান করিয়া রাজকন্যা গর্ভবতী হইয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম হইল কর্ণটিনাথ । একদিন হঠাৎ গোৰ্খনাথ-কামুপার সাক্ষাৎ হইল এবং দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিল । অবশেষে পরস্পরের গুরু লইয়া টানাটানি পড়িলে গোৰ্খনাথ বলিলেন,

তোমার গুরু হাড়িপা বাউল জালন্ধরি
 তলহরে করিল বঙ্গের অধিকারী ।
 একে সে বঙ্গের রাজা বড়ই দুর্ব্বার
 তলহরে রাখিল তারে নাহিক নিস্তার ।
 সেই সে পরম যোগী জগতে বাখানি
 অচ্ছেদ অভেদ কায়া না দেখি যোগিনী ।
 দেখিতে না দেখি তারে সিদ্ধ কলেবর
 পরমজ্ঞানে আছে সেই তলহর ভিতর ।
 গুরুর বঙ্কল কদলীতে সীসের রক্ষা নাই
 সিদ্ধা কামুপা [তুমি] নহিবে চিরাই ।^৭

কামুপা উত্তর দিলেন,

তোর গুরু মীননাথ তার কথা শুন

দাড়ি গোঁপ পাকিল তার কিছু নাঞি গুণ ।...

ঝগড়া মিটাইয়া ছুই জনে নিজ নিজ গুরুর উদ্ধারে চলিলেন ।
গোর্থনাথ গেলেন কদলীতে, সে কাহিনী গোর্থ-বিজয়ের বিষয় । কামুপা
 চলিলেন পাটিকায়, সে ব্যাপার ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীতে
 বর্ণিত হইয়াছে । এই দুই শাখা-কাহিনীর এবং কাণ্ড-স্থানীয় শিব-গৌরী-
 সিদ্ধ কাহিনীর মধ্যে যেটুকু সাধারণ বস্তু আছে তাহাতেই নাথ-
 সিদ্ধ সাহিত্যের পত্তন । ইহা হইতেছে শিব কর্তৃক শক্তিকে (মূল কাহিনী)
 মহাজ্ঞান উপদেশ, এবং শিষ্য কর্তৃক গুরুকে (গোর্থবিজয়) ও মাতা কর্তৃক
 পুত্রকে (ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনী) জ্ঞান-উপদেশ দিয়া চৈতন্য
 উৎপাদন ও বৈরাগ্য প্রবর্তন । এই যে বিপরীত বৃত্তি—সিদ্ধ গুরুকে শিষ্য
 শিখাইতেছে এবং রাজা-রানী-পুত্রকে মাতা সম্মাস লওয়াইতেছেন—ইহাই
 নাথ-সিদ্ধ-কাহিনীকে মহিমান্বিত করিয়াছে । বস্তুত সমগ্র পুরানো
বাল্মীকি সাহিত্যে এমন মহনীয় কাহিনী আর নাই । এবং বিশ্ব সাহিত্যের
 ইতিহাসেও ইহা অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করি । গল্পরসের গাঢ়তার
 জগ্ন ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক আর্থ ভাষায়

কপাস্তুরিত হইয়াছে। গোরখপন্থী যোগী-গায়কেবা—যাঁহারা উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে, পাঞ্জাবে ও রাজপুতনায় “সারঙ্গীহার” নাম পাইয়াছেন— বাঙ্গালা-প্রান্তের এই কাহিনীটি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার বাহিরে প্রচলিত কাহিনীতে কিছু কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন হইয়াছে। গোপীচন্দ্রের ভগিনী চম্পাব ও মাতুল ভতৃহরিব ভূমিকা বাঙ্গালাব বাহিরে পরিকল্পিত।

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের প্রশ্নোত্তরের নমুনা দিতেছি তুল্লভ মল্লিকের গাথা হইতে। জালন্ধরির কাছে যোগী-দীক্ষা লইয়া রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। মাতা ময়নামতীর কাছে ভিক্ষা মাগিতে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

কে তোমার আত্ম-গুরু কাব তুমি চেলা
এ নব-যৌবনে কেন বিভূতি মাখিলা।
গন্ধসৌরভ যোগী কোথা গেলে পায়
নিদ্রা হইলে প্রাণ পুষক কোন [জব্য] খায়।
বৃক্ষেব কয় পত্র বরিষে কয় ধারা
নদীতে কতক বালি আকাশে কত তারা।
জল স্থল পবন বকণ দিবা রাত
চন্দ্র সূর্য দেবতা সবাই থাকে কথি।
কোথায় উৎপত্তি হৈলা পৃথিবী সংসার
কোথায় রহিল পুন কহ সমাচার।
মরণের কিবা হেতু জীবন বিকপ
ইহার উত্তর যোগী কহিবে স্বরূপ ॥
একুই উদরে জন্ম সমতুল নয়
জগৎ-সংসার কেনে একবর্ণ হয়।
কাটিলে জীবন হয় না কাটিলে মরে
কি আহার করে শিশু জননী-উদরে।
নদ নদী কন্দর কেন ভাটি উজানি
হাট ঘাট কেন কোথা সাগর ত্রিবেণী ॥

গোবিন্দচন্দ্র উত্তর দিলেন,

আত্ম-গুরু জন্মদাতা সিদ্ধা-গুরু মা
জ্ঞান গুরু জালঙ্কারি সিদ্ধা হাড়িপা ।
এ নব-যৌবন মোর জুয়ারের পানি
জীবন সকল মিথ্যা ভস্ম কায়াখানি ।
গন্ধসৌরভ যত নাসিকাতে পায়
নিদ্রা হৈলে প্রাণ পুরুষ শূণ্যঘরে যায় ।
বৃক্ষের এক পত্র বরিষে এক ধারা
এক বালি নদীতে আকাশে এক তারা ।
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ
আপনি চন্দ্র সূর্য জগৎ প্রকাশ ।
দিবা নিশি অরুণ বরুণ কোথা আর
প্রলয় সংসার দেখ তুমি আপনার ।
মরণ সদাই সত্য জীবনে কি আশা
পরান-পুতলিব হয় হাড়ে চর্মে বাসা ।
একই উদরে জন্ম নানা বর্ণে হয়
মূল নাড়ি কমল পদ্ম সর্ব ঘটে রয় ।
কাটিলে জীবন পায় না কাটিলে মরে
আপনি বুঝহ ভেদ আপন শরীবে ।
জননী-জ্ঞাঠরে বন্দী স্থিতি দশ মাস
পবন আহাৰ শিশু-শরীর প্রকাশ ।
সপ্তদ্বীপা নদ নদী ভাটি আর উজানি
তনমন হাট ঘাট সাগর ত্রিবেণী ॥

যোগী-সিদ্ধদের ইতিহাস অনেক দিনের । চৌরাশী সিদ্ধের উল্লেখ
রহিয়াছে জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে (চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) ।
চৌষটি যোগিনীর চৌষটির মত চৌরাশী সিদ্ধের চৌরাশীও সান্বেতিক সংখ্যা
মাত্র । দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পঞ্চাশ যোগী-সিদ্ধের ও পঁয়ত্রিশ জ্ঞান-
ডাকিনীর (অর্থাৎ সিদ্ধ-যোগিনীর) কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল । রাউত

নৃসিংহ রত্ন ‘পঞ্চাশৎসিদ্ধাবদান’ ও ‘পঞ্চত্রিংশজ্ঞানডাকিণ্ডাবদান’ রচনা করিয়াছিলেন এবং যোগীদের সাধনগীতি সংকলন করিয়াছিলেন। এই নিবন্ধগুলির এখন শুধু তিব্বতী অনুবাদ বর্তমান আছে।

গোবিন্দনাথ ছাড়া আদি সিদ্ধ-যোগীদের নামগুলির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহের কারণ নাই। যোগী-সিদ্ধ কবি মীননাথের স্মৃতি চতুর্দশ শতাব্দী অবধি নিশ্চয়ই চলিয়া আসিয়াছিল।^৬ চর্যাগীতিকোষের টীকাকার মুনিদত্ত মীননাথের লেখা ‘পরদর্শন’ নিবন্ধ (?) হইতে এই চারি ছত্র ছড়া উদ্ধৃত করিয়াছেন,

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম-কুরঙ্গ-সমাধি-কপাট।
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা
কমল-মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥^৭

শেষ দুই ছত্রের অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি শুনিতেছি লক্ষ্যণের অনিলপুরাণে
মীননাথ-শ্রুত হরগৌরীর তত্ত্বসংবাদে,

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধু ভোলা
মৎস্ত নাহি চেনে বক জল কৈল ঘোলা।

মীননাথের সাধু নামান্তর মৎস্তেন্দ্র, তাহাতে আবার “নাথ” যোগ করিয়া হইল মৎস্তেন্দ্রনাথ। বাঙ্গালার বাহিরে এই নামই বেশি প্রচলিত। মোছন্দর (বা মোচন্দর) মৎস্তেন্দ্রের বিকৃত রূপ, কি মৎস্তেন্দ্র মোছন্দরের সংস্কৃত রূপ তাহা বলা শক্ত। মোছন্দর মূলত অনার্থ ভাষার শব্দ বা নাম হইতে পারে, তাহা হইলে “মৎস্তেন্দ্র” ইহারই সংস্কৃতায়িত রূপ হইবে। পরিচিত “মছন্দলি” ও “মোচরা” পীর মোছন্দরেরই আধুনিক রূপান্তর।

৬ মীননাথের নামে একটি ছোট কামশাস্ত্রের বই, (নাম স্মরণীপিকা) পাওয়া গিয়াছে। মীননাথের কদলীরাজ্য-ভোগ-কাহিনী হইতেই বোধ হয় এই আদি-সিদ্ধকে স্মরতন্ত্রচতুর কল্পনা করা হইয়াছিল। নিবন্ধটি মীননাথের রচনা না হওয়াই সম্ভব।

৭ অর্থাৎ—গুরু কহিতেছেন পরমার্থের বস্তু—যাহা কর্মরূপ কুরঙ্গের সমাধির কপাট। বিকশিত কমলের খবর শামকের কাছে পাওয়া যায় না, কিন্তু কমল-মধু পান করিতে ভ্রমর ধাঁধায় পড়ে না।

নেপালে এবং অন্তর মৌননাথ “মচ্ছব্র” নামেও প্রসিদ্ধ আছেন। তিব্বতী কিংবদন্তীতে বলে যে মৌননাথ কৈবর্ত ছিলেন। হিন্দী-রাজস্থানী ছড়াতেও পাই “গোরখ কেওটিয়া”। এদিকে হাড়িপার নামাস্তুর জালঙ্করি। অতএব নাথ-সিদ্ধদের নাম হইতে জাতি-নির্ণয় যুক্তিসাধ্য নয়। মৌননাথ নাম এবং মাছের পেটে থাকিয়া (বা মাছের রূপ ধরিয়া) তাঁহার মহাজ্ঞান-শ্রবণ সম্ভবত কোন প্রাচীনতর মংস্ত্র-উপাস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। এই ইঙ্গিত পৌরাণিক মংস্ত্রাবতার কাহিনীর সঙ্গেও অসম্পৃক্ত নয়। বিষ্ণু মংস্ত্ররূপ ধরিয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। মৌননাথের মহাজ্ঞান-লাভও একপ্রকার বেদ-উদ্ধার বলিতে হইবে।

হাড়িপার নামাস্তুর জালঙ্করি। জালঙ্করিপাদের লেখা একাধিক তান্ত্রিক যোগসাধনা নিবন্ধের তিব্বতী অনুবাদ মিলিয়াছে। যেমন, ‘শুদ্ধিবজ্র প্রদীপিকা’ (হেবজ্রতন্ত্রের টিপ্পনী), ‘বজ্রযোগিনীসাধন’, ‘শ্রীচক্রসম্বরণ-তত্ত্ববিধি’ এবং ‘জ্ঞানচিন্তাবিন্দুভাবনাক্রম’। সবগুলি একই ব্যক্তির রচনা না হইতে পারে। জালঙ্করি নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

জালঙ্করি-পাদের শিষ্য কাহুপাদ বা কানপার লেখা কয়েকটি চর্যাগীতি (হিন্দী মরমিয়া সাধক-কবিদের ভাষায় “করনৌ শবদ”) পাওয়া গিয়াছে। কাহুপাদের নামে যে অপভ্রংশ দোহাকোষ এবং তান্ত্রিক-যোগসাধনাঘটিত নিবন্ধগুলি মিলিয়াছে তাহা ইহারই লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার হেতু নাই কেননা এই নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য বিদ্যমান ছিলেন। কাহুপাদের ভনিতায় বারোটি চর্যাগীতি মিলিয়াছে, তাহার মধ্যে অন্তত ছয়টিকে তান্ত্রিক যোগী-সিদ্ধ কানপার রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা নাই। একটিতে “গুরু জালঙ্করির দোহাই রহিয়াছে,

সাধি করিব জালঙ্করি-পাএ

পাধি ৭ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ ॥

নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে চৌরঙ্গিনাথ নামমাত্রে পর্যবসিত। এক যোগী (বা তান্ত্রিক) আচার্য চৌরঙ্গির লেখা ‘বায়ুতত্ত্বভাবনোপদেশ’ নিবন্ধ

মিলিতেছে তিব্বতী অনুবাদে। নাথ-সিদ্ধ চৌরঙ্গি বোধ হয় খঞ্জ ছিলেন। তাই ধর্মের চরণ হইতে তাঁহার জন্ম কল্পিত হইয়াছে। “চৌরঙ্গী পলুই লয়া ধায়” সেই সাক্ষ্যই দিতেছে।^৯ গোখবিজয়ের কর্পটিনাথ ও হিন্দী মরমিয়া সাধক-কবিদের উদ্দিষ্ট চর্পটিনাথ বোধ করি একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করিতেছে। চর্পটি-পাদের লেখা ‘লোকেশ্বরস্তোত্র’ ও ‘চতুর্ভূতভবাভি-বাসনক্রম’ নিবন্ধ দুইটির তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালায় নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে কাণেরিনাথের উল্লেখ নাই, বাঙ্গালার বাহিরে আছে। অপভ্রংশে অথবা প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা কাণেরি-গীতিকার সন্ধান মিলিতেছে। তিব্বতী অনুবাদে আর্ঘদেবের নামেও ‘কাণেরি-গীতিকা’ আছে। চর্যাগীতিকোষে আর্ঘদেবের যে চর্যাগীতিটি বহিয়াছে তাহাতে নাথ-পন্থের দিশা ছল্ক্ষ্য নয়। কাণেরি-পাদ কি তবে আর্ঘদেবেরই নামান্তর।

গোখবিজয়ে সিদ্ধ-পরীক্ষা প্রসঙ্গে গাভুর^{১০} সিদ্ধার উল্লেখ আছে, যঁাহাকে দেবী শাপিয়াছিলেন, “সংমায়ে ভজিব তুম্বি দেখিয়া জোয়ান”। ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীতে গাভুর (বা শিশু-পা) হাড়িপার শিষ্য-পুত্র। ইনিই কি বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য গর্ভপাদ বা গর্বরি-পাদ যিনি (বা যঁাহারা) ‘বজ্রযানমূলপত্তিটীকা’ ও ‘হেবজ্রেকস্মৃতি’ লিখিয়াছিলেন।

নাথ-পন্থের মূল-গুরু গোর্থনাথের ঐতিহাসিকতার কোনই আভাস মিলিতেছে না। নামটি সম্ভবত কোন অনার্য ভাষার শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ। আধুনিক কালে নামটির লোকব্যুৎপন্ন অর্থ প্রবল হইয়া যোগী-গুরুকে গো-রক্ষক (বিশেষ করিয়া দুগ্ধবতী-গাভী-রক্ষক) দেবতায় পরিণত করিয়াছে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে।

সাহিত্যিক ঐতিহ্যে নাথ-পন্থের যে দিশা মিলিতেছে তাহাতে একাধিক যোগ ও তন্ত্র-সাধনার সূত্র প্রায় অবিশ্লেষ্যভাবে জট পাকাইয়া গিয়াছে। চারিজন আদি-সিদ্ধের কথা প্রথমে ধরা যাক। মীননাথ-গোখনাথ এক দলে পড়েন, হাড়িপা-কানপা অগ্র দলে। এই দুই দল যে

৯ পূর্বে দ্রষ্টব্য। এইখানে চৌরঙ্গিনাথকেও কৈবর্তবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখি।

১০ সংস্কৃত “গর্ভরূপ” হইতে, অর্থ বালক, শিশু।

মূলত দুই পৃথক্ সম্প্রদায় ছিল তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। এক সম্প্রদায়ে নামের শেষে পাই “নাথ”, অপর সম্প্রদায়ে “পা” (পাদ)। মীননাথ-গোর্থনাথের সম্প্রদায় ছিল একান্তভাবে নারীসঙ্গবিবর্জিত জ্ঞানান্ধিত যোগ-মার্গাবলম্বী। হাড়িপা-কানপার সম্প্রদায়ও যোগ-মার্গী ছিল কিন্তু তাহা পূরাপুরি জ্ঞানান্ধিত ছিল না, তাহাতে তাত্ত্বিক-সাধনা চলিত এবং নারী সাধিকার স্থানও ছিল। প্রথমকে বলিতে পারি অবধূত-যোগী সম্প্রদায়, দ্বিতীয়কে কাপালিক-যোগী সম্প্রদায়। অবধূত-যোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাপালিক-যোগী সম্প্রদায়ের বৈপরীত্য এবং বিরোধ প্রকটিত হইয়াছে বাঙ্গালা নাথ-পন্থ কাহিনীতে। মীন-চৈতন্য কাহিনীতে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ দেখাইয়া শেষে অবধূত-যোগীরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।

অবধূত যোগ-মার্গেও জটিলতা ছিল। আসলে মীননাথের ও গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ভেদ ছিল। গোর্থনাথ ছিলেন সেই যোগী-গোষ্ঠীর আদিগুরু যাঁহাদের সাধনার মূল কথা বিন্দুধারণ ও আত্মজ্ঞানলাভ। এই গোষ্ঠীর সাধন পথ ছিল কঠোর ব্রহ্মচর্যের এবং জ্ঞান-যোগের। মীননাথের গোষ্ঠী মূলত ছিল শৈব-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পৃক্ত। মীননাথ শিবেরই প্রতিক্রম। পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে শিবের যে কৌচনী-শ্রীতি দেখি তাহা মীননাথের কদলীমোহকেই স্মরণ করায়। গোর্থ-গোষ্ঠী যখন মিলিয়া গেল মীন-গোষ্ঠীর সঙ্গে তখন মীন হইলেন গোর্থের গুরু। কিন্তু মূলগত বিরোধের চিহ্নটুকু একেবারে লুপ্ত হইল না, গুরুকে শিষ্যের কাছে চৈতন্য-উপদেশ লইতে হইল। জয়ী হইলেন শিষ্যই, গুরুর মর্যাদা বজায় রহিল শুধু শিষ্যের স্বীকৃতিতে।

তাহার পর অবধূত-যোগী ও কাপালিক-যোগী সম্প্রদায় মিলিয়া গেল। এই মিলিত সম্প্রদায়ই নাথ-পন্থ। ইহার মূলতত্ত্ব হইতেছে বিন্দুধারণ, দেহশুদ্ধি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন, এবং আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা কালজয়। যোগী-গুরুরা অবধূত-মার্গী সাধু হইলেন, কাপালিক-যোগী সাধকেরা ভিক্ষুক ও গৃহস্থে পরিণত হইল।

নাথ-পন্থে যোগ-সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে “সহজ”-অবস্থা প্রাপ্তি।

সহজাবস্থায় ভাঙ-ব্রক্ষাণ্ডের পৃথক্‌ভাব থাকে না, দেহ ও জগৎ একাকার
হইয়া যায় এবং যোগী ত্রিকালের অতীত হইয়া অজরহ অমরহ লাভ
করেন। বীৰ্য উদ্ধৰ্গ, বায়ু নিরুদ্ধ এবং চিত্ত নিষ্ক্রিয় হইলেই হয় সমতা-
যোগ এবং তাহারই পরিণতি সহজাবস্থা।

মন থির তো বচন থির

পবন থির তো বিন্দু থির।

বিন্দু থির তো কঙ্ক থির

বলে গোরখদেব সকল থির ॥১১

ব্রহ্মচর্যের উপর জ্ঞেশ্বর ছিল সব চেয়ে বেশি। নাথ-পন্থের ঐতিহ্যে
ইহার পরিচয় রহিয়াছে পদে পদে, নারীব ও নারী-দেবতার নিন্দায়।
গোর্থবিজয়ের উপক্রমণিকায় গোর্থনাথের হাতে গৌরীর লাঞ্ছনায় ইহার
তীব্র অভিব্যক্তি। লক্ষ্মণের অনিলপুরাণে দেবীদের কুৎসায় মুখর
হইয়াছেন শাস্ত্রমুনি,

জানিল এখন তোর দুর্গা বড় সতী

যাহার সতীপনাএ পালায়া গেল খিতি।

মন দিয়া শুনহ দুর্গার বেভার

যাহাব উঠিল কলঙ্ক আইবড় ভাতার।

চণ্ডী বড় সতী তোর চণ্ডী বড় সতী

যার সতীপনাএ পালাইয়া গেল খিতি।

মন দিয়া শুন গঙ্গা চণ্ডীর বেভার

তাহার উঠিল কলঙ্ক বাদিয়া ভাতার।

বাসুলী বড় সতী তোর বাসুলী বড় সতী

যার সতীপনাএ পালাইয়াছে খিতি।

মন দিয়া শোন সেই বাসুলী-ব্যবহার

তাহার উঠিল কলঙ্ক অসুর ভাতার।

১১ হঠপ্রদীপিকা-ধৃত গোর্থ-বাক্য (অক্ষয়কুমার দত্তেব ভারতবর্ষীয় উপাদক
সম্প্রদায় দ্বিতীয় খণ্ড. দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১১৮)।

মনসা বড় সতী তোর মনসা বড় সতী
 যার সতীপনাএ পালাইয়া গেল খিতি ।
 মন দিয়া শোন তাহার ব্যবহার
 তাহার উঠিল কলঙ্ক পিতার ভাতার ।
 সীতা বড় সতী তোর সীতা বড় সতী
 তার সতীপনাএ পালায়া আছে খিতি ।
 মন দিয়া শোন সেই সীতার বেভার
 তাহার উঠিল কলঙ্ক রাবণ ভাতার ।
 কপীলা বড় সতী তোর কপীলা বড় সতী
 তার সতীপনাএ পালায়া গেল খিতি ।
 মন দিয়া শুন সেই কপিলার বেভার
 এক কপিলার হৈল এক শও ভাতার ॥

নাথ-যোগীদের সাধারণ বেশচিহ্ন হইতেছে কানে কুণ্ডল এবং
 গলায় নাদবিন্দু ধারণ । কুণ্ডল হইত শাঁখের অথবা গণ্ডারশৃঙ্গের । নাদ
 হইতেছে নিরঞ্জন পদচিহ্ন অথবা অনুরূপ কোন লাজন । বিন্দু হইতেছে
 কৃষ্ণবর্ণ উর্ণাসূত্র যাহাতে নাদ-গাঁথা থাকিত । জটাবার বহন অথবা মস্তক
 মুগুন এবং অঙ্গে ভস্মলেপন ছিল গোষ্ঠীগত রীতি । কাপালিক-সম্প্রদায়ের
 যোগীরা নটবেশ ধারণ করিতেন । তাঁহাদের পায়ে থাকিত নুপুর, হাতে
 ডমরু, গলায় পুঁতির মালা । কাহ্নের একটি চর্যাগীতিতে এই যোগী-
 বেশের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে । ইহার অনুবাদ দিতেছি ।

কাপালিক যোগী কাহ্ন বাহির হইয়াছে বিচরণে,
 সে দেহ-নগরীতে বিহার করিতেছে এই আকারে ।
 অ-বর্ণাদি (স্বর) ও ক-বর্ণাদি (ব্যঞ্জন) তাহার চরণে ঘুন্টি-নুপুর,
 রবি-শশীকে করা হইয়াছে কুণ্ডল-আভরণ,
 রাগ দ্বৈষ মোহ ছাই করিয়া মাখা হইয়াছে,
 পরম মোক্ষকে নেওয়া হইয়াছে মোতির মালা করিয়া ।
 শাণ্ডী ননদ শালীকে ঘরে মারিয়া রাখিয়া
 মায়াকে (বা মাকে) হত্যা করিয়া কাহ্ন হইল কাপালিক ॥

নাথ-পন্থীদের কাছে সব চেয়ে পবিত্র গাছ ছিল বকুল, যেমন এখন শৈবদের কাছে বেল।^{১২} গোর্থবিজয়ে দেখি যে গোর্থনাথের সিদ্ধ-পীঠ হইতেছে বিজয়ানগরে বকুলতলা। দ্বিজ লক্ষণের অনিলপুরাণের মতে কদলীরাজ্যেও বোধ হয় বকুল-পীঠ ছিল। গুরু-উদ্ধার উদ্দেশ্যে গোর্থনাথ নর্তকীর রূপ ধারণ করিতেছেন,

দেহ-রূপগুণ গোর্ক্ষ দূরে তেয়াগিয়া
 স্ত্রীর রূপ ধরে গোর্ক্ষ মায়া ত পাতিয়া।
 কাল ধল ধূপে কেশ আমোদিত করি
 বিচিত্র কানড় ছান্দে বান্ধিল কবরী।
 তাহে বোড়ি সরু তরুকুসুমের মালা
 মেঘরাজ মধো যেন পড়িছে বিজলা।
 অঙ্গুলে অঙ্গুরি পবে কনক-অস্থিকা
 পিঠে পাটখোপ দোলে নামে মধুরিকা।
 বিচিত্র পাটের ভুনি মেঘগঙ্গাজল
 নানা চিত্র ধোত তাহে দেখিতে উজ্জল।
 কপালেত সাজাইল দিয়া পত্রাবলি
 এমন সিন্দূরের ফোটা পাবিলা সুন্দরী।
 সাজন কবিয়া হৈল গোর্ক্ষের গমন
 কদলী বকুলে^{১৩} গিয়া দিল দরশন।
 কদলী বকুলে^{১৩} গুরুর পদচিহ্ন পাইয়া
 পার হৈল গোর্ক্ষনাথ চামড়া বিছাইয়া।

নাথ-যোগমতের সূত্র অর্বাচীন বৈদিক যুগে গিয়া পৌঁছায়। নাথ-পন্থের সৃষ্টিবর্ণনার সঙ্গে ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলে সংকলিত নাসদীয় সূক্তের মিল দেখাইয়াছি। উপনিষদে নাথ-যোগমতের বিশিষ্ট রূপক হংসের

১২ পাশ্চিমবঙ্গের কোন কোন প্রাচীন শিবপীঠে বেল গাছের বদলে বকুল গাছ দেখা যায়। ইহা প্রাচীন নাথ-পন্থেরই সম্পর্ক সূচনা করিতেছে। “সিদ্ধ-বকুল” নামটিতে যোগী-সিদ্ধের সঙ্গে বকুল গাছের সম্পর্কের স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে।

১৩ “বকুল” এখানে “বাকুল” হইতেও পারে। দক্ষিণ বাটে বাকুল শব্দটি চলিত আছে, অর্থ বাসভবন।

(বা পরমহংসের) উল্লেখ পাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উদ্ধৃত যে তিনটি শ্লোকে “হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ” উল্লিখিত হইয়াছেন^{১১} তাহাতে অর্বাচীন নাথ-পন্থের ও ধর্ম-পূজার কোন কোন ছড়ার সঙ্গে গভীর ঐক্য উপলব্ধি হয়। উদ্ধৃতিগুলি তুলনা করিলে বোঝা যাইবে।

উপনিষদ্-গাথা-শ্লোক

অগ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যা
অমুপ্তঃ সূপ্তানভিচাক্ষীতি ।
শুক্রেমাদায় পুনরেতি স্থানং
হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ ॥

প্রাণেন রক্ষস্ববরং কুলায়ং
বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা ।
স ঈয়তে অমৃতো যত্রকামং
হিরন্ময়ঃ পুরুষঃ একহংসঃ ॥

অগ্নাস্ত উচ্চাবচমীয়মানো
রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি ।
উতেব জ্যোতিঃ সহ মোদমানো
জক্ষতে বাপি ভয়ানি পশুন্ ॥

ধর্ম-ঠাকুরের ছড়া

ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন রায়
দেখিতে দেখিতে হংস শৃংগেতে ঝুকায় ।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশের জুতি
হংস চরিয়া যায় দোজ প্রহর রাত্তি ।
অর্গেতে থাকিয়া হংস নাশ্বিল মরতে
কোতুকে মৃগাল তুলি কে পায় দেখিতে ।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিয়া যায় তেজ প্রহর রাত্তি ।

এমনি অপূর্ব হংস নাই সমতুল
হংস ছিগিয়া খায় কমলের ফুল ।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিয়া যায় নিশাভোর রাতি ॥ ..

নাথ-পন্থের ছড়া

উড়িয়া যায় পরমহংস নাই যায় দূর
উড়িয়া ঘুরিয়া যান নিরঞ্জন-পুর ।

তাত্ত্বিক মহাযান-পন্থী বৌদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেক সিদ্ধাচার্যই ছিলেন নাথ-যোগপন্থী, এবং চর্যাগীতিকোষের সকল গানই যে তাত্ত্বিক বৌদ্ধ-সাধনার ইঙ্গিত বহন করিতেছে না সে কথা স্বীকার করিবার সময় হইয়াছে। কাহ্নের কথা কিছু আগে বলিয়াছি। কাহ্নের একটি গানের প্রথম দুই ছত্র ধর্ম ঠাকুরের ছড়ায় রক্ষিত হইয়াছে।

“ঢেংঢং-পা” ভনিতায়ুক্ত চর্যাগীতিটির বহুল অংশ নাথ-পন্থের ধারা বাহিয়া আসিয়া কবীবের নামিত একটি গানে দেখা দিয়াছে। সম্ভবত ঢেংঢংের কোন শিষ্য গানটি লিখিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়,

টিলাতে মোর ঘর, পড়শী নাই,
হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপপতির উপদ্রব ।
বেগে সংসার বহিয়া যায়
দোহা দুধ কি বাঁটে ঢোকে ।
বলদ প্রসব করিল, গাভী বাঁঝা,
পাত্র ভরিয়া দোহা হয় তিন সাঁঝ ।
নিতি নিতি শৃগাল যুখে সিংহের সনে
ঢেংঢং-পায়ের গীত কম লোকে বোঝে ॥

কবীরের গানটি এই,

অব কেয়া করে গান গাওঁ-কোতোয়ালা
খ-মাংস পসারি গীধ রাখোয়ালা ।

মূষা কি নাও বিলাই কাঁড়ারি
 শোয়ে মেড়ুক নাগ পহারি ।^{১৫}
 বলদ বিয়াওয়ে গাবী ভই বাজা
 বাছুরি ছহাওয়ে দিন তিন সাঝা ।
 নিতি নিতি শৃগাল-সিংহ সনে যুঝে
 কহে কবীরে বিরল জনে বুঝে ॥

সিদ্ধাচার্য সরহের রচনায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অপেক্ষা নাথ-যোগ-সাধনার ইঙ্গিতই বেশি পাওয়া যায়। এই চর্যাগীতিটি যেন মুক্ত গুরু মৌননাথের প্রতি মুক্ত শিষ্য গোষ্ঠানাথের উক্তি,

নাদ নয়, বিন্দু নয়, রবি-শশিমণ্ডল নয়,
 চিত্তরাজ স্বভাবতই মুক্ত ।
 ঋজু রে ঋজু ছাড়িয়া বাঁক লইও না,
 বোধি নিকটেই, লঙ্কায় যাইও না ।
 হাতে রহিয়াছে কাঁকণ, দর্পণ লইও না,
 আপনা আপনি বোধ নিজ মন ।...
 বামে ডানহিনে যে খাল-খোঁড়

সরহ ভনে, বাবা সোজা রাস্তা সামনে দেখা যাইতেছে ॥

আর একটি চর্যাগীতির একটি ছত্রও যেন কদলীমোহমুগ্ধ মৌননাথকে নির্দেশ করে,—“বজ্রে জায়া লইলে, পারে ভাঙ্গিল তোমার বিজ্ঞান।” সরহের একটি অপভ্রংশ দোহাতেও পাই ইহার ইঙ্গিত,

সে নারী খায় নিজ পতিকে...

স্বামীর পাশে বসিয়া থাকে, কিন্তু সে চিন্তে ভ্রষ্টা,
 যোগিনীর এই স্বরূপ আমি দেখিতেছি ।

সরহের এই দোহায় তো শ্রীনাথ-গুরুর উল্লেখ রহিয়াছে,

১৫ অর্থাৎ, এখন কি গান করে গাঁয়ের কোতোয়াল। কুকুর দিয়াছে মাংসের পসার, শকুনি তাহার রক্ষক (অথবা স্বমাংসের পসারের রক্ষক শকুনি)। মূষিক হইল নোকা, বিড়াল তাহার কাণ্ডারী। ব্যাঙ আছে শুইয়া, তাহার গ্রহরী সাপ ।

বিগ্ন বি বজ্জিঅ জোউ রজ্জই
অচ্ছহ সিরি-গুরু-গাহ কহিজ্জই ।

আর একটি দোহায় সরহ বলিয়াছেন,
অগিমিষ-লোঅণ চিত্তনিরোধে
পবণ নিরুহই সিরিগুরু-বোহেঁ ।
পবণ বহই সো গিচ্চলু জব্বে
জোই কালু করই কিরে তব্বেঁ ।

এমন ত্রিকালজয়ী সিদ্ধ যোগীর কাছে কর্ম নিরর্থক এবং নির্বাণ
অর্থহীন । তাই সরহ বলিয়াছেন চর্যাগীতিতে,

আমরা জানি না, অচিস্ত যোগী
জন্ম মরণ ভব হয় কিরূপে ।
যেমন জন্ম মরণও তেমনি,
জীবন্তে মূতে বিশেষ নাই ।
যাহার এখানে আছে জন্ম-মরণের শঙ্কা
সে করুক রস-রসায়নের কাজক্ষা ।

সহজাবস্থাপ্রাপ্ত সিদ্ধ যোগীব কাছে জন্মমৃত্যু সমান । তাই কাহ্ন
তাঁহার জীবনসায়াছে আসন্নবিয়োগব্যথাতুর কোনো শিষ্যকে উপলক্ষ্য
করিয়া বলিয়াছিলেন,

সহজাবস্থায় চিত্ত থাকে শূন্যে সম্পূর্ণ,
স্কন্ধবিয়োগে বিষন্ন হইও না ।
বল, কিসে কাহ্ন নাই,
যখন যে অমুদিন ত্রিভুবন ব্যাপিয়া বিলাস করিতেছে ।
মূঢ়লোকে দৃষ্ট-নষ্ট দেখিলে হয় কাতর,
তরঙ্গ ভঙ্গ কি সাগর শোষে
মূঢ় থাকে যতদিন ততদিন লোকে দেখে না,
দূধের মাঝে মাখন থাকিলেও দেখিতে পায় না,
এই সংসারে কেহ আসে না যায়ও না ।
এইভাবে লইয়া বিলাস করিতেছে যোগী কাহ্ন ।

নাস্তিক এবং বেদাচারবহির্ভূত বলিয়া নাথ-পন্থীরা ব্রাহ্মণ্যসমাজ-
নিন্দিত ছিল। বর্ণাশ্রমীদের কাছে নাথ-যোগীদের আচরণ ছিল
জুগুপ্সিত। তবুও যোগী-গুরুর মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ্যসমাজেও অস্বীকৃত ছিল
না। যোগীদের আচরণ ও প্রভাব সম্পর্কে সেকণ্ডভোদয়ায় একটি গল্প
আছে। তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্মণসেনদেবের পাটহাতী একদা পথে একটি মাটি স্তূপ পাইয়া
তাহা না ডিঙ্গাইয়া নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। এই কথা
রাজার কানে গেলে তিনি স্তূপ খুঁড়িতে ছকুম দিলেন। স্তূপমধ্য হইতে
বাহির হইল এক সমাধিস্থ যোগী। ধ্যানভঙ্গ হইলে যোগী জিজ্ঞাসা
করিলেন, এখন রাজা কে। লোকে উত্তর দিল, এখন লক্ষ্মণসেন রাজা।
যোগী বলিলেন, বিক্রমকেশরী গেলেন কোথায়। ইহাতে বোঝা গেল যে
বহু যুগ পূর্বে বিক্রমকেশবীর রাজ্যকালে যোগী সমাধি আশ্রয় করিয়া-
ছিলেন। রাজা সমাদর করিয়া যোগীকে সভায় আনাইলেন। যোগী
নিজের পরিচয় দিলেন, নাম চন্দ্রনাথ। গৃহস্থাশ্রমে তিনি
ছিলেন গোয়ালী, নাম ছিল সুধাকর। লক্ষ্মণসেন যোগীকে অমুরোধ
করিলেন কিছু আহার করিতে। যোগী বলিলেন, অমৃতান্ন পাইলে
খাইতে পারি। তখনি রাজার মহানস হইতে উত্তম খাদ্য-পানীয় আনা
হইল। যোগী একটু মুখে দিয়াই থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজা
অপ্রস্তুত হইয়া শুধাইলেন, অমৃতান্ন তবে কি। যোগী উত্তর করিলেন,
তোমার সভায় যদি কেহ সত্যকার পণ্ডিত থাকেন তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিয়া জান অমৃতান্ন কি। রাজা খবর দিলেন গোবর্ধন আচার্যকে তিনি
ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, খুব খারাব মোটা চাউলের ভাত আর কালো
কচুর শাক সিদ্ধ^{১৬} পরিবেশন করিতে। রাজা তাহাই করাইলেন। সেই
অখাদ্য পরম পরিতৃপ্তভাবে খাইয়া যোগী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ,
আমরা যোগী, সুখাণ্ড আমাদের পরিত্যাজ্য বিষের মত, কদর্য অন্ন
আমাদের উদরে অমৃতের কার্জ করে।

১৬ মহনামতীর গুরু যোগী-সিদ্ধ ও শিষ্যের দ্বারা কালো কচুর শাক সিদ্ধ খাইয়া
ভুট্ট হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের মিষ্টিক সাধক-কবিরা উপনিষদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবরই তাঁহাদের অধ্যাত্ম-উপলক্ষিকে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন প্রহেলিকার ছাঁদে। নাথ-পন্থী যোগী গুরু এই প্রহেলিকা-ছড়ার ছাঁদকে যোগ শিক্ষা-উপদেশের বিশিষ্ট বাহন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশ প্রহেলিকা-ছড়ার ও অধ্যাত্ম-রূপকের উদ্ভব হইয়াছিল বাঙ্গালায়। তাই হিন্দী-রাজস্থানী ছড়ার মধ্যেও বাঙ্গালার সুর শোনা যায়।^{১৭} নাথ-পন্থী যোগীরা বিশেষভাবে ছিলেন পুরিত্রাজক। ইহাদের মধ্যে জাতির পাতি তো ছিলই না, ভাষার গণ্ডীও নয়। পশ্চিমা যোগী-গুরুর পূরবিয়া শিষ্য এবং পূরবিয়া যোগী-গুরুর পশ্চিমা শিষ্য বিরল ছিল না। তাই পুরানো-বাঙ্গালা নাথ-পন্থী নিবন্ধে হিন্দা প্রশ্নোত্তর-ছড়া মিলিতেছে।^{১৮} কলন্দর ও দরবেশ ফকীরদের মধ্যেও ইহা অজ্ঞাত ছিল না। যেমন নয়ানচাঁদ ফকীরের “বালকানামা” য,^{১৯} বাল্কার (অর্থাৎ শিষ্যের) সওয়াল

কাহাঁ বৈঠে রাম-রহীম কাহাঁ বৈঠে সাঁই
কাহাঁ বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্তু পাই।
কাহাঁ গোলোক-বৈকুণ্ঠ কাহাঁ মক্কা-মদিনা
কাহাঁ চল্ল সূর্য কাহাঁ কাঁহা দীন ছুনিয়া।
কাহাঁ বৈঠে চৌদ্দভুবন কাহাঁ আলম তাবা
কাহাঁ মেঘ বিজুরী কাহাঁ কাঁহা বৈঠে ধারা।
নঞানচাঁদ ফকীরে বলে দরবেশ মেরা ভাই
কোন আলম খবর বান্দা এক পলক্‌সে পাই।

মুরশীদেদ জবাব

দিল্‌সে বৈঠে রাম-রহীম দিল্‌সে মালিক-সাঁই
দিল্‌সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্তু পাই।

১৭ বাঙ্গালা সাহিত্যের-ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ৭৫৮।

১৮ গোর্খবিজয়ের পরিশিষ্ট ঐষ্টব্য।

১৯ আবদুল করিম সংকলিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা পৃ ১৩৮।

ঘরে বৈঠে চৌদভুবন মুজিআ আলম তারা

চাঁদযুক্ত মেঘ জুতি ইন্দ্রে বৈছে ধারা ॥

জৈন সম্প্রদায়ে প্রচলিত অপভ্রংশ দোহাতেও যোগ-পন্থী সিদ্ধ-সাধকের
প্রশ্নোত্তর মিলিয়াছে। যেমন, ২০:

প্রশ্ন কালাই পবনহি^১ রবিসসিহি^২

চউ একটাই বাসু

হউ তুতি^৩ পুচউ জোইয়া

পহিলে কাসু বিণাসু।

উত্তর

সসি পোষই রবি পজ্জলই

পবন হলোলে লেই

সত্ত^৪ রজ্জু তমু পিলি করি

কস্মই কালু গিলেই ॥

উত্তরবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ যোগী-কাচ^১ বা যোগী যাত্রা
আগ্রহের সতিত শুনিয়া আসিয়াছে সেদিন অবধি। ইহাব মূল হইতেছে
নাথ-পন্থী সাধক-সিদ্ধদের, প্রহেলিকা-বিলাস। ষোড়শ শতাব্দীতেও
যোগীদের অধ্যাত্ত্বপূর্ণ প্রহেলিকা-ছড়া সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণদাস
কবিরাজ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে
অদ্বৈত-আচার্যের কাছে নিম্নলিখিত প্রহেলিকা-ছড়াটি পাঠিয়া অন্তরঙ্গদের
কাছে বলিয়াছিলেন,

মহাযোগেশ্বর আচার্য তরুজাতে সমর্থ

আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ।

অদ্বৈত-আচার্য প্রেরিত ছড়াটি এই,

বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল

বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।

২০ ডাক্তার হীরালাল জৈন সম্পাদিত পাহড দোহা ২১২, ২২০।

২১ রাহিমউদ্দিন মুনশীর বড় যুগী-কাচ (১৩২১) ভ্রষ্টব্য।

বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

অদ্বৈত-আচার্যের যোগী-মূলভ প্রহেলিকাপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া
কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,

“তর্জা প্রহেলী আচার্য কহে ঠারে ঠারে”
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে ।

আধুনিক ধোগী-কাচে ফকীরের দরবেশ-বাউল-বৈফবভাবের রঙ বেশি
করিয়া লাগিয়াছে । আর প্রবেশ করিয়াছে সহজ সরল দেহতত্ত্বের মধ্য
দিয়া ব্যবহারিক জীবনের সহজ সরল অভিজ্ঞতার কথা । যেমন,

বালকরামের প্রশ্ন

কোথায় বসে মণি-মগজ কোথায় বসে চান
লতি-রতন কোথায় বসে কোথায় বসে প্রাণ ।
কোথায় বসে তাল-সুঠা কোথায় বসে কল
কোথায় বসে রতি-রতন কোথায় বসে বল ।
কোথায় বসে সাত জন কোথায় বসে মোড়া
কোথায় বসে জোর বলে কোথায় বসে ঘোড়া ॥

গুরুর উত্তর

মাথায় বসে মণি-মগজ ললাটে বসে চান
কমলে বসে লতি-রতন ধড়েতে বসে প্রাণ ।
তালুতে বসে তাল-সুঠা জিহ্বায় বসে কল
ধড়েতে বসে রতি-রতন বাহুতে বসে বল ।
ছাতিতে বসে সাত জন রে নাভিতে বসে মোড়া
কোমরে বসে জোর বলে রে চরণে বসে ঘোড়া ॥

বালকরামের প্রশ্ন

কোন্ গুরু আমায় লালে আর পালে
কোন্ গুরু আমায় আছাড়িয়া মারে ।
কোন্ গুরু আমায় তুলিয়া খাওয়ায় ভাত
কোন্ গুরু আমায় লয়ে বেড়ায় সাথ ॥

গুরুর উত্তর

মাও যে পরম গুরু লালে আর পালে
বাপ যে পরম গুরু আছাড়িয়া মারে ।
বহিন যে পরম গুরু তুলে ঋণায় ভাত
ভাই যে পরম গুরু লয়ে বেড়ায় সাথ ।
পিতা গুরু মাতা গুরু গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই
তাহা হৈতে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই ।
মায়ের গায়ের বস্ত্রখানা মা তোমার গায়ে দিয়া
চারি প্রহর রাত্রি জাগে তোমায় কোলে নিয়া ॥

ধর্ম-ঠাকুরের গাজনেও এইরূপ ছড়া কাটাকাটি হইত । যেমন,
ধামাতকরগীর প্রশ্ন

বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন্ দেব ভজ
কোন্ মূর্তি ধ্যান কর কোন্ দেব পূজ ।
কোন্ মুখে পূজা কর কোন্ বেদ পড়
শীঘ্রগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড় ॥

পাটভক্তির উত্তর

বাড়ি নোর বল্লুকায় নৈরাকার ভজি
শূণ্ণমূর্তি ধ্যান করি সাকার-মূর্তি পূজি ।
পূর্বমুখে পূজা করি পঞ্চম বেদ পড়ি
শীঘ্রগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড়ি ॥

মহাভারত বনপর্বে যে বক-যুধিষ্ঠির-সংবাদ আছে তাহার মূলেও এই
অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা ও বুদ্ধিপরীক্ষা । আরও পিছাইয়া গেলে জনক বিদেঘের
সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ঋষিদের “ব্রহ্মোত্ত”-জন্মে পৌছাইব ।

“বৌদ্ধ” নামে অধুনা প্রসিদ্ধ চর্যাগীতিগুলির মধ্যে যে নাথ-পন্থীদের
রচনাও আছে তাহা দেখাইয়াছি । ইহার কথা বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে
নাথ-পন্থী রচনা হইতেছে মীনচৈতন্য ও ময়নামতী-গোপীচন্দ্র গাথা । প্রথম
গাথাটি উত্তর ও উত্তরপূর্ব বঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে গৌরথবিজয় নামে পাওয়া যায় ।
পশ্চিমবঙ্গে এই কাহিনী ধর্ম-ঠাকুরের পুরাণ-কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়া

গিয়াছে। দ্বিজ লক্ষ্মণের ও সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে মৌন-গোর্থ কাহিনী মুখ্য স্থান লইয়াছে। কদলী হইতে প্রত্যাগমনের পর মৌননাথ কর্তৃক মহানাদে যোগী-রাজ্য স্থাপন প্রথম অনিলপুরাণেই উল্লিখিত হইয়াছে। অনিলপুরাণে ও গোর্থ-বিজয়ে বর্ণিত কাহিনীর মূলস্থানীয় ছড়াগুলি পূর্বাপরপ্রচলিত এবং একই। পরিবর্তন যাহা কিছু হইয়াছে তাহা প্রধানত গায়কের মুখে ও লিপিকরের হাতে।

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র আখ্যায়িকা মৌন-গোর্থ ছড়ার মত একান্তভাবে যোগী সাধক-গোষ্ঠীর খাস সম্পত্তি ছিল না। ইহার করুণরসের আবেদন জনগণের চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল। তাই এই কাহিনী গানে, পাঁচালী কাব্যে, ও নাটগীতে রূপ পাইয়া আর্ষভাষী ভারতের সর্বত্রগামী হইতে পারিয়াছিল।^{২২} পশ্চিমবঙ্গে এই কাহিনীর সমাদর কমিয়া আসে বৈষ্ণবতার প্রসারের জন্ম, বিশেষ করিয়া চৈতন্য-সন্ন্যাস কাহিনীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায়। উত্তরবঙ্গে সাধু ও গৃহস্থ যোগীর সংখ্যা ববাবরই খুব বেশি ছিল। তাই এই অঞ্চলে মৌন-গোর্থ গীতি ও ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র গাথা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত জনগণমন তোষণ করিয়া আসিয়াছে। প্রস্তুত গ্রন্থের পরিশিষ্ট দুইটিতে গোর্থবিজয় কাহিনীর আধুনিকতর রূপান্তরের পরিচয় মিলিবে।

নাথ-পন্থের সিদ্ধ প্রধান দুইজন, মৌননাথ ও গোর্থনাথ, বৈষ্ণব ভক্তমালায় গাঁথা পড়িয়াছেন।^{২৩} তাঁহাদের কাহিনীও সেইমত রূপান্তরিত হইয়াছে। গুরু-শিষ্য পর্যটনে বাহির হইয়া পৌঁছিয়াছেন এক বিষ্ণু-ভক্তিহীন রাজার দেশে। গোর্থনাথ সে দেশে কালবিলম্ব করিতে চাহেন না, কিন্তু মৌননাথের ইচ্ছা রাজাকে ভক্তিপথে টানিয়া আনিবার জন্ত কিছুকাল থাকা। গুরুর ইচ্ছাই জয়ী হইল। মৌননাথ রাজার সঙ্গে প্রীতি করিয়া পাশা খেলিতে লাগিলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিল। গুরুকে ভোগসুখে রত দেখিয়া শিষ্য দুঃখিতচিত্তে চলিয়া গেলেন। রাজার মৃত্যু হইলে মৌননাথ সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার এক পুত্র

২২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ৭৭৫ দ্রষ্টব্য।

২৩ কৃষ্ণদাসের ভক্তমালা দ্রষ্টব্য।

জন্মিল। অবশেষে গোৰ্থনাথ গুৰুৰ উদ্ধাৰে আসিলেন সে দেশে,
কিন্তু ৰাজ্যৰ দৰ্শন পাইলেন না।

দ্বাৰিগণ ভিতৰে যাইতে নাহি দেয়
যাইতে না পায়্যা কিছু সৃজিল উপায়।
দৰজা সম্মুখে এক টোল বাজাইয়া
চেত মচ্ছন্দ গোৰ্থা আয়া ইহাই বলিয়া।
নাচিতে লাগিলা হোথা মৌননাথ শুনি
পৰে সমুঝিলা যে গোরথনাথ-বাণী।
ডাকিয়া লইয়া গোৰ্থনাথ প্ৰণমিলা
সেবাতে আপন নিজ মন্দিৰে ৰাখিলা।
গোৰ্থনাথ ব্যাকুল গুৰুৰ চেষ্টা দেখি
সদাই চিন্তয়ে এক ক্ষণ নহে সুখী।
গুৰুৱে তো নাহি পাৰে জ্ঞান শিখাইতে
জিজ্ঞাসাৰ ছলে কিছু লাগিলা কহিতে।
পূৰ্বে যে সকল তত্ত্ব শিখাইলে মোৰে
হয় কি না হয় কহি তোমাৰ গোচৰে।
যতপি না হয় শিখাও ভালমতে
এত বলি সব তত্ত্ব লাগিলা কহিতে।

তত্ত্বকথা শুনিয়া মৌননাথৰ জ্ঞান হইল। তিনি খেদ কৰিতে লাগিলেন,
আৰে গোৰ্থ কি কৰিছে কি বিষ খাইছে
আপনাৰ মুণ্ডেতে অনল জ্বালি দিছে।
ধিক্ ধিক্ মোৰে এবাৰে কি কৰিব কহ
গোৰ্থনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ।

মৌননাথ তখনি ৰাজ্যপাট ছাড়িয়া চলিলেন, তবে মূল্যবান্ অলঙ্কাৰ-
গুলি পথসম্বল কৰিয়া পুঁটলি বাঁধিয়া লইতে তুলিলেন না। কিছু দূৰ গিয়া
গোৰ্থনাথ গুৰুৰ মোট মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং পথে এক নদী পাইয়া
তাহাতে ফেলিয়া দিলেন। গুৰু হায় হায় কৰিতে লাগিলেন। শিষ্য
বলিলেন, তুচ্ছ বস্তুৰ জন্তু কাতৰ হন কেন। এই বলিয়া তিনি বন্ধ-

অলঙ্কারের অসারত্ব প্রদর্শন করিলেন। তখন মীননাথের সম্পূর্ণ চৈতন্য
হইল। গুরুশিষ্য মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শ্রীমুকুমার সেন

॥ সঙ্কেত ॥

পা = আদর্শ পুঁথির পাঠ

(ক. বি.) = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি

(=) = যৌনচেতন এবং পাঠ

(৫) = গোরক্ষ-বিজয়-এব পাঠ

অ = গোরক্ষ-বিজয়-এর পাঠাস্তর

(ক. প.) = গোরক্ষ-বিজয় এর পরিশিষ্ট (ক)



শিবের উদরে গৌরী সুখে নিদ্রা যায়
হেটে থাকি মীননাথ হৃদয় যোগায়

* [প্রথমে প্রণাম করি দেবী] ভগবতী,
 জিহ্বাগতে জয় দেয় করম প্রপতি ।
 [ক্ষিতিলে তীর্থ যত বন্দো বারাণসী,]
 ব্রহ্মা বিষ্ণু হর ব [ন্দো আর] রবিশশা ।
 ইন্দ্র ব [রুণ বন্দো দশ দিকপতি,]
 [স্থাবর জ] জম যত আর বসুমতী ।
 শঙ্কর পার্বতী [বন্দো গণেশ কান্তিক,]
 [যত দেবগ] ন বন্দম আগ্রহ অধিক ।
 আদি অনাদি প্রভু [নিজ অবতার,]
 [নিজ অংশে করিলেক হই] এ প্রচার ।
 ছক্কারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু হই [ল মুখে,]
 [আপনা আকার তবে রাখিল সমুখে ।]
 আদি অনাদিরূপে কৈল নি [রাক্ষণ,]
 [ভাবের অনলে ঘর্ষ ঘন্মিত তখন ।
 সেই ঘর্ষে পরাক্রম হই গেল যথ,
 সেই ঘে] র্ষ জনমিলা মেদিনী সমস্ত ।
 'সেই ঘর্ষেতে দেবগণ যতেক জন্মিল,
 আনল বরুণ বারি মৃত্তিকা সৃজিল ।
 সেই ঘর্ষে হইল স্থান স্থিতি উতপন,
 সেই ঘর্ষে ত্রিভুবন হইল সৃজন ।
 আকাশ পাতাল মধ্যে সৃজন করিয়া,
 আত্মে আছন্ত তবে অনাত্মে আহুড়িয়া ।
 সৃষ্টি স্থাপন করি এক স্থানে বৈসে,
 যোগ বিচার হৈতে দুইকে প্রকাশে ।

* বহুদীক্ষিত অংশ সঙ্ঘাতিত পাঠ : আদর্শ পুঁথির প্রথম পত্রের অষ্টাংশ খণ্ডিত ।

আছে বোলে অনাথ তোমাচর বোঝাই,
 উতপত্তি প্রলয় সপিলাম তোমার ঠাই ।
 তোমাতে সপিয়া জ্ঞান আমি হইলাম ভিন,
 তোমার আমার জ্ঞান এক পরিচিন ।
 বোলে কৈআ দেয় মোরে সংসারের^১ স্থিতি,
 কেমন সঞ্চারে হইব কাহার যে স্থিতি^২ ।
 কোথা হতে আসি জীব কোথা চলি জ্ঞাএ,
 শুনিতে পুরাণ কথা কহিতে জুআএ ।
 সঙ্কেত আছএ জ্ঞান সঙ্কেত ব্যাপিত,
 সকল আছএ তবে ঘট বিবজ্জিত ।^৩
 ঘোল দধি মথনে হইয়া গেল ননী,^৪
 দুই কাষ্ঠ ঘসাঘসি উঠএ আগুনি ।
 গাছ হতে ফল যেন পড়ি গাছ হইল,
 তেনমতে পূর্বোক্ত শরীর উপজিল ।^৫
 আত্মের বচন শুনি অনাথ সমস্ত,
 দ্বিতীয়ার চক্ষু-যেন বাড়িল অভীষ্ট ।
 পূর্ণমাসী হইল যেন তরু হইল পুষ্ট,
 শুনিতে শুনিতে হইল শরীর গরিষ্ঠ ।
 শুনিয়া সঙ্কেত কথা ভাবিতে লাগিল,
 একে একে সব তত্ত্ব বিচারি চাহিল ।
 চিন্তিতে চিন্তিতে হইল শরীর যে অন্ত,
 পূর্ণমাসী ছাড়ি যেন অমাবস্তা হস্ত ।

১ অ সন্মিলনের

২ (ক) কেমনে সংযোগ হয় কারার উৎপত্তি

৩ (ক)-এর অতিরিক্ত

৪ পা পুরুষে মৈত্রেয় জল মথিলে উঠে ননী

৫ অন্তঃশব্দ বোল হুজ (ক)-এর স্তম্ভিত পাঠ ও পাঠান্তর

অমাবস্তা হইল যেন ছাড়ি গেল কলা,
 আকারে উকারে যেন মিসামিসি ভেলা* ।
 অমাবস্তা ছাড়ি যেন প্রতিপদ হএ,
 তেনমতে যোগে যোগী একত্র মিলএ ।
 প্রতিপদ ছাড়ি যেন দ্বিতীয়া হইল,
 তেনমত শরীর যে পুনর্ব্বার হইল* ।
 চন্দ্রের সঞ্চার যেন জন্মিয়া উঠিল,
 দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল ।
 { বদনে জন্মিল শিব যোগিরূপ ধরি,
 শিরেত উত্তম জটা অবগেতে কড়ি ।
 নাভিতে জন্মিল মীন গুরু মুচুন্দর,
 সাক্ষাতে সিদ্ধার বেশ ধরে কলেবর ।
 হাড় হতে হাড়িকা জন্মিয়া নিকলিল,
 সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার বেশ তাহাতে আছিল ।
 কর্ণ হতে জন্মিল কানকা জুগাই,*
 অতি স্বরতর [যোগী] হইল সিধাই ।
 জটা ভেদি নিকলিল যতি গোথনাথ,
 সিদ্ধির বুলি সিদ্ধের কাথা* তাহার গলাত ।
 সকল শরীরে হইল জগতের মাই,
 পূর্ণিমার* চন্দ্র যেন অমুমানে পাই ।
 জন্মিয়া উঠিল কণ্ঠা পরম সুন্দরী,
 নূতন-যৌবন কণ্ঠা নামে হৈল** গৌরী ।

৬ অ তেন মতে যোগে যুগী মিসামিসি হৈলা

৭ অ চন্দ্রের সঞ্চার যেন সবিতা জন্মিল

৮ (ক) সিধাই

৯ পা খাতা

১০ পা দ্বিতীয়ার

১১ পা জল, (ক) থুইল, (ভ) গণ

একে একে জন্মিয়া^{১২} রছিল ঠাই ঠাই,
 সাক্ষাতে আছয়ে^{১৩} গৌরী জগতের আই।
 লোমে লোমে আর যত জন্ম হইয়া গেল,
 অনন্ত বিবিধ ভাতি জন্মিয়া উঠিল^{১৪}।
 পৃথিবীতে যত সব জন্মিতে আছএ,
 এই মতে জগতেত সকল জন্মএ।
 বার যুগের জুগি জন্মিয়া আসিল,^{১৫}
 নানারূপে পৃথিবীতে অনন্ত^{১৬} জন্মিল।
 তাহার সাক্ষাতে গোসাঞি কএ হেতু করি,
 কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী।
 এতেক শুনিয়া সব মাথা হেট করি,^{১৭}
 যার মনে লএ যাইব গৃহকর্ম ছাড়ি^{১৮}।
 যাহাতে জন্মিয়া আছি না হএ উচিত,
 জানিয়া যে আশ্রয় কর যে হএ উচিত^{১৯}।
 তাহা শুনি আশ্রয় দিল নাথ^{২০} নিরঞ্জন,
 রহ তেঞি গৌরী গৃহে করিয়া যতন^{২১}।

১২ (ক), (ভ) পাঠ

১৩ পা বসিয়া

১৪ অ

১৫ অ বার বার যোগ যোগী^১ সে যোগ সাধিল

১ (ভ) যুগী সবে

১৬ (ক) অনিত্য

১৭ (ভ) কৈল হেট

১৮ (ভ) বুজিলেক এই কল্পা সকলের জেঠ

১৯ (ভ) মনের বাহিত্ত

২০ অ তহু, প্রভু (ভ) ধর্ম

২১ (ভ) হরগৌরী দুইজন করিল মিলন

আজ্ঞা কৈল হর প্রীতি পাইলা এই গোরি,^{২২}
 তাহারে গ্রহণ কর মোর আজ্ঞা ধরি ।
 হরগৌরী যাহ চলি^{২৩} পৃথিবীর মাঝ,
 এতাত্তে রহিআ তোমার নাহি কোন কাজ ।
 অনাদির^{২৪} আজ্ঞাএ সব থি [তি] তে আসিল,
 খিতিতে আসিআ সিদ্ধা সকল রহিল ।
 আত্ম-পুরাণ-কথা কিছু এহি মতে হএ,
 বুঝিয়া পণ্ডিত চায় হএ কি না হএ ।
 হএ যদি রাখ কথা নএ যদি নাই,
 এবে কহি শোন কথা গোর্থের বিজই^{২৫} ॥

তবে যদি পৃথিবীতে আইল হবগৌরী,
 মীননাথ হাড়িফাএ করএ চাকরী ।
 পদ্মাসনে কতকাল সাধিলেক যোগ,
 বায়ু ভাঙ্গি রহিলেক তেজি অন্ত ভোগ ।
 মৌনের চাকরী করে যতি গোরখাই,
 হাড়িফারে সেবে নিত্য কানফা যোগাই ।
 শিবের ডাইনে বামে হাড়িফা মৌনাই,
 পৃষ্ঠভাগে^১ গৌরী আছে জগতের মাই ।

২২ (ভ) নারী

২৩ পা যত গুণ

২৪ (ভ) ধর্মের

২৫ অতঃপর (ক)-এর অতিরিক্ত, কহেন কবীন্দ্র আত্ম কথা অমুমানি,
 শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী ।

(ক. বি.) বোলে ছিল ভীমদাসে মনে অমুমানি,
 শুনিয়া কহিল সিদ্ধা.....বাণী ।

১ (ক) ধোঁগে

দাসীবতে তাহার গঙ্গা ধোয়ানের বিধান,^২
 অশ্রুমন নএ তান ভ্রম নএ মন ।
 এইমতে নিজ কার্য সাধে মহেশ্বর,
 অশ্রুমন নএ তান^৩ ভাবে নিরন্তর ।
 তবে যদি কামে আসি জন্মিল তাহারে,
 ধ্যানভঙ্গ হইল তার রহিতে না পারে ।
 ফিরিয়া দেখিল হর গৌরীর বদন,
 শৃঙ্গার ভুঞ্জিতে তান উপজিল মন ।
 তবে যদি হর গৌরী একত্রে বসিলা,
 শিবের সাক্ষাতে দেবী কহিতে লাগিলা ।
 মুণ্ডে^৪ আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা,
 বলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলিছালা^৫ ।
 মহাদেবে বলে গৌরী কহিয়াছ ভার,
 তোমার অস্থির মালা গলাতে আমার^৬ ।
 সপ্তবার মর তুমি হও সপ্তবার,
 একবার মর তুমি^৭ একখানি হাড় ।^৮
 তুমি কেনে থাক^৮ গোসাই আমি কেনে মরি,
 সেই তত্ত্ব কহ গোসাই যুগে যুগে তরি ।
 গৌরীর বচন শুনি কএ মহেশ্বর,
 তুমি আমি চল যাই সমুদ্র ভিতর ।

২ (ক) গুণের নিধান, (ক.বি.) ধোয়াছে বিধান, (ভ) শুনহ কারণ

৩ (ক) নাহি তবে, (ভ) হর

৪ (ক) কণ্ঠে

৫ অ, (ক) জলদ উকলা, (ক. বি.) উজ্জ্বলা

৬ (ক) তোমার সজাপ হয় নিসামী আমার

৭ (ক)-এর পাঠ ; প্রথম ছত্রের 'যদি' স্থানে 'তুমি' (ক. বি.)র

৮ (ক) ভর

এ বলিয়া হুইজন চলিল সত্বর,
সেই সাগরেতে আছে^৯ টঙ্গি মনোহর।
মৎস্যরূপ ধরি তবে মীন মোচন্দর,
টঙ্গির নামতে রয় বোগাল সুন্দর^{১০}।
মহাদেব বলে দেবী শুন দিয়া মনে,
টঙ্গিত^{১১} পরম তত্ত্ব কহি তোমা স্থানে।
মহাদেবে কহিলেক সঙ্কেত বিবরণ,
নিজাএ পৌড়িত দেবী হইল অচেতন^{১২}।
হেটে থাকি মীননাথ^{১৩} হুঙ্কার পুরএ,
মহাদেবে জানে ভবানী মনে লএ।
চৈতন্য পাওয়া দেবী বলিল বচন,
কিছু না শুনিল আমি নিজার কারণ।
দেবীর বচনে শিবে চিন্তিলেক মনে,
কহিতে বচন মোহি হুঙ্কারিল কোনে।
বিমর্সিয়া চাএ শিব করিয়া ধ্যান,^{১৪}
টঙ্গির নৌচেতে দেখে মীন পরিমাণ^{১৫}।
চিন্তিয়া জানিল শিব স্বরূপ বচন,
সাপ দিল এক কালে হোক বিস্মরণ।^{১৬}

৯ পা যথাএ আছে নদী মধ্যে

১০ পা তবে রহিল সত্বর

১১ (ক) সঙ্কেত, (ক. বি.) সিদ্ধার

১২ অ আলসিত মন

১৩ (ক) টঙ্গির লামাতে দেখে

১৪ অ, পা সেই বৃক্ষতলে

১৫ পা শরীর বিশালা

১৬ (ভ) ধ্যানতে জানিল হর হুঙ্কারিলেক মীন, হয়ে বোলে হইবেক নারীর
অধীন।

তথা হতে হরগোরী উলটি আইল,
 পুনরপি সিধা সব একত্র হইল ।
 একথা শুন [হ] সবে শুনহ তুরিত,
 সভানের গুরু শিব হইল পৃথিবীত ।^{১৭}
 আত্মে গুরু মহাদেব পিছে আর সব,
 সাধস্তু সকল সিদ্ধা^{১৮} তরিবারে ভব ।
 মহাদেব চলি গেল পর্বত কৈলাস,
 তথা গিয়া হরগোরী কৈল গৃহবাস^{১৯} ॥

তবে যদি পৃথিবীতে আল হরগোরী,
 মীননাথ হাড়িফাএ করএ চাকরা^১ ।
 হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই,^২
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মিনাই ।
 পৃথিবীতে ভ্রমে সবে যোগমজ্জ পাই,^৩
 কৈলাসেতে হরগোরী আছে সেই ঠাই ।^৪
 একদিন হরগোরী একত্রে বসিলা,

১৭ (ক) এর অতিরিক্ত পাঠ

১৮ (ক) পাঠ

১৯ অ, পা খাদির আজ্ঞাএ আইল হইঅ উল্লাস ; অতঃপর পৃথিতে ছয় ছত্দের
 পুনরাবৃত্তি

১ পৃথিতে ইহার পর ১৪ ছত্র পুনরাবৃত্ত হইয়াছে

২ (ক. বি.) পূর্বে গেল হানিফা দক্ষিণে মিনাই, (ভ) পশ্চিমে গোর্খনাথ উত্তরে
 কানাই ।

৩ (ক) পথ দেখাই, (ক. বি.) যোগপথ চাই, (ভ) ধ্যাই

৪ অতঃপর ১৪ ছত্র (ক. বি.) পৃথি ও (ক)-এর পাঠ মিলাইয়া গৃহীত ; এই অংশ
 আদর্শ পৃথিতে নেই

সৃষ্টি স্থাপনা কথা* কহিতে লাগিল।
 ভবানীএ বলে দেব কর অবধান,
 তোমা শিশুগণে জ্ঞী না করে কি কারণ*।
 সর্ব-দেব মুখ্য* তুঙ্কি সৃষ্টির কারণ,
 গঙ্গা গোরী দুই নারী সাক্ষাতে সমান*।
 মহাদেবে বলে তান [মনে] হেন নাই,
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ রহিল এড়াই।
 ভবানীএ বলে দেব না বল বচন,
 কাম ক্রোধ ত্যক্তে হেন আছে কোন জন।
 আজ্ঞা যদি কর তুমি স্বরূপ বচন,
 কটাক্ষে হরিতে* পারি সিধা সবে মন।
 দেবীর বচনে শিব ধ্যান আরম্ভিল,
 একে একে যত সিধা ডাকিয়া আনিল।
 একে একে আসন দিলা জনে জন,*
 বসিল মণ্ডলী করি যত সিদ্ধাগণ**।
 আপনে বিরলে বসি** শিবের ঘরিনী,
 সব সিদ্ধা ভোলাইল* কামবাণ* হানি।

- ৫ (ক), অ
- ৬ অ
- ৭ (ক.বি.) ধর্ম
- ৮ অ করিছ গ্রহণ
- ৯ (ক. বি.) ভোলাতে
- ১০ পা পাইল সর্বজন
- ১১ (ক) শিব বিদ্যমান
- ১২ অ বিবর্তে অন্ন, (ভ) পৈরএ
- ১৩ পা ছলিলেক
- ১৪ (ক. বি.) কামশর

ভুবনমোহিনী দেবী শঙ্কর-বোহারী,
 কটাক্ষে চাহিলে প্রাণ লই যায় এড়ি^{১৫}।
 শিবের ঘরিণী দেবী বড়হি চতুর,
 সুবর্ণ কটরা ভরি জল কৈল পুর।
 অন্নপাত্র সমুখে রাখিলা সেই জল,
 জলের ছায়াএ দেখে শরীর কোমল^{১৬}।
 { দেবীএ করিল মায়া নানামত ছলে,
 বিষম কপট মায়া কার প্রাণে ধরে।
 দেখিয়া দেবীর রূপ^{১৭} যত সিধাজন,
 হানিল মদন-বাণে স্থির না হএ মন।
 কহিলেক মীননাথ মনে মায়া ধরি,
 জগতেত পাই যদি এমন সুন্দরী।
 বিচিত্র শয্যাতে থাকি হেন নারী লই,
 রঙ্গ-কৌতুক-রসে রজনী গোয়াই।
 দেবীএ বলিল তুমি পাইলা এহি বর,
 কদলীর দর্শে তুমি চলহ সত্তর।
 ষোল শত নারী লৈয়া কর গিয়া কেলি,
 কদলীর রাজ্য হইবা শীঘ্র যায়^{১৮} চলি।
 তবে চিস্তিলেক মনে সিধা হাড়িকাঁই,
 কদাচিত্য এমন সুন্দরী যদি পাই।
হাড়ি-কর্ষ করি যদি থাকি তার পাশ,
 পৃথিবী পুরিয়া মনের পুরাইতাম আশ।

১৫ পা নিঃ পাবে হবি

১৬ (ক. বি.) নির্মল পা সঁকল

১৭ পা মায়া

১৮ (ক) বাটে জাও

হাড়িফার তরে দেবী দিল এই বর,
 হাড়ি গৈয়া চল তুমি মৈনামতীর ঘর।
 হাতে ঝাড়ু^{১৯} লহ তুমি কান্দেতে কোদাল,
 চলহ মেহারকূলে এই বর ভাল।
 কানফাএ আকলিল তাহার অন্তর,
 এইরূপ যুবতী যদি থাকে মোব ঘর।
 তার সঙ্গে কেলি করি যদি মরি যাই,
 তাহার সংহতি আমি তবেহ খেলাই।
 অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিমসিয়া,
 তুরিত গমনে^{২০} যায় ডাহুক চলিয়া^{২১}।
 যেই বর চায় তুমি সেই বর পাইয়া,
 আনন্দ করহ তুমি বোআরি লইয়া।
 তবে ভাবিলেক মনে গাতুর সিধাই,
 এমত কামিনী যদি ভঞ্জে মোর ঠাই।
 তার লাগি যায় যদি হাত পায় কাটা,
 তথাপিয হইব আমি সালবানের^{২২} বেটা।
 আত্মা দিল ভবানী বুঝিল তার আশ,
 বর পাইয়া চলি যায় সৎমায়ের পাশ।
 সৎমাএ ভজিব তুমি দেখিয়া জোয়ান,
 তাহার কারণে তুমি পাইবা অপমান।
 তবে ভাবিলেক মনে গোথেরে করি সার,
 এমত জননী যদি থাকএ আমার।

১৯ অ, (ভ) পিছা

২০ (ক) তুরমানে

২১ (ক) ডাহুকা হইয়া

২২ (ক. বি.) হালেমান, ছা (?)

তাহার কোলেতে বসি স্নেহে দুগ্ধ খাই,
 এমত জননী যদি কভু আমি পাই ।
 মলমূত্র সহিয়া যদি পালে কাক-কোলে,
 তান স্তনের দুগ্ধ খাইয়া থাকি কুতূহলে ।
 গোৰ্খের ভাবনা দেখি দেবী মহেশ্বরী^{২৩},
 অবশ্য ছলিব তোরে আর^{২৪} মায়া ধরি ।
 তবে সিধাগণ গেল আপনার স্থান,
 দেবীত পুছিল তবে দেব ভগবান ।
 কেমত দেখিলা দেবী মোতে^{২৫} কহ সার,
 সিধা সব জানিলা কেমন ব্যবহার^{২৬} ।
 শিবের আদেশ পাইয়া সকল কহিল,
 যে যে সিধা যে যে মত মনে আচরিল ।
 দেবীর চরিত্র^{২৭} শুনি হাসে মহেশ্বর,
 গোৰ্খ হেন ধৃত^{২৮} নাই জগত ভিতর ।
 তানে যদি না পারিলা তুমি ভুলাইতে,
 রাখিল মহিমা মোর গোৰ্খ অবধূতে ।
 দেবী বলে তাহারে ছলিব কোন^{২৯} রূপে
 পশ্চাতে গোসাঞি তুমি বুঝিবা স্বরূপে ।
 তবে সিধা চলি গেল যার যেই ঘর,
 প্রথমে হাড়িকা গেল মৈনামতীর ঘর ।

২৩ পা বিশেষরী, (ভ) স্বরেশ্বরী

২৪ (ক. বি.) আরবার ছলি আশ্রি মনে

২৫ (ভ) মোকে

২৬ (ক. বি.) প্রকার

২৭ পা গোৰ্খের বচন, (ভ) চরিত্র,

২৮ (ক. বি.) বীর

২৯ (ভ) আর

মেহারকুলেতে গিয়া দেখে এক পুরী,
 রহিল তথাতে গিয়া হাড়িরূপ ধরি ।
 কানফা চলিয়া গেল ডাছকা^{৩০} নগর,^{৩১}
 তথা গিয়া রহিলেক বউরীর ঘর ।
 গাভুর সিধা চলি গেল আপনার দেশ,^{৩২}
 মীননাথ চলি গেল কদলীর দেশ^{৩৩} ।
 পতি সব নাশ হএ স্ত্রী সব রাজা,^{৩৪}
 স্ত্রী সব অধিকারী স্ত্রী সব প্রজা^{৩৫} ।
 মনসুখে মীননাথ তথাতে গমন,
 শৃঙ্গার করিব যত কদলীর গণ ।
 কদলী দেখিয়া নাথ ধনু হইল রূপে,
 শুখনার হংস যেন মিলিল সক্রপে^{৩৬} ॥

৩০ পা রাছকা

৩১ (ভ) অবরির ঘরে

৩২ (ভ) গোন্ধনাথ চলি গেল বজ্রনিকেতন

৩৩ পা কদলী উদ্দেশ

৩৪ পা কদলীর দেশে দেখে যুগী^৩ সব প্রজা, ১ (ভ) নারী

৩৫ (ক) স্ত্রীরাজ্য হএ সেজে স্ত্রী হএ রাজা

৩৬ (ক) ও (ক. বি.)-র মিলিত পাঠ, নারী সবে রূপ দেখি মীননাথে ভোলে,
 সরোবরে গিয়া হংস নামিলেক জলে ।

॥ নাচাড়ি দীর্ঘছন্দ ॥

মীননাথ আইল যবে কদলী দেখিল তবে
 তানে চাএ রাখিতে ভুলাই,^১
 জ্ঞানে ধ্যানে দেখি স্থির দড় শরীর বর'
 আমি সবে যদি তারে পাই' ।
 মঙ্গল কমলা দুই সকল কদলী লই
 নানারূপে শৃঙ্গার করিল,^২
 মীননাথ ভুলাইতে সব আইল একচিতে
 চারিভিতে বেড়িয়া রহিল ।
 কদলীএ কৈল বেশ শিরেতে লম্বিত কেশ
 কবরী বান্দিল ঠমকে,^৩
 পরিধান পুষ্পমালা কবরী শোভিছে ভালা
 যেন দেখি বিজুলি চমকে* ।
 গুরুতর পয়োধর^৪ তাথে দোলে রত্ন হার
 হস্তপদ জ্বলয়ে উজ্জলে,^৫

১ পা ভুলাইয়া

২ পা রূপে রঞ্জে অতিবড় সুন্দর যে শরীর

৩ (ক. বি.) তাহানে যে আশ্রয় যদি পাই

৪ পা নানা বেশে করিয়া সাজন,

৫ পা নানাঠানে, (ভ) গ্রীবার উপর গুঞ্জে ভোমরা

৬ (ক) ও অ মিলাইয়া গৃহীত

৭ পা উরু পরে এক ভার

৮ (ক) ও অ মিলাইয়া গৃহীত ;

অতঃপর (ভ)-এর অতিরিক্ত,

করিয়া নানান সাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ

কটাক্ষে হানে পঞ্চশর,

চলিল নানান গতি দশন মুকুতা পাতি

শ্রামল সুন্দর কলেবর ।

কটিদেশে কি'ঙ্কণী চরণে নৃপুৰ-ধ্বনি
 দেখিয়া মুনির মন টলে ।
 কটাক্ষ নয়নে চাহে হর ব্রহ্মা মোহ যাএ
 হেনরূপে করিল ভূষণ,
 মীনের সমুখে আসি মঙ্গলা কমলা বসি^৯
 কহে সবে রচনা^{১০} বচন ।
 নয়ানে নয়ানে চাহে মাথা নাড়ি কথা কহে
 ঠমকে দেখাইল ছুই স্তন,
 উরু পরে দিয়া তালি কথা কহে হাত নাড়ি^{১১}
 ছলে মীননাথ দরশন^{১২} ।
 কোন দেশে তোমার ঘর মাগি খায় নিরন্তর
 কি লইয়া কর গৃহবাস,
 এমন বয়স-কালে না থাক কামিনীর কোলে
 অঙ্গেতে দিয়াছ ছালি পাশ^{১৩} ।
 ভাঙ্গা খাতা ফাড়া বুলি কেনে বেড়ায় কাঙ্খে তুলি
 এই সকল কিসের অন্তর^{১৪},
 হাতে কেনে লইছ নড়ি কর্ণে কেনে দিছ কড়ি
 নিরন্তর বঞ্চ একেশ্বর ।
 মোর দেশে নাই রাজা করিতে তোমার পূজা
 জ্বীপাট আমি সব হই^{১৫},

- ৯ পা যে রূপসী, (ভ) হাসি
 ১০ (ক. বি.), (ভ) মধুব
 ১১ অ অঙ্গ ভজিয়া করি
 ১২ (ক. বি.) র পাঠ
 ১৩ প ভস্ম
 ৪ (ক. বি.) পারণ
 ১৫ অন্তঃপর ৪ চত্র (ক) ও অ মিলাইয়া গৃহীত

কেলি-কুতূহল রসে রাত্রিদিন মৌন ঘোষে^{২১}
 অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নিদ্রা যায়,^{২২}
 ত্যজিল গুরুর বোল কামরসে হইল ভোল
 নারীগণে মগ্ন হইয়া রয়^{২৩}।
 মৌনের হইল^{২৪} মনে না জানএ আর কোনে^{২৫}
 মঙ্গলা কমলা লইয়া যাএ,
 আজ্ঞা কৈল মৌনাই পরদেশী ঘোণী পাই
 স্বরিতে যে মারিবা নিশ্চএ।
 চোকি ঘাটি দড় কৈল স্থানে স্থানে থানা^{২৬} দিল
 যেন^{২৭} মতে রাজ ব্যবহার,
 নিচিস্তে রহিল মৌন এই মতে রাত্রিদিন^{২৮}
 রহিলেন্ত পুরীর মাঝার।
 এই মতে কেলি-রসে কতদিন মৌন বৈসে
 মহাদেবী হইল গর্ভজাত,^{২৯}
 কাল দিনে প্রসবিল^{৩০} সুন্দর শরীর^{৩১} হৈল
 নাম থুইল বিন্দুকের নাথ।

২১ অ বৈসে

২২ পা আনন্দ হইল নারীগণ, (ভ) শীতলিত চামরেব বায়

২৩ অ কামবশে^১ মগ্ন হইয়া মতি, ১ (ভ) রতিরসে; অতঃপর আদর্শ পুঁথির
 অতিরিক্ত, সকল যুবতীগণ কেলি রসে অতুল্য কাম বিনে আর নাই গতি।

২৪ (ক. বি.) এ হেন

২৫ পা না জানি আসিধা কোনে

২৬ পা থানে থানে চকি

২৭ পা এই

২৮ (ক. বি.) নাচি জানে রাত্রিদিন

২৯ পা গর্ভবতী

৩০ পা কালদিন প্রবেশিল

৩১ (ক), (ভ) কুমার

৩

॥ পয়ার ছন্দ' ॥

মীননাথ পড়িলেক কদমীর ভূলে,
 গোর্থনাথ বসি আছে বকুলের তলে ।
 হেনকালে ভবানী মনেতে ভাবি কাজ,
 গোর্থেরে দিবারে মুই না পারিলাম লাজ ।
 মনেতে ভাবিয়া দেবী করিল গমন,
 বিবসন হইয়া দুর্গা করিল শয়ন ।
 পন্থেত গুতিলা দেবী বিবস্ত্র হইয়া,
 উর্দ্ধমুখী দুই জামু প্রকাশ করিয়া ।^১
 সেই দিগে নাথ যদি যাইতে^২ লাগিল,
 হরের ঘরিণী দেবী শুইছে দেখিল ।
 পথেতে শুইছে দেবী বিবসন হইয়া,
 মুক্ত যোনি বক্ষ হীন প্রকাশিত করিয়া ।
 এমত দেখিয়া নাথ মনে আকলিল,
 অতি বড় লঘু বেটি কি কর্ম করিল ।
 অস্থে বেষ্টে উঠি তবে ,গাথ'গেল ধাইয়া^৩ ।
 ঢাকিল যোনির দ্বার বৃক্ষপত্র^৪ দিয়া ।
 ততক্ষণে গোর্থনাথ হইল অস্তব্যান,
 লজ্জা পাইয়া দেবী তবে গেল নিজ স্থান ।
 যতিনাথ স্থলে দেবী বড়^৫ লজ্জা পাইল,

১ (ক. বি.) পদছন্দ, (ভ) থপছন্দ

২ (ক)-এর অতিরিক্ত

৩ (ক) চাহিতে

৪ (ক)-এর পাঠ

৫ (ভ) বিষপত্র

৬ গা যদি

গোর্থেরে ছলিতে দেবী মাঙ্গী^১ রূপ হইল ।
 আসনে বসিয়া দেবী পেটেতে সামাইল,
 মনে মনে চিন্তে গোর্থ^২ বড় দুঃখ পাইল ।
 ধ্যানেন্তে জানিল গোর্থ দেবীর এই কৰ্ম্ম,
 তাহার উদরে হেন জানিলেক মৰ্ম্ম ।
 তালি দিয়া বৈসে নাথ দশমী ছয়ারে,
 প্রকাশ না পাইয়া দেবী ছটপট করে ।
 বড় দুঃখ পাএ দেবী ডাকিয়া বলিল,
 তুমি যতিসতী হেন নিশ্চয়^৩ জানিল ।
 দ্বার ছাড়ি দে আমারে^৪ চলি যাই ঘর,
 বড় দুঃখ পাই আমি তোমার উদর ।
 দেবীর মিনতি^৫ শুনি যতিনাথ হাসে,
 কোন পথে ছাড়ি দিব^৬ মনেতে বিমসে^৭ ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথ মনে^৮ কৈল সার,
 মার্গপথে ছাড়ি দিব বাহির হইবার ।
 মার্গপথে যতিনাথে তারে এড়ি দিল,
 মার্গের ঠেলাএ দেবী রজ্জেতে পড়িল^৯ ।
 মার্গের^{১০} ঠেলাএ ব্যথা কাকালে পাইল,

- ১ (ক), অ, (ভ) মাছি
 ২ অ নাথ
 ৩ পা এখনে
 ৪ (ক. বি.) পশু এড়ি দেয় মোরে
 ৫ (ক. বি.) কাকুতি, (ভ) বচন
 ৬ (ক) এড়ি দিব
 ৭ (ক. বি.) অবমরিসে
 ৮ (ক. বি.) যুক্তি
 ৯ (ভ) বাউর ঠেলায়ে দেবী বাহিরে পড়িল
 (ক. বি.) গিয়া রাস্তাতে^১ পড়িল, ১ রাস্তাত (?)
 ১০ (ক. বি.) ধমক, অ চোটের, (ভ) দোমের

কাকালে পাইয়া ব্যথা তথাতে রহিল ।
 তথাতে রহিয়া দেবী কি কর্ম করিল,
 রাক্ষসীর রূপে কস্তা গ্রহণ করিল^{১৭} ।
 সেই দেশে থাকিয়া দেবী সকল মোহিল,^{১৮}
 দিনপ্রতি ভক্ষ্য এক মনুষ্য পাইল ।
 এথাতে না পাই শিব দেবী দরশন,
 গোর্খে'রে ধরিয়া শিব করে কদর্শন ।
 কোথা গেল মোর নারী তুমি কি করিলা,
 শিবের বচনে গোর্খ হাসিতে লাগিলা ।
 ভাঙ্গ ধুতুরা খায় [তুমি] কি বলিব তোরে,
 কোথাতে হারাইয়া নারী ধর আসি মোরে ।
 তবে যতিনাথ রাঢ়া দেশে চলি গেলা,
 সাঙ্কাতে দেখিয়া দেবী বহুল গঞ্জিলা ।^{১৯}
 কোন কার্য কর তুমি^{২০} রাক্ষস আচার,
 দেবতা^{২১} হইয়া কর মনুষ্য আহার ।
 তবে সতী যতিনাথে নিভুতে কহিল,^{২২}
 বৎসরেত একবার পূজিতে বলিল^{২৩} ।

১৭ (ক)-এর পাঠ

১৮ (ক)-এর পাঠ

১৯ (ক. বি.)-র পাঠ,

আদর্শ পুঁথি,

তবে যতিনাথ গোর্খ তথাতে চলিল,^১

দেবী'রে দেখিয়া তবে বড়ত গঞ্জিল ।

১(ভ) তখনে যে গোর্খনাথে রাড়াত চলিল

২০ (ক. বি.) কী কর্ম করএ দেবী

২১ পা রাক্ষস

২২ (ক. বি.)-র পাঠ

২৩ (ক)-এর পাঠ

সেই সে গোথ' তবে নিবন্ধ করিল,
 কাগি বলি এক মূর্তি রাঢ়াত রাখিল ।^{২৪}
 গৌরী^{২৫} লইয়া গেল নাথ শিবের সমাখ,
 হেথা দৈবে বিপরীত হইছে এক কাজ ।
 গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা^{২৬} বিরহিণী নাম,
 স্বামী হেতু শিব পূজে মাগে মনস্কাম ।
 অমর পাইতে স্বামী মনে অভিলাষ,
 উদ্ধাসনে^{২৭} আছে^{২৮} কন্যা শঙ্করের পাশ ।
 কন্যার তপস্যা দেখি চিন্তিলেক হর,
 দেবীর সহিতে গোথ' দ্বন্দ্ব^{২৯} হইছে বড় ।
 কোনমতে বিরোধ না হএ সমাধান,
 গোথের পাশেতে এই কন্যা দিল দান ।
 সেবক বৎসল হর কৃপাএ বলিল,
 গোথ'নাথ স্বামী বর তোমাতে যে দিল ।
 অমর নাহিক কেহ সংসার ভিতর,
 যতি সতী গোথ'নাথ তোরে দিল বর ।^{৩০}
 শুনিয়া যে গোথ'নাথ ভাবিল সঙ্কট,
 ভাল বর দিল হর কারিয়া কপট ।^{৩১}
 গোথ' বলে গুরুবাক্য পালিবারে চাই,
 শিবের বচনে কন্যা বরিল জামাই ।

২৪ (ভ)-এর পাঠ

২৫ অ দেবী

২৬ (ক) গন্ধর্ব্বর রাজহুতা, অ গার্তসের রাজহুতা,
 পা গর্তন্ত

২৭ (ক) উদ্ধপদে

২৮ পা মাগে

২৯ পা দ্বন্দ্ব

৩০ (ভ) স্বামী হইতে তোমাতে তাহারে দিল বর

৩১ পা, (ভ) প্রকট

স্বামী পাইয়া বিরহিণী চলি গেল ঘর,
 নাথেরে লইয়া গেল পুরার ভিতর।^{৩২}
 তবে যদি^{৩৩} নাথে [মনে] জ্ঞানে হইল ভর,
 ছয় মাসের শিশু হইল মন্দির ভিতর।
 দুঃখ^{৩৪} খাইতে চাএ শিশু কান্দে উহা উহা,
 তা দেখিয়া রাজকন্যা হইল আচাভুয়া।
 ভাল স্বামী বর পাইলাম দুঃখ খাইতে চাএ,
 শুনি কি বলিব মোরে বাপ আর মায়ে।
 হাসিব সকল লোকে করিলাম অকাজ,^{৩৫}
 বর না পাইল আমি পাইল মহালাজ^{৩৬}।
 মনেতে পাইয়া দুঃখ অনেক^{৩৭} কান্দিল,
 কান্দিতে কান্দিতে কন্যা বিমসিয়া^{৩৮} চাইল।
 গোর্থ হেন স্বামী পাইলাম মায়ার চরিত,
 মায়া করি ভাড়িয়া যাইতে লয়ে^{৩৯} চিত।
 এ বলিয়া রাজকন্যা স্তব^{৪০} আরম্ভিল,
 কপট কবিয়া কিছু^{৪১} কহিতে লাগিল।

৩২ (ভ)-এর পাঠ

৩৩ (ক), অ বতি

৩৪ অ, (ভ) স্তন

৩৫ (ক) কি করিলুম কাজ

৩৬ (ভ) এর পাঠ,

পা বর পাইয়া মোহি সম্পূর্ণ পাইলাম লাজ

(ক) বর না পাইলুম মুই পাইলুম বর লাজ

৩৭ অ, (ভ) বহুল

৩৮ (ক. বি.) বিমরসি

৩৯ (ক. বি.) মায়াৰূপে ভাড়িতে থাকে তার আছে

৪০ (ক) সেবা, (চ) স্তুতি

৪১ (ক. বি.) ছাড়ি নারী, (ভ) করজোড় করি নারী

মহাদেবের বরে স্বামী পাইলাম তোমারে,
 কপট করিয়া কেনে ভাড়িতে চায় মোরে ।
 কপট করিয়া যদি ছাড়য় আমারে,^{৪২}
 নারী বধ দিব আমি তোমার উপরে ।
 কুমারীর বাক্য^{৪৩} শুনি হাসিতে লাগিল,
 কল্যা সম্বোধিয়া তবে অনেক কহিল ।
 তোমারে ভাঙিল হরে কপট করিয়া,
 কহিব সকল কথা না করিব মায়া ।^{৪৪}
 স্ত্রীপুরুষ নাই আশ্রি^{৪৫} নাই বীৰ্য্য বল,
 শুখনা কাষ্ঠের মত শরীর সকল ।
 গন্ধহীন পুষ্প আমি মান্দারের ফুল,
 শরীরেতে রস নাই কাষ্ঠ সমতুল ।
 তবে আমি সিধার সঙ্গতি^{৪৬} কিছু ধরি ।
 আমার বচন এক শুন গ সুন্দরী ।
 অমর পাইবা পুত্র জানিঅ নিশ্চয়,
 মোহর কাছটি জান সর্ব^{৪৭} সিদ্ধি হএ ।
 এই কর্পটি ধুইয়া^{৪৮} ভুল কর পান,
 সিদ্ধা পুত্র জন্মিব দেখিবা বিত্তমান ।
 গোথের বচন কল্যা শিরেতে বন্দিআ,
 কর্পটি পাখালি^{৪৯} জল খাইলেস্ত গিয়া ।

৪২ (ভ) কপট ছাড়িয়া যদি না ত্যজ আমারে

৪৩ (ক. বি.) নারীর বচন

৪৪ (ভ)-এর পাঠ

৪৫ (ক)-এর পাঠ

৪৬ অ শক্তি

৪৭ (ক)-এর পাঠ, (ভ) আমার কর্পটি জলে সর্ক

৪৮ (ক. বি.) পাখাল

৪৯ পা ধুইয়া

গোৰ্খের কৰ্পটি খুইআ যদি ঝাইল পানি,
 সেইজলে ৫০ গৰ্ভ হইল কণ্ঠা বিরহিণী ।
 দশ দণ্ড গতে ছাআল প্রসবিল,
 সৰ্ব্বাজে সিধার বেশ সাক্ষাতে দেখিল ।
 দেখিয়া যে গোৰ্খনাথ মন্ত্ৰ আউড়িল, ৫১
 শ্ৰী কৰ্পটিনাথ ৫২ করি তাহার নাম খুইল ।
 কণ্ঠা ঘরে এড়ি ৫৩ তবে গোৰ্খ চলি গেল,
 বিজয়া নগর ছাড়ি বকুলেত আইল ।
 বকুলের তলে নাথ আসন করিল,
 হেনকালে কানফা যাএ যতিএ দেখিল ৫৪ ।
 ঝড় সম যাএ যোগী পবনের ৫৫ গতি,
 তরুতলে বসি আছে গোৰ্খ মহাযতি ।
 ছায়াতে ৫৬ শরীর খান দেখে ততক্ষণ,
 মাথা তুলি চাহিলেন্ত গোৰ্খ মহাজন ।
 এ মত আছএ সিধা বসুধা ভিতর,
 মোরে না মানিয়া যায় ৫৭ কিসের অন্তর ।
 মনেতে ভাবিয়া গোৰ্খ বড় ক্রুদ্ধ হইল, ৫৮
 বান্ধিয়া আনিতে তারে পানাই ৫৯ পাঠাইল ।

৫০ (ক) খনে

৫১ (ক. বি.) আছতিল, (ভ) ধ্যান আরম্ভিল

৫২ পা শ্ৰীখুআজ, (ক. বি.) শ্ৰীরিধোআজ

৫৩ (ক) সছোধিয়া, (ভ) সজ্জাযিয়া

৫৪ (ক. বি.) আলক আসনে, (ভ) শৈশ্বেত গমনে, (ক) আলগ বিদ্বানে

৫৫ পা জলধের

৫৬ (ভ) ছায়ার

৫৭ (ক. বি.) আন্ধারে না করে যাক্ত

৫৮ (ক. বি.) ক্রোধ গোৰ্খ কৌটাইল

৫৯ (ক. বি.) পানাত্বে, (ক) পানাক

পানাএ তাহারে গিয়া ধরিলেক^{৬০} বলে,
 নামাইল আসন তার ^{৬১} ধরিয়া আঞ্চলে।
 কানাইরে^{৬২} দেখি গোথ বলিলেক রোষে,
 মোর পরে আসনে যাও কেমন^{৬৩} সাহসে।
 গোথের বচনে কানাই^{৬৪} ভয়যুক্ত হইয়া,^{৬৫}
 আমার বচন নাথ শুন মন দিয়া।
 ত্রিভুবনে জানে তুমি যতি গোরখাই,
 একেশ্বর থাক তুমি গুরু কুন ঠাই।
 বড়াই না ছাড় গোথ জয় কোন ফলে,
 তোর গুরু পড়ি আছে কামিনীর^{৬৬} ভোলে।
 মোর গুরু চাইতে বেড়াই^{৬৭} ত্রিভুবন,
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোর তথাতে^{৬৮} গমন।
 দেখিলাম মীননাথর বল শক্তি নাই,
 বগুলাটি বুঝে যেন আহাৰ ধেয়াই।^{৬৯}
 অজ্ঞান হইছে মীন জ্ঞান নাই তার,
 শরীরেত বল নাই অস্থিচর্ম্ম সার।
 দশন গলিত তান পাকিছে মাথার কেশ,^{৭০}
 কামিনীর কোলেতে আছে মরণ প্রবেশ^{৭১}।

৬০ পা ধরিলেস্ত

৬১ পা হতে

৬২ পা কানফায়ে

৬৩ পা মোর উপরে আসন করহ

৬৪ পা কানফা

৬৫ (ক.বি.) ডরে ডরাইয়া

৬৬ (ক), (ভ) কদলির

৬৭ (ক. বি.) বেড়াম

৬৮ পা এথাতে

৬৯ (ক.বি.) বউলা ঘুরএ যেন আহাৰ হারাই

৭০ (ক), (ক. বি.) তার আষু মাত্র শেষ

৭১ (ক) কোলে মীন তেজে নিজ ভেস

তাহার পশ্চাতে গেলাম যমের আলয়ে,^{৭২}
 তথাতে দেখিয়া আইলাম মীনের নির্ণয়ে।^{৭৩}
 তিন দিন বাকী আছে আয়ু হইল শেষ,
 নিবारे^{৭৪} যমের দূতে হইছে আদেশ।
 যদি সে আছএ গোর্খ কলঙ্কের ডর,
 ঝাটে গিয়া তোর গুরু[র] প্রাণ,^{৭৫} রক্ষা কর।
 তত্ত্বকথা কহি আমি শোন গোরখাই,
 হেন বুদ্ধি চিন্ত্ত রক্ষা পাউক মীনাই।
 কানাইর^{৭৬} বচনে গোর্খ বলিলেক রোষে,
 আপনে না জান তুমি মোরে বল কিসে।
 তোর গুরু বন্দী হইল মেহারকুল দেশে,
 নিশ্চয়এ জানিএ আমি^{৭৭} তাহার উদ্দেশে।
 মেহারকুলেতে আছে ডাকিনী ডেঙ্গানী,^{৭৮}
 মৈনামতী নাম তার রাজার ঘরিণী।
 ঈশ্বর যে হতে সেই তবে জ্ঞান পাইল,
 পৃথিবীতে জ্ঞানী হেন নাম যে ধরিল।^{৭৯}
 বিধবা যে সেই নারী পুত্র রাজেশ্বর,
 দৈবগতি হাড়িফাএ বঞ্চে তার ঘর।

৭২ (ক) ভুবন

৭৩ (ক) তাহার লিখন

৭৪ পা নিতে

৭৫ পা পিণ্ড

৭৬ পা কানফার

৭৭ (ক. বি.) জান মর্ষ

৭৮ (ক. বি.) এক জাতি ডাকিনী, (ক), অ জ্ঞানী এক জানি যে যোগিনী,

(ভ) বড়ি ডাকিনী

৭৯ (ক) ঈশ্বরের হতে সেই পাইল মহাজ্ঞান, জ্ঞানী নাই পৃথিবীতে তাহার সমান।

তান পুত্রে বার্থী পাইয়া বাঙ্কিয়া রাখিল,
 মৃত্যুকার ঘর করি তাহাকে রাখিল ।
 হস্তী সব বন্দী ৮০ থাকে তাহার উপর,
 নিরন্তর বধে সিধা তাহার অন্তর ৮১
 দুইজনে পাইল দুই গুরুর উদ্দেশ,
 দুইজনে হৈল তবে উনমত্ত ৮২ বেশ ।
 যার যেই গুরু রএ চলিল সেই দেশ, ৮৩
 কানফা ৮৪ চলিয়া গেল মেহারকুল দেশ ৮৫
 ভাবিয়া চিন্তিয়া চাএ যতি গোরখাই,
 যমপুরে গিয়া আগে গুরুর লেখা চাঞি ।
 সিদ্ধের ঝুলি সিদ্ধ খাতা ৮৬ তুলি দিল গাএ,
 হাতে লাঠি লৈল নাথ পানাই দিল পাএ ।
 এহিমতে গেল গোথ যমের আলএ, ৮৭
 সভাকরি যমরাজা বসিয়া আছএ ৮৮

৮০ পা বাঙ্কি

৮১ (ক) মাটির ভিতর

৮২ (ভ) তেনমত

৮৩ অ একখান গুআ দুইখান করি থাএ, যার যেই গুরুর উদ্দেশে চলি থাএ ।

(ভ) কোলাকুলি করি তারা একত্রে বসিল, যার যেই গুরুর যে উদ্দেশে চলিল ।

৮৪ (ক.বি.) কালুফা

৮৫ অতঃপর (ক)-এর পাঠ,

গোথ নাথ চলি গেল গুরুর উদ্দেশ ১অ কদলি

(ভ)-এর পাঠ,

কানফা চলিয়া গেল মেহারকুলেত,

ততক্ষণে গোর্থনাথ চলে, কদলিত ।

৮৬ অ কাথা

৮৭ পা ভুবন

৮৮ পা বসিছে দেআন

গোর্খেঁরে দেখিয়া যমে সন্তাষা করএ,
 আইস আইস বলি তবে বলে মহাশএ ।
 সন্তাষা করিল তানে সানন্দিত মনে,
 হাতে ধরি বৈসাইল আপনা^{১৯} আসনে ।
 যমরাজে বলে শোন গোর্খ মহাযতি,
 কি কারণে এথাতে গমন মহামতি^{২০} ।
 গোর্খনাথে বলে শুন যম^{২১} অধিকারী,
 যোগীকে আনিতে চায় তোমার যে পুরী ।^{২২}
 অনাদি নিধন জ্ঞান মৌন মহাশয়,
 গুরুশাপে কদলীতে পাইল পরাজয় ।
 ভুলিয়া রহিছে মৌন কদলীর পুরী,
 তাহারে তলপ কেনে ধর্ম্ম অধিকারী ।
 যোগী যদি আনিতে চাহ আপনা ভুবন,
 চল যাই তোন্ধি আন্ধি ব্রহ্মার সদন ।
 বিষয় কারণে তুমি না চিন আপনা,
 ভালমতে ভাবি চায়^{২৩} আন্ধি কুন জনা ।
 আমার যতেক বল জানিবা যখন,
 যমপুরী সমে^{২৪} তোরে করিমু গ্রহণ^{২৫} ।
 কে দিল বিষয় তোরে কহ মোর ঠাই,
 কহহ করি গোখেঁ উঠিএ কৌটাই^{২৬} ।

১৯ পা হাতেতে ধরিয়া না থ বৈসাল

২০ (ক. বি.) আগমন কহ গোর্খ মহাযতি

২১ (ক) ধর্ম্ম, (ক. বি.) মৃত্যুর

২২ (ক), (ক. বি.) আন্ধার বচন শুন অবধান করি ; অতঃপর ছয় ছত্র (ক) ও
(ক. বি.)-র পাঠ ; আদর্শ পুঁথিতে নেই

২৩ (ক. বি.) বিষয়ি চাহ তোন্ধি

২৪ (ক. বি.) পৃথিবী সহিতে

২৫ (ক, বি.) ভক্ষণ

২৬ পা কহ কহ যমরাজা কহ শুন চাই

সাক্ষী হ'অ চল্ল সূর্য্য সর্ব্ব দেবগণ,^{২৭}
 ক্রোধ করি কামবাণ সান্ধে ততক্ষণ ।
 ছঙ্কার করিয়া গোর্থ কামে কৈল মন,
 টলমল কাপে যত যমের ভুবন ।
 গোর্থের দেখিয়া ক্রোধ যম কাপে ডরে,
 যতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে^{২৮} ।
 একে একে যত বহি^{২৯} চাএ বিচারিয়া,
 আপনা গুরুর লিখা নেয়ন্তু উধারিয়া ।
 শুনিয়া যথেক^{৩০} কথা হরাযত মন,
 পুছিআ গুরুর নাম ফালাইল তখন^{৩১} ।
 লিখন মুছিয়া নাথ বলিল বিশেষ,
 আর না করিঅ যম^{৩২} এহেন^{৩৩} সাহস ।
 লিখন মুছিয়া নাথ আইল চলিয়া,
 পুন বকুলের তলে আসি হইল থিআ^{৩৪} ।
 যতি নাথে বলে লঙ্গ মহালঙ্গ ভাই,^{৩৫}
 ভাগ্যফলে রক্ষা পাইল ঈশ্বর মীনাই ।
 ভাইগ্যে যে কানফাএ মোরে দিল খুটা,^{৩৬}

- ২৭ পা সাক্ষী হইয় [সাক্ষী] হইয় যত দেবগণ
 ২৮ পা দিল গোর্থেরে
 ২৯ পা পাঞ্জি, (ক) কাগজ
 • পা চাএ মন দিয়া
 ১ পা যমের
 ২ অ মুছিল কাগজ চাহি^৩ গুরুর লিখন, ১ (ক. বি), অ লেখা
 ৩ পা তুমি
 ৪ পা এমন
 ৫ পা বকুলের তলে আসি রহিল বসিয়া, (ক)হইলেক থিয়া
 ৬ (ক. বি.) লঙ্গ অলঙ্গ মহাভাই
 ৭ (ক. বি.) ভাগ্যে সে কালুফা যোগী মোরে দিল খোটা

লিখন মুছিয়া যমের বুদ্ধি কৈলুম ঘাটা^৮ ।
 গুরু নামে কাটা^৯ দিয়া আঠলাম যমপুরী,
 এড়াইলুম সিধার খুটা রাখিলাম সম্বরী^{১০} ।
 মায়াতে করিল বন্ধ^{১১} যোলশ কদলী,
 যতেক আছিল রস^{১২} সব নিল হরি ।
 সাত পাচ ভাবি গোথ মনের ভিতর,
 কেমনে চেয়ামু মুই^{১৩} গুরু মোচন্দর ।
 নিজরূপ ধরি যদি কদলীতে যাই,
 ভোলেতে পাড়িছে গুরু দৈবে দেখা পাই ।
 গোথনাথে বলে লঙ্গ মহালঙ্গ ভাই,
 ১৪ ব্রহ্মরূপে আনিবাম গুরুরে ছাড়াই^{১৫} ।
 লঙ্গ মহালঙ্গ দুই তান আজ্ঞাকারী,
 যারে যেই আজ্ঞা করে পালে শীঘ্র করি ।
 লঙ্গ মহালঙ্গ দুই দূতে আজ্ঞা পাইল,
 আজ্ঞা অনুক্রমে দুই মনে সার কৈল ।
 নাথে বলে ঝাটে চল বিশ্বকর্মার ঠাই,
 আমার সম্বাদ তানে কহিহ বুঝাই ।
 তান ঠাই আশ্কার কহিবা কার্যকথা,
 সোনার তাড়ে গঠিয়া যে দেএ যোগ্য পৈতা ।

৮ পা লিখন মুছি বান্ধিলাম যমেরাজ ঘাটা

৯ অ নাম কাটি

১০ পা সমরি

১১ (ভ) কায়্য শুষি খাইলেক, অ কায়্য সূঠা কৈল গুরুর

১২ (ক) বল

১৩ পা চেলাইব, অ চেতাইমু

১৪ (ক) দ্বিজ

১৫ অ চেতাই, (ক), (ক. বি.) ব্রাহ্মণের রূপে আশ্রি গুরুকে চেয়াই ; অতঃপর

ছয় ছত্র আদর্শ পুঁথিতে নেই

সুবর্ণে গড়িয়া^{১৬} মোরে দেউক এক লাঠি^{১৭} ।
 সুবর্ণের পীঠী^{১৮} দেউক কাছটি সজ্জতি ।
 নাথের আজ্ঞাএ লজ্জ করিল গমন,
 বিশ্বকর্মা স্থানে কএ সব বিবরণ ।
 কদলীর ভোলে মৌননাথ পড়ি আছে,
 তাহারে চেয়াইতে^{১৯} নাথ গোথ^{২০} যে চলিছে ।
 যোগীরূপে যাতে নারে কদলীর দেশ,
 ব্রাহ্মরূপে নাথে তবে করিতে^{২১} প্রবেশ ।
 ব্রাহ্মণের সজ্জন^{২০} দিতে আদেশ করিছে,
 পথ নিরীক্ষিয়া যেন গোথ^{২১} রৈয়াছে ।
 বিশ্বকর্মাএ গুনিল নাথের সহ্যদ,
 সুবর্ণের সজ্জন দিল অধিক^{২২} মৈজ্জাদ ।
 বাটা ভরি সৈজ্জ লৈয়া আইল মহালজ্জ,
 দেখিয়া সুবর্ণ সৈজ্জ হইল বড় রজ্জ^{২২} ।
 গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোটা,
 মাথেতে আলগা ছাতি লজ্জ লইল লোটা ।

১৬ (ক) ত্রিকড়ি

১৭ (ক. বি.) -র লাঠি দিতে সুবর্ণের হাতী

১৮ অ পিড়ি

১৯ অ উদ্দেশে

২০ পা বেশ, (ক) সাজ

২১ (ক), (ক. বি.) করিয়া

২২ (ক. বি.) উপজিল রজ্জ ; অতঃপর চারি ছত্র (ভ) এর শুদ্ধিকৃত পাঠ ; আদর্শ
 পুঁথিতে নেই । এই অংশের (ক), (ক. বি) পাঠ,

গলাত মগুণ মোতা কপালে দিল ফোটা,

মাথায় আলগ ছাতি কণ্ঠে যোগ-পাটা ।

হাতে তুলি লইল নাথ সুবর্ণের ডাক,

আগে পাছে দুই দূত লজ্জ মহালজ্জ ।

আগে পাছে দুই শিষ্য লক্ষ মহালক্ষ,
 হাতে তুলি লইল নাথের সুবর্ণের ভাণ্ড ।
 ধরিয়া ব্রাহ্মণ বেশ গোর্খনাথ যাএ,
 একদৃষ্টে কদলীতে সবার রক্ত^{২৩} চাএ ।
 নমস্কার করিলে কএ হইঅ দীর্ঘ আই,
 এ বার বৎসর হউক সবার পরমাই ।
 যতিনাথে বলে লক্ষ উলটিয়া যাই,
 ব্রাহ্মণের রূপে গুরুর দেখা নাহি পাই^{২৪} ।
 ব্রাহ্মণে দেখিয়া লোকে করে নমস্কার,
 আশীর্ব্বাদ না করিলে বলিবেক ছার ।
 সিধার বচন ব্যর্থ নাহি কদাচন,
 আশীর্ব্বাদ করিলে নাই সভার মরণ ।
 এ বলিয়া যতিনাথ আইল উলটিয়া,
 (পুনরপি যোগী হইব কর্ণে কড়ি^{২৫} দিয়া^{২৬})
 নাথ বলে শুন লক্ষ মহালক্ষ ভাই,
 যোগীরূপে আনিমু গুরুকে চেয়াই^{২৭} ।
 এ বলিয়া যতিনাথ আসন তুলিল,
 লক্ষ মহালক্ষ দুই সংহতি লইল ।
 আসন তুলিয়া নুনাথ শূণ্ণে কৈল ভর,
 সাচান উড়এ যেন গগন উপর ।

২৩ (ক. বি.) সূতা সবে

২৪ পা না আনিয় গুরুরে চেলাই, (ক. বি.) আঙ্গি আনিমু চেয়াই

২৫ (ভ) কুণ্ডল

২৬ (ক.), (ক. বি.) পুনি বকুলের তলে হইলেক থিহা

২৭ (ক) গুরুরে আনিব আঙ্গি যোগিরূপে যাই

পা এইরূপে না আনিয় গুরুরে চেতাই

চলিতে চলিতে নাথ কদলীতে^{১৮} যাএ,
 গগনে থাকিয়া নাথ কুতূহলে^{১৯} চাএ ।
 অঘোর^{২০} নগর চাএ যায় ধীরে ধীরে,
 চন্দ্র সূর্য্য যেন মতে পৃথিবীতে ফিরে^{২১} ।
 বায়ুরূপে^{২২} যাএ নাথ জলদের^{২৩} ছলে,
 রাজ্যেতে^{২৪} পতাকা উড়ে প্রতি ঘরে চালে^{২৫} ।
 আড়ে আড়ে চাএ নাথ শূন্যে ভর করি,^{২৬}
 মঙ্গল বিধানে দেখে কদলীর পুরী^{২৭} ।
 একে একে গোথনাথে সর্ব পুরী^{২৮} চাএ,
 অশুক চন্দন গন্ধ সর্ব^{২৯} স্থানে^{৩০} পাএ ।
 গোথে বলে এহি রাজ্য অতি বড় ভোলা,^{৩১}
 চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা ।
 কদলীর প্রজাএ^{৩২} পৈরে^{৩৩} পাটের পাছড়া
 প্রতি ঘরে চালে দেখি সোনার কোমড়া^{৩৪} ।

- ২৮ (ক) গগনেত, (ক. বি.) কথদূর, (ভ) চাহিতে চাহিতে
 ২৯ (ভ) যত দেবগণে
 ৩০ (ক. বি.), অ আগর
 ৩১ (ক. বি.), (ক) বেহারে
 ৩২ (ক) পথে, অ সম
 ৩৩ (ক. বি.) পবনের, (ভ) বিদ্যাতের
 ৩৪ (ক) রত্ন মনি
 ৩৫ (ক. বি.) রাজ্য বেড়ি পতকা দেখে প্রতি চালে চালে
 ৩৬ পা করি ভর
 ৩৭ পা -লি প্রচুর
 ৩৮ (ক), (ভ) রাজ্য
 ৩৯ পা স্থানে
 ৪০ (ক) রাজ্যে
 ৪১ (ক) ভালা
 ৪২ পা সেই দেশের লোকে
 ৪৩ অ পিছে
 ৪৪ অ স্বর্ণের ঝাড়া

কার পুঙ্গবীর জল^{৪৫} কেহ নাই খায়ে,
 মণিমাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুখায়ে ।
 একেক রাউআলের ঘরে সাত পাচ^{৪৬} মাই,
 ষোল শত কদলী মাঝে একেশ্বর মীনাই ।
 স্থান স্থানে দেখে সব অঘোর^{৪৭} নগর,
 সকল নগর দেখে উছ উছ^{৪৮} ঘর ।
 সুবর্ণের ঘর দ্বার রত্ন বিভূষিত^{৪৯},
 দেশের নিবাসী যত সুবর্ণে ভূষিত^{৫০} ।
 রাজ্যের কৌতুক নাথ দেখে বড়^{৫১} রঙ্গ,
 প্রতি ঘরে শয্যা দেখি নেতের পালঙ্গ^{৫২} ।
 ধন্য ধন্য রাজ্য তবে তাহারে বাখানি^{৫৩},
 সোনার কলসে সব লোকে খাএ পানি ।
 রাজ্যের কৌতুক নাথ দেখে আচাভূয়া,^{৫৪}
 গুরুর সরোবরে তবে মিলিল আসিয়া^{৫৫} ।
 উত্তম পুঙ্গবী দেখে সুনির্মল জল,
 হংস চক্রবাক তাতে পঙ্কজ উৎপল^{৫৬} ।

৪৫ (ক) পোখরির পানি

৪৬ (ক) দুইচারি

৪৭ পা আগের, (ক) অমরা, অ পাষাণের ঘর, (ক. বি.) অগর

৪৮ (ক) উচ্চ উচ্চ, (ভ) বড় বড়

৪৯ (ক. বি.) রতনে রচিত, অ জড়িত, (ক) পতাকা রচিত

৫০ (ক) সকল দেশের লোক রতনে ভূষিত

৫১ (ক. বি.) ভাল

৫২ (ক. বি.) পাটঙ্গ, (ভ) মীননাথ রহিয়াছে যুবতীর সংহ

৫৩ (ক. বি.) গুরু টেনা বাসাখানি, (ভ) ধন্য রাজ্য গুরুদেব করিল বাসাখানি

৫৪ (ক. বি.) সর্ব রাজ্য দেখে নাথ দর, (ভ) এক সময়

৫৫ (ক. বি.) গুরু দিছে সরোবর মিলিলেক গিয়া

৫৬ পা চরে ফুটে পদ্মফুল; অতঃপর চারি ছত্র (ক) ও (ক. বি.)-র পাঠ;
 আদর্শ পুঁথিতে নেই

চারি পাড়ে নানা তরু পরম সুন্দর,
 আম কাঠোয়াল আর গুয়া নারিকল ।
 তাল খাজুর আর নানাবর্ণ ফুল,
 তাহার দক্ষিণ^{৫৭} পাড়ে উত্তম বকুল ।
বকুলের তলে দেখে^{৫৮} নিশ্চল আছে স্থল,
 আসন নামাইয়া বৈসে বকুলের তল^{৫৯} ।
 আসনে বসিয়া নাথ ভাবে মনে মন,
 কেমতে জানিব আমি রাজ্যের বিবরণ ।
 কার ঠাই পুছিবাম কে কহিব সার,
 কেমতে জানিব আমি দেশের ব্যবহার^{৬০} ।
 সাত পাচ ভাবিয়া পণ্ডিত গোরখাই,
 কাকত কলসী এক^{৬১} কদলীর মাই ।
 তরুতলে বসি আছে গোথ^{৬২} মহামুনি,
 সাক্ষাতে^{৬৩} মিলিল আসি নগর-যোগিনী ।
 জল ভরিতে আইল সরোবর তীরে,
 গাভুর যোগীরে দেখি ঢালে আর ভরে ।
 দেখিয়া নাথের কপ পড়ি^{৬৪} গেল ভুলে,
 হানিল মদনবাণে ভেদিল শরীরে^{৬৫} ।

৫৭ পা, (ভ) উত্তর

৫৮ (ক. বি.) ছায়ায় দেখি

৫৯ (ভ) নাথ হরি হরি বোলে

৬০ (ক. বি.) রাজ্যের সমাচার

৬১ পা লৈয়া আইল

৬২ (ভ) আচম্বিত

৬৩ (ক. বি.) নারী

৬৪ অ ভেদিলেক শরে, (ভ) মদনরূপ শরীরের দলে ; অতঃপর দুই ছত্র

(ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ : আরও,

মনমত্ত হইয়া নারী আন নাহি লএ,

চলিল সুন্দর কন্যা তেজি লাজ ভয় ।

চাহিতে চাহিতে নারী নিকটে আইল,
 আপনার গুণ-কথা কহিতে লাগিল।
 নয়নের ঠার দিয়া^{৬৫} কথা কহে ছলে,
 বঞ্চেত নাহিক বস্ত্র^{৬৬} রত্নহার ছলে।
 কোথা হতে আইলা যোগী কোথাএ তোমার^{৬৭} ঘর,
 কি হেতু আসিয়াছ^{৬৮} কদলীর নগর।
 যে ধরিয়া দেশে রাজা^{৬৯} ঈশ্বর মৌনাই,
 সে ধরিয়া পরদেশী যোগীর দেখা^{৭০} নাই।
 যে ধরি দেশেতে^{৭১} রাজা মৌন অধিকারী,
 সেই ধরি না দেখিএ যোগী^{৭২} দেশান্তরী।
 পরদেশী^{৭৩} যোগী পাইলে মৌনে^{৭৪} নি জ্ঞাএ ধরি,
 দক্ষিণ মশানে^{৭৫} নিয়া তারে ফালাএ মারি।
 লাখে লাখে যোগী সব ফেলাইল মারি,
 মরা যোগীর গন্ধে পথে চলিতে না পারি।
 যতেক মরয়ে যোগী আসিয়া কদলী,
 ঘুণাএ না খাএ মাংস শকুনি শৃগালী।
 কত যোগী কদলীতে দিয়া আছে শালে,
 সে সব খাইয়া মত্ত দেশের শৃগালে।^{৭৬}

৬৫ অ করাঙ্গুলি নাচাইয়া, (ক) হাতের জে সান দিয়া, (ভ) কটিদেশে হাত দিয়া

৬৬ (ক) পয়োধরে বস্ত্র নাহি, (ক. বি.) পণ্ডদেশে

৬৭ (ক. বি.) কথা থুন আসিছ যুগী কোন দেশে

৬৮ (ক. বি.) আসিছ তুষ্কি

৬৯ (ক) জখনে হইছে রাজা

৭০ (ক) তদবধি এহি দেশে বিদেশী যোগী

৭১ (ক) জখনে হইল

৭২ পা সে ধরি না আইসএ যোগী

৭৩ (ক. বি.), (ভ) প্রদেশী

৭৪ (ভ) চরে

৭৫ (ক), (ক. বি.), (ভ) পাটনে

৭৬ (ক. বি.)-র পাঠ; আদর্শ পুঁথিতে নেই

মঙ্গলা কমলা দুই রাজ-পাটেশ্বরী,
 তাহার সেবক হএ যোল শত নারী ।
 বুড়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল,
 গাভুর যোগী পাইলে তুলি দেয় শাল ।
 আধা বসের যোগী পাইলে কোমরে তুলি^{১১} কাটে,
 পোলা বস্ত্রা^{১২} পাইলে পাটাতে তুলি বাটে ।
 সুন্দর তোমারে দেখি পুড়ে^{১৩} মোর মন,
 তে কারণে কই আমি স্বরূপ^{১৪} বচন ।
 ধন্য ধন্য অএ যোগী ধন্য বাপ মায়,
 ননীৰ শরীর তোমার সুবর্ণ-বর্ণ^{১৫} গাও^{১৬} ।
 না জানঅ এহি দেশে কেমত ব্যবহার,
 বিদেশে আসিছ তুমি না জান আচার ।
 ১৭না জানিয়া ভালমন্দ আইলা এই দেশে,
 বিপথে মরিতে আইলা কহিলাম বিশেষে ।
 { ১৮কহে ভীমসেন রাএ মনেতে ভাবিয়া,
 { কহিল অপূৰ্ব কথা নাচাড়ি রচিয়া ॥

- ৭৭ (ক) মৈথ্য দেশে
 ৭৮ পা পুল যোগী
 ৭৯ (ক) দহে
 ৮০ (ক) সে সব
 ৮১ (ক) লুহিত বরণ
 ৮২ পা সোনার শরীর তোমার সুন্দর যে পাও ; অতঃপর দুই ছত্র (ক)-এর
 অতিরিক্ত পাঠ
 ৮৩ এই দুই ছত্রের বিভিন্ন পাঠ,
 অ এথা আইলা এই দেশের ন বুজিয়া মূল,
 বিপদে নিব তোরে আনিয়াছে ভুল ।
 (ক. বি.) বিপদে তোমারে এথাএ,
 (ভ) তব না জানিয়া যোগী এথাতে আইলা,
 এদেশে আসিয়া তুমি বিপাকে পড়িলা ।
 ৮৪ এই ভনিতাংশ আদর্শ পুঁথির বিশিষ্ট পাঠ

। নাচাড়ি দীর্ঘছন্দ ।

নাথের দেখিয়া রূপ কহে নারী স্বরূপ
 শোন শোন বৈদেশী যোগিয়া,
 যত সব আমি কৈ সকল জানিয়া সহ^১
 আমার বাড়িতে^২ কহ গিয়া ।
 তোমার সাহস বড় মরণের নাই ডর^৩
 নাই জান দেশের ব্যবহার,
 কোতোয়ালে নিব ধরি ভাঙ্গিবেক গাভুরালি
 তুলিয়া দিবেক নিয়া শাল ।
 যে ধরি মৌন অধিকারী না আসে যুগী^৪ দেশান্তরি
 এই সব কহিলাম বাণী,^৫
 আর দেশে যায় যোগী দেশে দেশে খাইবা^৬ মাগি
 এই দেশের প্রমাদ যে গণি^৭ ।
 আমি তোমা কহি দড় আমার বচন ধর
 চল যোগী আমার যে বাড়ী,
 এথাতে থাকিয়া যবে কোন জনে দেখে তবে
 ঝুলি কথা^৮ সব নিব কাড়ি ।
 আঞ্চলে ঢাকিয়া লিমু মণ্ডবেতে বাস দিমু
 খাবরী ভরিয়া দিমু ভাত,

- ১ (ক) জখ কিছু কহি আক্ষি মনে ভাবি চাহ তুমি, (ক.বি.) জানই সহি
- ২ (ক. বি.) বাসাতে
- ৩ (ক) মনেত করিছ দড়, (ভ) মনেত নাহিক ডর
- ৪ পা না আইসএ, (ভ) নাহি সএ
- ৫ পা এই দেশের প্রমাদ শুনিয়া
- ৬ অ ঘরে ঘরে থাএ
- ৭ (ভ) প্রাণ লৈয়া জাঅ পলাইয়া, পা এই দেশেতে না থাকিয় তুমি
- ৮ পা থাতা

নিতি নিরামিশ্র খাই ব্রাহ্মণী^৯ যোগিনী হই
 চল যোগী আমার বাড়িত^{১০} ।
 আমি কহি সত্য তব্ব লাগ পাইলে মৌনের দূত
 প্রাণী লৈব জানিয়া বৈদেশী,^{১১}
 চল তুমি মোর বাড়ি পালিয়ু যতন করি^{১২}
 যেন তুমি হইবা গৃহবাসী ।
 একলে কহিএ তোকে কোন জনে কেবা দেখে^{১৩}
 উঠ যোগী চল যাই ঝাটে,
 আগে আগে^{১৪} চল তুমি পাছে পাছে আসি^{১৫} আন্ধ
 কথা কৈবাম বাটে বাটে^{১৬} ।
 জোয়ানে জোয়ানে কথা হেঁট^{১৭} কেনে কর মাথা
 হাসি কেনে না চায়সি মুখ,
 শুনিয়াছি ইতিহাসে বসকালে নাহি দোষে^{১৮}
 তবে কেনে ভাব মনে দুঃখ ।
 যোগীর বাড়িত যোগী যাইবা অল্পজল স্থিতি পাইবা
 কার কিছু না হইব ভয়ে,^{১৯}

৯ পা ব্রাহ্মণের, (ভ) ব্রাহ্মণি আচার মুহি

১০ (ক) বাসাত

১১ পা প্রাণ লৈয়া না যাইবা দেশে

১২ পা চল যাই আমার বাড়ি পুষিবাম যত্ন করি

১৩ (ক. বি.) এখানে কহিতে তোকে কেনে কথা থাকি দেখে

১৪ (ক. বি.) হাটি

১৫ (ক. বি.) হাটি

১৬ পা কথা কৈব বাটে আর বাটে

১৭ (ক) হেঁট

১৮ পা জ্ঞানের নাইক লাজ, (ভ) বএসে নাহিক দোষ

১৯ (ক) কিবা আর হইবেক ব্যয়

তুমি আশ্রি জানীং জন একই কুলে^{২১} উতপন
 তাত কিছু দোষ নাই হএ।
 গাভুর যোগিয়া তুমি জোয়ান যোগিনী আমি
 যে-কথা কহিমু ব্যবহারে,
 সেবিবাম রাত্রিদিন না জানিবা ভিন্নভিন্ন
 যেই আশা থাকয়ে তোক্ষারে^{২২}।
 (আক্ষারে কাটিমু স্মৃতি তুমি যে বুনিবাং^{২৩} ধৃতি
 হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি,^{২৪})
 দিনে দিনে বেশ হইব সমপতি^{২৫} বাড়িয়া যাইব
 তবে যাইব কাথা^{২৬} আর কুলি।
 যখনে^{২৭} সমাজে যাইবা মৈত্র ঘটি^{২৮} মাগু পাইবা
 কথা কৈবা দুই হাত লাড়ি,
 নয়ানে নয়ানে চাএ ঠার দিয়া^{২৯} কথা কএ^{৩০}
 চল যোগী আমার যে বাড়ি ॥

২০ (ক. বি.) জ্ঞাতি

২১ অ, (ক. বি.) একগোত্রে

২২ পা শুইয়া থাকিব একাসনে, (ভ) অদীনেতে পালিমু তোমায়ে

২৩ পা কাটিমু চিকন স্মৃতি তুমি বুনিয়

২৪ (ক. বি) হাটে নিবে [বেচিলে] হএ কড়ি

২৫ (ক) সম্পদ

২৬ পা খাতা

২৭ (ভ) তবেত

২৮ (ভ) মধুস্তাণ্ড আগে

২৯ (ক) হাত লাড়ি

৩০ (ক) কহ

॥ পদবন্ধ ॥

হাসিয়া উত্তর দিল যতি গোরখাই,
 ভাল কথা কহিয়াছ কদলীর মাই ।
 মাগিয়া খাইয়ে^১ আমি বেড়াই নানা^২ দেশ,
 তোমার^৩ দেশেতে আসি^৪ করিলাম^৫ প্রবেশ ।
 শুনিয়া দেশের কথা বড় লাগে ভএ,
 মাগিয়া খাইতে আইলাম^৬ জীবন সংশএ ।
 কোন দেশে নাহি শুনি এমন প্রমাদ,
 কদলীতে রাজা হইয়া^৭ প্রাণী করে বধ ।
 ভাল কথা রাউলানীএ বলিলা^৮ বচন,
 মৌনেরে দেখিতে মোর অন্ধা লএ মন ।
 স্বকপ বচন কহ রাউয়ালের ঝিয়াই,
 কিক্রপে দেখিব আমি ঈশ্বর মৌনাই ।
 কিক্রপে^৯ যাইতে পারি তাহার যে^{১০} পুরী,
 কেমতে আসিতে পারি আপনা সমরি^{১১} ।

১ (ভ) খর্পছন্দ পয়ার, (ক) পয়ার ছন্দ

২ পা খাইতে

৩ পা দেশে

৪ (ক. বি.) এমত

৫ (ক. বি.) আসি

৬ (ক. বি.) না করি, (ক) এহি দেশে না পারিব করিতে, (ভ) এমত দেশেত

কেহ না করে

৭ অ আইলে

৮ (ক) কেনে, (ভ) রাজ্যেত নিয়া যুগী

৯ (ক) রাউলের ঝি গ কহিছ

১০ পা কনে রূপে

১১ (ভ) মৌননাথের

১২ (ভ) সমরি

কোম বুদ্ধি পাইব আমি তাহান ডুঅন,^{১০}
 কহ গ রাউয়ালের ঝি এসব^{১১} বচন ।
 নাথের বচন শুনি রাউলের ঝিআই,
 শুন কহি যেনরূপে দেখিবা মীনাই^{১২} ।
 পুরুষের গতি নাই পুরীর মাঝার,
 নাটুয়া যাইতে পারে মধ্যের যে দ্বার^{১৩} ।
 কোনরূপে যাইতে পারে মীনের সভাত,
 যাইতে নাটুয়া বেশে^{১৪} পারএ তথাত ।
 শোন শোন পরদেশী চল মোর ঘরে,^{১৫}
 মীনেরে দেখিবা তুঙ্গি নাটুয়ার ছলে^{১৬} ।
 নাটুয়ার সঙ্গে^{১৭} আমি করিব^{১৮} যুক্তি,
 মীনেরে দেখিয় তো^{১৯} নাটুয়া সংহতি ।
 নাথে বলে শোন কহি যোগীর কুমারী,^{২০}
 তোমার বাড়িতে আমি যাইতে না পারি ।

- ১০ (ভ), (ক. বি.) কেমনে পাইমু আমি মীনের দরশন
 ১৪ (ভ) যুগিনী কল্যা স্বরূপ
 ১৫ পা শোন শোন কহি আমি পরদেশী জুগাই
 (ভ) আমি কহি শুন দেখা পাইবা মীনাই
 ১৬ (ভ) নর্তকী সকল যাইতে আদেশ রাজার
 (ক) নাট নাটুয়া তারা পারে জাইবার
 ১৭ (ক) নাট নাটুয়া জাইতে, (ভ) ছল করি যাইতে
 ১৮ (ক) আশ্রয় বাড়িত তুঙ্গি চলহ সন্তরে
 (ক. বি.) চল আঙ্গি নিব ঘরে
 ১৯ পা নাটুয়ার বেশে মীন দেখাইব তোমায়ে ; অতঃপর (ভ)-এর পাঠ,
 নাটোয়ার সঙ্গি তোর করি দিব মিতা,
 মিনেরে দেখিবা তুমি নাটোয়ার ছোখা ।
 ২০ (ক) হইতে
 ২১ (ক) করি নিমু
 ২২ (ক), অ তুমি
 ২৩ (ক) ঝিয়ারি

তোমার ঘরেতে মোরে মনুষ্যে^{২৪} দেখিলে,
 মোরে তুলি খুটা দিব যতেক রাউয়ালে ।
 চল চল মাও তুমি চলি যায় ঘর,
 হইবা নাথের বরে সতীত্ব সুন্দর ।
 আর এক বর দিলাম দেখ গিয়া ঘরে,
 রত্ন সব ভরি আছে তোমার ভাণ্ডারে ।
 সুবর্ণের যত ঘর ভরি আছে চাউলে,
 হাসিয়া বোলান দিব তোমার রাউয়ালে^{২৫} ।
 ধর ধর যোগিনী অলঙ্কার ধর,^{২৬}
 ইহায়ে পরিয়া তুমি চলি যায়^{২৭} ঘর ।
 বুলিত ঢালিয়া দিল অষ্ট অলঙ্কার,
 অলঙ্কার পাইয়া দেবী হরিষ^{২৮} অপার ।
 চল চল যোগিনী চলিয়া যায় এবে,
 নাথের ব[চ]ন শুনি চলিলেন্ত তবে ।
 যাইতে নাথেরে এড়ি^{২৯} নাই চলে মন,
 ধীরে ধীরে যায় তবে^{৩০} মন্থর^{৩১} গমন ।
 মন-জুখে জল ভরি ধীরে ধীরে যায়,
 যাইতে নাইক শ্রদ্ধা ফিরি ফিরি চায় ।

- ২৪ (ক) তবে আশ্বাসে
 ২৫ অ, (ভ) তোর যুগী রাউলে
 ২৬ (ক) জে অষ্ট অলঙ্কার
 ২৭ (ক. বি.) তাহারে ভূষণ করি তুষ্টি চল
 ২৮ (ক), (ভ) নারী আনন্দ
 ২৯ (ক) নাথেরে এড়িয়া জাইতে
 ৩০ অ জাএ নারী
 ৩১ (ক) মউর, অ মধুর, পা মন্তের, (ভ) অমুজ

এড়িয়া যাইতে তান পায় নাই চলে,
 কতদূর গিয়া কুন্ত ভাঙ্গিলেক ছলে ।
 কুন্ত ভাঙ্গি কান্দে নারী ফুফাইয়া ফুফাইয়া,
 আরবার ফিরি আইল স্তন দেখাইয়া^{৩২} ।
 ভাঙ্গিল কলসী মোর যাইমু কেমনে,
 কোথাতে পাইমু কড়ি কলসী কিনিতে ।
 ভাঙ্গিল কলসী মোর তোমার কারণ,
 তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে মন ।
 তাহা শুনি নাথ হইল অধিক বিরস,^{৩৩}
 ঝুলিত^{৩৪} নিকালি দিল সোনার কলস ।
 চল চল যোগিনী আপনা ঘরে চল,
 আপনে ভাঙ্গিয়া কুন্ত^{৩৫} মোরে কর ছল ।
 মোকে লজ্জা নাই তোর পুনি আইলা কেনে,
 তুমি যেই চায় সেই নাই মোর সনে ।
 চল চল বলি^{৩৬} নাথে বলে ঘন ঘন,
 দিক লজ্জা নাই তোমার যাইতে না লএ মন ।
 ফিরি ফিরি কতদূর আইসে আর যাএ,
 ফোপাইয়া ফোপাইয়া কান্দে ফিরি ফিরি চাহে ।
 তা দেখিয়া যতিনাথে উকরে ফাফর,
 ত্রিভুবন সাক্ষী করি বলে যোগিবর ।
 সাক্ষী হইয় দেব ধর্ম মোর দোষ নাই,
 ফিরি ফিরি আইসে কেনে যোগীর ঝিয়াই ।

৩২ (ক) নাথ উদ্দেশিয়া, অ জুগীত ঝিয়াই

৩৩ (ভ) তাহাকে শুনিয়া নাথ হইল মহারোষ

৩৪ (ক. বি.) ঝুলি থুন

৩৫ (ক. বি.) ঝড়া

৩৬ (ক) করি, (ক. বি.) যতি

সাক্ষী হইয় চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হইয় তুমি,
 দ্বাদশ দণ্ডের বাড়ি মারি লক্ষ ভাজিবাম আক্ষি^{৩৭}।
 নিষ্ঠুর বচন শুনি যোগিনী চলিল,
 ততক্ষণে গোর্থনাথে আসন তুলিল।
 যোগী না দেখিয়া যোগিনী গেল ঘর,
 গোর্থনাথে চলি গেল মীনের অন্তর।
 মীনের দ্বারেতে গিয়া হইল উপস্থিত,
 রত্নময় পুরীখান দেখিল বিদিত।
 ৩৮ ধূত ধূত করি দিল শিঙ্গাতে যে ফোও,^{৩৯}
 চমকিয়া উঠিল মীনের সর্ব্ব গায়।
 পুরীর ভিতরে থাকি সিংহনাদ শুনি,
 আসে পাশে চাএ মীন নিজ মনে গুণি।
 সিংহনাদ শুনি মীনে করে ছলা ভোলা,^{৪০}
 কাড়িআ নিবारे আছইল^{৪১} মঙ্গলা কমলা।
 কৈ গেলি কৈ গেলি মোর মঙ্গলা ছয়ারী,
 আসিছে কেমন যোগী তারে আন ধরি।
 মোর দেশে আসি বেটা এত গাভুরাল,^{৪২}
 দক্ষিণ^{৪৩} পাটনে নিয়া তারে দেয় শাল^{৪৪}।

৩৭ পা ডান্ডের বারি দিয়া আমি ভাজিমু কাকালি, (ভ) বৈরাগী মারিয়া পাও
 ভাজিবাম আমি

৩৮ (ক) ধীরে ধীরে করিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ,
 চমকি চমকি উঠে রাজা মীননাথ।

৩৯ পা শিঙ্গনাদ জএ, (ভ) শিঙ্গাতে দিল সান

৪০ পা কএ ইকি হইল জালা

৪১ (ক. বি.) কাড়িভাড়ি আনিবারে, (ভ) ভাণ্ডিআ নিবারে পারে

৪২ পা -বালি

৪৩ (ক) উত্তর

৪৪ পা বলি

মৌনের আজ্ঞাএ দূত শীঘ্র লড়ে যাএ,
 হাতে অস্ত্র করি নারী^{৪৫} বোল শত ধাএ।
 একে একে নাথে চাএ^{৪৬} উয়ারি মেহারি,^{৪৭}
 অস্ত্রধান হইয়া^{৪৮} নাথে^{৪৯} বোহরি বোহরি^{৫০}।
 একে একে চাএ যত নাথের চারি পাশে,
 মুখেতে বসন দিয়া গোর্খনাথে হাসে।
 নারী^{৫১} ভোলে পড়িয়াছে ঈশ্বর মৌনাই,
 কেমতে আনিব মুহি^{৫২} গুরুকে চেআই^{৫৩}।
 ভোলেতে পড়িল নাথ^{৫৪} আপনা পাসরি,
 ভাল ত^{৫৫} না পাইল মোরে বোল শত নারী^{৫৬}।
 যদি সে পাইতে মোরে বোল শত নারী,
 মেখলি কাণা^{৫৭} মোর সব নিত কাড়ি।
 বুদ্ধির সাগর নাথ জ্ঞানেত^{৫৮} পণ্ডিত,
 সাত পাচ ভাবি নাথ স্থির কৈল চিত^{৫৯}।

- ৪৫ পা কদলী
 ৪৬ (ক) চাহে জথ
 ৪৭ (ভ) রাজার উয়ারি
 ৪৮ (ক) অস্ত্ররীক্ষে থাকি
 ৪৯ (ক) গোর্খে
 ৫০ (ভ), (ক) বোলে হরি হরি
 ৫১ (ভ), (ক) মহা
 ৫২ (ক) আনিব তারে
 ৫৩ (ক) বড় লাগে ভয়
 ৫৪ (ক), (ভ) গুরু
 ৫৫ (ক) ভালে সে, (ভ) ভাগ্যে
 ৫৬ (ক. বি.) রাড়ী
 ৫৭ পা কুলি খাতা
 ৫৮ পা বুদ্ধিএ, (ভ) বিচারে
 ৫৯ পা বুদ্ধি কৈল স্থিত

কোন বুদ্ধি* না পারিব* তাহানে দেখিতে,
 যাইয়ু নাটুয়া বেশে গুরুকে চেতাইতে*২।
 এ বলিয়া যতিনাথ গেল উলটিয়া,
 বকুলের তলে আসি পুনি রৈল থিয়া*৩।
 নাথে বলে শুন লজ মহালজ ভাই,
 আর এক কথা আমি বলি তোমার*৪ ঠাই।
 বিশ্বকর্মার ঠাই গিয়া কৈয় মোর কাজ,
 ঝাটি করি দিতে কৈয় নৃত্যকীর*৫ সাজ।
 সুবর্ণ কাছটি দিতে সোনার মন্দির*৬,
 মৃদঙ্গ কর্তাল দিতে সুবর্ণ চতোর*৭।
 গোথের বচন লজ্ঞে না করে অন্তথা,
 হরিতে চলিয়া গেল*৮ বিশ্বকর্মা যথা।
 বিশ্বকর্মাএ শুনিলেক নাথের সম্বাদ,
 সুবর্ণের লজ্ঞন দিল অধিক মজ্জাদ*৯।
 অলঙ্কার লইয়া লজ্ঞ মহালজ আইল,
 গোথের সাক্ষাৎ আনি অলঙ্কার দিল।
 অলঙ্কার পাইয়া নাথ করিল ভূষণ,
 একে একে পরিলেক যথ অভরণ।

- ৬০ (ক) পাকে
 ৬১ অ না পারিমু
 ৬২ (ক), অ বুঝাইতে, অ চেয়াইতে, (ভ) গুরুর বিধিতে
 ৬৩ পা গিয়া
 ৬৪ (ক) ঝাট করি চলি যাও বিশ্বকর্মার, (ক.বি.) শীঘ্রগতি, (ভ) আনিয় নাটোয়া
 রূপে গুরুকে চেতাই
 ৬৫ পা চতুরঙ্গ
 ৬৬ (ক) সুবর্ণের থাল, অ সুবর্ণ-কুণ্ডল, (ভ) তাল
 ৬৭ (ক) সুবর্ণের মন্দির দেউক আর করতাল, (ভ) ছিকল
 ৬৮ (ক. বি.) ঝাটে করি চলি গেল
 ৬৯ (ভ) ততক্ষণে গড়ি দিল না করিল ব্যাজ। অতঃপর ছয় ছয় (ক)-এর পাঠ

গলাতে দিলেন নাথ সাতছড়ি হার,
 করেতে কঙ্কণ দিল অতি শোভাকর।
 কপালে তিলক দিল নয়ানে কাজল,
 করণেতে^{১০} দিল নাথ সুবর্ণ কুণ্ডল।
 পায়েতে নূপুর দিল কনক উষটি,^{১১}
 গায়ের কাঞ্চলি দিল কোমরে কাছটি^{১২}।
 এমত করিল সাজ ভুবন মোহন,
 আছোক আনের কাজ-টলে মূনির মন।
 সুবর্ণের সাজ করি পরিধান ধোপ,^{১৩}
 আছোক মনুষ্যের মন দেবে করে লোপ^{১৪}।
 লজ মহালজ ছুই সংহতি^{১৫} করিয়া,
 মীনের সভাতে গোষ্ঠ যায়ন্ত চলিয়া।
 লজ মহালজ ছুই কাঙ্কে মৃদজ ধরি,^{১৬}
 আপনে নাটুয়া গোষ্ঠ যায়ন্ত যে চলি।
 আগে পাছে ছুই দূত মধ্যে গোষ্ঠ নাথ,
 এইমতে চলি গেল মীনের সভাত।
 শুভক্ষণে কদম্বীতে আসি দিল পাও,^{১৭}
 নাটুয়া নগরে গিয়া করিলেন্ত ভাও^{১৮}।

- ১০ অ প্রবণে তুলিয়া
 ১১ পা উষটি সোনার
 ১২ পা অতি শোভাকর, (ভ) কয়ে খিচনি
 ১৩ পা ছাপ, (ক), অ লোভ, (ভ) টোব
 ১৪ পা নূর
 ১৫ পা কাঙ্কেতে
 ১৬ (ভ) নন্দে মৃদজ লৈল করতাল মহানন্দ,
 (ক. প.) লজ মৃদজ লইল কর্তাল মহালজ,
 আপনে নাটোয়া গোষ্ঠ এই ছুই সজ।
 ১৭ পা পাও
 ১৮ পা ভাও, (ভ) তুলিলেক গাও

নারীগণে দেখি [সবে] ১৯ নাটুয়া সুন্দরী,
 কদলী সকলে করে নাটুয়া কাড়াকাড়ি ২০ ।
 এইরূপ নাটুয়া যদি মৌনেরে ভেটাই,
 শতদিন নাটের কড়ি আজুকা সে ২১ পাই ।
 এ বালিয়া একত্রে যতেক নট মিলি,
 সুন্দর নাটুয়া আগে সব গেল চলি ।
 দ্বারে আসি মিলিয়া ২২ মাদলে দিল হাত,
 দুই কর্ণ পাতি শোনে রাজা মীননাথ ।
 দ্বারেতে দ্বারিএ ২৩ দেখি ২৪ পড়ি গেল ভুলে,
 এইরূপ নাটুয়া না দেখেছি কোন কালে ।
 এমত সুন্দর যদি মীনাইএ দেখিল,
 মঙ্গলা কমলা ত্যজি নাটুয়া পাইল ২৫ ।
 মহাদেবী স্থানে আগে কহিতে জুয়াএ,
 যেনমতে মীননাথে দরশন না ২৬ পাএ ।
 দ্বারিএ কহিল তবে মঙ্গলা মহামাই, ২৭
 তোমার স্থানেতে এক কথা কহিতে চাই ।
 কোথাতে ২৮ আসিছে এক নাটুয়া সুন্দরী,
 সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর তার ২৯ যিনি ৩০ বিজ্ঞাধরী ।

১৯ পা নাটুয়া সকলে, (ভ) যত সব নাটকের

২০ পা নট সবে দেখিয়া, (ভ) নাটোয়া সবে মিলি ঝাট আনিল ধরি

২১ (ক) একত্রে জে, পা, (ভ) একে দিনে

২২ পা মৌনের সভাতে গিয়া

২৩ পা, (ভ) নাটুয়া

২৪ (ক) নাটুয়াই দেখি দ্বারী

২৫ (ক. বি.) তেজে তাহারে পাইলে

২৬ পা ভূষণ না

২৭ পা জে মাই, (ভ) মঙ্গলার ঠাই

২৮ (ক. বি.) কথা খুন

২৯ (ক) সর্ব্ব অঙ্গ সোনার ঘেন

৩০ (ক. বি.) সুন্দরী যেন স্বর্ণ

তোমরার নাট^{১১} দেখিছি বারে বারে,
 একুপ নাটুয়া^{১২} না দেখিছি কুন কালে ।
 তুমি সব দেখি তান^{১৩} দাসী সমতুল,
 তাহার যে রূপগুণ লক্ষ টাকার^{১৪} মূল ।
 দ্বারীর বচন শুনি দেবী আইল ঘাই,
 দেখিলেক সুন্দর নটী দ্বারেতে সামাই ।
 নাটুয়ার কাছে গিয়া মহিবী রাজার,^{১৫}
 মনেতে ভাবিয়া হুঃখ করিল প্রচার ।
 কোথাতে আসিছ তুমি কোন দেশে ঘর,
 কাহার নাটুয়া তুমি কহত সত্বর^{১৬} ।
 গোর্থনাথে বলে আমি ইস্তের নাটুয়া,
 নাম মোর সুবচনী^{১৭} জানাইল তুয়া ।
 পৃথিবী ভ্রমিতে আমি আইলাম এখাত,
 নৃত্যগীত গাহি^{১৮} আন্ধি নৃপতি^{১৯} সভাত ।
 অনেক প্রসাদ পাইলাম বহু রত্ন ধন,
 কি কহিমু শ্রীতির কথা শোন মহাজন ।

- ১১ (ভ) আর যত নাটোয়া
 ১২ (ভ) এমত সুন্দরী নারী
 ১৩ (ভ) নহে তার
 ১৪ (ক) রূপে তোমরা বটেক নহে
 ১৫ পা নাটুয়া দ্বারে ঘাই, (ভ) নাটুয়ার রূপ দেখি মহাদেবীর ভর
 ১৬ পা, (ভ) কি নাম তোমার, (ভ) কহ তত্ব সার
 ১৭ (ভ) স্থলোচনী, (ক. প.) স্থলোচনী
 ১৮ (ক. বি.) স্মরি, (ভ) করি
 ১৯ পা এক নাট কৈলাম আমি শিবের
 (ভ) নৃত্যগীত করিল আমি শিবের সভাত,
 অনেক প্রসাদ পাইল বহু বুল্য তাত ।

আর নাট কৈলা আন্ধি ব্রহ্মার গোচর,
 তান ঠাই অন্ধয় পাইল আন্ধি' বর ।
 এথাতে^১ শুনিলাম আমি মৌন মহাদাতা,
 নাটুয়ার কথা শুনি মঙ্গলা দুঃখিতা ।^২
 এই নাটুয়া নাচে যদি মৌনের^৩ বিদিত,
 তাহারে দেখিলে মৌনের ফিরিবেক চিত^৪ ।
 তাহারে দেখিয়া ভুলে পড়িবেক মৌন,
 একে হয়ে ষোলশত আমার সতীন ।
 হের আইস নাটুয়া তোমারে আন্ধি বলি,^৫
 এই স্থান ছাড়ি অগ্ন স্থানে^৬ যাও চলি^৭ ।
 প্রসাদ দিবাম তো^৮ বসন ভূষণ,
 শীঘ্র করি ভৈন তুঙ্কি^৯ করহ গমন ।
 যতিনাথে বলে তুমি মুখ্য^{১০} পাটেশ্বরী,
 বিনে নাটগীতে দান লইতে না পারি ।

১ (ভ) পুণ্য

২ (ভ) তথাতে

৩ (ভ), (ক) তে কারণে আসিয়াছি শুন মোর কথা,

অ নাচিবারে আসিয়াছি এথা । এই দুই ছত্রের (ক. বি.) পুঁথির
 পরিবর্তিত পাঠ,

এথাত শুনি আইলুম বড় দাতা মৌন,
 তে কারণে আসিয়াছি গাইন গুণিন ।

৪ (ক. বি.) এ নটী না হএ যদি মৌনের

৫ আদর্শ পুঁথির পাঠ

৬ পা বলি আন্ধি

৭ (ভ) বাটাভরি ধন দিব তুমি

৮ পা তুঙ্কি

৯ (ক) আন্ধি

১০ পা অগ্ন স্থানে, (ভ) ভাঙ্গি তুমি

১১ পা প্রধান

শুনিয়া আইল এথা^{১২} বড় দাতা মীন,
 বিনে নাটগীতে বিদায় না হ'এ শুনি^{১৩}।
 ধনপতি^{১৪} নাটুয়া আক্ষি ধনের নাই অন্ত,
 কি করিব ধন আক্ষি হই^{১৫} কীত্তিবস্ত।
 বিনি দরশনে আক্ষি ঈশ্বর ম নাই,
 কীত্তিঘশ কৈব^{১৬} আমি ঘরে ঘরে যাই^{১৭}।
 ক্রোধ হইল মহাদেবী বলিল রুষিয়া^{১৮},
 ঢেকা মারি সভা হতে^{১৯} দূরে দেয় নিয়া^{২০}।
 মঙ্গলার আজ্ঞা পাইয়া দ্বারী ততক্ষণ^{২১},
 নিকল নিকল বলি কয়ে ঘন ঘন।
 কোন জনে হাতে ধরি বৃকে ঠেলা^{২২} মারি,
 ঢেকা মারি ফেলায় নিয়া বাএর উয়ারি।
 যতিনাথে বলে দ্বারী তুমি মোর ভাই,
 আজুকার নাটে গীতে যত ধন পাই।
 তাহার অর্ধেক ধন তোরে দিব আক্ষি,
 মীন দরশন করি এড়ি দেয় তোমি।

১২ পা এই সব কথা

১৩ পা কোনদিন

১৪ (ক) ধনবস্ত, (ভ) ইজ্জত, অ ধনপতি

১৫ পা তুমি

১৬ (ক) গাই, অ কার

১৭ (ক) নিজ দেশে

১৮ (ক) উত্তর, (ক. বি.) কীটাই

১৯ (ক) নাটুয়াঘরে, (ভ) করিব তোরে

২০ (ক. বি.) বাড়ির বাহির করি যাটাই, (ভ) পুরীর অন্তর

২১ (ক) শুনি হেন কুপিত বচন

২২ (ক. বি.) এক ঝাটে

দ্বারি বলে আমি তোর ধন নাই চাই,^{২৩}
 মঙ্গলার বাক্যে তোরে দিবাম খেদাই^{২৪}।
 ক্রুদ্ধ হইয়া যতিনাথ বলিল বচন,
 এমন অসখ্য নাই দেখি কদাচন।
 গাইন গুণিন নানা দেশেতে বেড়াই,
 এমত অধর্ম দেশে আমি ত না যাই।
 মীনের সভাতে আইলাম নাট করিবারে,
 আছুক^{২৫} করিবাম^{২৬} নাট মারি খেদাএ মোরে^{২৭}।
 ক্রুদ্ধ হইয়া যতিনাথ মাদলে দিল সান^{২৮},
 শোন শোন মীননাথ কর অবধান^{২৯} ॥

২৩ (ক. বি.) নাহি চাহি তোমার যে ধন

২৪ (ক. বি.) প্রসাদে মোবা ব্যবসা করি ধন, (ভ) প্রসাদে নাহি দরিদ্র জীবন।
 আরও,

ছাড়হ প্রলাপ কথা তুমি যায় চলি,
 সইশ্চাএ না গেলৈ^১ খাইবা দড় বাড়ি^২।

১ (ক. প.) পিরীতে না জাইবা যদি

২ (ক. বি.) মারিমু দণ্ডের বাড়ি

২৫ (ক) খাউক

২৬ (ক) করিব

২৭ (ক. বি.) খেদায়ে বায়ে বায়ে

২৮ পা হাত

২৯ পা কহি আ [মি] শোন মীননাথ, (ভ) হইয়া সাবধান

॥ নাচাড়ি দীর্ঘছন্দ ॥

প্রথমে মাদলে ঘাত^১ চেত গুরু মীননাথ
 অএ বাপু কর অবধান,^২
 পড়িয়া কদলীর ভোলে রহিলা কামিনীর কোলে
 হারাইলা আপনার জ্ঞান^৩ ।
 শোন গুরু বসি^৪ তথা মাদলে কহিব কথা
 অএ বাপু চিন নি আমারে,
 (তুমি গুরু মোছন্দর মরণের নাহি ডর
 আমি শিষ্যে বোঝাই তোমারে^৫ ।
 শিষ্যপুত্র হই আমি মোছন্দর হহ তুমি^৬
 পারিবা নি শিষ্য চিনিবারে,^৭)
 তিন দিনের আয়ু আছে আর সব হরি নিছে^৮
 কোন বুদ্ধি রহিয়াছ ঘরে ।
 কড়ার ভিখারি তুমি তোমারে বলিএ^৯ আন্ধি
 নবদণ্ড ছত্র ধর মাথে,

- ১ (ক) আগরণ ছন্দ রাগ
- ২ (ক) হাত
- ৩ পা আমি গোথ তোমার সেবক
- ৪ (ভ) জ্ঞান আর ধ্যান, (ক) সকল যে গেজ্ঞান
- ৫ (ক) রহি
- ৬ (ভ) পারনি যে চেলা চিনিবার
- ৭ (ভ) গুরু মীননাথ তুমি
- ৮ (ভ) আমি ফিরে তোমারে বোঝাই
- ৯ (ক) তবে ধাইবা ষমকাছে
- ১০ (ক) বুঝাই, পা তোমা কি বলিব

গোর্খ-বিজয়

রাজ্যস্থখে অবধান^{১১} আপনা নাহিক জ্ঞান
 হেনই সে কেনে হৈলা নাথে^{১২} ।
 হেন হইলা তুমি ভোল না বোঝ গুরু^{১৩} বোল
 নারীমূলে^{১৪} সব হারাইলা,^{১৫}
 কদলীতে হইয়া^{১৬} ভোল না শোন লোকের বোল
 পুরী মধ্যে নিচিস্তে^{১৭} রহিলা ।
 তোমার নাইক বার^{১৮} রাজ্য হইল অনাচার
 নিবেদিমু আর কার ঠাই,^{১৯}
 তুমি হও মহারাজা তোম্মার যে স্ত্রীতে রাজা^{২০}
 নাম যশ তোমার কিছু নাই ।
 তোমার প্রতিষ্ঠা^{২১} শুনি আসিলাম আপনি^{২২}
 দরশন তোমা করিবারে,

- ১১ (ক. বি.) আব ধন, (ভ) হবিলাস
 ১২ পা কোন হেতু কুবুদ্ধি তোমার
 (ক) তে কারণে ভুলিলা এথাতে
 (ভ) ডুবিয়া রহিলা মিননাথে
 ১৩ অ, (ভ) দেশের, (ক) দেশের, (ক. প.) দেবের
 ১৪ (ক) বিপথে সকল, (ভ) নারীরসে
 ১৫ অ নিচিস্তে জে পুরীতে রহিলা
 ১৬ (ক) -র পড়ি
 ১৭ (ক. বি.) নিচিস্তাএ পুরীতে
 ১৮ (ক) ডর, (ভ) বিচার
 ১৯ পা কাহাতে কহিমু দুঃখের কথা, (ভ) বিশ্বরিয়া ঘরেতে রহিলা । অতঃপর,
 তিনগুণ মহাদেবা তুমি কৈলা তান সেবা
 সব যুগী পৃথিবীতে লই,
 ২০ অ তোম্মারে করিতে পূজা, (ভ) ত্রিভুবনে বড় তেজা
 ২১ (ভ) মহিমা, (ক) যে নাম
 ২২ (ক. বি.) রাজধানী, (ভ) আইসএ যে গাইন শুনি

আমি হই রাজনাট রাজসভাএ করি নাট
 প্রসাদ পাইলে^{২৩} যাই ঘরে ।
 কীৰ্ত্তি করি সৰ্ব্ব দেশ হইয়া নাটুয়ার^{২৪} বেশ
 তোমার সভাতে হেন নাই,
 নাটুয়া আসিয়া^{২৫} দ্বারে অপমান পাইয়া ফিরে
 এই কোন^{২৬} তোমার বড়াই ।
 বড় দাতা তুমি^{২৭} মীন এথাএ আইসে গাইন^{২৮} গুণিন
 কলঙ্ক রাখিয়া^{২৯} যায় ঘরে,
 শোন^{৩০} রাজা মীননাথ আইলাম তোমার সভাত
 না পারিলাম^{৩১} নাট করিবারে ।
 এমত মাদলে কয়ে নানা রঞ্জে^{৩২} নাচয়ে^{৩৩}
 সৰ্ব্ব পুরী হইল আনন্দিত,
 পুরী মৈধ্যে^{৩৪} যত জন সব হইল একমন^{৩৫}
 সব আইলে নাটুয়া বিদিত ।

- ২৩ (ক) পাইয়া
 ২৪ (ভ) দৈর্ঘ্য আমার
 ২৫ (ভ) ইঞ্জের নাটোয়া
 ২৬ (ভ) হইব কেনে
 ২৭ (ক) স্তনি
 ২৮ পা গাই
 ২৯ (ক), (ভ) করিয়া
 ৩০ (ক), (ক. বি.) হাহা, (ভ) যাহা
 ৩১ পা পারিল
 ৩২ (ক) ছন্দে, অ ছলে, (ভ) ছন্দে বন্দে
 ৩৩ (ভ) নাথে বাহে
 ৩৪ পা বেড়ি
 ৩৫ পা অচেতন

মাদলের রায় শুনি মৌননাথ আইল^{৩৬} পুনি
 মনে মনে করি বিমর্শন,
 আজুকা না বুঝি ভয় মাদলে যে কথা কয়^{৩৭}
^{৩৮} নাটুয়া আসিছে কোন জন ।
 বুঝিতে না পারি বোল^{৩৯} মাদলেত কিবা রোল
 কথা কহে মনুষ্যের বচন,^{৪০}
 কিবা কহে^{৪১} পুনি পুনি মাদলেতে কিবা শুনি
 কিরূপ নাটুয়া এই জন^{৪২} ॥

॥ পয়ার ছন্দ^১ ॥

শুনিয়া মাদলের রায়^২ ঈশ্বর মৌনাই,
 আন আন নাটুয়া আন দেখি চাই^৩ ।
 কৈ গেল কৈ গেল মোর মঙ্গলা ছুয়ারি,
 কেমন নাটুয়া আইছে আন তারে ধরি ।
 রাজার মনের কথা মঙ্গলাএ^৪ জানিয়া,
 মৌনের^৫ সাক্ষাতে দিল নাটুয়া আনিয়া ।

- ৩৬ (ঙ) মৌন পলকিত
 ৩৭ অ -ত কিবা রাখ
 ৩৮ 'নাটুয়া' হইতে 'রোল' অবধি আদর্শ পুঁথিতে নেই ।
 ৩৯ (ঙ) চিনিতে না পারি তারে
 ৪০ পা মত, (ভ) শুনিবার বলে সর্বজন
 ৪১ (ঙ) নিবেদন
 ৪২ (ঙ) নাটোয়ায় চায় দরশন । আরও,
 কমলা মঙ্গলাএ কহে শোন রাজা মহাশহে
 নাটোয়া আন এই তিন জন
 ১ (ভ) ঋগ্ ছন্দ, অ রাগ আশাবরী, বাগ স্থি
 ২ (ভ) ধ্বনি
 ৩ অ, (ক. বি.) বলিল ঝাটাই
 ৪ (ভ) ষারিএ
 ৫ (ক) রাজার

আইলেক গোর্থনাথ মীন আছে যথা,
 রাজ-ব্যবহারে গোর্থ নামাইল মাথা ।
 *গুরুকে দেখিয়া গোর্থে মাগে মনস্কার,
 আগু বাড়ি করিলেক এ পঞ্চ প্রণাম ।
 প্রণাম করিয়া নাথ মাদলে দিল হাত,
 লোমাঞ্চিত হইয়া বৈসে রাজা মীননাথ ।
 টিম টিম করিয়া মাদলে দিল সান,
 কর্ণপথে যেন মত আবৃত হইল প্রাণ^৭ ।
 তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ঘাত,^৮
 সর্বপুরী^৯ মোহিত করিল গোর্থনাথ ।
 লজ্জ মহালজ্জ দুই দূতে বাহে^{১০} তাল,
 ঝমকে ঝমকে শব্দ উঠে অতি ভাল^{১১} ।
 নাচন্ত যে গোর্থনাথ মাদলে^{১২} করি ভর,
 শূণ্ণেতে নাচয়ে গোর্থ দেখে সর্ব নর^{১৩}
 নাচন্ত যে গোর্থনাথ ঘাঘরের রোলে,
 কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে ।^{১৪}

- ৬ পা গুরু দেখি গোর্থনাথে কৈল নমস্কার,
 ভূমিত পড়িয়া দণ্ডবত বারে বার ।
 (ভ) গুরুয়ে দেখিয়া নাথে কৈল নমস্কার,
 আগু বাড়ি গুরু মিনে করএ হুকার ।

- ৭ (ক. বি.) অমৃত নিসরিল^৭ যেন কর্ণে কৈল পান । ১ (ভ) সঞ্চরিল
 ৮ পা হাত, (ভ) বামহাতে যতিনাথে মাদলে দিল ঘাত
 ৯ পা সকল
 ১০ পা, (ভ) পুরে
 ১১ (ভ) ভাল উঠে শব্দতাল
 ১২ পা তালে
 ১৩ (ক) মাটিতে না লাগে পদ আলগ^{১৩} উপর । ১ (ক.বি.) পাও গগন,
 (ভ) যুক্তিকাএ নাছোয় পাণ্ডুদেখিতে স্তম্বর
 ১৪ (ক.বি.) গোর্থনাথে নাট করে মন্দিরার রোলে,
 জলের উপরে যেন খঞ্জন পক্ষী বোলে ।

হাতের ঠমকে নাচে গাও নাহি নড়ে,
 আপনে ডুবাইলা ভরা^{১৫} গুরু মোহন্দরে ।
 অবধান কর বাপু নোআই মোর ^{১৬} মাথা,
 মুখেত উত্তর নাই^{১৭} মাদলে কএ^{১৮} কথা ।
^{১৯} মুখখানি আল গুরু জিহ্বাখানি ফাল,
 অমর পাটনে জোর গুরুকের হাল ।
 উঞ্চ নীঞ্চ ভূমিখানি হংসী তাত হএ,
 যদি হৈবা গৃহবাসী সে ভূমি চষএ ।
 গোর্থনাথ নাট করে^{২০} নৃপূরে রুম্মরুম্ম,
 দেখি গুনি^{২১} মৌননাথ পুলকিত তনু ।
 মৌনের সভাতে নাই পুরুষের গতি,
 কদলীর মধ্যে মৌন যেন নিশাপতি ।
 মৌননাথ বলে আছে মোর যত^{২২} সখী,
 এমত নাটুয়া আমি কভু নাই দেখি ।
 দেখিয়া নাটুয়ার রূপ যত সভাগণে,^{২৩}
 মধুর বচনে মৌনে পুছিল^{২৪} আপনে^{২৫} ।

১৫ পা, অ কায়া

১৬ (ক.বি.) নোয়াম যে

১৭ অ ন বোলে কিছু

১৮ (ক.বি.) কছক

১৯ এই চারিছত্র কেবল (ক.বি.) পুঁথির পাঠ

২০ (ভ) নাচন্তি

২১ পা দেখি

২২ পা তবে শোন মহা

২৩ (ক), (ভ) অগত মোহিনী

২৪ (ক) কহে, (ভ) পুছে

২৫ (ক), (ভ) পুনি পুনি

তুমি হেন সুন্দরী নাহি ভুবন ভিতর^{২৬},
 নাট বৃত্তি^{২৭} করি কেনে খায় নিরন্তর^{২৮}।
 প্রথম যৌবন^{২৯} তোমার বড়ই বাখান^{৩০},
 হেন বসে স্বামী নাহি কর কি কারণ^{৩১}।
 নাচিয়া গাইয়া খায় কতেক^{৩২} পৌরষ,
 নাটুয়া হইয়া থাক^{৩৩} তুমি সভার^{৩৪} বশ।
 রাজ-পাটেশ্বরী হইতে তোমার উচিত,
 নটী বেশ এড় তুমি এসব কুংসিত।
 আমার পুরীতে থাক হইয়া পাটেশ্বরী,
 মঙ্গলা কমলা ছই^{৩৫} তোমার সেবা করি^{৩৬}।
 এইরূপ যৌবন তুমি না কর নিষ্ফল,
 আশ্রিতে ভজিয়া রূপ করহ সফল।
 আমি হেন রাজা নাই এ তিন ভুবন,
 আমারে ভজিয়া কর সফল যৌবন।
 আমি হেন রাজা নাহি গুণের সাগর,
 যোল শ কদলী মাঝে আমি সে নাগর।

২৬ পা, (ভ) ত্রিভুবন

২৭ পা কর্ম

২৮ পা পরের ধন

২৯ (ক), (ভ) বয়স

৩০ (ভ) নতুন যৌবন, (ক) যৌবন পূর্ণ, অ নবীন যৌবন

৩১ পা হেনই সময়ে নাই স্বামী পরধান

(ক) কিসের কারণ

৩২ (ক) খাইতে কিসের, (ভ) খাঅ কেমত

৩৩ পা নটী হইয়া দেশে দেশে

৩৪ (ক) নাটুয়া হইয়া কেনে ঘোষন কর

৩৫ (ভ) সময়, (ক) হতে

৩৬ (ক), (ভ) তোম্বারে আদরি

ষোল শত যুবতী^{৩৭} পালি আপনার গুণে,
 তোমারে পালিব আমি যেই লয়ে মনে ।
 হাসিয়া বলিল তারে^{৩৮} যতি গোরখাই,
 তুমি হেন রাজাজন^{৩৯} জগতেত^{৪০} নাই ।
 তোমার সমান পুরুষ নাই কোন দেশ,
 পাকিছে মাথার কেশ^{৪১} আয়ু হইছে শেষ ।
 কদলীর রাজা তুমি মীন অধিপতি,
 উঠিয়া বসিতে নাই তোমার^{৪২} শক্তি ।
 বুড়া হইয়া ঘুচা হইছ^{৪৩} মুখে নাই লাজ,
 আর হেন কথা कह কামিনী সমাজ^{৪৪} ।
 হাতে তালে কথা কহে^{৪৫} যতি গোরখাই,
 মাদলের ঠারে^{৪৬} কহে গুরুরে বোঝাই ।
 কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে হেন বলে,
 সব বুধি^{৪৭} হাবাইলা কামিনীর কোলে ।^{৪৮}

৩৭ (ক) কদলী

৩৮ (ক. বি.) উত্তর দিল

৩৯ পা পুরুষ

৪০ পা ত্রিজগতে

৪১ (ক) গলি গেল মহারস

৪২ (ক. বি.) উঠিতে না পাব তুমি আপনা

৪৩ (ক) এমত বয়স তোক্ষাব

৪৪ পা কদলীর মাঝ

৪৫ পা গীত গাএ

৪৬ (ক), (ভ) সানে, অ শব্দে

৪৭ পা সর্বধন

৪৮ অতঃপর ছুই ছএ (ক)-এর আভারক্ত, বুঝ বুঝ অএ গুরু পূর্ব সব বার্তা,
 মুখেত উত্তর খাউক মাদলে কহে কথা ।

গুরু হইয়া নাহি বোঝ আপনার বোল,
 কায়া শুধাইল তোমার কামিনীর কোল^{৪৯}।
 অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার কেবা নিল হরি,
 শূণ্য ঘর লইয়া তুমি আছহ প্রসরি^{৫০}।
 অভয়ার ঘরখানি নিরভয় ভাণ্ডারী
 তাহাতে না দিল গুরু চৈতন্য^{৫১} গ্রহরী।
 নাচন্তি যে গোর্থনাথ শূণ্যে করি ভর,
 কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মোছন্দর^{৫২}।
 মাদলের কথা শুনি তুলা মৌন রাএ,
 নটীর মাদলের কথা কহন না যাএ^{৫৩}।
 নাট কর নটী তুমি কথা কহ ছলে,^{৫৪}
 তোমার মাদলে কেনে^{৫৫} গুরু গুরু^{৫৬} বোলে।
 এক শিষ্য আছে মোব যতি গোরখাই,
 আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিধাই।
 দুই শিষ্য আছে মোর জ্ঞানি আমি ভালে,
 তুমি কেনে গুরু হেন মোরে বল ছলে।
 বুড়া দেখি তুমি মোরে যাইতে চাহ ছিলি,^{৫৭}
 বারে বারে ভক্তি কর গুরু হেন বলি^{৫৮}।

- ৪৯ পা সর্বধন হারাইলা পাকিল মাথার চুল, (ক. বি.) কায়া শুঠা কৈলা
 গুরু খাইলা খাল^১ খোল। ১ (ভ) শুধাইলা
- ৫০ (ক. বি.) ভাণ্ডারী গুরু নিরভয়া নিল হরি
- ৫১ (ক. বি.) সুধা ঘরের গৃহী তুমি আছয়ে
- ৫২ (ভ) মাটিতে না লাগে পাও দেখিতে স্মর^১ ১ (ক) আলগা উপর
- ৫৩ অ মাদলে মোরে গুরু কেন কএ
- ৫৪ (ক), (ভ), (ক. বি.) নাটুয়া তালবাহ ছলে
- ৫৫ পা মোরে
- ৫৬ পা কেনে
- ৫৭ (ক), অ, (ভ) গুরু হেন বলি
- ৫৮ (ভ) যাইতে চাহ ছিলি, (ক. বি.) তালবাহ

বুড়া নএ আমি তরুণা কিসে^{৫২} লাগে,
 শতক তরুণা আনি দেয়^{৫৩} মোর আগে ।
 দেখিবা বুড়ার বল ধরি যদি বলে,
 মৌনের পুরীতে আসি যাইতে চায় ছলে^{৫৪} ।
 কাঞ্চলি ফাড়িমু^{৫৫} তোর খসামু কবরী,
 আমার ঘরেতে^{৫৬} আসি যাইতে চায় ফিরি ।
 গোর্থনাথে বলে তবে বৃকে মারি ঘায়^{৫৭},
 না বল না বল গুরু মীন বাপমায়^{৫৮} ।
 তোমার শিষ্য গোর্থনাথে বিবাহ^{৫৯} কৈল মোরে ।
 বিবাহ করিয়া গেল^{৬০} বিজয়া নগরে ।
 বিবাহ করিয়া গেল না রইল ঘরে,
 তাহার উদ্দেশে আমি ভ্রমি দেশান্তরে ।
 শুনিলাম তান গুরু তুমি মোছন্দর,
 তে কারণে চাতে আইলাম পুরীর ভিতর^{৬১} ।
 তোমার শিষ্যপুত্র-বধু আঙ্গিত নিশ্চিত,
 না বোল না বোল বাপু এসব কুৎসিত^{৬২} ।
 শুনিয়া গোর্থ কথা মীন মোছন্দর,
 লজ্জিত হইল রাজা না দিল উত্তর^{৬৩} ।

- ৫২ পা কিহ
 ৬০ (ভ) আমি নহে
 ৬১ (ভ) দুই কুচ মঞ্চিয়া তুলিয়া লৈমু কোলে
 ৬২ (ক) ছিড়িয়া
 ৬৩ (ক) আঙ্গার সভাত, (ভ) মৌনের পুরীতে
 ৬৪ (ক), (ভ) ঘাত
 ৬৫ (ভ), (ক), (ক. বি.) বাপু গুরু মীননাথ
 ৬৬ পা মোর স্বামী গোর্থ নাথ বিহা
 ৬৭ (ক. বি.) বিহা করি গেল নাথ
 ৬৮ পা আইলাম আঙ্গি চাইতে সত্তর, (ক) তোঙ্গার নগর
 ৬৯ পা এমত উচিত
 ৭০ (ক. বি.) আএ আএ বোলে হইল লজ্জিত অন্তর

জিহ্বা কামড়াইয়া মীন^{১১} মাথা কৈল হেট,
 না জামিয়া কৈলাম পাপ বচন প্রকট^{১২}।
 কহ কহ মায় মোরে গোথ কোন ঠাই,
 কোথাতে আছয়ে গোথ দর্শন না পাই।
 যতিনাথে বলে বাপু চিনিয়া না চিন,^{১৩}
 আমি যদি ডাকি^{১৪} গোথ আসিব এখন।
 নাচন্ত যে গোথনাথ মৌনের দিগে চাই,
 হাতের সানে চক্ষুর ঠারে গুরুকে চেতাই।
 মাদলে কহন্ত কথা শুনে মৌননাথ,
 নানা ছলে বাএ নাথ^{১৫} মাদলে দিয়া হাত^{১৬}।
 চিনি যদি না চি[নি] লা না চিনিলা নাই,
 হেনই সে হইলা ভূলা ঈশ্বর মৌনাই।
 চিনিলাম অএ গুরু নিজ মনে বাসি,
 জগতে ত হইলা ঠগ কদলীতে আসি^{১৭}।
 তা শুনিয়া যুক্তি করে কদলীর মাই,
 মায়া করি আসিয়াছে যতি গোরখাই।
 কদলী সকলে বলে একত্রে হইয়া,
 নাটুয়া বিদায় দেয় ধনরত্ন^{১৮} দিয়া।

১১ (ক. বি.) জিহ্বাতে কামড় মারি

১২ (ক. বি.) বিষম সঙ্কট

১৩ (ক. বি.) চিন কী না চিন

১৪ (ক. বি.) সে ডাকিলে, (ভ) মূই যদি ডাকম

১৫ (ক) কথা কহে

১৬ (ক. বি.) ঘাত

১৭ (ক. বি.), (ক) যোগের হইল ঠগ কদলীতে আসি

১৮ (ক) কর দান প্রসাদ

কমলাএ বোলে নৈন নাটুয়া সুন্দরী,
নাটভঙ্গ করি যায় আপনার পুরী।
যতিনাথে বোলে শুন মুখ্য পাটেশ্বরী,
অর্কতালে নাটভঙ্গ করিতে না পারি।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলে দিয়া হাত,
শিষ্যপুত্র চিন বাপু গুরু^{৭০} মৌননাথ।
মৌনে বোলে যদি হহ যতি গোরখাই,
শূন্যেতে করহ^{৭১} নাট রঙ্গ দেখি চাই।
মৌনের মুখেতে হেন শুনিয়া বচন,
আলগ আসনে নাট করে ততক্ষণ।
তা দেখিয়া মৌননাথ বুঝিয়া না বোঝে,^{৭২}
তুমি যদি গোর্খ হও নাচ জল মাঝে।
জল পরে থাল রাখি নাট কর তুমি,
তবে সে গোর্খ হেন জানিবাম আমি।
মৌনের বচন শুনি গোর্খ ততক্ষণ,^{৭৩}
জলের উপরে নাচে যেহেন খঞ্জন।
মৌনে বোলে সাচা পুত্র যতি গোরখাই,
পড়িলাম কদলীর ভূলে কিরূপে এড়াই।
না কর না কর পুত্র^{৭৪} না কর যতন,
পশ্চাতে সাধিবাম কায়া যত লএ মন।^{৭৫}

৭২ (ভ) রাজা

৮০ (ক), অ আলগ আসনে কর

৮১ (ক.বি.) বুঝে কী না বুঝে

৮২ (ক) মহাজন

৮৩ (ক) বাপু

৮৪ অতঃপর দুই ছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত,

যতিনাথে বোলে গুরু তব্ধে দেঅ মন,

মন দেঅ ব্রহ্মা জ্ঞান^৭ করিঅ জ্ঞানন। ১ (ভ) তোমায় দাড়ুকা কাটি

মায়াতে পড়িয়া গুরু হারাইলা জ্ঞান,
 শরীর শুধাইল গুরু হারাইলা পরাণ^{৮৫}।
 কড়ার ভিখারী গুরু মাথাএ ছত্তর^{৮৬}
 ষোল শ কদলী লৈয়া কেলি নিরন্তর^{৮৭}।
 মাগিয়া খাইবা যোগী ঘরে ঘরে গিয়া,
 আপনে ডুবাইলা গুরু আপনার কায়া।
 ডুবিল তোমার কায়া^{৮৮} কাছি গেল ছিড়ি,
 তোমার সকল ভরা^{৮৯} কদলী নিল হরি^{৯০}।
 গুরু^{৯১} বচন তোমার কিছু নাই ভাএ,
 চাউল সন্মল^{৯২} তোম্মার তুলিয়াছ^{৯৩} নাএ।
 মরণের কথা তুমি না কৈলা ইয়ালি,^{৯৪}
 ষোল শত কদলী লৈয়া কৈলা গাভুরালি।

- ৮৫ অ কাষ্ঠের সমান ; ইহার পর দুই ছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত,
 জোগিয়ার ঘরে তুমি মাগিয়া খাইবা গিয়া,
 আপনে ডুবিল গুরু সোচা কৈলা কায়া।
- ৮৬ (ক. বি.) ছত্র ধর
- ৮৭ পা কুতূহলে
- ৮৮ (ক)নৌকা, অ ভরা
- ৮৯ অ ধন
- ৯০ (ক) করিলেক চুরি, অতঃপর দুই ছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত,
 আশ্রমের বচন তুমি কিছু নহি লও,
 পড়িছ কদলির ভোলে মনে ভাবি চাও।
 (ভ) বালুচড়ে ঠেকে গুরু বাহ গজগড়ি
- ৯১ (ভ) হরেব
- ৯২ (ভ), (ক) যতেক সম্পদ
- ৯৩ পা চাউল চিড়া সন্মল তুলিয়া দিলা
- ৯৪ (ক. বি.) ছিঅলি

আপনার ধন দিয়া ঘর কৈলা খালি,
 আছিল যতেক ধন সব দিলা ডালি ।
 প্রদোপ নিবিলে গুরু কি করিব তৈলে,
 আইল বান্ধি ফল নাই জল শুখাই^{২৫} গেলে ।
 শিকড় কাটিলে বাএ উফারএ^{২৬} গাছ,
 বিনি জলে কোথাতে প্রাণে জীয়ে মাছ ।
 লড়িবারে^{২৭} বল নাই আপনা^{২৮} শক্তি,
 দ্বারমুক্ত করি গুরু করহ বসতি ।
 মুক্তদ্বার পাইয়া যেন চোর সতন্তর,^{২৯}
 হরি নিল সর্বধন খালি হইল ঘর^{৩০} ।
 অজ্ঞান হইলা গুরু কৈলা কুকাম,
 অনন্ত সিধাএ শুনি ঘোষিব কুনাম ।
 জ্ঞান এড়ি পাইলা গুরু ভুল কদলীত,^{৩১}
 আগে মিঠা লাগে গুরু^{৩২} পাছে হএ তিত^{৩৩} ।

২৫ পা বুট্টি

২৬ পা বাতাসে ফালাএ

২৭ পা উঠিবারে

২৮ পা নাইক

২৯ (ভ) চোর পশিল ভাঙারে, (ক. বি.) চোরে পাইল সতানতর

- (ভ) কিছু নাহি ঘরে ; অতঃপর (ক. বি.) পুঁথির চারি ছত্র,
 শরীর সঙ্কোচে নৌকা তাতে সাধুগণ,
 সদাএ করিতে আইল সংসার পাটন ।
 সুভোগে সুলাভে কেহ জাএ বেড়াইয়া,
 সমূলে হারাএ কেহ বিঘাটে পাইয়া ।

১ (ভ) হারাইয়া পাইলা নারীর উনমতা, (ক), (ক. বি.) কদলির মাতা

২ (ভ) নারী

৩ (ক) পাছে তিতা শুন তার কথা

কামেতে পীড়িতঃ হইয়া সব হইল দোষ,
 জীবন তরীতে এবে হইল কসাকসঃ ।
 আখি হতে লোট গলেঃ কর্ণ হতে পুঁজ,
 মেরুদাড়া ভাঙ্গি গুরু নিকলিছে গৌজঃ ।
 হিয়া লড়খর মাথা বগুলাঃ^৮ পাখি,
 গলিত হইলা গুরু ঘোলবর্ণঃ^৯ আখি ।
 মাতইলঃ^{১০} খসিল গুরু ঘুণে খাইল পালা,
 ভাঙ্গা ঘরখানি গুরু কত হইব ভালা ।
 মীনে কহে ভাল কহ লএ মোর মন,
 যত সব কহ বাপুঃ^{১১} স্বরূপ বচন ।
 করিলাম গৃহবাস আর রাজেশ্বর,
 মাথাএ ধরএ মোর ধবল ছত্বরঃ^{১২} ।

{ জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু মৈলে জন্ম হএ,
 মাগিয়া খাইতে বল আর নাই গাএঃ^{১৩} ।

- ৪ অ কামে বিমোহিত
 ৫ পা কর্কশ
 ৬ (ক), অ পড়ে
 ৭ (ক), (ক. বি.) গুজ
 ৮ পা বগুলা, অ বকুলা
 ৯ (ক. প.) হাকআল বর্ণ হইল ঘোর দুইটি, অক্ষকাবে মাণিক্য হারাইলা ঘোর হৈল
 ১০ (ভ) মাড়লি, পা মাইরল
 ১১ পা তুমি
 ১২ (ক) নবদণ্ড ছত্র ধরি শিরের উপর । অতঃপর
 দুই ছত্র অ, (ক), (ক. বি.) ও (ভ) এর অতিরিক্ত পাঠ,
 সোলশয় কদলী মোরে সেবিতে আছে নিত
 তাহা থুন অধিক কিবা আছে পৃথিবীত ।
 ১৩ পা রএ

মোর গুরু মহাদেব পরম^{১০} মোহন^{১১},
 গঙ্গা গৌরী ছই নারী করিছে গ্রহণ^{১২}।
 আর ছই নারী তান হইয়া দিগম্বরী^{১৩},
 হেনরূপে থাকে সব কুতূহল করি^{১৪}।
 ভুলে^{১৫} আছে গৃহবাস আশ্রি কৌ বা হই^{১৬},
 শিবে আমি^{১৭} একৈ গতি শুন গোরখাই।
 এতেক কহিল যদি ঈশ্বর মীনাই,
 গোথনাথে শুনি তারে কহন্ত বোঝাই ॥

॥ নাচারী দীর্ঘছন্দ ॥

॥ পটমঞ্জরী' রাগ ॥

ওহে গুরু^১ মৌমনাথ শরীর করিলা^২ পাত
 কর্মদোষে পাসরিলা যোগ,
 তেজিলা গুরুর বোল কামরসে হইয়া ভোল
 মরণ ইচ্ছিলা তুম্বি ভোগ^৩ ।

- ১৪ (ক) জগত
- ১৫ পা, (ক) ঈশ্বর
- ১৬ পা, অ তান সহচর, তান পরিকর
- ১৭ (ক) দিগম্বর
- ১৮ অ অনুক্ষণ কেলি গুরু করে নিরন্তর
- ১৯ (উ) তান
- ২০ পা মোর কেনে নাই
- ২১ (ক) তবে মোর
- ১ অ রাগ গুঞ্জরী
- ২ পা ভোল কএ
- ৩ পা করিলাম শরীর
- ৪ পা মরণ করিলাম আমি সার

গুরু ভাবি চায়^৫ মন মনে করি সত্ত্বরণ^৬
 তোমা^৭ গুরু মহাদেব হয়ে,
 এক ভোগী নহে হর^৮ সর্বভোগী নিরন্তর^৯
 ভাজ ধুতুরা যেন^{১০} খায়।
 নারী লয়া করে কেলি^{১১} তত্ত্বেতে না রহে ভুলি^{১২}
 বিশ্বরণ নাহিক তাহার,
 এক মূর্তি না হয়ে শিব^{১৩} সর্বমূর্তি হয়ে^{১৪} জীব
 সর্বভোগে না করে^{১৫} আহার।
 গুরু চারি চন্দ্র হয়ে^{১৬} শরীর ব্যাপিয়া রয়ে
 তাহারে সাধিলে পরিত্রাণ,
 আদি চন্দ্র নিজ চন্দ্র^{১৭} উনমত্ত^{১৮} গরল চন্দ্র
 এই চারি শরীর^{১৯} ব্যাপন^{২০}।
 আদি চন্দ্র করি স্থিত^{২১} নিজচন্দ্র সহিত^{২২}
 উনমত্ত^{২৩} করিয়া সন্ধান,

- ৫ (ক. বি.) ভাবি চায় নিজ
 ৬ (ভ) জ্ঞান পাইলা হরস্থানে
 ৭ (ক) সেহসে, পা, অ সেজে
 ৮ (ভ) অনাদি যে মহেশ্বর
 ৯ (২) সব, (ভ) নিতি
 ১০ পা জগত জনের
 ১১ পা সর্বভোগ করেন, (ভ) নানারূপে করএ
 ১২ পা উনমত্ত
 ১৩ (ক) সংসার
 ১৪ অ সংসারে জ্ঞাপন
 ১৫ (ভ), (ক) সমাহতি, অ সামাই ত্রাণ
 ১৬ পা উনমত্ত

তিন চন্দ্র সম্বরিয়া^{১৭} আপনাকে^{১৮} ভার দিয়া
 গরল চন্দ্র সব^{১৯} করে পান ।
 চারি^{২০} চন্দ্র সম্বরিয়া^{২১} ভবসিদ্ধ তর গিয়া^{২২}
 তবে সে সকল রক্ষা পায়,
 হেন কৰ্ম না করিল। সব তুমি বিস্মরিল।
 কহ গুরু কে মত উপায়ে^{২৩} ।
 স্থান হতে নড়িবার শক্তি নাইক তোন্ধার^{২৪}
 জীবনের না করিয় আশ,
 আমি কই তত্ত্ববাণী^{২৫} চায় তুমি মনে গুণি
 যদি থাকে জীবন হবিলাস^{২৬} ।
 উলটিয়া যোগ ধর আপনাক^{২৭} স্থির কর
 নিজ^{২৮} মন্ত্র করহ স্মরণ,

১৭ অ সম্বরিয়া

১৮ (ক. বি.) ধেমাইরে, অ ক্ষেমাই তরে দিবা থুইয়া, (ভ) ক্ষেপা হরে মন,
 (ক. প.) ক্ষেমাইরে অঙ্কুশ

১৯ (ভ) যদি

২০ (ক), অ তিন, (ভ) নিজ

২১ পা সম্বরিয়া, অ সম্বরিয়া

২২ (ক) গড়ল চন্দ্র ভক্ষিয়া

২৩ পা গুরু তত্ত্ব পাইবা কুনমতে

২৪ পা তোর

২৫ (ক) হিত

২৬ পা মরণের ডর

২৭ (ক) কায়্য তোন্ধার

২৮ পা গুরু

উলটি ধর আপনা ত্রিবেণীতে দেয় হানা^{২২}
খালে জল^{৩০} ভরিতে কারণ^{৩১} ।

॥ পয়ার ছন্দ^১ ॥

গোষ্ঠের বচন শুনি ঈশ্বর মৌনাই,
পুনরপি গোষ্ঠস্থানে কইল বোঝাই ।
যে কিছু কহিলা^২ পুত্র যতি গোরখাই,
উলটি সাধিতে যোগ গায়ে বল নাই ।
কেমতে সাধিব যোগ বিপক্ষে মরিমু,
ইকুল উকুল আশ্রি এক না পাইমু ।

২২ (ভ), (ক. প.) থানা

৩০ (ক. বি) খাল খোল

৩১ (ভ) খাল জোড় হইতে পসর । অন্তঃপর ভণিতাংশে (ক)-এর চারি ছত্র তৃতীয়
পুঁথির অতিরিক্ত,

আএ গুরু কহে সেখ ফাজ্জুলাএ শুন গুরু মৌন রাএ
এবে আপন চিন্ত সার,
কামশাস্ত বুজি পাইলা বিবিধ কোতুক কৈলা
গোষ্ঠবাক্য পিণ্ড রৈক্ষা কর । আএ গুরু ।

(ভ)-এর এই অংশে অতিরিক্ত পাঠ,

গোষ্ঠের বচন শুনি মৌননাথে কহে পুনি
শুন বাপু অএ গোষ্ঠরায়,
হৈল মুহি বিখল গাএত নাহিক বল
কহ বাপু না দেখি উপাএ ।
বিধি হইল বিরাগ কেমতে সাধিব জোগ
একূলে সেকূলে কেহ নাহি,
চল বাপু গোষ্ঠাই কহত শিবের ঠাহি
সংবাদ জে কহিহু বুজাই ।

১ (ক. বি.) জমক ছন্দ

২ (ক) ভালো কহ অএ

চল চল অয়ে পুত্র শিবের যে ঠাই,
 আমার সহ্যদ কিছু কৈহ তান ঠাঞি°
 তোমারে দেখিয়া মোর পাটা হইল বুক,
 মৃত্যুকালে না দেখিলাম গাভুর সিধার মুখ ।
 কাথা° ঝুলি নেয় পুত্র আর লাউয়া লাঠি,
আমি মৈলে তুমি আসি দিয় মোরে মাটি ।
 মাউগা যুগী হেন খুটা° না বলিয় পুতা,
 অনন্ত সিধারে কৈয়° আপনার কথা° ।
 হাসিয়া বলিল তবে যতি গোরখাই,
 ভাল ভরসা° দিলা মোরে ঈশ্বর মৌনাই ।
 পরেকে দিয়া ধন আপনে হইলা ঠগী,
 জীবন বদলে গুরু কারে দিবা লাগি ।°
 পরস্থানে° কহিতে° নাহি অবসর°²,
 পাখাল°³ করিতে গুরু নাহি সতন্তর°⁴ ।

৩ অ তানে কহিব বুঝাই

৪ পা ছালা

৫ (ক. প.) ষোগীএ মোরে খোটা দিব

৬ (ক) মেলে, অ মধ্যে, দিবা

৭ (ক. প.) সিদ্ধাব মৈল্লে তুমি পাইবা বেথা

৮ (ক) বর

৯ এইস্থলে (ভ)-এর দুই ছত্র, ক্রোয়ার বহিয়া গলা পড়িয়া গেল ভাটা,
 শিয়ালে কাঠাল খায় বোবের⁵ মুখে আঠা
 ১ বোরের (প)

১০ (ক. বি.), (ভ) পরিশ্রম

১১ অ প্রশ্রাব করিতে গুরু

১২ (ভ) পাণ্ড স্মান

১৩ (ক. বি.), (ভ) পাখালে

১৪ (ভ) করিয়া দেয় নাই অবসান

ষোল শত স্বতীএ তোমা রাখে বেড়ি,
 মরা গরু যেন শকুনে না যায় এড়ি^{১৫}।
 বড় কর্ম কৈলা গুরু^{১৬} আসিয়া কদলী,
 মরণ ইচ্ছিয়া^{১৭} গুরু জীবন বদলি।
 কদলী ছাড়িব করি^{১৮} ঈশ্বর মীনাই,
 ষোল শত কান্দে নারী বিনাইয়া বিনাই^{১৯}।
 কদলীতে হইব গুরু তোমার মরণ,
 তোমারে এড়িয়া গেল চৈতন্য^{২০} চেতন^{২১}।
 কামিনীর^{২২} কোল এড়ি তুমি না যাইবা,^{২৩}
 আপনার দোষে তুমি সব^{২৪} হারাইবা।
 নাইক তোমার গুরু করাতে^{২৫} চেতন,
 কদলীর ভুলে পড়ি হারাইবা জীবন^{২৬}।
 শুখাইল বালুচর^{২৭} গাঙ্গে নাই পানি,
 নৌকাখানি ডুবাইলা শুখনাতে আনি।

- ১৫ পা, (ত) ছাড়ি
- ১৬ পা করিয়াছ
- ১৭ (ভ) বাঙ্ছিল
- ১৮ (ক) -তে যদি মর
- ১৯ (ক) কদলি তবে কাম্দিব বিনাই
- ২০ পা গেলে করিব
- ২১ (ভ) কেমনে এড়িয়া যাইব হইলা অচিন
- ২২ অ কদলীর
- ২৩ (ক) কোলে তুমি শরীর এড়িবা
- ২৪ (ক. বি.) প্রাণী
- ২৫ (ক. বি.) করিতে
- ২৬ (ক) হইলা অজ্ঞান, (ক. বি.) হারাইলা জ্ঞান
- ২৭ অ সরোবর, সমুদ্র জল

দাড়ি মাঝি এড়ি গেল^{১৮} নৌকা রৈল^{১৯} পড়ি,
 আপনে ডুবাইলা ভরা^{২০} কি দোষ কাণ্ডারী ।
 বিঘাটে চাপাইয়া^{২১} নৌকা রৈলা কোন স্থখে,
 জল ছুটি গেল^{২২} নৌকা দাড়ি মাঝি দেখে^{২৩} ।
 অর্ধ উর্ধ্বে এড়ি গেলা এ চান্দ সুরঙ্গ,
 ঠাঠার হইলা গুরু বাঘিনীর জুঝ^{২৪} ।
 তিন তিহড়িল^{২৫} তোমার নাইক জলনৌ^{২৬},
 প্রদীপ নিবিলে যেমন আন্ধার^{২৭} রজনৌ ।^{২৮}
 গুরুর বচন তুমি বিশ্বসিলা^{২৯} সব,
 তে কারণে পায় তুমি এত পরাভব ।

- ২৮ (ভ) পলাইল
 ২৯ পা চরণদার পলাইয়া ঘাইবা নৌকা রৈব
 ৩০ পা নৌকা
 ৩১ (ক) ছাপাই
 ৩২ পা শুখনাতে কৈল
 ৩৩ অতঃপর দুইছত্র (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ,
 দুই আউটিতে দেখ বড়িহি কতুক,
 জমুনাতে জল নাহি তাতে হইল শুক ।
 (ক. প.) স্থখাইল গঙ্গার জল জমুনাএ দিল লুক ।
 ৩৪ পা ছটের হইলা গুরু কামিনী সমান ।
 (ক) ঠাটা বালুর মধ্যে সিংহে করে জুজ ।
 (ভ) আবুজারে ধন দিলা করিলানা বুজ ।
 (ক. প.) ফাফর হইআ গেল বাঘিনীর জোজ
 ৩৫ (ক) তিহরিতে
 ৩৬ পা জননৌ
 ৩৭ (ক. বি.) গুরু অর্ধেক
 ৩৮ অতঃপর দুই ছত্র (ভ)-এর অতিরিক্ত পাঠ,
 ঠগের হাতেতে গুরু সপীলা ভাণ্ডার,
 চাকাতির হাতে ভরা সপীলা তোমার ।
 ৩৯ (ক. বি.) পালসিলা

বৈরীর হাতেতে তুমি সপিলা ভাগ্যর,
 শঠের^{১০} হাতে তুমি সপিলা কাণ্ডার।
 মৎস্তের প্রহরী তুমি রাখিয়াছ উদ,
 বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ।
 বাটাইর কুঠারে^{১১} গুরু সপিয়াছ^{১২} তরু,
 ব্যাঘ্রের মুখে^{১৩} তেন^{১৪} সপিয়াছ গরু।
 ডাকায়িতের হাতে যেন^{১৫} সপিয়াছ ঘন,
 সর্পের মুখেতে ভেক কৈলা সমর্পণ।
 শূকরের মুখে তুমি দিয়া আছ গজা,^{১৬}
 মানকচু প্রহরী^{১৭} খুইয়া আছ সেজা^{১৮}।
 ধাত্ত প্রসরি তুমি রাখিছ উন্দুর^{১৯}
 পাকনা কদলী দিলা শৃগাল প্রচুর^{২০}।

৪০ (ক. বি.) খাটের

৪১ পা বাটো কঠোরাবে, (ক) অথারের হস্তে, (ক. বি.) বাটাইর কুঠাইলে

৪২ (ক. বি.) সমপীলা

৪৩ (ক) সমুপে

৪৪ (ক) জেন

৪৫ (ক) গুরু, অ তুমি

৪৬ (ক) গেজা

৪৭ পা পসরি

৪৮ অতঃপর (ভ)-এর অতিরিক্ত, সর্পের মুখেত গুরু ভেক সমপিলা,
 শিশু হাতে সমপিয়া আছ পাকা কলা।

৪৯ (ক) ধাত্তের গোলাতে মুষিক পহরি খুইলা

(ভ) ধাত্তের ভাগ্যরে যেন উন্দুর পসরি

৫০ (ক) কাকের মুখে সমপিলা রক্তন সম কলা

(ক. প.) পাকনা কলাতে গুরু বাছব সমপিলা

(ভ) শ্রীকালের হাতে হেন হংস দিলা ধবি

(ক. বি.) শৃকালেতে সমপিলা জখ পাকনা কলা। ইহার পর

(ভ)-এর দুই ছত্র অতিরিক্ত,

হিমানেন্ত সমপিলা বিমল কমল,

জলের প্রহর যেন দিচ্ছ^১ আনল। ১ (ক. প.) অথনা কাঠেতে জেন জলন্ত

সায়চান শকুনেত কোতরে সপিয়াছ^{৫১}
 আনলেতে সপিয়াছ শুখনা যে গাছ।
 যে কিছু আনিলা ধন বাণিজ্য^{৫২} করিতে^{৫৩}
 হারাইলা সকল ধন গেল নানা ভিতে^{৫৪}।
 খালি হইল ভরা গুরু যাইতে^{৫৫} পৈল সাড়া,
 চোর ধাউড় সঙ্গে^{৫৬} গুরু করিয়াছ পাড়া^{৫৭}।
 পাটে রাজা নাই গুরু করিতে জিজ্ঞাসা,
 চোরের সহিতে গুরু করিয়াছ^{৫৮} বাসা।
 তাহারে গোসাই তুমি না চিনিলা চোর,
 কামে বিমতি হইয়া হাবাইলা জোর^{৫৯}।
 কাড়ারি^{৬০} না হইলে দড় পাতআল খসে,
 নিত্য ডাকাতি হৈলে নগর না^{৬১} বৈসে।
 ইট^{৬২} খসিলে গুরু ভাঙ্গি পড়ে চূড়া,
 টলিল^{৬৩} তোমাব কায়া^{৬৪} কাচা হইলা^{৬৫} বুড়া।

- ৫১ পা সাচানেনত মরা গুরু আর দিলা মাছ
 ৫২ (ক) বণিজ
 ৫৩ পা হারাইলা ধন না বলিলা যাইতে
 ৫৪ পা হাত হতে
 ৫৫ (ক) দেশে
 ৫৬ অ ধাউকর সনে, (ভ) ঠগ মগ লইয়া
 ৫৭ পা চুরে আর মাউদে বিকি করা কড়া
 ৫৮ (ক) চোর ধাউর দোথ এড়ি গেলা
 (ক. বি.) তোম্বা ছাড়িলেন বাসা
 ৫৯ (ক. বি.) সব হৈল গেল
 ৬০ (ক. বি.) কাণ্ডারী
 ৬১ (ক. বি.) নতি ডাকা পরি গেল নগর নহি
 ৬২ (ক. বি.) দেউল
 ৬৩ (ভ) টলিল
 ৬৪ পা বএস, (ক) টলিয়া গুরুর রস
 ৬৫ (ভ) টলিল সকল দেহা হৈয়া গেল

ଶିକାରୀର^{୬୬} ହାତେ ଶୁରୁ ଡୁଲି ଦିଲା^{୬୭} ଧନୁ
 କନ୍ଦଲୀର ହାତେ ତୋମାର କାମେ ଡେଇଁ^{୬୮} ତହୁ ।
 ନାନା ଅଳଙ୍କାର^{୬୯} ପରି^{୭୦} କାମିନୀ^{୭୧} ଆଇଲି ସାଜି,
 ହରିଲି ସୁକଳ ଧନ ପାତି ମାନ୍ୟା^{୭୨} ବାଜି ।
 ଶୀତଳ^{୭୩} ବଚନେ ଶୁରୁ ହାତ ଦିଲା^{୭୪} ଅଜେ,
 ତୃତୀୟାର ଶେଷେ^{୭୫} ସେନ ଭାଟା ଦିଲି ଗାଜେ ।
 ଶୁରୁର ବଚନ ତୋମାର ନାହିଁ ଲାଗେ ଚାରୁ,
 କାମେ ବିମୋହିତ ହଇଲା କି କରିବା ଶୁରୁ ।
 ପାମରିଲା ଶୁରୁର ବାକ୍ୟେ କାମେ ହଇଲା ଡୁଲା,
 ସୋଳ ଶତ କାମିନୀ^{୭୬} ଲେଲା ତୁଲ୍ଲି କର ଖେଲା^{୭୭} ।
 ବୁଝିଲାମ^{୭୮} ଆ^{୭୯} ଶୁରୁ ତୋମାର^{୮୦} ବ୍ୟବହାର,
 ଦିନ ଯାଏ ଶୁରୁ ବାପ^{୮୧} ନା ଚିନ୍ତିଲା ସାର ।

- ୬୬ (କ), (କ. ବି.) ଖେମାହିର
 ୬୭ (କ), (କ. ବି.) ନା ଦିଲା ଜେ
 ୬୮ (କ. ବି.) ହାତେତ ଦିଲା ଡେଇଁବାବେ
 ୬୯ (କ) ଅଳଙ୍କାର, ଅ, (ଡ) ବେଶ
 ୭୦ (କ. ବି.) ପୀଞ୍ଜି
 ୭୧ (କ. ବି.), (ଡ) ବାସିନୀ
 ୭୨ (ଡ) ହାତ
 ୭୩ (ଡ), (କ. ବି.) ମଧୁର
 ୭୪ (ଡ), (କ. ବି.) ଡେଇଲେକ
 ୭୫ (କ), ପା ତିଥି ଅବଶେଷେ
 ୭୬ (କ. ବି.) ଯୁବତୀ, (କ) କନ୍ଦଲି
 ୭୭ ପା ହଇଚେ ବଡ଼ ଖାଲା
 ୭୮ (ଡ) ହାମାହିଲା
 ୭୯ ପା ବୁଝିଲାମ
 ୮୦ (ଡ) ବତ
 ୮୧ ପା ଗେଲ ବୁଝା କାଜେ, (ଡ) ଦିନେ ଦିନେ କୌଣ ବେଦା

আপনে বুঝিয়া বাপু না শুনিলা^{৮২} কথা,
 উলটি চাহিতে নার ফিরাইয়া মাথা ।
 এক দাতা (গুরু) তুল্লি আছে অনেক যাচক,^{৮৩}
 তোমার ভাগ্যে ধন আছেএ কতেক ।
 রাজভোগে পাসরিলা গুরুর বচন,
 গুরুধন হারাইলা নাহিক স্মরণ ।
 মেখলি এড়িয়া তুমি পাইলা সুন্দরী,^{৮৪}
 আদারি^{৮৫} এড়িয়া পাইলা উয়ারি মেহারি^{৮৬} ।
 চাপড়া^{৮৭} এড়িয়া পাইলা এ খাট বিছান,
 চক্র এড়িয়া পাইলা এ তিন^{৮৮} কামান ।
 সোনার পাইলা খড়্গা ভাঙ্গা লাঠি এড়ি,
 রত্নের কুণ্ডল পাইলা তেজি শঙ্খ^{৮৯} কড়ি ।
 ফাড়া পাতা^{৯০} এড়ি পাইলা সুবর্ণের থালা,
 রত্নমালা পাইয়া গুরু রত্নাক্ষ ত্যজিলা^{৯১} ।
 হস্তী ঘোড়া সহিতে পাইলা রাজপাট,
 গুরুর বচন তুমি করিলা উছাট ।

৮২ (ক. বি.) বুঝিলাম অত্র গুরু না শুনিবা

৮৩ পা কেবা বোঝাবেক

৮৪ (ভ), (ক. বি.) পাইলা এ লেপ নেহারি

৮৫ (ভ) ধারি, (ক) আধারি

৮৬ অতঃপর (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ,

হৌস্তকি এড়িয়া পাইলা কর্পল তাষুল,

ধোকরি এড়িয়া পাইলা কামিনীর কোল ।

৮৭ পা চর্ম, (ভ) গুধুড়ি

৮৮ (ক) তির

৮৯ (ভ) সখ

৯০ (ক. বি.) ভাঙ্গা পাথুরী

৯১ (ক) রত্নাক্ষ এড়িয়া পাইলা সুবর্ণের মালা

কদলীত আসিয়া পাইলা ^{২২}উপভোগ,
 কামিনীর কোল পাইয়া পাসরিলা যোগ ।
 আপনে হইলা ভুলা না চিনিল পিছে,
 গুরুর বচন তুমি সব কৈলা মিছে ।
 গুরুর বচন তুমি ^{২৩}না[হি] কৈলা ^{২৪}সার,
 বারমাসের বার তিথি না কৈলে বিচার ।
 ক্ষুধার্ত হইয়া রৈলা কামিনীর পাশ,
 আপনার বীজ জ্ঞান সব কৈলা নাশ ।
 গুরুর বচন পুনি ^{২৫}না চিন্তিলা বাপ,
 হারাইলা সব জ্ঞান যেন ^{২৬}বাদিয়ার সাপ ।
 { আমি তোমা কহি গুরু তুমি ^{২৭}কর মন,
 আত্ম কথা অএ বাপু করয়ে স্মরণ ।
 সিধা সবে শুনি ^{২৮}বাপু মোরে দিব গালি,
 তুমি গুরু মৈলে মোর মুখে ^{২৯}চূণকালি ।
 সিধা সব কি বলিয়া প্রবোধ দিব আমি,
 পড়িলাম সঙ্কটে গুরু উদ্ধার হও তুমি ।
 তোমার চরণে গুরু আমার নাই ঠাই,
 শিষ্যপুত্র চাহ' বাপু দীক্ষার মীনাই ।

২২ পা রাজ

২৩ পা শুনি

২৪ পা চিন্তিলা

২৫ পা শুনি, (ভ) থানি

২৬ (ভ) জ্ঞান হারাইয়া হইলা, (ক) হারাইয়া আপনা জ্ঞান পাইবা বড় তাপ

২৭ (ভ) স্থির

২৮ (ক) মিলি

২৯ পা মুখে দিব

• পা কর, (ক) উদ্ধারিবা, (ভ) রক্ষা কর

১ (ভ) রাখ

চরণে পড়ম বাপু কর অবধান,
 শিষ্যপুত্র রাখ বাপু করিয়া^২ সম্মান^৩ ।
 আমার বচন গুরু তোমার নাই মন,
 অশ্বখের গাছে যেমন কহিএ সর্পণ^৪ ।
 কপট ভাজিয়া গুরু না করিলা দিশ,
 জ্ঞান হিত সব শুনি লাগিবেক বিষ^৫ ।
 কায়া সাধ তুমি বাপু আমি পুত্রে বলি,
 বিজয়া নগরে গুরু চল যাই চলি ।
 { কহে ভীমসেন রাএ মনেতে চিন্তিয়া,
 মৌননাথ গুরুর যে চরিত্র বুঝিয়া ॥

কামে বিমোহিত হইয়া শরীর অন্তর,
 ভালমন্দ নাহি চায় কিছু^৬ নাই ডর ।
 জ্বর বিষম মায়া কটাক্ষের শর,
 দৃষ্টিমাত্র ভেদে বাণ শরীর ভিতর^৭ ।

- ২ (ক. বি.) দ্বিত্যত
 ৩ (ভ) মাগ্ধদান
 ৪ (ক) জেন কহিএ স্বপন, (ভ) কাছে যেন করয়ে সর্পন
 ৫ পা ভাজিব কপট গুরু সব হইব মিস^৮ ১ (ক. বি.) সিস
 ৬ এই দুই ছত্রের বিভিন্ন পাঠ :
 (ক. বি.) কহে সেক ফণ্ডজ্ঞাএ মনেত্য চিন্তিয়া,
 মৌননাথ সেজে গুরু চরিত্র বুঝিয়া ।
 (ক) কহেন কবিন্দ্র দাসে শুন নরগণ,
 সিধার সঙ্গিত বাণি জ্ঞান বিবরণ ।
 কবিন্দ্র বচন শুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া,
 মৌননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া ।
 (ভ) কহে সেন শ্রীম দাসে প্রভুকে ভাবিয়া,
 কহেন যে গোক্ষ নাথে স্থিরতা করিয়া ।

- ১ অ মৃত্যু
 ২ পা দৃষ্টিপাত কর গুরু শরীর অন্তর

আপনে° বিভোলা করে সেই গুণবতী,^১
সহজে রাখিতে প্রাণ কাহার শক্তি ॥

॥ রাগ গুজরী' ॥

গোর্থের বচন শুনি ঈশ্বর মীনাই,
শোন শোন স্ততিনাথ তোমাতে যে কই^২ ।
চলিতে না পারি আন্ধি গায়ে নাই বল,
কেমতে সাধিব মুই সে° যোগ সকল ।
মাগিতে না পারিমু° আর ঘরে যাই,
কদলীর রাজা আমি° ঈশ্বর মীনাই ।
বৃদ্ধকাল হইল মোর চলিতে নাই দিন,
মাগিবারে গেলে লোকে বাসিবেক° ঘিণ ।
পাকিল মাথার কেশ চলিলেক বস,
এমত সময় কালে কিসের সাহস ।
ভাল কহ গুরু° তুমি কই তোমার ঠাই,^৩
বুঝাইলে না বুঝ গুরু° ঈশ্বর মীনাই ।

১ অ আলাপে

৪ পা অল্লভোগ করে যেবা হইয়া গণপতি

১ (ভ) বুই রাগ, (ক. বি.) পদবন্ধ

২ (ক) তোম্বারে বুঝাই, অ কহন্ত বুঝাই

৩ পা, (ভ) আমি ই

৪ (ক. বি.) মাগিয়া খাইতে নারি

৫ (ভ) মুহি

৬ (ভ) মাগিয়া খাইতে মোর মনে লাগে

৭ (ক) ক্রোধ হইল স্ততিনাথ বলিল কিটাই

৮ (ক) কথা

ভাল সে কইলা^১ বাপু মনে ভাবি^২ কাজ,
 অনন্ত সিধার মেলে^৩ তুমি থুইলা^৪ লাজ^৫।
 পড়িব তোমার কায়া না ফিরিব আর,
 তবে সে ভাগ্যিব^৬ তোমার মনের জঞ্জাল।
 আক্ষারে^৭ দর্পণ দেখাইলে নাই^৮ ফল,
 তোমাতে^৯ কহিএ আক্ষি বচন^{১০} সকল^{১১}।
 কালের^{১২} সাক্ষাতে যেন গীত গাহে গাইনে।
 হেনমতে কথা তুমি না শুনিলা কানে।
 { মুখে^{১৩} রে অক্ষর^{১৪} দেখাইলে নাই ফল,
 { তেনমতে কহি আক্ষি তোমাতে নিফল^{১৫}।

৯ অ কহ গুরু

১০ অ ভাল কহ

১১ পা মধো

১২ (ক) তোক্ষি পাইবা

১৩ অতঃপর

(ক) ও (ভ)-এর অতিরিক্ত পাঠ,

বুঝিলাম আয়ে বাপু নিজ মনে বাসি,
 যোগের হইল ঠগ কদলিতে আসি।
 জখনে আসিয়া জমে জখনে টানিব,
 সেখানেত গাভুগালি আপনে জানিব।

১৪ অ খণ্ডিব

১৫ পা অক্ষলেরে

১৬ (ক) কোন

১৭ (ক) তেন মত

১৮ অ তোমাতে

১৯ অ কেমনে সাধিব যোগ শরীর বিকল

২০ অ কালার, বধিরের

২১ পা শাস্ত্র

২২ (ক) সকল

বোঝাইলে না বোঝ তুমি পশুর^{১১} লক্ষণ,
 অমৃত ছাড়িয়া কর গরল ভক্ষণ ।
 মীননাথে বোলে পুত্র कहিয়ে তোমারে,
 না গঞ্জ না গঞ্জ গোর্থ না গঞ্জ আমারে ।
 বিধির ঘটন^{১২} কেবা খণ্ডাইতে পারে,
 যারে যেই করে বিধি নড়িতে না পারে^{১৩} ।
 টুটিল হস্তীর বল অক্ষুশে না মানে,
 চর্ম দড়ি দিয়া^{১৪} [যেন] বাঘিনীএ টানে ।
 ভালমন্দ সুখভোগ তারে কেবা দেখে,^{১৫}
 সোতেত এড়িলুম নৌকা^{১৬} যথা তথা ঠেকে ।
 গুরু^{১৭} বচন মোর কিছু নাই মনে,
 সকল টুটিয়া মোর গেল দিনে দিনে ।
 মন-দুঃখ ভাবি কহে^{১৮} যতি গোর্থনাথ,
 মীনের শুনিয়া হেন বচন নির্ধাত ।
 নিঃশ্বাস এড়িয়া গোর্থ অতি দুঃখে কহে,^{১৯}
 সব পাসরিলা বাপু জ্ঞান কৈলা ক্ষয়ে^{২০} ।

২৩ (ক), আধের, অঙ্কের

২৪ পা লিখন, (ক) গঠন

২৫ (ক) নারে এড়াইবারে

২৬ (ভ) প্রেমের ছিকল দিয়া, (ক) অক্ষুশ দিয়া, পা প্রেমের দড়িএ বান্ধি বুয়ে
 যেমন টানে

২৭ অ তাকে কিবা লেগে

২৮ পা, (ক) গাও, অ কায়া

২৯ (ভ) হরের

৩০ পা হাসি হাসি কহে তবে

৩১ পা হাসি হাসি বোলে

৩২ পা গুরু কামিনীর কোলে

গুরু গুরু কহি আক্ষি নাহি তোক্ষার মন,^{৩৩}
 আক্ষার বচন গুরু না কর^{৩৪} যতন ।
 এখানে কহম বাপু যোগ-দরশন,
 মিলিবেক শ্রীমন্দিরে কহিল বচন^{৩৫} ।
 কহিল আপনা^{৩৬} কথা আপনে কর হেলা,
 এড়ি গেল যতি-কায়্যা টলি^{৩৭} গেল কলা^{৩৮} ।
 বুঝিয়া গুরুর মন যতি গোরখাই,
 আসন করিয়া বৈসে গুরুর দিকে চাই ।
 বসিলেন গোখ নাথ মৌনের সমুখে,
 যোগ পরিচয় কর চাহ^{৩৯} চক্ষে চক্ষে ।
 বোঝ বোঝ অএ গুরু কায়ার বোঝ ভেদ,^{৪০}
 আপনে কহিছ কথা^{৪১} নাই হয়ে ছেদ^{৪২} ।
 হাত নাড়ি কথা কয়ে চক্ষের দিয়া ঠার,
 কর্ণপাতি শোনে মৌন সমুদ্র^{৪৩} অপার^{৪৪} ।

- ৩৩ পা তোক্ষারে কহিএ গুরু ধর্মমত নাহি মন
 ৩৪ (ক. বি.) তুমি করহ
 ৩৫ অ, (ক. বি.) গুরুর চরণ
 ৩৬ (ক. বি.) গুরুএ
 ৩৭ পা টুটি
 ৩৮ (ক. বি.) শালা
 ৩৯ পা চাহি
 ৪০ (ক. বি.) ভেট
 ৪১ পা শিখাছ মস্ত
 ৪২ (ক. বি.) না হইছে মেট
 ৪৩ (ক. বি.) সে জল, অ সিদ্ধান্ত
 ৪৪ (ক) সিদ্ধ হইবা পার

খেনেকে বালক হএ খেনে বৃদ্ধ যতিনাথ,
 খেনেকে যুবক হএ মীনের সাক্ষাৎ ।
 হাতের মারিয়া তালি^{১০} গুরুকে বোঝাএ,
 বনপক্ষিগণ যেন না ছাড়ে বাছাএ^{১১} ॥

॥ গিদধড় বিচার^১ ॥

পুকুরেতে জল^২ নাই পাড় কেনে বোড়ে,^৩
 বাসার মধ্যে ছায় থুঠ আড়ি-মুউড়া করে^৪ ।
 নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চালে,^৫
 আন্ধলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে ।
 ঝিম যাউক বরিষা তলে যাউক মীন,
 ঝাপিয়া তরিতে^৬ পাড়ি^৭ সমুদ্র গহিন ।
 মুখখানি হালে গুরু^৮ জিহ্বাখানি ফাল,
 অমর^৯ পাটনে জোত গড়নের হাল^{১০} ।

৪৫ পা তোড়ি

৪৬ (ক. বি.) মনপক্ষী মীননাথ নাসাতে বাঝাএ

১ মূল পুঁথিতে এই শীর্ষক আছে

২ (ক) পথরাতে পানি, (ক. বি.) পুস্করনির পানি

৩ অ, (ক) ডুবে

৪ (ক. বি.), (ভ) বাসাতে ডিঘ নাই ছাও কেনে উড়ে

৫ (ক. বি.) চাল

৬ পা পড়িতে

৭ পা পাড়ি, (ক) পায়ে

৮ (ভ) আনল জান

৯ (ভ) অমূল্য

১০ (ভ) ঘর গরল নেহাল, (ক. প.) সম্বর পাটনেতে নগরে জোরে

উছ নীছ ভূমিখানি তাত কৃষি^{১১} হএ,
 যদি হইব গৃহবাসী ভূমি যে^{১২} চষএ ।
 { ^{১৩} জ্ঞাননাথে কএ তবে শোন মমুৱাএ,
 মনেতে ভাবিয়া চাহ কেবা কাৰ হএ ॥

॥ পয়াৰ : ফিৰাগীত ॥

মন চিননাৱে তোৰ সঙ্গৈ খেলা খেলে ঐ কুন জন ॥ ধ্রু ॥

॥ ঘোষা ॥

প্রথম প্রহর রাতি গুরু আলসিত বড়,^১
 যাহার^২ কারণে^৩ নিদ্রা হইয়া যায় দড়^৪ ।
 ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই উজানেতে বাইয়া,^৫
 সানন্দে গুনল^৬ ধ্বনি চৈতন্ত্য পাইয়া^৭ ।
 দ্বিতীয় প্রহর রাতি কালনিদ্রা^৮ ঘোর,
 উজানে রসের মাপি বোজ নিরন্তর^৯ ।

১১ (ভ) তাতে হংসি

১২ (ক), অ, (ভ) সে ভূমি

১৩ এই দুই ছত্র ও পরবর্তী ধূয়া অংশ কেবল আদৰ্শ পুঁথিৰ পাঠ, (ভ) শ্রীৰাগ
 শীৰ্ষক ; আহাৰে গুরুৰ নাম কৰহ স্মরণ ॥ (ধ্রু)

১ (ক), অ আলস্য বিস্তর

২ পা তাহার, অ আহাৰ, (ক) আতুৰ

৩ পা তোড়ল, অ তোমাং, (ক) তাহাতে

৪ পা সন্ধ্যাএ বসি কৰ, (ক. বি) বড়ি আসা কৰ

৫ (ভ) উজানি বান্ধিয়া

৬ (ভ) গুনহ

৭ (ক. বি.) আনন্দে এহিয়া

৮ (ক. বি.) অতি

৯ (ভ) উজানে সেরেৰ তৈল^১ লইয়া যায় চোৰ, ১ (ক. বি.) যণি

(ক) গুজনেৰ তৈল মাপি

উজান ভাঙ্গিয়া কর আমারেতে^{১০} মন,
 তবে সে রহিব গুরু অমূল্য রতন ।
 তৃতীয় প্রহর রাত্রি অতি নিদ্রা ঘোর^{১১},
 তখনে বুঝিতে পারে জ্ঞানের প্রসর^{১২} ।
 যেই নিদ্রা সেই কাল জানিয় নিশ্চয়,
 সদগুরু ভজিলে [গুরু] আন্তমা^{১৩} পরিচয় ।
 চতুর্থ প্রহর রাত্রি নিশি অবশেষ,
 কৰ্ম^{১৪} চিন্তা গুরু জাগ হইয়া বিশেষ^{১৫} ।
 জ্ঞাননাথে কহে চারি প্রহর বিচার,
 ভেদিয়া দশমী দ্বার খাল জোড় ঘর^{১৬} ।
 তব জানিয়া যোগ না করিয় হেলা,
 পাকছে মাথার চুল হইয়া যাইবা কালা ।
 কায়া ভাল কামি গুরু সাক্ষাইলে সাজে,
 যোগ সাধিতে গুরু কার্যে নাই লাজে^{১৭} ।
 শুক্রবারে বহে বারি^{১৮} সুষমনা^{১৯} জান,
 গজা যমুনা দুই ধরয়ে উজান ।

- ১০ (ক) আমনেতে, (ভ) অমনা গমনা, পা আমানেতে
 ১১ (ক. বি.) ভাএ
 ১২ (ক) কিছু নিদ্রা না গেলে বিরোধ ঠেকে গাএ^১
 ১ (ক. বি.) বিজগ লএ কাএ,
 (ভ) বিরোগ হএ কাএ
 ১৩ পা আপনার
 ১৪ (ক) ব্রহ্মজ্ঞান
 ১৫ (ক) থাকি নিজদেশ
 ১৬ (ভ) যোগে কর ভর, (ক) জোর ভর, (ক. বি.) চৈতন্য চারি প্রহর
 ১৭ (ক) শ্রীমন্দিরের হাটের শব্দ^১ বাজাইলে বাজে
 ১ (ক. বি.) পঞ্চরাত্র বাজ
 ১৮ (ক) বায়ু
 ১৯ (ক) শুদ্ধচিত্ত, পা শিশোপাল, অ শিব প্রাণ

ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই স্রমেরূর চূড়া,
 মধ্যকমল মধ্যো^{২০} বন্দী হয়ে^{২১} চোরা ।
 শনিবারে বয়ে বায়ু^{২২} শূন্যে মহাস্থিতি,
 পূর্বেত উলএ^{২৩} ভাষু পশ্চিমে জলে বাতি^{২৪} ।
 নিবিতে না দিয় বাতি জাল ঘনঘন,
 অঙ্ককা^{২৫} ছাপাইয়া রাখ অমূল্য রতন ।
 রবিবারে বয়ে বায়ু লইয়া আত্মমূল,
 অগ্নিএ পানিএ গুরু রাখ সমতুল^{২৬} ।
 অগ্নিএ পানিএ যদি [না] রাখ গাভুরালি,^{২৭}
 নিবি যাইব অগ্নি সব রইআ যাইব ছালি ।
 সোমবারে বয়ে বায়ু সহজ সঙ্গীত,
 শ্রীগোলা নগরে^{২৮} বাত বাজে সুললিত^{২৯} ।
 ঝমকে ঝমকে বাত বাজে নানা^{৩০} ধ্বনি,
 ইন্দ্রের ভুবনে যেন নাচয়ে নাচনী^{৩১} ।

- ২০ (ক. বি.) যেন
 ২১ (ক) -খানি আনিয়া জে বন্দী কর,
 (ভ) যুল (শূন) কমল চাপি বন্দি কর
 ২২ অ বাবি
 ২৩ পা উদিত
 ২৪ (ভ) জাএ অতি
 ২৫ পা আঙ্ককা
 ২৬ (ভ) মন স্থির করি ধর ত্রিপীণির কুল
 ২৭ (ক. বি.) একত্রে মিশি
 ২৮ পা হাটের, (ক. প) শ্রীমন্দিরের পঞ্চ
 ২৯ পা বিপরীত
 ৩০ (ভ) মহা
 ৩১ অ ইন্দ্রজিত নাট করে শুনে মহামুনি

মঙ্গলবারে বয়ে বায়ু^{৩২} জুড়িয়া মঙ্গলা,^{৩৩}
 খেমাইরে অশ্রুশ দেয় মনারে^{৩৪} পাগলা ।
 গগনেত মন্ত হস্তী ছুটে^{৩৫} নিরন্তর,
 ছান্দিয়া বান্দিয়া রাখ মন্দির ভিতর^{৩৬} ।
 বুধবারে বয়ে বায়ু^{৩৭} বোঝ আপেআপ,
 ফিরিয়া খেলাঅ গুরু দুইমুখা সাপ ।
 চাপিলে গজ্জিয়া উঠে বিষম^{৩৮} নাগিনী,^{৩৯}
 গুরুমুখে চিনি লহ^{৪০} সরুয়া-শঙ্খিনী ।
 বৃসোত্তবারে বয়ে বায়ু^{৪১} বিরলে দিয়া চিত,
 গগনমণ্ডলে^{৪২} শুয়া ডাকে বিপরীত ।
 ৪৩শুয়াগুটি^{৪৪} নহে গুরু জীবন প্রাণধন,
 সাতবার ভ্রমিয়াছে এই তিন ভুবন^{৪৫} ।
 বুঝ বুঝ অয়ে গুরু বাউর^{৪৬} বিজয়া,
 আপ্তমা^{৪৭} পরিচয় করি রাখ নিজ কায়া ॥

- ৩২ (ভ)বারি
 ৩৩ পা শুনিয়া ধরণী
 ৩৪ (ক) মনাইসে, পা মর্ষরা (৭)
 ৩৫ (ক) উঠে
 ৩৬ (ক.বি.) অন্তর
 ৩৭ পা বারি
 ৩৮ (ভ) বিরহে, (ক) বিরহ
 ৩৯ পা ডাকিনী, (ভ) সাপিনী
 ৪০ (ক) সাপিনী না হয়ে গুরু
 ৪১ পা বারি
 ৪২ (ক) এ শ্রুত মন্দিরে
 ৪৩ (ক.প.) জুআগুটি নহে গুরু জীউ প্রাণেশ্বর,
 ছান্দিয়া বান্দিয়া রাখ মন্দির ভিতর ।
 বুজিয়া সকল তত্ত্ব কর এক জর,
 সপ্তবার ভুলিয়াছ পীর মোচন্দর ।
 ৪৪ (ক.বি.) জুকি ৪৫ (ক.বি.) এ পীর মিঠন
 ৪৬ পা ঘরের, অ বাবির (৭) ৪৭ পা আত্মা

॥ গুজরী ॥

সরোবর শুখাইল গুরু মৈছে^১ নিল চিলে,
 নিচিস্তে হারাইল ধন^২ কামিনীর কোলে।
 অরোগ-ভাগ্য গুরু কদলী হইল^৩ রোগ,
 যদিবা সাধিবা কায়া^৪ উলটি ধর যোগ।
 উলটিয়া ভেট গুরু স্নেহের কলা,^৫
 পাকিছে মাথার চুল^৬ হইবেক কালা।
 দশমী ছুয়ারে ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল,^৭
 উজ্জাউক মহারস ভরোক খাল-খোল^৮।
 কানকাএ কহিল মোরে বিজয়ানগরে,
 তেকারণে আইলাম আমি তোম্মার গোচরে^৯।
 অধে উদ্ধে তালি দেয় গুরু মোহন্দর,
 আগুমা^{১০} নিচল কর শরীর ভিতর।
 বারে-বাউরে প্রবোধ দিয়া^{১১} বায়ু কর বন্দী,
 মূল-কমল মধ্যে বায়ুর বোধ^{১২} সন্ধি।

- ১ পা মংস্ত
- ২ (ক.বি.) কায়া দিলা
- ৩ অ সে
- ৪ অ জীইবা গুরু
- ৫ পা সহিতে না পারিবা গুরু শমনেব জালা
- ৬ (ক) কেশ
- ৭ পা দশমী ছুয়ারে ভেদ ঢোকা তুল সর, অ ঠোক ঠোক তোল
- ৮ পা গানের জল
- ৯ পা তোমা বুঝাইবারে
- ১০ পা আত্মা
- ১১ পা বায়ুর ঘরেত গুরু
- ১২ অ মূলে স্থির কর গুরু কহিলাম

বায়ুর ঘরেতে গুরু বায়ু কর সাচা,^{১৩}
 আছৌক তরুণা বোড়া হইয়া যাইবা কাচা ।
 খালজোড়া ভর গুরু কায়া কর তত্ত্ব,^{১৪}
 গরল ভক্ষণ করি চিস্তা নিজ পথ ।
 শরীর সংযোগে বায়ু কমল^{১৫} শোধন,
 যট চন্দ্র^{১৬} ভেদ গুরু খেলয়^{১৭} গগন^{১৮} ।
 মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টুটিব কলা,^{১৯}
 বেঙ্কানালে সাধ^{২০} গুরু না করিহ হেলা ।
 ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই বশ কর ভালা,^{২১}
 মেরুমূলে রইআ চন্দ্র নাচিব গোপালা ।
 বোঝ বোঝ গুরুজ্ঞান তত্ত্ব বোঝ সন্ধি,
 রবি শশী চলি যাএ^{২২} তারে কর বন্দী ।
 { মন হএ পবন পবন হএ সাঞি,^{২৩}
 { হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি ।

১৩ (ক), (ক. বি.) নিসা

১৪ পা বাউ কর শকত

১৫ (ক. বি.) মন ব্যিরি

১৬ (ক) চক্র

১৭ (ক.বি.) খেলুক

১৮ (ক) উজান

১৯ পা পাকিচে মাথার চুল হইআ যাইব কালা

২০ পা, (ক. প.) ইঙ্গনালে শোধ

২১ (ক.বি.) বুঝ বাউ কর সন্ধি,

(ক) বুঝিবা বাউ সন্ধি,

অ শোধ বুঝ মহাসন্ধি, (ক. প.)-উজানিতে রসের জ্ঞান কেনে হইলা ভোলা

২২ (ক.বি.) আছে, (ক. প.) মূল কমলে আনি

২৩ পা মন হএ গোসাঞি পরাণের ঠাই, (ক. বি.) পবনের সাঞি

মন পবন সহিতে এক করি জোড়,^{২৪}
 ক্রমে ক্রমে টানি আন মনের স্তাণ্ডার^{২৫}।
 উলটি ফুটউক ফুল^{২৬} পুনি কর ধ্যান,
 বোঝ বোঝ অএ বাপু এই ব্রহ্মজ্ঞান।
 ২৭চাপ তিন তিহড়ি উড়িয়া যাউক^{২৮} ধূয়া,
 আনল জালহ গুরু স্থির রাখ কায়া।
 ত্রিবেণী করহ স্থির^{২৯} কর্ণে দেয় তালি,
 উপরেতে চম্ভ রাখি কর ঠাকুরালি।
 ডাইনেতে রাখিয় অগ্নি আগে তারে জালি,^{৩০}
 কোনকালে না টুটিব^{৩১} তোমার গাভুরালি^{৩২}।
 স্থাপন^{৩৩} করহ মন আমানেতে^{৩৪} বসি,
 আদিত্যবারেত পালিয় তিথি^{৩৫} একাদশী।

- ২৪ পা মন পবনের কাছে থাকে এক চোর,
 (ক) মন আর পবন সহিতে কর জোর
- ২৫ (ক.বি.) আনি জত মনের ঘর তরি,
 (ক) আনিয়া মনের ভাঙ্গ ভোর
- ২৬ অ পলটি আর
- ২৭ পা প্রাণে মরিআ জাইবা উড়িয়া জাইব সোআ,
 এইসব শুনি বাপু স্থির কর কাআ।
- ২৮ অ উলটউক
- ২৯ (ভ) -তে থানা দেয়
- ৩০ (ক.বি.) কামের মুণ্ডেত দেখ পড়ি জাউ ছালি,
 (ভ) আপনারে স্থির কর বাউ ভর করি
- ৩১ (ক.বি.) টলিব
- ৩২ (ক.বি.) গাভুরআলি
- ৩৩ পা স্থির
- ৩৪ (ক.বি.) আমাতে, অ আমলেত, (ক. প.) আসনেত
- ৩৫ পা মাস, (ক) ভূমি, (ক. প.) আশুবার পালিবা জে ভিম

দশমীর^{৩৬} মধ্যে গুরু না টলাইব^{৩৭} চিত,
 দেহ^{৩৮} মধ্যে বারাগসৌ আর নাই তিথ^{৩৯}।
 অধে উর্দ্ধে গুরুদেব তুলি ধর কাম,^{৪০}
 শরীর সুন্দর হইব চিকণ হইব চাম।
 নাপিতের শিলাএ যেন চুমুকে^{৪১} আনে টানি,
 ইন্দ্রনাথে শোধ^{৪২} গুরু আচাভূয়া^{৪৩} পানি,
 আচাভূয়া মধ্যে গুরু সঞ্চারি সার,
 মহারস গুরুদেব উর্দ্ধেধরৌ বার।
 সারিয়া ঝাড়িয়া গুরু না করিহ ভয়ে,
 ভাণ্ডার বান্ধহ গুরু করিয়া অক্ষএ^{৪৪}।
 কপণের ধন যেমন খাইতে না জুয়াএ^{৪৫}
 শূণ্য ঘর পাইলে গুরু যমে লইয়া যাএ^{৪৬}।
 আসনেতে^{৪৭} মন কর চিন একাদশী,
 পবন নিচল কর চিন রবি শশী^{৪৮}।

- ৩৬ অ দশ দিশ, (ক. প.) দশ দিগের
 ৩৭ (ক.বি.) কম্পবে, (ক. প.) না করিয়
 ৩৮ (ক.বি.) ঘর, অ, (ক. প.) ঘট
 ৩৯ (ভ), (ক.বি.) দ্বাহি রাজে নিত্য, অ নিতি কর স্নান, (ক. প.) জীবন অনিত
 ৪০ (ক. প.) ধরহ মোকাম
 ৪১ (ভ), (ক.বি.) রক্ত, (ক. প.) চুমুকে
 ৪২ পা তোলা, (ভ) তুলে
 ৪৩ পা জোয়াবের, (ক. প.) আঠা কুয়াব (?)
 ৪৪ (ক.বি.) শরীর হইব পাক পাপ হৈব ধএ, (ভ) শরীর সুন্দর হৈব জীবন অক্ষএ
 ৪৫ (ক) জেন রাখহ আপক্ষি, অ উপেক্ষি
 ৪৬ (ক. বি.) সঞ্চারি করিয়া খেল আপনাক দেখি ;
 অন্তঃপর (ক. বি.) পুঁথির অতিরিক্ত,
 আপনা সহিতে গুরু কয় পরিচএ,
 শরীর স্থাপনা করে পাপ হইব ক্ষএ।
 ৪৭ (ক.বি.) আমাতে
 ৪৮ পা শূণ্যের মাঝে ধ্যান কর বসি,
 (ক. প.) পরম নির্জন মধ্যে গঙ্গা বারাগসৌ,
 তাহার নিকটে বৈসে রবি আর শশী।

অচেতন^{৯৯} রৈলা গুরু কিছু নহে ভাল,
 কায়া সাধিয়া গুরু জিন^{৯৯} জন্ম কাল।^{৯৯}
 যতেক^{৯৯} কমল^{৯৯} গুরু বেড়িয়াছে গলে,^{৯৯}
 হাতে ধরি বুঝাইবা হিসাবের কালে^{৯৯}।
 এড় এড় গুরু বাপু^{৯৯} মৃতের কুণ্ড,
 খেমায়ে অঙ্কুশ দেয় হস্তিয়ার মুণ্ড^{৯৯}।
 অঙ্কুশ মারিয়া হস্তী সদায় দেয় তুড়ি,^{৯৯}
 যদি [সে] সাধিবা যোগ রহ স্থান জুড়ি^{৯৯}।
 লোভ মোহ হএ গুরু আর কাম ক্রোধ,
 এই চারিজন গুরু শরীরের বিরুদ্ধ^{৯৯}।
 এই চারিজন গুরু দড় মনে^{৯৯} ধরি,
 সকলে মিলিয়া কর খেমার চাকরী।

- ৪৯ (ভ), (ক.বি.) এখাতে, (ক) বিপক্ষে
 ৫০ পা চিন
 ৫১ অতঃপর ছয় ছত্র (ক. বি.) পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ,
 এই মূল তত্ত্বে গুরু থাকহ ধাআই,
 অভিশ্রু মুক্তিপদ দিবেক গোসাই।
 মুক্তির কমল গুরু বেড়িআ গোপতে,
 তাহার ডুবাই মন গুরু মৌননাথে।
 সহস্র দল মৈকে এক নিবঞ্জন,
 একমনে ভাবিলে সে পাইব দর্শন।
 ৫২ (ক), (ক. প.) জুতিব
 ৫৩ অ জুবতীর মন
 ৫৪ (ক)-ক্ষে পাতে, (ক. প.) করিআ জে পাত
 ৫৫ (ক) তাহাতে ডুবাই মন গুরু মৌননাথে
 ৫৬ (ক. বি.) এক গুরুদেব তুঙ্গি
 ৫৭ (ক. বি.) শুণ্ড, (ক. প.) কামের অঙ্কুশ দিআ হস্তী কর দণ্ড
 ৫৮ পা এড়ি, (ভ) আপনারে স্থির কর বাউ ভর করি
 ৫৯ (ক.বি.) সাল মুড়ি, (ক. প.) হস্তী রাখ ধরি,
 (ভ) তিলেক না টুটিব ভোমার আবুবালি
 ৬০ (ক.বি.) বোধ
 ৬১ (ক.বি.), (ক) করি

কাম ক্রোধ লোভ মোহ সব বৈরী হএ,^{৬২}
 এই চারি খাউত বয়ে^{৬৩} শরীর আলয়ে ।
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ এ সকল বৈরী,
 তাহারে রাখিয় গুরু সতস্বর করি ।^{৬৪}
 যত সব কৈলা গুরু আপনে কৈলা ভজ,
 তাহাতে না কৈলা গুরু মনেত আভঙ্গ^{৬৫} ।
 সহজে এ ভবনদী হইবারে পার,
 হেন নৌকা না রাখিলা ঘাটে আপনার^{৬৬} ।
 কহন্তু যে গোর্খনাথে শোন মোছন্দর,
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ খেমার নফর^{৬৭} ।
 পাটে রাজা দড় কর খেমার সঙ্গে মিলি,
 কামের গলাতে দেহ লোহার শিকলি^{৬৮} ।
 মন-পবন স্থির কর^{৬৯} খেমাইরে কর রাজা,
 চারি চল ভেদি গুরু সকল^{৭০} কর তাজা ।
 বলিতে বলিতে নাথ হাতে মারে^{৭১} তুড়ি,
 বিমর্শিয়া রাজপাট সব দিল ছাড়ি^{৭২} ।

৬২ (ক. বি.) পরিহর

৬৩ (ক. বি.) জন আছে

৬৪ (ক. বি.) পুঁথিতে নাই

৬৫ পা এ সকল না রাখিলাম মনের মাতঙ্গ

৬৬ (ক. বি.) ঘাটের মাঝার

৬৭ (ক. বি.) অষ্টজন না রাখিঅ কবিঅ অন্তর

৬৮ (ক) জিজলি

৬৯ পা সকলে মিলিয়া বাপু, (ক) সকল ছাড়িয়া গুরু

৭০ (ক. বি.) গরল ভক্ষণ করি সব, (ক) ভক্ষিয়া গরল চন্দ্র কায়া

৭১ পা দিল

৭২ অ বিচলিত মীননাথ রাজ্যপাট এড়ি

উচাটন^{১০} কৈল গোৰ্খ লাগি মীন কানে,
জ্ঞানের প্রভাবে মীন ভ্রম^{১১} হইল মনে^{১২} ।
সুখভোগে মীননাথের আর নাই মন,
চল চল যতিনাথে বলে ঘন ঘন^{১৩} ।
{ ‘‘কহে ভীমসেন রায়ে বিচারি মন পাঞ্জি,
জ্ঞীর বিষম মায়া যেন বাদিয়ার বাজী ॥

করিলাম অনেক ভোগ তার অন্ত নাই,
জাতিকুল হারাইয়া চলিলাম তথাই ॥^{১৪}

৭৩ পা উদঘাটন, (ক. বি.) উচ্ছাট, অ উছাট, (ক) উলটিয়া, (ভ) উচাট

৭৪ (ক. প.) নিদ্রা

৭৫ (ক. বি.) গেল ভাঙ্গি, (ক) ভাগি

৭৬ পা স্মরণ হইল যত গুরু বচন

৭৭ ভণিতাংশে বিভিন্ন পাঠ এইরূপ,

(ক), অ গোৰ্খের বিজয় কথা কবীজ্ঞ রচিলা,

সজ্জিত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল ।

অ কহে সেক ফজুল্লার^১ বিচারিয়া পাঞ্জী^২,

জ্ঞীর বিষম মায়া বাদিয়ার^৩ বাজী^৪ ।

আলাপে বিলাপে^৫ হয়ে কামে হএ মন্ত^৬,

কালকুল^৭ হিতাহিত তেজএ^৮ সমস্ত ।

১ অ ভাবি চাহ গুরুদেব

২ অ, (ক. বি) বিচারি মন পাঞ্জি

৩ অ জানে হাসি

৪ (ক. বি.) আছে ছারি জাই

৫ অ, (ভ) বিভোলা

৬ (ভ) মন্ত

৭ (ভ) কালকোট

৮ (ভ) নাহিক

১ (ক. বি.) অনেক পরিভোগ করে শরীর অন্তর,
ভালমন্দ নাহি চাহে মৃত্যুয়ে নাহি ভয় ।

॥ জুহি রাগ ॥

হেনকালে সাজি আইল কদলী যুবতী,
 নানা বেশ করি আইল মনে ভাবি অতি^১ ।
 কান্ধে করি মহাদেবী বিন্দুকনাথেরে,
 সাজিয়া আইল দেবী মীনের গোচরে ।
 ষোল শত মিলি আইল করিয়া সমাজ,
 বসিলেক চারি দিকে মীন রাধি মাঝ ।
 ষোল শত যুবতী মীন দেখিএ কাতর,
 হাসিয়া বলিল তবে ভোলা মোছন্দর ।
 বলাবলি করি সবে আইলা একমনে,
 কি কারণে আসিয়াছ আমা দরশনে ।
 আমাদের চাহিয়া সব চলি যায় ঘর,
 যোগীপুত্র গোর্থনাথে জ্ঞান দিল মোর ।
 জ্ঞান পাইলাম আমি স্থির না হএ মন,
 রহিতে না পারি ঘরে চলিলাম এখন ।
 যতেক আছিল ধন সব নিলা হরি,
 কেনে মায়া পাত আর কিবা পাইবা কড়ি ।
 বৃদ্ধকাল হইল মোর মরণ উপস্থিত,
 আর কিং পাইতে আইলা আমার বিদিত ।
 ভাল^৩ সে রাখিল মোরে গোর্থ অবধূতে,
 বাঙ্কিয়া লইয়া যাইত যমের যে দূতে ।

১ (ক. বি.) নানামতে করে^১ সবে মীনেরে আছতি । ১ (ক) রহে ;

অ মদন মুরতি

২ পা আয়লি

৩ (জ) প্রাণ

ধড়^৪ রক্ষা করিবারে গোথে^৫ কৈল সন্ধি,
 রাখিতে না পারিবা আর মায়া দড়ি বান্ধি।^৬
 যোল শত সখী লইয়া থাক নিজ পুরী,
 মোর দিগে কদাচিত্য না চায় সুন্দরী।
 সমুদ্র শুখাইয়া তোরা করিলি শুখনা,
 আর কি আছএ মোর ঘরে দিতে হানা।
 বুঝিলাম তোমার^৭ মায়া চলি যায় ঘর,
 তোম্বারে দেখিয়া প্রাণ স্থির না হয়ে মোর^৮।
 মালক্ষেতে^৯ ফুল নাই কি দিমু পসর,^{১০}
 শুখাইল গঙ্গা যেন জোয়ার নাই আর^{১১}।
 যদি সে দেখাইল গোথে^{১২} মোর যত^{১৩} তত্ত্ব,
 আর না^{১৪} রুচিব^{১৫} জান তোমার মায়া জথ^{১৬}।

৪ অ কায়, (ক. বি.) জমদূত

৫ অ দিল বুদ্ধি

৬ অতঃপর তিন ছত্র (ক) এর অতিরিক্ত পাঠ,

পুত্র গোথনাথে মোরে পথ দেখাইল,

আর কার রচিব মায়া তোম্বাতে কহিল।

মঙ্গলা কমলা দুই রাজ পাটেশ্বরী,

(ক. বি.) শিশুপুত্র গোথনাথে দেখাইল তত্ত্ব,

আর নি রচিব মায়া তোম্বার জথ।

৭ (ভ) তোমাগ

৮ (ক. বি.), (ভ) তোম্বারে দেখি মনে সাত পাচ করে

৯ (ক. বি.) মণ্ডবেত

১০ (ক) প্রসাদ, অ পসার

১১ (ক. বি.) শুখনা হইল গঙ্গা জোয়ার নহি ফিরে

১২ (ক. বি.), (ভ) গোথে^{১২} মোরে দেখাইল

১৩ পা শুখনা

১৪ (ক), (ভ) গাছেত, পা কাঠেতে

১৫ (ক) জেন মেলএ পত্তর, (ক. বি.) মোর নাহি রুএ, পা আর না নিকলে সখ

কাম ক্রোশ লোভ মোহ বন্দী কৈল নাহু,
 এখানে চলিয়া যাইমু তোমার সঙ্গ^{১৬} হতে^{১৭}।
 মঙ্গলাএ^{১৮} বলে প্রভু কদম্বীর ঈশ্বর,^{১৯}
 তোমার কুথাএ মন হইল ফাফর।
 কোন দুঃখে যাইবা তুমি গোর্থের বচনে,^{২০}
 পাখল করিল গোর্থে দিয়া শূণ্যজ্ঞানে^{২১}।
 হেন সুখ সম্পদ সংসারেতে নাই,
 কোন দুঃখে পুনি তুমি যাইবা যোগী হই।
 লঙ্কে লঙ্কে হস্তী সব ঘোড়ার সেনা রাই,
 এই সকল এড়ি তুমি যাইবা কোন ঠাই।
 কারে রাজ্য দিয়া তুমি যাইবা দেশান্তরী,
 সমপিরা কার ঠাই উম্মারী মেহারী।
 সুবর্ণের ঘর দ্বার রতনের পালা,
 রঙ্গ রঙ্গী^{২২} টঙ্গী সব এই সব ভালা।
 নেতের পতকা সব তাহার উপরে,
 সুবর্ণের খাট সব তাহার মাঝারে।
 তাহার উপরে প্রভু তুমি ডাল গাও,
 বোল শহ যুবতী সবে ধরে হাত পাও।

১৬ (ক. বি.) পুরী

১৭ (ভ) গোর্থনাথের সাথে

১৮ (ক. বি.) কমলাএ

১৯ (ক) গুনহ উত্তর

২০ (ক. বি.) ভাবনে

২১ (ক. প.) তোমা জুগীর পেখানে, (ভ) শূণ্য লাগে মনে

২২ (ক) বিরল, (ভ) মাণিক্য ভূষিত

হীরামণি-জড়িত সব ঘর শোভা করে,
 খেঁত নেত বসনের পতকা উড়ে তারে ।
 রত্নময় বিচিত্র খাটেতে এড় গায়,
 খেঁত চামরে তোমারে^{২৩} করে বায়^{২৪} ।
 চন্দ্র বেড়িয়া যেন থাকে তারাগণ,
 তেমত তোমারে বেড়ি থাকি নারীগণ ।
 শিরের উপরে ধরে সুরণের^{২৫} ছাতা,
 কোটি কোটি লোকে তোমারে নোয়াএ মাথা ।
 কারে দিয়া যাইবা তুমি এ খাট পালকী,
 কারে দিয়া যাইবা তুমি এই রজিলা টঞ্জি ।
 আমি সব কারে দিয়া যাইবা যোগী হই,
 এই রাজ্য দেশ^{২৬} তুমি সপিবা কার ঠাই ।
 কারে দিয়া যাইবা তুমি রাজ্য অধিকার,^{২৭}
 কাহাতে সপিয়া যাইবা বিন্দুক কুমার ।
 কি কারণে চায় তুমি যাইতে যোগী হইয়া,
 কি দোষে যাইতে বল আমারে ছাড়িয়া^{২৮} ।

- ২৩ (ক. বি.) অঙ্গেতে
 ২৪ (ক. বি.) পুষ্পের বিছান পরে স্বখে নিজা জাও, (ভ) লেপ নেহালি
 যত তুমি দেয় গায়
 ২৫ (ভ) নবদণ্ড
 ২৬ (ক. বি.) পাট
 ২৭ (ক) কমলি অধিকারী ; অতঃপর হইছে (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ,
 কাহারে দিলা ভূক্তি উয়ারি মেহারি ।
 কাহারে দিয়া জাও প্রভু স্বৰ্ণ^১ ভাণ্ডার,
 ১ (ভ) মণিযুক্তা আদি যত রতন
 ২৮ (ক. বি.) এড়িয়া

১০ মঙ্গলা কমলা হুই রাজ পাটেশ্বরী,
 মোর রূপে জিভুবন জিনিবারে পারি।
 মুখপদ্ম শোভা করে পূর্ণিমার চান্দ,^{৩০}
 নিমিষে যাইতে পারি অপছরীকে নিন্দ^{৩১}।
 মোর রূপে জিনিবারে পারি সুরপুরী,^{৩২}
 লীলাএ জিনিতে পারি গঙ্গা আর গৌরী।
 আমি সব পাইলে দেবতা মোহ যায়ে,
 এমত সুল্লরীজন^{৩৩} আনে নাহি পাএ^{৩৪}।
 নাটুয়াএ নাট করে গাইনে গায়ে গীত,
 তেলেকাএ বাজি করে তোমার বিদিত।
 এই সুখ সম্পদ তুমি দিয়া জাঅ করে,^{৩৫}
 যোগীয়ার সঙ্গে যাও যোগ সাধিবারে।

২০ এই দুই ছত্রের স্থলে অ ও (ক)-এর অতিরিক্ত পাঠ,
 আমি হুই জন তোমা মুখ্য পাটেশ্বরী,
 না হএ আমরা সম গঙ্গা আর গৌরী।
 মীননাথে বোলে আন^১ না বুলিঅ আর,
 পাইবা গোষ্ঠের শাপ হইবা ছারবার।
 মঙ্গলাএ^২ বোলে আর প্রাণ ভয় নাই,
 প্রাণী জাউক তুষ্টি রহ মোর ঠাই^৩।

১ (ভ) প্রিয়া

২ (ভ) কমলাএ

৩ (ভ) মোর শুনহ গোসাই

৩০ (ক) শলী

৩১ (ক) মোর রূপে জিনিতে পারি স্বর্গের উর্কলী

৩২ (ক. বি.) জিনিতে পারি ব্রহ্মার অপছরি

৩৩ পা হেন সুখ সম্পদ, (ভ) রূপযৌবন

৩৪ পা তোমারে নাই ভায়ে

৩৫ পা চান্দ এড়িবার

আমি সব পাইলে গোৰ্খের মন টলে,
 হেন সুখ পাইলে গোৰ্খ থাকে মণীতলে^{৩৬}।
 স্ত্রী হতে কোন জন আছে সতন্তর,^{৩৭}
 ঐতিহাসে অবশ্য কহিছে মুনিবর।
 নারী লইয়া যত সবে গৃহবাস করে,
 রাধাকানু বঞ্চিলেক পৃথিবী ভিতরে।
 দেবের দেবতা হেন মহাদেব জানি,
 সেই সে স্মৃতি ভুঞ্জে লইয়া ভবানী^{৩৮}।
 হাড়িকা জলন্ত বড় সিধার ভিতরে,
 সেই স্ত্রীমুখ চাইয়া^{৩৯} হাড়ি-কর্ম করে।
 দেবতা গন্ধর্ব্ব আছে যত সব ইতি,
 নারী লইয়া গৃহবাস করন্ত বসতি।
 ধর্ম ভাবি কেহ জান নাহি হএ পার,
 পুরাণে বিচারি চায় মনে করি সার।
 সিদ্ধা বিদ্যধর যত আছে চরাচর,
 সেই সকল জান প্রভু কামেতে কুর্পর^{৪০}।
 কি কারণে অএ প্রভু উপেক্ষিলা ভোগ,
 বুড়া বয়সে^{৪১} গোসাঞি কি সাধিবা যোগ।
 যতেক শুনহ প্রভু কিছু নহে সার,
 স্ত্রীপুত্রের মুখ প্রভু চায় একবার।

- ৩৬ (ভ) তারে কেবা ফেলে
 ৩৭ ইহার পর (ক)-এর দুই ছত্র অতিরিক্ত পাঠ,
 জখ দেখ নারী লৈয়া সবে করে ঘর,
 স্ত্রী পুত্র এড়ি তুচ্ছি আও দেশান্তর।
 ৩৮ (ক) রমণী
 ৩৯ (ক) সিন্ধুক চাইয়া সেই
 ৪০ (ভ) দুর্বল, (ক) কামের কাতর, অ নফর
 ৪১ (ক) বাধক কালেত

রামের ঘরিনী^{৪২} ছিল অনঙ্গের^{৪৩} রতি,^{৪৪}
 কৃষ্ণের রুজ্জিনী আর সভ্যভামা সতী^{৪৫} ।
 চন্দ্রের রোহিণী শচী ইন্দ্রের যে নারী,^{৪৬}
 ত্রিভুবনের কর্তা শিব তান^{৪৭} গঙ্গা গৌরী ।
 গন্ধর্বের রত্না মারী^{৪৮} শাস্ত্র বত লেখি,
 পৃথিবীতে কেবা আছে এসব উপেক্ষি ।
 বুড়াকালে গিয়া প্রভু কি সাধিকা কায়ী,^{৪৯}
 সুখভোগ গৃহবাস সব কর লইয়া^{৫০} ।
 রাজপাট এড়ি তুমি হইবা দেশান্তরী,
 নিতি মনে আশা হইব পরে দিব কড়ি ।
 কোটি কোটি জনের যে^{৫১} হয় মহাজন,
 লক্ষ লক্ষ জনে খায়ে তোমার নিছন ।
 খাইতে পরের অন্ন নিতি হইব আশা,^{৫২}
 মিলিলে খাইবা ভাত না হইলে উপাস^{৫৩} ।

৪২ (ক), (ড) জানকী

৪৩ (ভ) মদনেশ

৪৪ পা সীতা পরম সুবতী ।

৪৫ (ক. বি.) ছিল অভয়া সুবতী, (ক) জাম্ববতী, (ড) তেজি নিজ পতি

৪৬ (ক. বি.) রমণী, (ভ) পুরুষের নারী

৪৭ (ভ) রাবণের মন্দোদরী শিবের

৪৮ অ রামা

৪৯ পা যোগ

৫০ পা দুঃখভোগ করিতে তোমার মনে শোক, (ভ) দুঃখভোগ হৈতে বত গোকর্ক
করে মায়া

৫১ (ক) লোকমধ্যে তুমি, (ড) জানাই হৈতে

৫২ (ভ) পরের খাইবা ভাত নিতি পদ্বাস

৫৩ (ক. বি.) নহে উপবাস

প্রভাত হইলে প্রভু তোমার লাগে ভুখ,
 কুধারে না পাইলে অন্ন পাইবা বড় দুঃখ^{৫৪}।
 নিতি নিতি খাও প্রভু পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
 পঞ্চাশ অমৃত যোগাই তোমার ভোজন।^{৫৫}
সুখা-অন্ন তাহাতে আনুনি^{৫৬} কচুর শাগ,
স্বপ্নে হ রাজভোগ না পাইবা লাগ।
 সঙ্গে চলে পাইক গ্রহরী লাখে লাখে,
 বাহিরে ভিতরে তোম্বারে বেড়ি থাকে।
 যত কিছু লোক সব তোমার কুর্পর,
 তোমার উপরে^{৫৭} ধরে ধবল ছত্তর।
 যোগী হইলে পিঙ্কিবা গাছের বাকল,
 সুবর্ণ^{৫৮} মন্দিরে থাক কামিনীর কোল।
 যোগী হইলে বিছান পাইবা কোন স্থান,
 শয়নের লাগি প্রভু পাইবা অপমান।^{৫৯}
 যোগী হইলে থাকিবা বন [আর] জঙ্গলে,^{৬০}
 বেড়িয়া থাকিব তোমা কুকুর^{৬১} শৃগালে।

৫৪ (ক) শোক

৫৫ (ভ) সগুণা ভাজন [আর] পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
 পঞ্চাশ্বতে প্রতিমিত্তি তোমার ভোজন।

৫৬ (ভ) পাইবা জে আর

৫৭ (ক. বি.) মাথাএ

৫৮ পা সুন্দর

৫৯ (ক) লেপ নেহালি পরে সুখে নিজা যাও,
 যোল শয় কহলিএ ধরে তোম্বার হাত পাও।

৬০ (ক) কুঙ্কি বনের মাঝারে, (ক. বি.) বনে আর ঝারে ঝারে,
 (ভ) খড়া চর্ম ধরিয়া তোমার চকি থাকে,
 জুগী হইলে চকি দিব ত্রীকালে তোমাকে।

৬১ (ক) শকুন, (ক. বি.) বনের

উত্তম পরিধান বস্ত্র শরীর ছাড়া,
 খাঁতার উলসে^{৬২} তোমার খাইব সর্ব্ব গাএ^{৬৩}।
 হেনই যে হুঃখ তোমা দিব বিধাতাএ,^{৬৪}
 ষোল শ কদলীর প্রভু কি হইব উপাএ^{৬৫}।
 বিচিত্র বসন দিয়া^{৬৬} খাটে বসাইব,^{৬৭}
 তোমারে লইয়া সবে আনন্দ করিব^{৬৮}।
 এ বলিয়া মঙ্গলাএ চক্ষের ঠার দিল,^{৬৯}
 ষোল শত কদলীএ বেড়িয়া ধরিল^{৭০}।
 ভুলেতে পড়িল মীন মঙ্গলার^{৭১} আলাপে,
 ষোল শত কদলী মিলি হাত পায় চাপে^{৭২}।
 মীনের কোলেতে তবে বিন্দুনাথ দিয়া,
 মঙ্গলা কমলা বৈসে ছুইদিগে চাপিয়া^{৭৩}।

৬২ (ক. বি.) কাথার উরসে

৬৩ (ক. বি.) কেমনে লেখনা (?) কাথা তুলি দিবা গাএ,
 অ ডাকরি^১ স্ততার বস্ত্র গাথানি লুকাএ, ১ অ টাকরী, (ক. প.) টাকরী
 অ কাথা আর লজার তুলিআ দিবা গাএ,
 অ লেজরা কাথাটি তুমি,
 (ভ) ভাঙ্গা দোলা খাথা

৬৪ অ কাথার উরসে খাইব তোমার জে গাএ,

(ক) বাড়ব আনলে তোমার শুখাইব গাও

৬৫ (ক) হেন মীন রাজা তুমি হুক দিয়া জাও

৬৬ (ক) পরি

৬৭ অ, (ভ) নিতি বৈস খাটে

৬৮ (ক) তোমারে করএ সেবা কদলির ঠাটে^১; ১ (ভ) চাটে

৬৯ (ক) দিল ঠার

৭০ (ক) তবে করিল দিয়ার

৭১ (ভ) প্রেমের, (ক) কস্তার

৭২ (ভ) জলেতে পড়িলে ধেন খঞ্জি যায় তাপে

৭৩ (ভ) রাজার বামে গিয়া

ললিত মঙ্গল কথা^{১০} ঝাড়িয়া^{১১} বাক্ষে কেশ,
 ছই পায়ে নুপুর দিয়া ধরে মোহন বেশ ।
 সকল যুবতাগণ আছে চারি পাশে,
 নানামতে সেবা সেবে করি পরিহাসে ।
 কেহ চামর ঢোলাএ কার হাতে ঝারি,^{১২}
 গন্ধ পুষ্প কঙ্করী চন্দন আনে ভরি^{১৩} ।
 নানা বেশে কণ্ঠা সবে আছে সারি সারি,
 তাহুল যোগায় কেহ সুবর্ণ-বাটা ভরি ।
 দেখিয়া কদলী মৌন আন^{১৪} নাই ভাএ, *
 পিছে থাকি গোষ্ঠনাথে^{১৫} বলে হাএ হাএ ।
 এতেক বুঝাইয়া^{১৬} গুরু ফিরাইলাম মন,^{১৭}
 'মায়াতে মোহিত হইয়া হারাইলা জীবন'^{১৮} ।
 এতেক কহিয়া গুরু নারিলুম^{১৯} বুঝাইতে,
 এত দুঃখে না পারিলাম কদলী থুন^{২০} নিতে ।

- ৭৪ (ভ) অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া
 ৭৫ (ভ) ছাড়িয়া
 ৭৬ (ক.বি.) বিলাসে রহে ঠারি
 ৭৭ (ক.বি.) সুগন্ধি চন্দন গন্ধ ভূজা[রে] তে ভরি,
 (ক) চন্দন যার ভিজারের জন ভরি
 ৭৮ পা আর
 ৭৯ (ভ) ডাইনে থাকিয়া গোষ্ঠে;
 ১ (ক) দক্ষিণে
 ৮০ (ভ) যতনে
 ৮১ (ক) করিলাম চেতন
 ৮২ (ক.বি.) মায়া করি কদলীএ ফিরাইল মন
 ৮৩ পা না পাইলাম
 ৮৪ পা কদলিতে

ভোলা মোছন্দর ২২ গুরু পড়িলেক ভুলে,
 কারিনী এড়িয়া যাইতে মন নাই চলে ।
 তিথি অবশেষে যেন শ্রোত নাহি ২৩ গালে,
 মতিমায়ী আএ গুরু যোগকথা ভালে ২৪

॥ ধামসৌ মগঃ ॥

মৌনের চরিত্র দেখি যতি গোরখাই,
 মনেতে ভাবিয়া দুঃখ বলিল কিটাই ।
 তুমি হেন ভুলা যোগী ত্রিভুবনে নাই,
 অতি ক্রোধে বলে গোৰ্খ গুরুর দিকে চাঞি ২৫ ।
 স্ত্রী পুত্র লইয়া থাকিতে চায় সুখে,
 ডুবাইলা সকল [কা]য়া কি কইব তোকে ২৬ ।
 আমার বচন তোর কিছু নাহি ২৭ লাগে,
 আমি তো কহি যত তোর ধরে বাধে ২৮ ।

৮৫ পা মহেশ্বর

৮৬ (ক) বাঘিনী দেখিয়া গুরু জোয়ার আইসে

৮৭ পা বাঘিনী দেখিয়া গুরু আগিল মউর

স্থির নাই বুদ্ধি গুরুর যোগ হইল দূর ।

১ (ক.বি.) জোয়ার হৈল গালে

১ (ক.বি.) খর্প ছন্দ

২ (ক) পণ্ডবুদ্ধি

৩ (ক.বি.) গুরু আর কেহ

৪ (ক.বি.) দুঃখে বতিনাথে কহিলা বুঝাই

৫ (ক) কুতূহলে

৬ অ নিজ কায় বাঘিনীর কোলে

৭ অ তাহার, (ক) এহার

৮ অ তোমার ভাল হেন, (ক) বদ হেন

৯ (ভ) রাগে

বাঘিনী তোমার গুরু তুমি হইল শিষ্য,
 যোগকথা শুনিয়া তোমার লাগে বিষ ।
 গুরুর বচন তোমার লাগে^{১০} জ্ঞান,
 বাঘিনী যত্নে করে সব লাগে ভাল ।
 চন্দ্র দড়ি হইলা গুরু নাই চার ভাবি,
 নীহারের^{১১} জল যেমন^{১২} হরি মিল রবি ।
 দিন চারি আছে গুরু মরিয়া যে সাচা,^{১৩}
 মোহর বচন গুরু সব জ্ঞান মিছা ।
 ১৪ দিন চারি আছে আয়ু নিশ্চয় জানিল,
 তোমার চরিত্র আমি দেখিয়া চিনি।
 জল যদি থাকে নৌকা বাইয়া যাইতে পারি,
 বালুচরে ঠেকে গুরু বাহ গজগড়ি ।
 ছুঃখ করিয়া নৌকা যেন কূলে ভিড়ি,
 সূজন কাণ্ডারী হৈলে ভবসিদ্ধ তরি ।
 কিবা স্ত্রী পুত্র বাপু কিবা মিত্রজন,
 এ সব সম্পদ জ্ঞান নিশির স্বপন ।
 মৈলে কেহ^{১৫} না যাইব^{১৬} তোমার যে সনে,
 দিন চারি কান্দিবেক কদলীর গণে ।

- ১০ (ক) হইল
 ১১ (ক) শিশিরের
 ১২ (ক.বি.), (ক) যেন
 ১৩ (ক. প.), পা হাটা
 ১৪ এই আট ছত্র (ভ)-এর পরিবর্তিত পাঠ
 ১৫ (ক.বি.) গুরু কেহ
 ১৬ (ক.বি.) লইব

জীবন থাকিলে তুমি পঞ্চাশ ঘরের^{১১} গিরি,
 মৈলে জীবন গুরু^{১২} না আসিব ফিরি।
 পবন আমলে কর তারে রাখ বান্ধি,^{১৩}
 গরল ভক্ষণ করি পবন করি সন্ধি^{১৪}।
 পবন ঘোড়া মন সওয়ার করিয়া,^{১৫}
 ঘোড়া রাখি রাখত না যাইব এড়িয়া^{১৬}।
 চৈতন্যের দড়ি দিয়া ঘোড়া কর বন্দী,
 এহি সে জানিও গুরু জীবনের সন্ধি^{১৭}।
 মীনে বলে শুন পুত্র পণ্ডিত গোরখ,
 যত সব কহ পুত্র সকল প্রত্যক্ষ।
 মঙ্গলার মায়াএ আমার^{১৮} জড়িল শরীর,
 তাহারে দেখিলে মোর প্রাণ^{১৯} নহে স্থির।
 কদলী সকল যদি না দেখি নয়ানে,
 খেনেক না পারি আশ্রি রহিতে জীবনে^{২০}।

১১ (ক) গুরু তুমি ঘর

১৮ (ক) আর

১৯ (ক) বায়ু কর বন্দী

২০ (ক.বি.) জানিয়া না জানি গুরু হেন তবুসন্ধি

২১ (ক.বি.) মন ঘোড়া পবন নিশ্চয় জানিয়া, (ভ) মন ঘোড়া পবন জিন

২২ পা বান্ধি রাখ বশে না যাইব ছাড়িয়া, (ভ) ঘোড়া বন্ধ করি রাখ বাউ ভর দিয়া

২৩ (ক.বি.) জানিয়া না জানি গুরু হেতু অভিসন্ধি

২৪ (ক. বি.), (ভ) তবে কী মায়াএ মোর

২৫ (ক), (ক. বি.) কামিনীর মায়াএ মোর চিত্ত, (ভ) মুখ দেখি

২৬ পা থাকিতে নারি বিনা দরশনে

আমনেত মন দিতে^{২১} বাঘিনী আসে ধাই,^{২২}
 তুই মতে^{২৩} ভাবি মোর নাহিক সমাধাই^{২৪} ।
 গোর্থনাথে বলে প্রভু আমা কেনে ভাড়ি,
 ডাকাইতেত^{২৫} সমপিলি যত ধন কড়ি ।
 আফালে মারিব^{২৬} নৌকা সাগরের জলে,
 সূজন কাণ্ডারী হইলে কি করে আফালে^{২৭} ।
 আপনে না জান^{২৮} গুরু তুমি^{২৯} কোন জন,
 জানিয়া না জান গুরু^{৩০} হইয়াছ বিমন^{৩১} ।
 এ বলিয়া যতিনাথ ভাবে মনে মন,
 কেমতে ভাগ্নিমু গুরুর মনের যে ভ্রম^{৩২} ।
 মায়াতে যে^{৩৩} বন্দী হইল ভোলা মোছন্দর,
 মায়া এড়ি নারে গুরু হইতে স্বতন্ত্র^{৩৪} ।

- ২১ (ক.প.) আগমেতে নাই মন
 ২২ পা আমানেত নাই মন বাঘিনীত সাজি, (ভ) আসনেত মন নাহি বাঘিনী
 রাখে সান্দি
 ২৩ (ক) মন
 ৩০ পা সমাজি, (ভ) নহে মন বন্ধি
 ৩১ পা ডাকিনীত
 ৩২ (ক. বি.) ওফালে মায়েতে, (ক) জোয়াবে মারিল, অ তুফানে পাইলে,
 (ভ) পানি ফুটি থাকিতে
 ৩৩ (ক. বি.) কি করিব থলে, অ আকুলে, (ক) অথলে, (ভ) উথালে
 ৩৪ (ক) জানহ
 ৩৫ (ক) আন্ধি
 ৩৬ (ক. বি.) তুঙ্কি
 ৩৭ (ক. বি.) বন্দী হৈছে মন, (ক) বুদ্ধি হইল হীন
 ৩৮ পা কতন, (ভ) কিরূপে সারিমু মুহি গুরু অতি ধন
 ৩৯ (ক) মায়াজালে
 ৪০ পা রৈতে নারি খেনেক অঙ্কর

স্থির হইতে নয়ে গুরু ভাবে দুই মত,
 মনে মনে স্থির^{১১} কৈল গোধ^{১২} মহাসত^{১৩} ।
 কদলীর মায়া যদি না হইব^{১৪} চুর,
 কেমনে ছাড়াইব মায়া ভ্রম হইব দূর^{১৫} ।
 এত ভাবি^{১৬} যতিনাথ আগে বাড়িএ হাত,
 মীন-কোল হতে আনিল বিন্দুনাথ ।
 মীনে বলে শুন পুত্র যতি গোরখাই,
 পাখালিয়া বিন্দুনাথ আন তোমার ভাই^{১৭} ।
 কাথা^{১৮} কুলি মোর কাছে সব যাও ধুইয়া,^{১৯}
 সরোবর হতে তারে আন ধোয়াইয়া^{২০} ।
 মনে মনে ভাবে তবে যতি গোরখাই,
 আজু কান্দাইব গুরু বোল শত মাই^{২১} ।
 বিন্দুনাথেরে মারি লাগাইব শোক,^{২২}
 তবে সে জানিব গুরু সাচা হেন মোক ।

৪১ (ক. বি.) সত্য, (ক) সার

৪২ (ক), (ভ) অবস্থিত

৪৩ (ক) নহি করি

৪৪ (ক) না ছাড়িব মায়া মোহ^১ না হইব দূর

১ অ ভ্রম

৪৫ পা বসি

৪৬ (ক. বি.) ঠাই, (ক) গুণমণি

৪৭ পা ছালা

৪৮ পা জায়ন্ত এড়িয়া, (ক) এড়ি জাও

৪৯ (ক. বি.) ভাই পাখালিয়া

৫০ (ক) আজুগা বেখিমু মুই গুরু বড়াই

৫১ (ক) বেখাইমু লোক, (ভ) ধোয়াইয়া তাহানে মুই জানাইব বড়াই

মারিমু তাহার পুত্র দিমু জীয়াইয়া,
 ভাঙ্গা ঘরখানি^{৫২} পুনি দিমু তোলাইয়া^{৫৩}।
 আছে নাই মায়া^{৫৪} গুরু পরীক্ষিয়া চাইমু,
 আপনার গুরু^{৫৫} জ্ঞান ব্যক্ত করি দিমু।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথ মনে কৈল স্থির,
 বিন্দুনাথ লইয়া গেল পুরীর বাহির।
 এইমতে লইয়া গেল^{৫৬} সরোবর তীরে,
 নথের আছর দিয়া বুকখানি চিরে^{৫৭}।
 পেট ফাড়ি^{৫৮} বিন্দুনাথের^{৫৯} ঝুলি খসাইল,
ধোপার কাপড় যেন আছাড়ি^{৬০} ধুইল।
 টাঙ্গাইয়া^{৬১} রোদ্বেতে দিল সইল মৈশ্চ^{৬২} যেন,
 দেখিয়া যে বিন্দুনাথ কান্দে সর্বজন^{৬৩}।
 মহারোল পড়িলেক করে^{৬৪} জ্বলাজ্বলি,
 ভূমিত পড়িয়া কান্দে যতেক কদলী।

৫২ পা আমি

৫৩ (ক) জোড়াইয়া, (ক. বি.) -খানি পুনি দিবাম গঠিয়া

৫৪ পা দয়া

৫৫ (ক) গুণ

৫৬ (ক. বি.) বিন্দুক নাথেরে লৈল

৫৭ পা ছুইভাগ করিব যে নথের বিদারে

৫৮ (ক) মারিয়া জে

৫৯ অ ফাড়িয়া বিন্দুকনাথ

৬০ পা পাছাড়া

৬১ (ক. বি.) টানিয়া, (ভ) বিছাইয়া, অ টাকিয়া

৬২ (ক) শুখনা, অ কোরাল মাছ

৬৩ (ক) কদলির গণ

৬৪ (ক. বি.) বিন্দুক বেড়িয়া সবে কান্দে, (ভ) সমুদ্র হিন্দুল জেন কান্দে,

(ক. প.) হিল্লোল জেন হইল

কান্দিয়া কান্দিয়া সব মৌনের ঠাঞি কএ,
 কান্দিয়া আকুল সব গড়াগড়ি বাএ^{৬৫} ।
 আচম্বিত পুরী বেড়ি হইল বজ্রাঘাত,
 পুত্রের মরণ শুনি কান্দে^{৬৬} মৌননাথ ।
 কোথায়ে গেল বিন্দুনাথ না দেখি নয়ানে,
 কিরূপে মারিল তারে পাপিষ্ঠ ছুর্জনে ।
 রৌদ্রমধ্যে বিন্দুনাথ দেখিল নয়ানে,^{৬৭}
 মুখে মুখ দিয়া মৌন করয়ে ক্রন্দনে^{৬৮} ।
 মহাদেবীগণ কান্দে যত পরিবার,
 ভূমিতে পড়িয়া কান্দে করি হাহাকার ।
 কান্দে রাজা মৌননাথ শ্রুতে^{৬৯} বএ ধার,
 কোথা হতে^{৭০} আসি গোর্খ করিল সংহার ^{৭১} ।
 আপনার ভাই হতে গুরুপুত্র ভাই,
 হেন কর্ম কৈল কেনে ধম্মক^{৭২} না চাহি ।
 না চাহিল গুরু^{৭৩} মুখ বধিলেক^{৭৪} ভাই,
 আমার যোগীর ^{৭৫} কুলে জ্ঞাতিবধ নাই ।

৬৫ (ক), (ভ) বাহে

৬৬ (ভ) পুত্রবধু দেখি কান্দে রাজা

৬৭ (ক. বি.) বিন্দুক নাথেরে নিখা দিলেক সাক্ষাত

(ক) সাক্ষাতে আনিয়া যদি দেখাইলা তনয়

৬৮ (ক. বি.) কান্দে রাজা মৌননাথ^৬ ;

১ (ক) মৌনরায়

৬৯ (ক) নয়ানে

৭০ (ক. বি.) ধুন

৭১ (ক. বি.) কৈল আর ভার, (ক) নাথ কৈলা অধাস্তর,

(ভ) কেনে হেন গোক্ষনাথ কৈলা অবৈভার, (ক. প.) কৈলা ছারখার

৭২ পা অধম্ম

৭৩ (ক. বি.) মোর

৭৪. পা না চাইল

৭৫ (ক) জাতি

কালরূপে আইল গোধ মোর মনে লএ,
 বৃদ্ধকালে পুত্রশোক শরীরে না সএ ।
 কান্দিতে কান্দিতে মীন^{১৬} হইল অচেতন,
 পুত্র পুত্র বলি রাজা ফাটিল^{১৭} নয়ন ।
 ষোল শত কদলী বেড়িয়া মীননাথ,
 উচ্চস্বরে কান্দে সব মীনের সাঙ্গাত ।
 পুত্রশোকে মীন যদি হইল অচেতন,
 উদ্দেশিয়া গোথে^{১৮} তবে বলিল^{১৯} বচন ।
^{১৬}পাখালিতে বিন্দুনাথ আজ্ঞা দিলা মোরে,
 ভালমত পাখালিলাম কান্দহ কিসেরে ।
 শঙ্করের শিষ্য তুমি সর্বলোকে জানে,
 মহামন্ত্র আছড়িআ জিয়াও তাহানে ।
 কে মারে তোমার পুত্র কেনে কান্দ^{২০} তুমি,
 মারিছি আপনার ভাই^{২১} জীয়াইয়া দিব আশ্রি ।
 তা শুনিয়া মীননাথ মেলিল নয়ান,^{২২}
 আন আন মোর পুত্র বলিল বচন ।
^{২৩}শিশু আনি দেয় মোরে বোলে মীন রায়,
 মরা শিশু আনি গোথে^{২৪} দিলেস্ত তথাএ ।

১৬ (ক. বি.) তবে, (ক) নাথ

১৭ (ভ) মুদিল

১৮ (ক. বি.) কহন্ত

১৯ এই চারি ছত্র (ভ)-এর পাঠ

২০ পা, (ভ) মর, (ভ) পুত্র শোকে ভোর হইয়া

২১ (ভ) তুমি যদি না পায়

২২ (ভ)চিস্তিলেক মনে,

আমারে পরীক্ষে গোন্ধে^{২৩} বুজিলাম ধরানে ।

২৩ এই চারি-ছত্র (ভ)-এর পাঠ

হাতে জল লৈয়া জেন মীননাথ পড়ে,
 ভ্রম হইয়া আছে নাথে মনে নাহি স্মরে ।
 আগুকাধা আউড়িয়া^{১০} গোথ^{১১} দিল^{১২} তুড়ি,
 উঠিয়া বলিল মরা জীবন সঞ্চরি ।
 পুত্র পাইয়া মীননাথ কোলে তুলি লৈল,
 যত্নসতী করিয়া গোথেরে বাখানিল ।
 কদলী সকলে বলে কোথাকার^{১৩} রাক্ষস,^{১৪}
 মায়া ধরি যোগী হইয়া আইল এই দেশ^{১৫} ।
 এমত সাহস তোর কৈলি চুরিদারি,^{১৬}
 ভুলাইয়া নিতে চায়^{১৭} মোর প্রভু জাড়ি ।
 যোল শ কদলী আসি মীননাথ ধরি,
 মীনের চৌদিগে থাকে কদলীএ বেড়ি ।^{১৮}
 কথাএ মন্ত্রে আহুতিআ মোর প্রভু নিব,^{১৯}
 আমি সব অনাথ করি^{২০} প্রভু লই যাইব^{২১} ।
 তা শুনিয়া যতিনাথ অগ্নিহেন জলে,
 চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী করি যতিনাথে বলে ।

৮৪ (ক) আহুতি, (ভ) মন্ত্র পড়িয়া

৮৫ (ক. বি.) এ বলিয়া জতিনাথে হাতে মাঝে

৮৬ (ক) এহি সে

৮৭ (ক. বি.) হেল দেখিয়া অত্যন্ত

৮৮ (ক. বি.) মনেত ভাবিল সবে মাঝার চরিত্র,

(ক. বি.) মাঝারূপ ধরি হইছে যুগীয়ার ভেস,

(ভ) মায়াবন্ত মহাশত্রু অঙ্কিলেক যশ

৮৯ অ কেমন সাহস কৈল আসি এই পুরী, (ভ) পুরী কৈল দারি

৯০ (ক. বি.) পাবে

৯১ (ভ)-এর পাঠ

৯২ (ক), (ক. বি.) শূন্য^১ মন্ত্র আহুতিয়া পাগল করিব । ১ (ভ) নানা

৯৩ (ক. বি.) অলখিতে আশ্রা হোতে

৯৪ পা ভারি নিব

মুখে খায় মুখে বস্ত্র মুখে যায় সজ,
 উড়য় গগনপথে হইয়া পতঙ্গ^{১৫} ।
 বৃক্ষফল ফুল চুষি রস কর পান,^{১৬}
 এইরূপ করিয়া করিলাম সমাধান^{১৭} ।
 এ বলিআ যতিনাথে হাতে মারে তুড়ি,
 বাহুর হইয়া [সব] কদলী গেল উড়ি ।
 কদলী সকল গেল মৌননাথ এড়ি,
 উড়িল কদলী সব শূণ্য হইল পুরী ।
 মৌনের কানে কহিলেক গুরুর বচন,
 ভ্রম দূর হইয়া মৌন^{১৮} হইল চেতন ।
 স্বপ্ন হতে মৌন যেন উঠিল জাগিআ,
 আসনে বসিল মৌন বুদ্ধি স্থির হইয়া^{১৯} ।
 * আসনে বসিআ মৌন স্থি ব কৈলা মন,
 গোথনাথ কহে সব গুরুর বচন ।
 পবন আমল করি তারে কর সন্ধি,
 রবি শশী আইসে চলি তারে কর বন্দী ।
 পবন আমল তুমি জদি সে করিলা,
 ব্যক্ত অব্যক্তের পন্থ সব উদ্ধারিলা ।

১৫ (ভ) হইয়া বাহুর রঙ্গ, পা মাতঙ্গ

১৬ (ভ) করহ আহাৰ

১৭ (ক. বি.) এহি বর দিল আশ্বি করি সমিধান^১ । ১ অ হইয়া কৃপাবান ;
 (ভ) এহি শাপ দিল আমি শুন দুরাচার

১৮ (ক. বি.) ভ্রম ভাঙ্গি মৌনরাএ

১৯ (ক) জ্ঞান আকলিয়া

• এই ছয় ছত্র (ক. প.)-এর পাঠ

তবে গোর্খনাথে গুরুজ্ঞানে^১ কৈল মন,
 বিন্দুনাথে^২ কৈল মন্ত্র আউতন^৩ ।
 গোর্খনাথ সঙ্গে মৌন করিল গমন,
 বিজ্ঞাতুবনে^৪ মৌন চলিল তখন ।
 আসন তুলিয়া সব^৫ চলিলা সত্বর,
 এহিমতে চলি^৬ গেলা বিজয়া নগর^৭ ।
 মাআ ছাড়ি^৮ মৌননাথ বসিলেক ধ্যানে,^৯
 গুরুর বচন সব সোহরিআ মনে^{১০} ।
 ব্রহ্মজ্ঞানে যোগপূর্ণ শরীর সকল^{১১}
 ক্রমে ক্রমে আপনা^{১২} সকল উদ্ধারিল ।
 যোগ সাধি মৌননাথে^{১৩} স্থির কৈল কায়া,^{১৪}
 মহাজ্ঞান পাইয়া মৌন দূর কৈল মায়া^{১৫} ।
 ১৬ ভোলা হইয়া আছে দেখ গুরু মৌনরায়,
 জিজ্ঞাসা করয়ে গোথেরে^{১৭} ধরি ছুই পাএ ।

- ১ (ক) আসনে
- ২ পা রাজ্য সমর্পণ
- ৩ (ভ), (ক), (ক. প.) এহি মতে তিন জনে
- ৪ (ক. প.) নিমেষে চলিয়া
- ৫ অ-এর পাঠ
- ৬ (ক) কায়া সাথে
- ৭ (ক) বসিয়া আসনে
- ৮ অ অথে উর্দ্ধে গুরু জ্ঞান ভ্রম নহি
- ৯ (ক. বি.) জ্ঞানের পন্থ পুনি জদি আইলা
- ১০ অ বেত্তের বেত্তের পন্থ
- ১১ (ভ) গোর্কের বচনে মৌন, (ক. প.) কায়া সাধি মৌননাথ
- ১২ পা মন দড় করি ধ্যানে বসিল তখন,
ক্রমে ক্রমে আসি তবে মিলিবেক ছেন^১ ।
- ১ (ক), (ক. প.) মিলিল বাহন ৭
- ১৩ পা যোগেতে বসিল মৌন পূর্বমত হইয়া
- ১৪ এই চৌক ছত্র (ভ)-এর শুদ্ধিত পাঠ

না ঝরিল না টুটিল রবি আর শশী,
 এ কারণে গুরু গোসাঞি তোমারে জিজ্ঞাসি ।
 সূর্য্যতাপে গুরু তোমার না শুষিল কায়,
 তবে কেন মমুরায় উড়িয়া জে জাএ ।
 মন পবন যেন হৈল তুলা মেলা,
 এতেকে সে রাজহংস উড়িয়া সে গেলা ।
 আশ্র আসনের বস্তু না করিলা ভয়,
 এহিসে কারণে গুরু তোমার মৃত্যু হয় ।
 ইহা শুনি মৌননাথে কহেন তৎপর,
 গোথেরে বুঝায় মৌনে দিয়া পৈতউত্তর ।
 নাহি জাএ পরমহংস নাহি জাএ দূর,
 ফিরি ফিরি আইসে হংস নিরঞ্জনপুর ।
 কায়া^{১৫} সাধে মৌননাথ করিয়া ধৈর্যান,
 অধে উর্দ্ধে তালি দিয়া^{১৬} সাধয়ে ধর্ম্মজ্ঞান ।
^{১৭} জতেক হরের বাক্য সকল শ্রবিল,^{১৮}
 ভাবিতে চিন্তিতে পশ্চ সব উদ্দেশিল ।
 পুরাণ যোগীএ জদি জোগে কৈল^{১৯} মন,
 ক্রমে ক্রমে যত জুগী কৈল উপাসন ।^{২০}

১৫ (ভ) জ্ঞান

১৬ (ক. প.) এড়িয়া

১৭ অতঃপর চারি ছত্র (ভ)-এর পাঠ

১৮ (ক. প.) পুরাণ জ্ঞানের কথা যদি সে সাধিল

১৯ (ক. প.) পুনর্বার হবে যদি মৌন দিল

২০ অতঃপর (ক. প.)-এর শেষ অতিরিক্ত,

ডাকিল মরণ নিজ কি [দোষ] তাহার,

চেউ জল জল চেউ নহে স্থিতি বার ।

অজরূপ ধরিয়া ক্রমে কর পান,

মান্তমান হইয়া আনন্দে কর স্থান ।

শুন শুন গুণিজন^{১১} গোবর্ধের বিজএ,
 বিমলিআ চায় সব আপনা পরএ।^{১২}
 শুনিআ এসব কথা বাড়ে বুদ্ধিজ্ঞান,
গোধের বচন জথ বেদের প্রমাণ ॥^{১৩}

.....

অন্য মন হইলে সমর্থ নহে ভ্রম,
 আনন্দ হইয়া চিত্তে বুজাইও মরম।
 মহোদধি মধ্যে জেন বসে হতাশন,
 তেন মতে সকলের আছে নিরঞ্জন।
 ধ্যানেন্তে সামর্থ হইয়া ধর্ম নৈরাকার,
 আনন্দে বসিলা ধ্যানে সিদ্ধা করি সার।

২১ (ক. বি.) গুরুগণ

২২ এইখানে অষ্টদর্শ পুঁথির পাঠ শেষ।

২৩ (ক. বি.) পুঁথির পাঠ ও সমাপ্তি ; অতঃপর (ড) ও (ক)-এর শেষ পাঠ,

(ড) সেন সাম দাসে কহে গোবর্ধ মহাশয়,
 আনন্দে করিল তবে কদলি বিজয়।
 মনেত ভাবিয়া গুরু অশেষ বিসল,^১
 জেই দিগে মন করে সেহি দিগে রস^২ ॥

১ (ক) বিমলিআ চাহ আগে আর পাছে

২ (ক) বৈসে

(ক) গুরুর চরণে ঘোর সহস্র প্রণাম,
 সমাপ্ত হইল জ্ঞান মৌনের চেতন।

॥ परिशिष्ट ॥

(ক) ১

[মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত
গোরক্ষ-বিজয়-এ ধৃত বন্দনা-অংশত্রয় ।]
[(ম) — মূল পাঠ : (৪) — ৪র্থ পুঁথি : (৫) — ৫ম পুঁথি]

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার,^১
 নিয়মে^২ সৃষ্টিলা-প্রভু সকল সংসার।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সৃষ্টিলা ত্রিভুবন,
 নানারূপে কেলি কৈলা না জ্ঞাএ লক্ষণ^৩।
 তবেত প্রণাম করি নিজ অবতার,
 নিজ অংশ করিলেক^৪ হইতে প্রচার।
 তবেত প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন,
 যাহার কারণে হইল এ তিন ভুবন।
 না আছিল অগ্নি আর না আছিল^৫ পানি,
 না আছিল গুরু শিশু ভাটি আর উজানি।
 না আছিল চন্দ্র সূর্য না আছিল দিশ,^৬
 কালকূট সর্পেতে যে না আছিল^৭ বিষ।
 হৃদ্বারে হৈল সব স্থান^৮ নৈরাকার,
 না আছিল জল স্থল সকলি আকার।
 প্রথমে আছিল^৯ প্রভু না চিনি^{১০} আপনা,
 যে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা।

- ১ (ম) করতার, (৫) নিরঞ্জন
- ২ (৪) নিয়মে, (৫) লীলায়
- ৩ (৪) খণ্ডন, (৫)-এর অতিরিক্ত পাঠ,
 না আছিল স্বর্গ মর্ত্য না ছিল পাতাল,
 জলমধ্যে ভাসে প্রভু সেই দীন দয়াল।
- ৪ (৪) প্রচারিলা
- ৫ (৫) আছিল ত
- ৬ (৫) শিশু
- ৭ (৫) সর্পের মুখে না আছিল কালকূট
- ৮ (৪) হৃদ্বার অথ প্রভু ধর্ম
- ৯ (৪) জন্মের আসিলেন
- ১০ (৪) লক্ষি

চৈতন্য পাইয়া দেখে আপনা^{১১} আকার,
 আকার দেখিয়া তান জন্মিল^{১২} বিকার ।
 পৃথিবী স্থাপিতে^{১৩} প্রভু যদি কৈলা মন,
 শক্তি বিনে কিরূপেতে করিবে সৃজন^{১৪} ।
 নিজাভাজি^{১৫} ধর্মদেব^{১৬} হইল চেতন^{১৭}
 চৈতন্য পাইয়া দেখে ছায়ার লক্ষণ ।
 কোথা হৈতে আসিয়াছ কি নাম তোমার,
 এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল সার ।
 এবা^{১৮} কোন জন হএ থাকে মোর পাশ,
 এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল আশ ।
 লড়ালড়ি করি ধর্ম^{১৯} জায়ে ধরিবারে,^{২০}
 চতুর্দিকে ভ্রমিয়া^{২১} ধরিতে না পারে ।
 মনে অতি কোপ করি ভ্রমণ করিলা,^{২২}
 তুরমানে গিয়া^{২৩} প্রভু তাহাকে^{২৪} ধরিল ।
 অতি কোপে তার পরে^{২৫} চাপিয়া বসিলা,
 সপ্তপাক দিয়া তারে আসনে বসাইলা ।

১১ (৪) প্রভুর অক্ষর

১২ (৪) সে আকার দিয়া তবে জন্মাইলা

১৩ (৪) সৃজিতে

১৪ (৪) ততক্ষণে জন্মাইলা ধর্ম নিরঞ্জন

১৫ (৪) -ভাবে

১৬ (৫) মহাপ্রভু

১৭ (৪) ছিলেন অচেতন

১৮ (ম) এরা

১৯ (৫) প্রভু

২০ (৪) বিমণি চাহিলা

২১ (৪) ভ্রমিয়া, (ম) বাড়াই

২২ (ম) চাপিয়া ধরিল

২৩ (৪) সাত পাক দিয়া

২৪ (ম) আগে আপনা

২৫ (৪) কাছে

জাহ্নু পদ দিয়া প্রভু করিল আসন,
 নখে বিদারিতে প্রভু ভাবিলেক মন ।
 সাত পাক দিয়া আগে আপনা^{২৬} ধরিলা,
 নখে ক্ষত করি তার^{২৭} অঙ্গ বিদারিলা ।
 প্রথমে নখের চোটে আছতিল^{২৮} ধূয়া,
 আকাশে স্থাপনা কৈল শরতের খোয়া ।
 রক্তবর্ণ হইলেক চন্দ্রিমা আকার,^{২৯}
 আপনা^{৩০} স্থাপনা কৈলা ক্ষিতি-অবতার ।
 আত্মকথা কহি আমি শুন হে বিচার,
 বৈকার স্থাপনা এই শুন কহি সার ।
 বৈকার স্থাপনা এই ক্ষিতি অবতার,
 পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু মনে কৈল সার ।
 অচৈতন্য হইয়া আছিল কথক্ষণ,^{৩১}
 পুনি চৈতন্য পাইয়া করে নিরীক্ষণ ।
 নখে বিদারিয়া যোনি তখনে করিলা,
 উদরে আছিল^{৩২} বীৰ্য্য খেনে নিকলিলা^{৩৩} ।
 সেই বীৰ্য্যে চন্দ্র সূর্য্য জন্মিলা দুইজন,^{৩৪}
 জন্মিয়া যে চন্দ্র সূর্য্য^{৩৫} উঠিল গগন ।

- ২৬ (৪) তানে চাপিয়া
 ২৭ (৪) নখের আচরে সেই
 ২৮ (ম) প্রেমরস করিয়া আছতে হৈল
 ২৯ (ম) রক্তে এক চন্দ্র হৈল তারা হৈল আর
 ৩০ (ম) বৈক্ষে
 ৩১ (৫) সহিতে না পারি বেগ হইল অচৈতন
 ৩২ (৫) না রহে
 ৩৩ (৫) মুখেতে আসিল
 ৩৪ (৫) সূর্য্যদেব তখনে হইল ; অতঃপর, সেই বীৰ্য্যে চন্দ্র জন্ম হইল তখন
 ৩৫ (৫) দেব

চৈতন্য পাইয়া পুনি^{৩৬} দর্শিতে^{৩৭} লাগিলা,
 আপনা দর্শন তবে^{৩৮} আপনে পাইলা ।
 ভাবের^{৩৯} ভাবিনী^{৪০} যদি ভাবিতে লাগিল,
 ভাবিতে ভাবিতে প্রভু^{৪১} বিমলি পাইল^{৪২} ।
 শোণিত স্থাপিয়া প্রভু দিল এক^{৪৩} কারা,
 শূন্য মধ্যে জন্ম হইল লক্ষ লক্ষ^{৪৪} তারা ।
 যোগ বিচারণ হেতু করিলা কারণ,
 আদি অনাদি সৃষ্টি করিলা সৃজন ।
 আদি বোলে অনাদি...ইত্যাদি

-
- ৩৬ (৪) তবে
 ৩৭ (৫) কহিতে, (ম) হাসিতে
 ৩৮ (৫), (ম) পুনি
 ৩৯ (৪) ভাবক; (৫) ভাবুক
 ৪০ (ম) ভামিনী
 ৪১ (৪) হইয়া ভাবক রূপ
 ৪২ (৪) চাহিলা
 ৪৩ (৪) নোখে বিদারিয়া জোনি দিয়া নৌখ
 ৪৪ (৪) শত শত
-

(ক) ২

[ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত-মীন-চেতন ও মুন্সী আবদুল
করিম-সম্পাদিত গোরক্ষ-বিজয়-এর অতিরিক্ত পাঠ।]
[(ভ)=মীন-চেতন : (ক)=গোরক্ষ-বিজয়]

॥ রাগ ভাটিয়াল ॥

‘মুদঙ্গ’-শব্দে গোকর্ক ত্রাক্ষর বোলে,
 গুরু ভোলাইতে গোকর্ক ভালা গীত রোলে ।
 গুরু গোসাঞি শীঘ্র বরণ হুই আখি,
 অরুণ বরণ নেত্র কি কারণে দেখি ॥

অমাবৈশাখা পালিয় পূর্ণমাসী^১ পালিয়
 ডাইন পাশে না শোয়াইয় নারী,
 নাকের শোয়াসে^২ শরীর শুধাইব রে^৩
 দিনে দিনে^৪ যাইব গাভুরালী^৫ ।
 অভাগিয়া^৬ নরলোকে কিছুই নাহি বুঝে রে
 ঘরে ঘরে বাঘিনী সে পোষে,^৭
 দিবাতে যে^৮ বাঘিনী জগত-মোহিনী^৯ রে
 রাত্রি হৈলে সর্ব্ব অঙ্গে^{১০} শোষণে^{১১} ।
 হরি নিল ছুঙ্কুটি^{১২} বাঘিনী আউটে রে
 বিড়ালে বসিয়া প্রতিআশে,^{১৩}

- ১ (ভ) রাগ আহিরী
- ২ এই চারি ছত্র (ভ)-এর পাঠ, (ক)-এ নেই
- ৩ (ক)-এর পাঠ, (ভ)-এর অতিরিক্ত, সংক্রান্তি
- ৪ (ক) নারীর নিখাসে
- ৫ (ভ) সর্বাঙ্গ শুষিব হ
- ৬ (ভ) সর্ব্বদিন না
- ৭ (ভ) ভালরূপে
- ৮ (ভ) আবুজা
- ৯ (ভ) পালেন্ত বাঘিনী
- ১০ (ক) দিবা হৈলে
- ১১ (ক) মোহিনী
- ১২ (ক) সর্বাঙ্গ
- ১৩ (ভ) চুসে
- ১৪ (ক) পুটি
- ১৫ (ভ) হাসে

আউটিতে আউটিতে হৃদ লাকড়িএ শুষিল রে
 তেলাইন উড়িল^{১৬} আকাশে ।
 মুড়ার উপরে গুরু^{১৭} ছত্রগাছি বৈদে^{১৮} রে
 তাথে উজ্জাএ দাড়খীণা পুঠি^{১৯} ।
 আহারের^{২০} লোভে বগুলা বিমতি^{২১} রে
 টানাটানি বেজিয়া [আর] কেটী^{২২} ।
 কাণা ভাই গীত গাএ খোড়া ভাই শুনেরে
 চুঁটা ভাইয়ে মাদল বাজায়,
 সমুদ্র মাঝারে গুরু কৈ মৎস্য উজ্জাএ রে
 রঙ্গিনীয়ে রঙ্গ লৈয়া ধায় ॥

॥ রাগ ভূপালী ॥

খেমা করি রাখ কায়া পরম যতনে,
 হারাইলে এহি কায়া না পাইবা আপনে ।
 রবিশশী অমাবস্তা এ তিথি পূর্ণিমা,
 প্রতিপদ অষ্টমী^১ না যাইয় নারী-সৌমা ।
 যত্নে পক্ষে পালিয় আর^২ দশমীরে,
 বাঘিনী শোয়াসে^৩ আউ জায় ধীরে ধীরে ।

১৬ (ক) ভূমিতে ঢালিল রে এই সব হৃদ্য সার খাবণী রহিল

১৭ (১) মুরার কিনারে

১৮ (ক) ছড়ানি বহে

১৯ (ক) দাড়িপুটি

২০ (ভ) অধাবের

২১ (২) বাজিছে ভেগিনী

২২ (ক) পিষ্টে'ত বায়িল আঠা কুলি

১ (১) নবমী

২ (ক) কতনে মাসান্ত (পাল ৭)

৩ (ভ) রূপে

বৎসবেত বার বার মাসে^৪ একদিন,
 তত্ত্ব জানিবা যদি গুরু মুখে^৫ চিন ।
 সজ্জা পালিয় জ্ঞান বামেতে^৬ পবন,
 মন বন্দী করি গুরু রাখহ জীবন ।
 কদাচিত্তা নিজ চল্ল না করিহ বায়,
 বার বৎসরের আউ সে দিনেত জ্ঞাএ ।
 শুন শুন মোহন্দর গুরু যেহ ইষ্ঠা,^৭
 কহিয়া দেয় সআল স্থিতির যে নিষ্ঠা^৮ ।
 কোন নালে আইসে প্রাণ কোন নালে জ্ঞাএ,
 কেমন সংযোগে বোল উৎপত্তি হৈল কায়^৯ ।
 জলকুন্তে বাসুকি^{১০} রহিছে কোন লক্ষ্যে,
 কায় রহিয়া আছে কহ কোন পক্ষে^{১১} ।
 কোন লক্ষ্যে^{১২} করে মন অমনা^{১৩} গমন,
 নিজ্রাতে চেতাএ মন আসি কোন জন ।
 কোথাএ বৈসয়ে মন কোথাএ পবন,
 কোথাএ বৈসয়ে এহি পঞ্চ প্রকৃতির স্থান^{১৪} ।
 বাহিরে^{১৫} ভিতরে শব্দ কোনে করে নিতি,
 কোন পিণ্ড তাহার যে কোন স্থানে স্থিতি ।

- ৪ (ক) মাস তাত্তে
 ৫ (ত) মুখ
 ৬ (ভ) জ্ঞান মন
 ৭ (ক) বিনোদের দিষ্টি
 ৮ (ক) সংসার জে স্থিতি
 ৯ (ক) আত্মা পরিচয় হয়
 ১০ (ক) জল আর কুন্তে স্থখী
 ১১ (ক) আকাশে থাকয়ে বায়ু সেবা কিবা ভক্ষে
 ১২ (ক) ক্ষেপে
 ১৩ (ক) আমলে
 ১৪ (ক) তত্ত্বের আলন
 ১৫ (ভ) বাহ্যের

কোন প্রকারে করে বাত্বের শব্দ,
 তাহার নির্ণয় কথা কহ বিদগ্ধ ।
 হাসিয়া যে গোর্থনাথে^{১৬} করিল প্রণাম,
 ভাবসিদ্ধি বলি মীনে বলে রাম রাম^{১৭} ।
 হাসিয়া বোলে মীননাথে আপনার মনে,^{১৮}
 তত্ত্বসিদ্ধি^{১৯} দেখা পাএ বোলে কোন জনে^{২০} ।
 ক্রোধ হইয়া মীনরাজা বলিলা বচন,^{২১}
 শিষ্য হইয়া শিখায়সি এমত কথন^{২২} ।
 হাসিয়া বলিলা গোর্ধ তুমি কোন^{২৩} অংশ,
 পরিচয় কহ মোরে জ্ঞান নহে^{২৪} ধ্বংস ।
 প্রথমে কহিবা গুরু কায়া পরিচয়,
 কোথা হৈতে আইসে কায়া কাহার উদএ ।
 দ্বিতীয়া কহিবা গুরু ই তত্ত্ব^{২৫} কারণ,
 অজ্ঞপা কাহারে বলি জপে কোন জন ।
 তৃতীয়াএ পঞ্চশব্দী বাজে ঘড়িয়ালি,^{২৬}
 কহিয়া দেয়ত মোরে হৃদয়ে আকুলি^{২৭} ।

- ১৬ (ক) এথেক বলিয়া গোর্ধ
 ১৭ (ভ) সিদ্ধা তবে বোলএ জিরাম
 ১৮ (ক) নাম মহানাম
 ১৯ (ক) লিঙ্গ
 ২০ (ক) ...নাই হেন বলে কেন
 ২১ (ভ) যোগে হইল আশ
 ২২ (ভ) তথাতে নাহি ইষ্টদেব না কৈল প্রকাশ
 ২৩ (ক) মহা
 ২৪ (ক) অপরিচ(য়) হৈয়া বৈলা যোগ করি
 ২৫ (ক) তত্ত্ব
 ২৬ (ক) ঘরীআলী (?)
 ২৭ (ক) করিয়া আকুলী

চতুর্থে সৃষ্টির যে^{১৮} কহত কারণ,^{১৯}
 কহিবা সকল তত্ত্ব মৌন মহাজ্ঞান ।
 পঞ্চমে কহিবা কথা ঘন পড়ে তালি,^{২০}
 কহিয়া দেয় এহি তত্ত্ব তোমায়ে জে বলি ।
 ষষ্ঠমে কহিয়া দেয় প্রাণের^{২১} বিচার,
 কেমন মন্দিরে থাকে কিরূপ তাহার ।
 সপ্তমে কহিবা কথা^{২২} সংসারের সার,
 গুরু তুমি^{২৩} কোন জন শিষ্য হও কার ।
 অষ্টমেত আর কথা কহিবা অসখ্য,^{২৪}
 জল আর^{২৫} আকাশ রহিছে কোন লক্ষ্য^{২৬} ।
 নবমেত সকল ঘরে রহে অনুরীক্ষে,^{২৭}
 সবার আহার আছে বাউ কিবা ভক্ষে^{২৮} ।
 দশমে নিদ্রার^{২৯} বুঝি কেহ নাহি রহে,
 দীপ নিবিলে জুতি কোথাএ গিয়া রহে ।
 শরীর বিয়োগে প্রাণী কোথা যাইয়া রহে,^{৩০}
 এহার পরম তত্ত্ব কহ মহাশএ^{৩১} ।

- ১৮ (ক) স্রীহৃৎটর
 ২০ (ক) কহিবা কথা
 ৩০ (ক) পাব তালী (?)
 ৩১ (ক) প্রভুর
 ৩২ (ক) তত্ত্ব
 ৩৩ (ক) তোমার
 ৩৪ (ক) বলি দেও মোরে
 ৩৫ (ক) জল
 ৩৬ (ক) জোরে
 ৩৭ (ক) নবমে পবন আছে কে কোন লক্ষ্য
 ৩৮ (ক) করি ভক্ষ্য
 ৩৯ (ক) নিদ্রান
 ৪০ (ক) চলি জায়
 ৪১ (ক) মৌনরায়

একাদশে কহি দেহ বচন^{৪২} ব্যবস্থা,
 শব্দ উঠিলে ধ্বনি রহে গিয়া^{৪৩} কোথা ।
 দ্বাদশে কহ মোরে অপরূপ কথা,
 এক রূপ দেখিমাত্র ভিন্ন ভিন্ন কোথা^{৪৪} ।
 ত্রয়োদশে কহিয়া দেয় পরম কারণ,
 নিদ্রা কাহারে বলি চেয়ায়^{৪৫} কোন জন ।
 চতুর্দশে কহি দেয় বাপ-মাও স্থান,
 তখনে আছিল তমু^{৪৬} কাহার ভুবন ।
 কোথাতে জন্মিল তুমি কোথা হৈলা স্থির,
 কোনে বা করিল^{৪৭} তোমার এ সব^{৪৮} শরীর ।
 পঞ্চদশে কহি দেহ জনম-কারণ,
 কৈ আ দেয় আত্মকথা উৎপত্তি লক্ষণ ।
 ষোড়শে^{৪৯} জিজ্ঞাসি কথা কহ মহাশয়,^{৫০}
 সহস্রার^{৫১} বলি কারে সে বা^{৫২} কোন হয়^{৫৩} ।
 সপ্তদশে কহি কথা কর অবধান,
 কহি দেহ কারণ মিলন মহাজন ।
 অষ্টাদশে শুন গুরু আমার বচন,
 পরিচয় দেয় মোরে তুমি কোন জন ।

৪২ (৭) শব্দ

৪৩ (৮) চলি যায়

৪৪ (ক)...তমু বিনাশিতে আর নাই ব্যথা

৪৫ (৯) ভাগে

৪৬ (ক) তুমি

৪৭ (ক) করিব

৪৮ (১) সপ্ত

৪৯ (ভ) সাংসে

৫০ (ভ) মহাজন

৫১ (৩) খোদসিলা

৫২ (৬) সেবে

৫৩ (ভ) জন

উনবিংশে আর তব্ব কহ মহাজন,
 কেমন মন্দিরে থাকে কারে বলে মন ।
 বিংশে^{৫৪} কহ মমুরায় কোথাএ স্থান স্থিতি,
 কোথাএ থাকিয়া আহার করে নিতি নিতি ।
 একবিংশে কহ গুরু মনের উপাএ,
 সুগন্ধি চন্দন-গন্ধ কোথা থাকি পাএ ।
 দ্বাবিংশে কহিবা তব্ব শুন মীনরায়,
 নিদ্রাকালে মমুরায় কোনখানে জ্ঞাএ^{৫৫} ।
 ত্রয়বিংশে আছিল জননী গর্ভে জাত,^{৫৬}
 কোন দেব ছিল বোল তোমার সাক্ষাত^{৫৭} ।
 চতুর্বিংশে কহ^{৫৮} কথা শুনিতে খাখার,^{৫৯}
 ঘরের ঘরগী মাহ পুত্র জে ভাতার^{৬০} ।
 পঞ্চবিংশে আর তব্ব কহ মহাজন,
 অমাবস্তার চন্দ্র থাকএ মিলন ।
 ষড়বিংশে রাহুভেদ কহিবা নিশ্চয়,^{৬১}
 জিজ্ঞাসা করিয়ে কথা হয় কি না হয়^{৬২} ।
 সপ্তবিংশে আর কথা কহিয়া দেয় মোরে,
 কোথাএ জন্ম মমুরায় কোথাতে সঞ্চারে ।

৫৪ (ক) বিংশতিতে

৫৫ (ক) জনে যায়

৫৬ (ক) উদরে

৫৭ (ক) শরীরে

৫৮ (ক) কহি

৫৯ (ভ) সুসার (৭)

৬০ (ভ) শোভা করে

৬১ (ভ) আর কথা কহত স্বরূপ

৬২ (ভ) ...করম মুহি শুন মহাশয়

অষ্টবিংশে আর কথা কহত স্বরূপ,^{৬০}
 কেবা করএ ধর্ম কেবা করে পাপ ।
 নববিংশে আর তব্ব কহ মহামতি,
 কোথাতে বৈসএ শিব^{৬১} কোথাতে শকতি^{৬২} ।
 ত্রিংশে তব্ব জিজ্ঞাসিএ শুনএ কারণ,^{৬৩}
 কাহারে বোলিএ মন কাহারে পবন ।
 একত্রিংশে আকার যে^{৬৪} জিজ্ঞাসি তোমায়,
 কেবা খাইবার চাহে কেবা বা জোগাএ ।
 কাল ফুরাইল যদি অনাদিনিধন,^{৬৫}
 কায়া^{৬৬} হতে হইলেক ছায়ার কারণ^{৬৭} ।
 ছায়া হতে কায়া আইল কায়া হতে মন,
 কায়া ছাড়ি^{৬৮} শিবশক্তি হৈলা ততক্ষণ ।
 দ্বিতীএ অজপা নাম শুনএ সুসার,^{৬৯}
 সদাএ জপয়ে জীব গতি^{৭০} নাহি আর^{৭১} ।
 তৃতীয়েতে শুন পঞ্চ শরীর^{৭২} কারণ,
 তিন কুটি^{৭৩} টঙ্গি যেন হইল নির্মাণ ।

- ৬০ (ক) এক কথা কহ তত্ত্বরূপ
 ৬৪ (ক) জন্ময়ে কায়া
 ৬৫ (ক) বসতি
 ৬৬ (ক) বচন
 ৬৭ (ক) কহ কথা
 ৬৮ (ভ) কল্পনা করে যদি আনায়ার ধন (?)
 ৬৯ (ভ) কাহা
 ৭০ (ক) তাহার লক্ষণ
 ৭১ (ক) ছায়া
 ৭২ (ক) মান চারি বেদ সার
 ৭৩ (ক) ক্ষেমা
 ৭৪ (ক) তার
 ৭৫ (ভ) জীবের
 ৭৬ (ক) ত্রিঅঙ্গুল

সেহি টঙ্কি মধ্যে বৈসে হর আর গৌরী,^{৭৭}
 পঞ্চশঙ্কী বাত্মধ্বনি বাজে ঘড়ি ঘড়ি ।
 সিদ্ধা সবে সদাএ ভাবে স্থির করি মন,
 খেমাইরে প্রহরী দিয়া তেজিবা কারণ^{৭৮} ।
 রবির ঘরেতে শশী রাখিবা যতনে,
 পঞ্চশঙ্কী বাত্ম বাজে শুনিবা শ্রবণে ।
 চতুর্থে কহিয়ে শুন শ্রীহাট^{৭৯} কারণ,
 স্বর্গপুরী বেড়ি থাকে শুন দিয়া মন ।
 পঞ্চমে কহিব কথা নিতি পড়ে তালি,
 তখনে চলিয়া জায় নিজ ঘরে চুলি^{৮০} ।
 ষষ্ঠে কহিয়ে শুন প্রভুর বিচার,
 রূপ রেক কহি তার আকার উকার^{৮১} ।
 সংসার ভরিয়া আছে রহে নিজ ঘটে,
 দেখিতে না পায় তারে রহিছে নিকটে ।
 সপ্তমে কহিব শুন গুরুর বিচার,
 অসার সংসার মৈথো গুরুমাত্র সার ।
 তিন গুণ পরম^{৮২} কারণ মহাশয়,
 তাহার সমান গুরু জানিহ নিশ্চয় ।
 জ্ঞানবন্তে জানিয় গুরুর সেবা মাথে,^{৮৩}
 ধন্য ভাজি জ্ঞানপথ দেখাইব সাক্ষাতে ।

৭৭ (ভ) গৌর হর গৌরী

৭৮ (ক) বৃত্তিমা আপন

৭৯ (ভ) শৃঙ্গারের

৮০ (ক) তেজি ঘর বাড়ী

৮১ (ক) আকারে উকারে রহিআছে সেজে সার

৮২ (ক) প্রমাণ

৮৩ (ক) জ্ঞানাজন জালে গুরু সোবর্ণের মতে

চমক উপরে^{৮৪} যেন পাথর^{৮৫} ঘষএ,
 দীপ্তিমান আনল যেন হেন নিকলএ ।
 তেনমতে তনু মধ্যে আছে নিরঞ্জন,
 গুরু-পদেত ভজি কর দরশন ।
 অষ্টমে কহিব জল স্থলের বিচার,
 স্থির বাউ ভর করি রহিছে সংসার ।
 নবমেত কহি শুন বাউর কারণ,
 সুগন্ধি ভরিয়া বাউ রহিছে^{৮৬} জীবন ।
 দশমেত কহিব দীপ নিবাহিয়া জ্ঞাএ,^{৮৭}
 পরাণ শরীর স্থিতি মনেত মিশাএ^{৮৮} ।
 শরীর বিনাশ ভাই ধন অবিচার,^{৮৯}
 আনলে^{৯০} অনল জলে^{৯১} জলেত সঞ্চার^{৯২} ।
 খাখেত মিশিব থাক^{৯৩} রৈব মাত্র সার,
 ভস্ম-ছালি হৈয়া যাইব দেহা আপনার ।
 মন সে বিনোদ রথ পবন সারথী,^{৯৪}
 তাহার উপরে হংস চরে নিতি নিতি^{৯৫} ।

- ৮৪ (ভ) পারে
 ৮৫ (ভ) পলার
 ৮৬ (ভ) করিছে
 ৮৭ (ক) জেন তিহরি জলয়
 ৮৮ (ক) শুন গুরু মোচন্দর তুমি মহাশয়
 ৮৯ (ক) পবনে শরীর নাই শরীর অন্তরে
 ৯০ (ভ) আননে
 ৯১ (ক) জল
 ৯২ (ক) সঞ্চারে
 ৯৩ (ক) খাখেতে জে থাক জ্ঞান
 ৯৪ (ভ) মন সেবিলে দড় রথ পারেন সারিতে (৭)
 ৯৫ (ক) চড়ে শীঘ্রগতি

পবনে চালাএ রথ হইয়া নিঠুর,^{১৬}
 উড়িয়া পরমহংস জাএ ব্রহ্মপুর।
 একাদশে কহি শুন শব্দের বিচার,^{১৭}
 গগন পুরিয়া শব্দ উঠে অনিবার^{১৮}।
 দ্বাদশে কহিয়ে গুরু ঘাটে নিবঞ্জন,^{১৯}
 মতি বুদ্ধি ভিন্ন হএ সেহিসে কারণ।
 এয়োদশে কহি গুরু চৈতন্য-কারণ,
 কিঞ্চিত কহিব গুরু শুন দিয়া মন।
 আহার করিয়া ব্রহ্মা^১ বায়ু ভর করে,^২
 উর্দ্ধ বাউ ভর করি চলয়ে^৩ অন্তরে।
 কূর্ষ চলয়ে^৪ যেন লক্ষি সহসাত,
 নাড়ী^৫ সব কাপে^৬ যেন অশ্বথের পাত।
 আশ্বিতে মিলন হইয়া রহিল স্বরিত,
 শক্তিহীন হইয়া শেষে পড়িল^৭ ভূমিত।
 শিবশক্তি চলি গেলা প্রভু দরশনে,
 মনার^৮ প্রেরী মন^৯ রহিল আপনে।

- ১৬ (ক) মহাপুর
 ১৭ (ভ) কারণ
 ১৮ (ভ) শব্দ পুরিয়া শব্দ উঠএ গগন
 ১৯ (ভ) নাবাঞ্জন
 ১ (ভ) ভাষি
 ১ (ক) ব্রহ্ম
 ২ (ক) করি
 ৩ (ভ) বলয়ে
 ৪ (ভ) চক্ষের চলন
 ৫ (ক) নারী
 ৬ (ক) চলে
 ৭ (ক) পড়িব
 ৮ (ক) আপনে
 ৯ (ক) জ্ঞান

নাগ নাম^{১০} বাউ যেন জানহ^{১১} প্রধান,
 চৈতন্য করাএ সেই জপি মহাজ্ঞান।^{১২}
 চতুর্দশে কহি তমু পরম কারণ,
 মাতাএ পিতাএ যখনে দিল মিলন।
 জল লৌহ শরীর ত্রক্ষাণ্ড ভিতর,
 বিন্দুসাররূপ হইয়া কমল সমসর।
 জনক-জননী যদি হইল মিলন,
 ত্রক্ষনাগে ভেদ কৈল গর্ভের গমন।
 পঞ্চদশে কহি শুন পরম কারণ,
 যেনমতে হএ শিশু জনম-লক্ষণ।
 অগ্নি রাহু পৃথিবী হইলে এক সাথ,
 জলেতে জন্মিল কায়া বলে গোকর্ণনাথ।
 জলেতে জন্মিল কায়া মূলে হৈল স্থির,
 আউট রাতি চল্লৈ মোর হইল শরীর।
 শুন কহি অএ মাতাপিতার বিচার,
 যার গুণে দেখি [আমি] সয়াল সংসার।
 জন্মদাতা পিতা হইল স্তনদাতা মাএ,
 বিশেষ ধরএ গুণ সুখন না জাএ।
 সপ্তদশে কহিবাম গুণ বিলক্ষণ,
 দিগম্বর হএ শিবে বলে সর্বজন।
 অষ্টাদশে কহি শুন হৃদএ আকুলি,
 পরম আত্মা চিনএ জে পঞ্চ মিলি।

১০ (ক) আমি

১১ (ক) পঞ্চ বায়ু জোরে

১২ (ক) দোহানের মধ্যে বায়ু নিবারিল জান; অন্তঃপর (ভ)-এর যথামতি
 পরিমার্জিত পাঠ।

উনবিংশে কহিবাম মনের বিচার,
 গুরু মোর জ্ঞান হএ শিষ্য আমি তার ।
 বিনন্দ মন্দির ঘরে রহে মমুরায়,
 মন স্থির হইলে সে কর্মসিদ্ধি পাই ।
 বিংশতিএ কহি তত্ত্ব না ভাবিয় আন,
 ঘরেতে ঘরিণী মন রহে সেই স্থান ।
 বিকাশ উপরে মন আছে অমুপাম,
 বসিয়া জে মমুরায় করএ বিশ্বাম ।
 নয়ান যথাতে দৃষ্টি তথা মমুরায়,
 শব্দ যথাতে শুনে তথা চলি জ্ঞান ।
 যথাতথা চলি জ্ঞান আপনার সুখে,
 ফিরি আইসে মমুরায় আখির নিমেখে ।
 একবিংশে কহি শুন সংসার-কারণ,
 সুগন্ধি চন্দন ফুটে বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 সুগন্ধি চন্দন-গন্ধ ত্রিভুবনে পাই,
 সৌরভে মোহিত মন ভ্রমিয়া বেড়াই ।
 দ্বাবিংশে কহিএ শুন নিদ্রার উপায়,
 নিদ্রাকালে মমুরায় কাজল কোঠাএ জ্ঞান ।
 ত্রিবিংশে কহি শুন গর্ভের ধারণ,
 গর্ভ মধ্যে ছিল দেহা হইল দর্শন ।
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জে এ তিন ভুবন,
 তিন ঠাই তিন দেব রহিল তখন ।
 সমাধি হইল ভঙ্গ গর্ভ হইল পাত,
 অন্তর্ধান হইল সেই হইল সাক্ষাত ।
 রজ্জ পুঞ্জ জল মৌন এহি তার চিন,
 আখির পলকে প্রভু কৈল রাত্রি দিন ।
 চতুর্বিংশে কহি শুন পরম কারণ,
 মাও ঘরিণী পুত্র ভাবের লক্ষণ ।

সহস্রদলেত শক্তি সুন্দর কমল,
 তাথে মধু পান করে বিনন্দ ভ্রমর ।
 ভ্রমর-স্বরূপে দোহু দেখি অনাদিনী,
 মধুপানে পুত্র বুলি জগতজননী ।
 ষষ্ঠবিংশে রাহুভেদ পরম কারণ,
 শরীরান্তে বৈসে রাহু শুন মহাজন ।
 সপ্তবিংশে কহি শুন বচন সুসার,
 আকাশে জন্মিল প্রাণ আদি মন আর ।
 জলে উপজিল সে জে চন্দ্রেত মিশএ,
 ব্যাপিত হইয়া মন রৈয়াছে সর্বদাএ ।
 অষ্টবিংশে কহি [শুন] সংসারের সার,
 ভাবিয়া চিন্তিয়া চাহ শরীর-মাঝার ।
 মনুষ্যে করএ পাপ লীন নহে পাপ,
 মন উনমত্ত হএ কহিল স্বরূপ ।
 নববিংশে কহি শুন তত্ত্ব মন দিয়া,
 ব্রহ্মাণ্ডে বৈসএ শিব পাতালে শক্তিয়া ।
 ত্রিবিংশে কহি তত্ত্ব সংসারের সার,

দেবের তুল্লভ জ্ঞান মূর্তির কারণ ।
 শিবশক্তি ভেদ জ্ঞান মিলিল পবন,
 ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ আপনে আপন ।
 নববিংশে কহি চারি চন্দ্রের কারণ,
 আদি-চন্দ্র জলবিস্ম গুরুমুখে জ্ঞান ।
 নিজ-চন্দ্রে জানিয়া জে রহিছে পরাণ,
 বিকাশ উৎপন্ন জেন মুদিত সন্ধান ।
 উন্নত-চন্দ্রে জ্ঞান জড়িয়াছে সর্বস্থান,
 গরল-চন্দ্রের কথা শুনহ বাখান ।

ভক্ষিগ্ন গরল-চন্দ্র আপে গোল্‌ক'রায়,
 আপনে বুঝিয়া চলিবা জেমনে জে পাএ ।
 মূল-চন্দ্র জেই জানে তুরিতে গমন,
 নিজ-চন্দ্র আগে চলে পাছে চলে মন ।
 পলাইবার ঠাহি [নাহি] জীবনের কিবা আশ,
 কানে কহে কানাইর বাঁশী করিয়াছে বাস ।
 কি জানি কি হইল মোরে কানাইর মুররি,
 হেন বুঝি জাতিকুল লৈয়া গেল হরি ।
 বিংশেত জে কহি কথা নিজার কারণ,
 বায়ু আহার জল জীবের ভক্ষণ ।
 একবিংশে কহি কথা দেহার কারণ,
 দেহ উদ্দেশ শুন কথা প্রাণে পিণ্ড জান ।
 চতুর্বিংশে কহি কথা পরম কারণ,
 পঞ্চ আগমন হৈলে দেহার মরণ ।
 পঞ্চ প্রাণ যখনে শরীর ছাড়ি জাএ,
 ধর্ম্মাধর্ম্ম আর চারি ভাবন না জাএ ।
 মন-পরিচয় জান মায়ামোহ টুটে,
 আত্মা পরিচয় হৈলে লগে বড় বুটে ।
 পরম আত্মা পরিচয় না হএ সেহি কায়া আত্মা,
 পরম আত্মা পরিচয় বিষম জে ধান্দা ।
 পঞ্চবিংশে কহি শুন শরীরের সার,
 গণিয়া না পায়ন্তি গুরু এহার বিচার ।
 নাসিকাতে বল বায়ু বৈসে জ্ঞান ধর্ম্মে,
 বুঝিয়া না বুঝ গুরু অথগু যে কর্ম্মে ।
 সপ্তবিংশে কহি শুন মনের বিচার,
 অসার সংসার মথো এহিমাত্র সার ।
 পূর্বদিন হইল তার আশমান জমিন,
 হাড়মাংস খাইল তার নিষ্ঠুর পবন ।

ছাড় ছাড় আরে ভাই পূর্বকুল-আশ,
 পশ্চিমকূলে রহিয়াছে নিচিস্তে সোয়াস ।
 উর্দ্ধ আনন আর করি মুঠ ভর,
 জদিবা জিবা জম দড় করিয়া ধর ।
 কানষামূলেত জান নিরঞ্জে বৈসে,
 ভিন্ন আদেশ কর জেন স্বামী-পাশে ।
 নববিংশে কহি চারি চন্দ্রের কারণ,
 আদিচন্দ্র গুরুমুখে জলবিশু জ্ঞান ।
 নিজ-চন্দ্র আগে চলে তার পাছে মন,
 উন্নত-চন্দ্রের কথা শুনহ লক্ষণ ।
 উনমাদ চন্দ্র আছে শরীর ভিতর,
 গরল-চন্দ্র সঙ্গে চলে হইয়া একাতর ।
 অধ চন্দ্র শেষে চলে ধর্ম উর্দ্ধে ভর,
 চন্দ্র বাহির হইলে পড়ি রহে ধড় ।
 কালান্ত-লক্ষণ কহি শুনহ বিশেষ,
 নিজাকালে মৃত্যুরূপ জানিহ বিশেষ ।
 নাভিতে জালিয়া দীয়া শূণ্যের পুথলি,
 কোমরে ধরিয়া তোলে গগনমণ্ডলী ।
 একমন হইয়া ছায়া করে নিরীক্ষণ,
 মুণ্ড না দেখিলে হএ অবশ্য মরণ ।
 কর্ণেত অঙ্গুলি দিলে শব্দ নাহি শুনএ,
 সপ্ত দিবসেত মৃত্যু জানিয় নিশ্চএ ।
 শব্দ-ঘরে চিত্ত দিয়া চিনে জেই জন,
 শব্দ স্থির হইলে তার মরণ তখন ।
 হাত নিরক্ষি জে না দেখে জেই জন,
 একাদশ দিবস পরে তাহার মরণ ।
 নানা যন্ত্র জেই জনে নিরীক্ষণ করে,
 না দেখিলে ভামু-ছায়া সেহি ক্ষণে মরে ।

বাম অঙ্গু দিয়া জদি অঙ্গুলি না পাএ,
 তৃতীয় দিবসে মৃত্যু খণ্ডন না জাএ ।
 এক কালে দুই পদ হয় ভগ্নবত,
 নাসিকা চাপিলে বিন্দু না হএ বেকত ।
 গীসে তনু অকস্মাত হএ শূণ্যকার,
 শূণ্য না থাকিলে অকস্মাত হএ শূণ্যকার ।
 আগে ক্রোধ না থাকিলে পাছে ক্রোধ মন,
 নিত্য ভ্রম হএ সেহি পায় সর্বক্ষণ ।
 গৃধিনী শকুনি আসি স্বপ্নে মাস খাএ,
 ওট সারস গাধা সর্পে দেখা পাএ ।
 কাছে কেহ না থাকে মনুষ্যসঙ্গ পাএ,
 না দেখএ ব্রহ্মজুতি দশন সুখাএ ।
 আপনার ছায়া চাহিয়া গগন পানে চাহে,
 আপনার সনে যদি পুরুষ দেখএ ।
 সর্বসিদ্ধি তাহার জে জানিয় নিশ্চএ,
 এহি সব সারকথা তত্ত্বত বুঝাএ ।
 তারকমণ্ডলে যার না হএ বেকত,
 চন্দ্ররেখা না দেখে না দেখে মহাপথ ।
 দুই অঙ্গুলি চাপিলে এ তিন অঙ্গুলি,
 ভূমি মধ্যে না দেখে আদি-চান্দের আহলি ।
 নাসিকা না দেখে যদি নতুবা করএ,
 শিঙার করিতে ঘণ্টার নাদ শুনএ ।
 দিবাতে গগনে যদি হয় উজ্জাপাত,
 কেহ গাএ ঘুমি যদি পড়ে অকস্মাত ।
 দিবাতে শীত করে রাত্রিতে উমাএ,
 মাসেক বিলম্বে তার মরণ নিশ্চএ ।
 এককালে নাভিদেশ সদাএ কাপএ,
 চলিলে কর্ণের লতি মৃত্যুযোগ হএ ।

দুই পদ এ [ক] কালে ঝরিতে লুকাএ,
 সে দিবসে মৃত্যু জানিবা নিশ্চএ ।
 একমাস থাকিতে দুই চান্দ নাহি দেখি,
 থাকিতে এগার মাস ঘোর হেন আশি ।
 দ [শ] মাসে যমরাএ মাপিএ কমল,
 নব মাসে লয় করে কমল শতদল ।
 অষ্ট মাসে অনাদিএ নিজ গৃহ ছাড়ে,
 সপ্ত মাসেত পায় পথেত পিছলে ।
 পঞ্চমাস থাকিতে পাণ্ডব না হএ দেখা,
 চারিমাস থাকিতে গগনে বহ্নিরেখা ।
 দশ দিনে শরীরের হএ টানাটানি,
 নব দিনে নবদ্বার হএ জানাজানি ।
 ছএ দিনে ছএ ঋতু হএ একাশ্বর,
 পঞ্চদিনে পড়এ জে করে কড়মড় ।
 চারি দিন থাকিতে নাসাএ না পায় নুরে,
 তিন দিন থাকিতে যে হংসাংসৌ চরে ।
 দুই দিন থাকিতে চারিতম্র কাজাগে বৈসে,
 একদিন থাকিতে শমন নিকটে আসি পৈশে ।^{১৩}

আগ্রন মাসেত গুরু হেমন্তের রিত,
 ব্রহ্মনাংলে উজানে সুধিব সুনিশ্চিত ।
 আদিত্যে আশ্রিএ পুনি ধরয়ে অনল,
 ব্রহ্মনাংল ভেদিলে সে মজ্জে রিপুদল ।
 পৌষ মাসেত প্রভু পাষাণে কমল,
 বিনি কাষ্ঠে তিহরী জ্বালহ আনল ।

আকাশের অরুণুতি অভয়াে জানি,
 আকাশে থাকিয়া হস্তী পাতালে তোলে পানি ।
 মাঘ মাসেত গুরু হিম খরশান,
 ক্ষেমাইর চাকরী করি রাখহ পরাণ ।
 অনন্ত মহিমা গুরু কি বলিতে পারি,
 ধৈর্য্য হইয়া কর গুরু ক্ষেমাইর চাকরী ।
 ফাল্গুন মাসেত গুরু আনন্দে পাতি ফান,
 চারি পরে বন্দী করি রাখিবা জে চান ।
 চাঁদের ঘর বন্দী কর অশ্রু নাহি জানি,
 পঞ্চশব্দী কথা শুন সুললিত ধ্বনি ।
 চৈত্রমাস হেমন্তের বসন্তের খেলা,
 অভয়ার হাট মধ্যে মিলয়ে শ্রীগোলা ।
 ধুকুমীর শব্দ আর ইন্দ্রবাত্ত বাজে,
 ভ্রমর ভ্রমরী আছে কমলের মাঝে ।
 বৈশাখ মাসেত গুরু বসিয়া আসনে,
 নিশ্চয়ে শুনহ ধ্বনি বসিয়া গহনে ।
 চন্দন ছাড়িয়া জেন তুর্গন্ধেতে জাএ,
 হেতু বুঝি নহি করে জীবন উফাএ ।
 জ্যৈষ্ঠ মাসেত গুরু ভানু খরশান,
 সুরসা সাপিনী তোলে কৈলাস সমান ।
 অধে উদ্ধে তুলি ধর কাম মহাবলী,
 বার স্মরণ করি না করিয় কেলি ।
 আষাঢ় মাসেত নদী শকতি উজাএ,
 পাতালের পানী তুলি হস্তীকে নাচাএ ।
 ইজলা পিজলা ছুই নাড়ীর জে মাঝে,
 দশমীতে তালিঁ দিয়া রহিবা সহজে ।
 শ্রাবণ মাসেত নদী মৈন্ধেতে উজাএ,
 আউট হাতের নৌকা বাহি ছালী বেড়াএ ।

উহর পাইলে শুয়া বিলাই ধরি খাএ,
 গগনমণ্ডলে বাসা করিল সুয়াএ ।
 ভাদ্র মাসেত গুরু আহাৰ ধেয়াই,
 নিশ্চল হইয়া বাপু রহ এক ঠাই ।
 চান্দ-সুরুজ ছুই করিয়া সমএ,
 অভয়-পুরীতে নাই বায়ুর জে ভএ ।
 আশ্বিন মাসেত গুরু আত্মা পরিচয়,
 সরোবরে আছে পক্ষী জানিয় নিশ্চয় ।
 সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল,
 পরিচয় করি হাসা বন্দী কর কাল ।
 কান্তিক মাসেত গুরু জ্বালাইবা বাতী,
 চারি পরে এক করি সম করি জ্যোতি ।
 ত্রিপিণিতে দিয়া থানা বন্দী কর কাল,
 বার মাসের বার তিথি পালিবা জে ভাল ॥



(২)

[শিলাইদহ (নদীয়া) অঞ্চলে লালন ফকির অথবা কুমারখালির বাউল-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে^১ রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংগৃহীত^২ ; বিশ্বভারতীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়-সংরক্ষিত ; অধুনা বিভাগবনের বাঙালা পুঁথিবিভাগে প্রদত্ত “যোগীর গান” (পুঁথি-সংখ্যা ১০৪৪) । ইহাতে দীননাথ, এছা (এশাক বা ঈশা), শ্রামাচরণ ও গোপাল-ধারীর নাম পাওয়া যায় । ইহারা রচক নহেন, সম্পাদক ও গায়ক । পরিশেষে বন্ধনোস্থিত অংশ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত “যুগীকাচ” হইতে সঙ্কলিত ।]

১ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি ।

২ যোগীকাচ বা যোগীধাত্রার এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে সংগ্রহ করিয়া ছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই । তবে বাঙালার জ্ঞানপদ-সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার কেবল প্রগাঢ় অমুরাগ নহে, সেগুলি উদ্ধারকল্পে কতখানি আন্তরিক আগ্রহ ছিল, এবং স্বয়ং কিরূপ একজন উৎসাহী সংগ্রাহক ছিলেন, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে লিখিত এই কয়েক ছত্র চিঠি^৩ হইতে তাহার নিদর্শন মিলিবে । সঙ্কানের অব্যর্থ সূত্রগুলির সম্পর্কে তাঁহার স্পষ্ট ধারণাও লক্ষ্যীয় ।

ও

সাজাদপুর

অবন

আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেল । বেশ লাগ্ছে । এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাজাফির কাছ থেকে গোটা আঠেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাকেই অমুরোধ করছি । তোমাদের বুড়ি দাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভুলোনা ।

রবিকাকা

১ রবীন্দ্র-ভবনের সৌজন্মে প্রাপ্ত ।

॥ ভজনে ॥

মন মনুয়ারে এখন হরি ভজন কর নিজে ॥
হরি ভজন কর গুরু ভজন কর অতিথি ভজন কর নিজে,
রাম ভজন কর লক্ষ্মণভজন কর সীতা ভজন কর নিজে ॥

২

হরিনাম সাধন কর দিন যায়রে ॥
হরি ভজ হরি চিন্ত হরি কর সার,
হরি বিনে ভব-সিন্ধু কে করিবে পার ।
হরিনাম লয়ে মহেশ পাতালে বসিল,
তবুত নামের ভেদ মহেশ না পেল ।
এক নামে অনন্ত নাম অনন্ত নামের ধ্বনি,
কিঞ্চিত নামের ভেদ পেল শিব শূলপাণি ॥

৩

সার কর হরিনামের মালা দিন যায় বয়ে ॥
নাম ব্রহ্মা নাম বিষ্ণু নাম কর সার,
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না হইবে আর ।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম অনেক সাধনে,
ফিরে যে মানুষ হবে জানিবে কেমনে ।
এখন না নিলে নাম জিহ্বার আলসে,
অস্তিত্বে সে নাম যদি মুখেতে না আসে ॥

॥ শিব-বন্দনা ॥

ধন্য তোদের ধন্য তোদের ধন্য ভোলানাথ ॥
নন্দী-ভৃঙ্গী তোমার সাথ,
গায়ে ভস্ম-ভূষণ শিবের জটাধারণ
ববম্ ববম্ করে দিনরাত ।
কানে ফণীর কদল ওকদল সমতুল
আমায় তরাও ভোলানাথ ॥

॥ দুর্গা-বন্দনা ॥

ওমা দুর্গে মা দুর্গে মা দুঃখহরা নাম,
কৈলাসেতে আনাগোনা কাশী মোকাম ।
ওমা পূজায় পুরাতনৌ অমুরঘাতিনৌ,
তজ্জৈজ কি ভজ্জৈজ তরাও মা তারিণী ॥

॥ রাম-বন্দনা ॥

নমো নমো নমঃ প্রভু নমো গদাধর,
নীলকান্ত ধনুকধারী দিব্যকলেবর ।
এক অঙ্গ হতে প্রভু চারি অংশ হল,
তবে গিয়া দশরথের ঘরে জন্ম নিল ।
চৌদ্দ বৎসর ছিলেন প্রভু ফিরি বনে বন,
তবে কেন তাঁর সীতা হরিল রাবণ ।
যে লক্ষ্মীর কোপ-দৃষ্টি ধরাতলে রয়,
সেই লক্ষ্মীর কোপে কেন ভস্ম নাহি হয় ।
অগ্নিতলায় অগ্নি যেমন জ্বলে এক কোণে,
বালকে প্রণাম করে ও রাজা চরণে ॥

॥ দিগ্-বন্দনা ॥

পূবেতে বন্দিয়া গাব ভানুয়া ভাস্কর,
রজনী প্রভাত হলে বাহাতে নজর ।
উত্তরে বন্দিয়া গাব শিবের কৈলাস,
তাঁদের চরণে করি প্রণাম প্রকাশ ।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাব গয়া গদাধর,
যেখানেতে পিণ্ড দিলে পিতৃলোক উদ্ধার ।
দক্ষিণে বন্দিয়া গাব ঠাকুর জগন্নাথ,
শুদ্ধে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে পাতে হাত ।

তিনকোণ পৃথিবী বন্দি মধ্যে মহাস্থান,
তার নীচে বন্দি গাব ছিরা দেবীর স্থান ।
তার নীচে বন্দি গাব ছিরা দেবীর ঘাট,
সেই ঘাটে স্নান করিলে দেহের খণ্ডে পাপ ।
শিক্ষাগুরু বন্দি গাব দীক্ষাগুরুর পা,
গানের গুরু বন্দি গাব সরস্বতী মা ।
মাতা জনমধারিণী পিতা জনমদাতা,
জনমে জনমে বন্দি থাকী বসুমাতা ॥

॥ স্থাপনা পালা ॥

প্রথম শুনহ আদি সৃষ্টির উৎপত্তি,
সার হল ব্রহ্মা বিষ্ণু হর শক্তি ক্ষিতি ।
যখন ছিলেন প্রভু ক্ষীরোদ সাগরে,
বটপত্রে ভেসেছিল জলের উপরে ।
নিরাকারময় সব স্থল নাহি ছিল,
সৃজন করিতে সৃষ্টি মানস হইল ।
নাভি হতে ময়লা তুলি ফেলিল তখন,
তাহাতে হইল ক্ষিতি অতি বিচক্ষণ ।
দেখে সৃষ্টি সৃজন হেতু করিলেন যুক্তি,
শক্তি বিনে সৃষ্টি করে কার হেন শক্তি ।
এত চিন্তি ফেলেন প্রভু এক বিন্দু ঘাম,
তাহাতে হইল আত্মাশক্তি যার নাম ।
তার গর্ভে হইল তিন পুরুষ প্রধান,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন ।
ব্রহ্মারে কহিল সৃষ্টি করহ সৃজন,
বিষ্ণুরে কহিল তুমি করহ পালন ।
সংহার কারণে প্রভু মহেশে কহিল,
তিন জনে তিন কর্ম প্রভু দিয়াছিল ॥

২

নিরঞ্জন চাহি শক্তি বলিছে বচন,
 আমি কার ভার্য্যা হব কহ নারায়ণ।
 নিরঞ্জন কহে শক্তি দেখ তিন জন,
 ভজহ তোমার ইচ্ছা যারে লয় মন।
 এত শুনি শক্তি গেল তিন জনার পাশে,
 শক্তি দেখে তিন জন পলাইল ত্রাসে।
 তিন দিকে বেগে পালাইল তিন জন,
 সেই হেতু পৃথিবীর হইল তিন কোণ।
 প্রথমে গেলেন শক্তি ব্রহ্মার গোচরে,
 ব্রহ্মারে কহেন তুমি ভজহ আমারে।
 এতেক শুনিয়া বিধি হেট করে মাথা,
 এমন কুৎসিত বাক্য কেন কহ মাতা।
 লজ্জিত হইয়া শক্তি গেল বিষ্ণু-পাশে,
 আমারে ভজহ বিষ্ণু প্রভুর আদেশে।
 বিরস বদন বিষ্ণু এত কথা শুনি,
 কেমনে এমন কহ হইয়া জননী।
 এত শুনি গেল শক্তি মহেশ যথায়,
 আমারে ভজহ হর প্রভুর আজ্ঞায়।
 এত শুনি ভাবিতে লাগিল পঞ্চানন,
 শক্তিরে চাহিয়া তবে বলিছে বচন।
 তোমার উদরে জন্ম হইল আমার,
 কেমনে তোমার সনে করি ব্যবহার।
 বিশেষ প্রভুর আজ্ঞা লজ্জিতে না পারি,
 দুই দিক রবে কিসে কহহ বিচারি।
 তবে তোমা ভজি যদি পারহ এমন,
 একশতবার দেহ করহ পতন।

এতক শুনিয়া শক্তি প্রফুল্ল হইল,
শতবার দেহত্যাগ তখনি করিল।
পুনর্ব্বার আইলেন মহেশ গোচরে,
দেখিয়া গ্রহণ তবে কৈলা দিগন্তরে।

৩

শ্রীনাথের হাম হতে চণ্ডিকা জন্মিল তাতে
দুর্গা হল পরমা সুন্দরী,
শ্রীনাথে টলিল ময় দেবী বাম হস্তে লয়
তাহাতে জন্মিল তিনজন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই ভাই ছোট হল শিবরাই
ব্রহ্মাণ্ডে ত আর কেহ নাই ॥
তখন এত ভাবি মনে ডাক দিলেন তিন জনে
পুষ্প দিলা পূজা করিবারে,
তিন ঘাটে তিন জন জপে নাম নিরঞ্জন
প্রভু মৃত ভাসিল সাগরে।
মৃত ভাসা জলে দেখে ভয় পাইল চতুর্মুখে
পূজন ছাড়িয়া সে পলায়,
সে ঘাট করিয়া পাছ গেলেন বিষ্ণুর কাছ
দেখে বিষ্ণু হইল বিমুখ।
সে ঘাট করিয়া পাছ গেলেন শঙ্কর কাছ
কিঞ্চিৎ ধ্যানে জানে মহেশ্বর,
ধ্যানেতে বসিল হরি কোন জন গেছে মরি
মৃত-রূপে বুঝি নিরঞ্জন।
খটক ডমরু বাজে থমকে থমকে নাচে
চন্দন বলে মাখিলেন অঙ্গে,
সেই অঙ্গ বিষ্ণুগলে থুলেন ব্রহ্মা কমণ্ডলে
তাতে গঙ্গা পতিতপাবনী।

মুদগর লইয়া হাতে তাড়িল শিবের মাথে
 মাথা ফেটে হইল চৌচির,
 (শিবের মুণ্ডে দিয়া বাড়ি শিব যান গড়াগড়ি
 গোরক্ষনাথ জন্মিল যে মুণ্ডে)
 শিব ছিল একজন তাহে হল পঞ্চজন
 তবে চৈতন্য পাইল শঙ্কর ॥

৪

ডিম্বরূপে নিরাকারে ভাসিল যখন,
 ডিমের প্রহরী তখন ছিল তিন জন ।
 ব্রহ্মা ছিল কুসুম তার বিষ্ণু ছিল পানি,
 ব্যোমরূপে উষ্ম দিল লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
 ডিমের ভিতর ধনি স্নেহে নিদ্রা যায়,
 আপন অকুবে তারে ডাক দিয়া কয় ।
 নিদ্রায় রহিলে তুমি আপনি নিরঞ্জন,
 এ দীনহুনিয়া তোমার না হল পত্তন ।
 ডিমের ভিতরে ধনি ছাড়িল জিকৌর,
 ছল্‌ছল শব্দে ডিমের হইল দুই চির ।
 দীনহুনিয়া পয়দা কৈল আপনি দীন হীন,
 একখান আমেরিকায় তার আর একখান জর্মিন ।
 অমায়া বৃক্ষ তার নাই ডাল পাত,
 তাহাতে আসন করি আছেন দীননাথ ।
 সার নাই বাকল নাই নাই তার শিকড়ী,
 গুরু ভজি দেখ বৃক্ষ স্বর্গ মর্ত্য জুড়ি ।
 সার নাই বাকলী নাই নাই তার স্থূল,
 গুরু ভজি দেখ বৃক্ষের সর্ব্ব অঙ্গ কুল ।
 আসনে বসিয়া যদি সে নাম ধোয়ায়,
 দীননাথের কায়া মায়া ঐ গাছে দেখা যায় ।

ছাড় মন কায়া মায়া ছাড় অশ্রু টাট,
গুরু ভজ মন্ত্র শিখ সিন্দুক কর ডাট ॥

॥ আত্মবোধ ॥

আপন আপন করোনা রে মন,
যেতে হবে তোর শমন ভবন ।
বড় বাড়ী বড় ঘর বড় কর আশা,
রজনী প্রভাতে যেমন কোকিল ছাড়ে বাসা ।
মিছা ঘর বাঁধ বাপু বন্ধিবার আশে,
ঘর সে ভাঙ্গিয়া যাবে বিনা বাতাসে ।
ঘরখানি বাঁধ বাপু ছয়ারখানি ছাঁদ,
আপনি চলিয়া যাবে পরের জন্ত কঁাদ ।
রামনামের ঘর তোমার কৃষ্ণনামের বেড়া,
রাধানামে ছয়ারখানি বন্দে বন্দে জোড়া ।
চারদিকে চার মাটির দেয়াল উপবে দুই চাল,
ভাবে চিন্তে জনম গেল বুথা গেল কাল ।
এখন কায়া ছাড় মায়া ছাড় ছাড় ঘরের আশা,
প্রেম-নগরে বাস কর বৃন্দাবন কর বাসা ॥

২

তাইত তোর লাগে ভাল যা
কি জানি কি কর্ত্ত তোর মন্দ ॥
কুসঙ্গে অসৎকথা সর্বদা প্রবৃত্ত তথা
সাধুসঙ্গ কাঁটাছেন ডরান,
যদি দৈবে কভু হয় তবে যেন বিঁধে গায়
বিজ্রাম করিলে জীয়ে প্রাণ ।

গ্রহর বা দণ্ড পল তাহাতে সর্বস্ব তল
 ভাবি এই উঠে যায় চলে,
 যদি ব্যাধি ধরে ঘাড়ে ছমাস বৎসর পাড়ে
 এ সংসার কে রাখে সেকালে ।
 সৃষ্টি করিয়াছে যেই অবশ্য পালিবে সেই
 নহে কেন সংহার না করে,
 দেখ যার আজ্ঞা বলে মাটিকে ভাসায় জলে
 চন্দ্র-সূর্য্য উদয় যার ডরে ।
 সেই প্রভু সর্বেশ্বর ব্রহ্মা আদি আজ্ঞাপর
 হেন প্রভু ভুল কেন ভাই ॥

॥ দেহতত্ত্ব ॥

মানবদেহের খবর জানরে মন,
 দেহেব উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোথায় বৃন্দাবন ।
 দেহে দশজনা আছে ছয় রিপু তার কাছে,
 পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব গুরু [যে] দিয়াছে ।
 দেহে কেবা জাগে কেবা ঘুমায় কে দেখায় স্বপন,
 দেহে আছে পঞ্চ জন তার কেমন রে গঠন ।
 কোথায় বসতি কোথায় স্থিতি কোথায় করে গমন,
 দেহের কয় জনা বা পুরুষ বটে প্রকৃতি বা কয় জন ।
 এই না মানুষের কায় তাহে অষ্ট বদ্ধ হয়,
 সদগুরু আশ্রয়ে ইহার করবে নির্ণয় ।
 ও তুই তবে পাবি পথের দিশা করে নে সাধন ॥

২

মায়াজাল বিষম জাল প্রেমের অঙ্কুর,
 সেই জালে বন্দী আছেন সন্ন্যাসের ঠাকুর ।

যখন জননীর সে ঋতু-সময় হল,
 সকল ব্যাপার দূরে রেখে পতি কোলে নিল।
 পতি কোলে নিয়ে যখন পরশিল জল,
 তখন শরীর হয় কমলর দল।
 এক দিনের হইলে বিন্দু নীহারে সে টলে,
 দুই দিনের হলে বিন্দু রক্ত সঞ্চে মিলে।
 তিন দিনের হলে বিন্দু ফনার আকার,
 চার দিনের হলে হয় দেহের সঞ্চার।
 পঞ্চ দিনের হলে হয় কাজলের প্রায়,
 ছয়দিনে রং ধরে শুনহে তাহায়।
 সপ্ত দিনের হলে বিন্দু শরীরের মোহারা,
 অষ্ট দিনের হলে হয় হাড়ে মাংসে জোড়া।
 প্রথম মাসের সময় জানে বা না জানে,
 দুই মাসের সময় হলে লোকাচারে শুনে।
 তিন মাসের সময়েতে রক্ত দলা দলা,
 চার মাসের কালে হয় হাড়ে মাংসে জোড়া।
 পঞ্চ মাসের সময়েতে পঞ্চ ফুল ফুটে,
 ছয় মাসের সময়েতে এ যুগ পালটে।
 সাত মাসের সময়েতে সাতেশ্বরী খায়,
 অষ্টম মাসেতে মন পবনে চিয়ায়।
 নয় মাসের সময়েতে নবঘন স্থিতি,
 দশ মাসে দশ দিনে পিণ্ডারূপ গতি।
 সোমে স্থিতি মঙ্গলে নাভি বুধে গঠেন বুক,
 বৃহস্পতিবারে গঠেন পৃষ্ঠ আর মুখ।
 শুক্রবারে গঠিয়াছেন সূত্বের দুটি আঁখি,
 ফুল ফল নানা চন্দ্র যাহে সয়াল দেখি।
 শনিবারে গঠিয়াছে শুনিতে দুই কণ,
 যা দিয়া গুরুর বচন শুনি অষ্টকণ।

রবিবারে গঠিয়াছে যোগের যোগমাথা,
স্থাপিত করিয়া জীব বসিয়েছে তথা ॥

৩

মায়ের চার চিজের কথা শুন মন দিয়া,
গোস-পোস-লোছ-খোস চার চিজ হুনিয়া ।
বাপের চার চিজের কথা শুন দিয়া মন,
হাড়-রগ-মণি-মগজ চার চিজ পত্তন ।
আর এক চিজের কথা কইতে বাসি লাজ,
ভাজিলে মধুর ভাণ্ড পানি রবে কাত ।
আর এক চিজের কথা কইতে লাগে ধান্দি,
মাথায় হাত দিয়া দেখ আছে ব্রহ্মচাঁদি ।
নিরঞ্জনের চিজের কথা শুন বৃদ্ধমান,
হাত পা নাক মুখ চক্ষু আর কাণ ।
বাপের চার মায়ের চার নিরঞ্জনের দশ,
এই আঠার মোকামে ধনি খেলছে মহারস ॥

৪

চূড়াতে চূড়ামণি ব্রহ্মমূলে স্থিতি,
পাট মধ্যে মহাবিষ্ণু করেছে বসতি ।
চক্ষুতে কালাচাঁদ সদাই করে ধ্যান,
কর্ণেতে চৈতন্য গোসাঞী হয়েছে সাবধান ।
নাসিকাতে নিত্যানন্দ মধু করে পান,
তালুমূলে চন্দ্রদেব আছে বর্তমান ।
আলঙ্কিহায় সুরধুনী ধরেছে উজান,
জিহ্বায় সে সরস্বতী বত্রিশে যোগান ।
স্কন্ধেতে ছিদাম আর বাহে বলরাম,
কণ্ঠাগ্রত হয়ে তথা আছে নিজ প্রাণ ।

বন্ধস্থলে আছে দেখে জগন্নাথের স্থান,
নাভিতে যে সূর্য্যদেব করেন আসন ।
ভগে ভগবতী লিঙ্গে শিব বর্ত্তমান ॥
হাট্টতে শক্তি [যে আর] পায়ে বসুমতী,
আঠার মোকামের খবর শুন হে পার্বতী ।
এই আঠার মোকামের খবর যেই ভাল জানে,
থাকুক ত মাহুষ দেবতা তারে মানে ॥

৫

চার স্কুস দেহে আসি প্রকাশ হইল,
হাত পা নাক মুক প্রচ্ছন্ন করিল ।
সোওয়া হাত হাড় দিয়া মস্তক বাঁধিয়া,
সোওয়া সের মাংস তাহে থুলে উভারিয়া ।
সোওয়া লক্ষ হাড় [তাহে] দিল তিল প্রমাণ,
নাক মুখ সৃজিলেন চক্ষু আর কাণ ।
ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী নামে সুষুকলা,
নাভিস্থল হৃদ আর ত্রিবেণীর নালা ।
ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী সুষু মহাজন,
গঙ্গা যমুনা নাড়ী ধরেছে উজান ।
তার মধ্যে গঠিলেন হঠে নামে নাড়ী,
নিত্য নিত্য যমরাজা যায় দোড়াদোড়ি ।
কমল পুষ্প সৃজিলেন চার চিজ দিয়া,
ইন্দ্রনাথ সৃজিলেন ধারা করিয়া ।
কান্থ কমলা আর নূর নিরঞ্জন,
গর্জ্জন মথুরা পুরা জীবনদাবন ।
নিজ নাম দিয়া কৈল দেহের পশুন ॥
বত্রিশ নাড়ী ছত্রিশ কোঠা লাগায় থরে থর,
গঙ্গাকে রেখে বেঁধে মস্তক উপর ।

বত্রিশ নাড়ী ছত্রিশ কোঠা কাকৈও নয় ছাড়া,
বত্রিশ নাড়ী দিয়া কৈলেন নাতিহুলে জোড়া ॥

৬

[যখন] জননীর উদরে ছিলাম হে কারাগারে
আহার দিয়া বাতাস দিতেন মোরে,
বাতাসে বাতাসে মিশে বাতাস চলিল নাশে
সব মিছে বাতাস হল পুঁজি ।
সেই পুঁজি দৃঢ় করি অটল ফল ভক্ষণ করি
তৃষায় খাই নাহু গঙ্গার জল,
আহা কি বিধির ফল দেহ মধ্যে গঙ্গাজল
সেই জলে পরাণ শীতল ।
প্রভুর কি চাতুরী ছুই করে লাগায়ে ডুরি
করে করে করিল বন্ধন,
বাঁধিয়া সে হাতে হাতে দিব্যজ্ঞান হল তাতে
জ্ঞানে প্রভুর দয়া উপজিল ।
সেই জ্ঞানে প্রভুর দয়া সদা দেন পদছায়া
ছেলেবে পাঠাইয়া দিল ভবে,
[এ] ভব মাঝারে পড়ি ক্ষুধায়ে আকুল তরি
জননী সে চাহিল ফিরিয়া ।
ফিরিয়া [যে] মা চাহিল কমল কোলে আশ্রয় দিল
হৃৎ দিল ছেলের বদনে,
অজ্ঞানে এমন জ্ঞান স্তন ধরি হৃৎ পান
কে শিখাল এসব সঙ্কানে ॥

৭

চক্ষেতে সাত বিন্দু সাত বিন্দু রক্ত,
মগজেতে সাত বিন্দু ঘাম বিন্দু সাত ।

এই সাত বিন্দু [যে] ঘটিতে ঘটিতে,
তবে এক বিন্দু মণি হয় শরীরেতে ।
যতই খরচ হয় ততই বাড়ায়,
খরচ করিলে ধন কম নাহি হয় ।
মাস মধ্যে একদিন বৎসরেতে বার,
ইহাতে যতেক আরও কমাতে পার ।
মাসে মাসে ঋতুবত্তী শাস্ত্রের বচন,
তাহে কুলক্ষণ যদি না করে রমণ ।
রবিবার অমাবস্যা সপ্তমী অষ্টমী,
প্রতিপদ পূর্ণিমায় না করিবে রমি ।
ইহাতে জন্মিলে শিশু হয় অনাচার,
যুবাকালে দরিদ্রতা ঘিরে আসে তার ।
বেশী কি বলিব বাপু বুঝহ অল্পেতে,
অনায়াসে রোগস্থিতি সর্বনাশ তাতে ॥

৮

মুরিদ আরজ করে শাহজি আমার,
রাত্রদিনে দম বহে কত যে বান্দার ।
ইহার সূমার মোরে বতাইবে আপ,
তবেত দেলের যায় সব মনস্তাপ ।
মুরশিদ বলেন শুন তালেব ছাদেক,
সূমার করিল দম আরেক যতেক ।
সূমার করিতে দম নাহি করে কম,
রাত্রদিনে চব্বিশ হাজার বয় দম ।
দিনের সূমার বার হাজার হইল,
রাত্রি চলে বার হাজার এছায়ে কহিল ।
অজুত জানেন তেজ বিদানারো মিছাল,
এই দম-সূজায় গাঁথা কহিছ সে হাল ।

দমের তখির বাগু দমে দমে কর,
 দম-পানি তুলে এই বালি কুজা ভর ।
 দমের দরিয়া ভাটি জোয়ারে সে টানে,
 উজানে আপন নৌকা ধর সাবধানে ।
 সে যেন জিন্দগী তোমার হায়ন সেফাৎ,
 থাকিতে এ দম কর হাজল মারফৎ ।
 মারফৎ মানি বুঝে যে আল্লাকে পায় জানা,
 দমে দমে কর তুমি দমের ঠিকানা ।
 আপনি দরিয়া দম রিয়াদেতে রও,
 বারে বারে কহিতেছি হুসিয়ার হও ।
 অধীন শ্রামাচরণ বলে প্রেমের নাচার,
 তোবা অস্তাগফার করি দরগায়ে খোদার ॥

৯

ভাল হাট মিলায়েছে ধনি নামেতে ক্রীখলা,
 সেই হাট করিতে ভাই চল এই বেলা ।
 কাণা কালা বোবা তারা মিলায়েছে হাট,
 রাত্রি দিবা রাখেন সদা খুলে দোকান পাট ।
 চার হাটে চার মুদি বসতি করে ভাল,
 রাহু বলে এক মুদি লাগায়েছে কল ।
 সেই সে হাটের খবর আমি ভাল জানি,
 বাহু বলে সেই হাট কোন জাগায় কোনখানি ।
 নাকে শোঁকে চক্ষে দেখে কাণে বসে শুনে,
 মুখ আছে গুরুর নাম সদা করি গানে ।
 চক্ষু বলে আমি এই ধড়ের পর বালা,
 আমা হতে সয়াল সংসার সকলি উজলা ।
 লোকে ফুল কাটে বাজীকরের তামাসাকরের মত,
 সাধ পুরায়ে দেখে থাকি সব তামাসা যত ।

এই তিনকোণ পৃথিবীর তামাসা সাধ পুরায়ে দেখি,
 ভারত পুরাণ দেখি আর কিতাব কোরাণ লেখি ।
 এই মত লোকের ঘরে আছে আমার জানা,
 আমার দুয়ারে কবাট লাগলে লোকে বলবে কাণা ।
 চক্ষের কথা শুনে তখন জবাব দিল কাণ,
 তুমি কিছু না শুন ভাই বাছ আর গান ।
 ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বিয়াল্লিশ রাগের বাছ,
 সকল কথা শুনি আমি থাকি ঘরের মধ্য ।
 সকল কথার নিরূপণ হয় আমার কাছে,
 আমার বড় কে আছে আর ত্রিঙ্গতের মাঝে ।
 কাণের কথা শুনে তখন জবাব দিল মুখে,
 শুন শুন চক্ষু কাণ আমি বলি তোকে ।
 আমি মুখ হরির নাম গুরুর নাম করি,
 মুখের কথার হাট বাজারে বেচাকিনা করি ।
 দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু সকল করি পান,
 ইহার কিছু মজা পাওনি চক্ষু আর কাণ ।
 মুখের কথা শুনে তখন জবাব দিল নাক,
 কাণা কালা বোবা তোরা নিচুপ হয়ে থাক ।
 চক্ষের বড় গুণ আছে সয়াস সংসার দেখে,
 কাণের বড় গুণ আছে সকল কথা শুনে ।
 মুখের বড় গুণ আছে সকল কথা কয়,
 আমায় শুধু নিগুণ করিল দয়াময় ।
 চক্ষু থাক কাণা হয়ে দেখতে না কেন পাও,
 মুখ থাক বোবা হয়ে কথা না কেন কও ।
 কাণ থাক ঠসা হয়ে ডাক না কেন শুন,
 ধড়ের প্রহরী হয়ে চৌকী দেওনা কেন ।
 আমি নাক মুখের শোভা না থাকলে হয় খাঁদা,
 আমার নাম মনোরায় মন-সুতায় বাঁধা ।

মন-পবন ছুইজন থাকি এক ঘরে,
 না জানি ঐ ঘরের মাগিক নেয় কোন দিন চোরে ।
 আলস্য করিয়া যেদিন আসব আমার ঘুম,
 সেইদিন [সেই] ঘরের মাগিক লয়ে যাবে যম ।
 দারোগা উঠিয়া যবে ভেঙ্গে যাব হাট,
 চার মুদি পালাবে ঘরে লাগায়ে কবাট ॥

॥ কৃষ্ণলীলা-তত্ত্ব ॥

রাধাকৃষ্ণ-লীলারস অতি গুরুতর,
 সেই তত্ত্ব কহ গুরু শুনি তোর গোচর ।
 যোগমায়া হতে যদি কৃষ্ণলীলা হয়,
 তবে লীলা করেন দেহে কোথা কোন সময় ।
 কোন স্থানে থেকে তেঁহ নিত্য লীলা করে,
 কোন স্থানে নিত্য হয় কিসের উপরে ।
 কেমনে ব্রহ্মাণ্ডগণ করেন সৃজন,
 কোন শক্তি হতে হয় ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
 কোন রূপে কোন ধামে কৃষ্ণের বিলাস,
 এই সব তত্ত্ব মোরে করহ প্রকাশ ।
 শুনি গুরু কহে কথা শুন শিষ্যবর,
 কি কহিতে জানি আমি সে কথা বিস্তর ।
 তবে যা কহিব কিছু তাঁর শক্তি বলে,
 না কহিব কারু কাছে রাখিব অন্তরে ।
 সপ্তম পাতাল উর্দ্ধে পৃথিবী বিস্তার,
 পৃথিবীর উর্দ্ধভাগে আকাশ আকার ।
 আকাশের উর্দ্ধভাগে বিরাজে পবন,
 বিরজার উর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি,
 গোলোক গোলুল অথবা ত্রিবিধেতে স্থিতি ।

বৈকুণ্ঠের প্রকাশ মূর্তি দ্বারকানগর,
 এই চার দ্বার কৃষ্ণের বিলাস অন্তর ।
 বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধভাগে নিত্য পর্বস্থান,
 ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠ গোলোক আড়ের অগোচর ।
 নিত্য বৃন্দাবন নাম গুপ্ত চন্দ্রপুর,
 অবিচ্ছিন্ন প্রেমধাম আনন্দের পুর ।
 এই নিত্যস্থান কৃষ্ণের সকলের পর,
 গোপথ ভিতর আছে বাকতে বিরল ।
 যখন নাহিক ছিল এসব সংসার,
 তখন আছিল ঐ নিত্য-পরচার ।
 যখন দামাদি সর্ব সৃজন হইল,
 কেহ উদ্ধে কেহ মধ্যে কেহ অধঃ গেল ।
 মধ্যেতে রহিল নিত্য অপ্রকট হইয়া,
 আপনি ভাবিয়া দেহে দেখ বিচারিয়া ।
 জ্যোতিঃশক্রে ফিরে যায় সূর্য্যের মণ্ডল,
 সর্বস্থানে তরসে নিত্য করে ঝলমল ।
 উপর্য্যধঃ ব্যাপিয়াছে নাহি তার নিয়ম,
 তুলনা দিবারে নারি নাহি তার সম ।
 পবনের গতি নাই সূর্য্য নাহি চল,
 অচল আকৃতি পথ সহস্রার দলে ।
 চিন্তামণি ভূমি শোভে কল্পবৃক্ষগণ,
 তাহার ভিতরে শোভে রত্ন-সিংহাসন ।
 রত্ন-সিংহাসনে শোভে কনক আসন,
 তাহে বসে আছে রস রূপ-সনাতন ।
 জরা মৃত্যু নাহি তার নিত্য যে কৈশোর,
 দশবীজময় সে অচিন্ত্য কলেবর ।
 অনন্ত শক্তি সমাশ্রয় সহজ মানুষ্য,
 গোবিন্দ পরম শ্রেষ্ঠ আদিম পুরুষ ।

মানুষ হইতে হয় ঈশ্বরবতার,
একথা শুনিয়া মনে প্রতীত হবে কার ॥

॥ অরিষ্ট-লক্ষণ ॥

বার মাস মরণের আগে দেহের চারি দ্বার খসে,
এগার মাস থাকিতে মমুরায় বন্দী পড়ে ফাঁসে ।
দশ মাস থাকিতে দশমে লাগে তালি,
দিনে দিনে ছুটে যাবে সোনার গাবোরালি ।
নয় মাস থাকিতে দেহের নব কোঠা নড়ে,
বড় বড় বৃক্ষ যেমন ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে ।
আট মাস মরণের আগে কামিলা ছাড়ে ঘর,
অতি রক্ত প্রেমতরঙ্গ দেখিতে সুন্দর ।
সাত মাস থাকিতে দেহের শতদল নড়ে,
নিশ্চয় জানিবে তার গুরু নাই ঘরে ।
ছয় মাস থাকিতে গুরু আসেন তিন দিন,
নিশ্চয় জানিবে তার মরণের চিন ।
আজ্ঞ এলনা কাল এলনা এলনা তিন দিবসে,
ঘরের স্বামী ঘর ছাড়িল ঘর করিবে কিসে ।
পাঁচ মাস মরণের আগে ছাড়িবে বলাই,
হাতে বাঁশী লয়ে তখন পালাবে কানাই ।
চার মাস মরণের আগে দেহের নড়ে মূল পাণ্ডই,
পালাবে দুর্জয় কামিলা সে দিন তুলিয়া পাণ্ডই ।
তিনমাস মরণের আগে দেহের ত্রিবেণী উথাল,
দুর্বাদলের পুরী যেমন করে টলমল ।
দুইমাস মরণের আগে আকুল হয় হিয়া,
দূর হতে বন্ধুবান্ধব আনে ডাক দিয়া ।
এক মাস আগে হংস ডুব দিয়া ফিরে,
পনের দিন আগে হংস উঠে উপর পাড়ে ।

উপর পাড়ে উঠে হংস চতুর্দিকে চায়,
 নিকুঞ্জ কুটির ছেড়ে নৌকা ডরাতে পালায় ।
 এক প্রহর থাকিতে নৌকার ছুটিল গাহনী,
 চরাটের নৌচে বসে ক্ষেমাই সেচে পানি ।
 ক্ষেমাই বলে মোনাই দাদা সেচ নৌকার জল,
 মোনাই বলে ক্ষেমাই দাদা বাহে নাই মোর বল ।
 আগা ডুবিল পিছা ডুবিল ডুবিল নৌকার গুড়া,
 দেখিতে দেখিতে নৌকার ডুবিল মস্তুরা ।
 যায় তখন নিষ্ঠুর মন ফিরে ফিরে চায়,
 ভক্তি-নীরে খাগ-দেহ আর দেখা হবার নয় ।
 শুক বলে গুরে শারী আমায় সঙ্গে নে,
 শারী বলে খাগ-পিঞ্জর তোকে ছুবে কে ।
 এতদিন রাখিলাম তোরে ঘৃত অন্ন দিয়া,
 যাবার সময় নিষ্ঠুর মন না গেলে বলিয়া ।
 পার হতে গেলাম আমি ত্রিবেণীর কূলে,
 নৌকা দেখি খেয়ানী নাই আপন কর্মফলে ।
 পার কর খেয়ানী বাপু সঙ্গে নাই কড়ি,
 ভবের কামাই ভবে রেখে খালি হাতে চলি ॥

॥ যোগিনীর বিলাপ ॥

যোগীহারা হয়ে আমি সুধাই গো তোমারে,
 আমার নীলকান্তমণি রইল কোন সহরে ।
 আমার প্রাণ সদাই কাঁদে যোগীর কারণে,
 আমার নীলকান্তমণি রইল কোন স্থানে ।
 যোগী আমার প্রাণেশ্বর যোগী প্রাণপতি,
 পতি বিনে চেয়ে দেখ আমার এ দুর্গতি ।
 এত ছিল কপালেতে বিধির লিখন,
 দিবারাত্র নয়নের জল হতেছে বর্ষণ ।
 আমার প্রাণ সদাই কাঁদে যোগীর কারণে,
 আমার নীলকান্তমণি পাব কোন স্থানে ॥

দশা এই লিখেছে দারুণ বিধি ॥
 নারী কুলে জনম রে জনমের মুখে ছাই,
 নাইকো আমার বন্ধুবান্ধব নাইকো সোদর ভাই ।
 নারীকুলে জনমিয়ে এই ছিল কপালেতে,
 বার বৎসর পরে স্বামী ঘটি দিল হাতে ।
 নারীকুলে জন্ম লয়ে কত সহে প্রাণে,
 এখন কোন দেশে যাব ভিক্ষার কারণে ।
 শুন শুন বিধি হে কি বলিব তোমারে,
 নারী-প্রাণে কত সহে ফেলালে কি ফেরে ।
 কি ক্ষণে জনম দিল মাতা আর পিতা,
 দুঃখে দুঃখে শরীর বেঁধে হয়ে গেল তিতা ।
 প্রথম যখন স্বামীর হাতে দিলেন আমারে,
 পঞ্চম বৎসর কালে স্বামী মেলেন দেশান্তরে ।

পঞ্চম বৎসর কালে হইলাম স্বামীহারা,
 অষ্টম বৎসর কালে আমি [হইলাম] গৃহছাড়া ।
 গৃহছাড়া হয়ে আমি আমি বনে বনে,
 কত দেশে আমিলাম স্বামীর অন্বেষণে ।
 আমার প্রাণ সদাই কাঁদে স্বামীর কারণে,
 যেমন রামকে হারায় সীতা কাঁদে অশোক বনে ।
 নারীর দুঃখে দুঃখী আর কে আছে সংসারে,
 এই সে সংসারের মাঝে স্বামী নাই যার ঘরে ॥

॥ যোগীর লক্ষণ ॥

কাঁহা মিলেরে যোগীয়া কাঁহা মিলেরে যোগীয়া,
 কাঁহা মিলে জটাধারী হায় রে দয়াল যোগী ॥
 আমার যোগীয়ার মাথেরে সুবর্ণের মুকুট আছে
 কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার,
 আমার যোগীয়ার গলে তুলসীর মালা আছে
 কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার ।
 আমার যোগীয়ার গায়ে হরিনামাবলী আছে
 কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার,
 আমার যোগীয়ার হাতে হরিনামের মালা আছে
 কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার ।
 আমার যোগীয়ার সঙ্গে হরিদাস শিষ্য আছে
 কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার,
 আমার যোগীয়ার পায়ে সুবর্ণের নুপুর আছে
 কাণে মুদ্রা শিরে জটাভার ॥

॥ বোলান ॥

স্বাবর জন্ম জীব আদি না ছিল যখন,
তখন তোমার দীননাথ করিল কেমন ।

স্বাবর জন্ম জীব আদি না ছিল যখন,
ডিম্বরূপে নিরাকারে ভাসিল তখন ॥১

ডিম্বরূপে নিরাকারে ভাসিল যখন,
কয় ফেরেস্তা ছিল তোমার সঙ্গে কয়জন ।

ডিম্বরূপে নিরাকারে ভাসিল যখন,
চার ফেরেস্তা ছিল আমার সঙ্গে চারজন ॥২

সেই চার ফেরেস্তার কথা কহ গুণধাম,
সত্য করে বল যোগী কাহার কিবা নাম ।

সেই চার ফেরেস্তার কথা শুন দিয়া মন,
আক্কেল অকুব হেউস বুদ্ধি এই ছারিজন ॥৩

কয় স্বর্গ কয় মর্ত্য কয় সে পাতাল,
কয় চন্দ্র আকাশেতে করিল উজ্জাল ।

এক স্বর্গ এক মর্ত্য এক সে পাতাল,
এক চন্দ্র এক সূর্য্য করিল উজ্জাল ॥৪

আকাশ যখন না ছিল তার কোথায় ছিল চন্দ্র,
পুষ্প যখন না ছিল তার কোথায় ছিল গন্ধ ।

আকাশ যখন না ছিল তার গুপ্ত ছিল চন্দ্র,
পুষ্প যখন না ছিল [তার] পবনে ছিল গন্ধ ॥৫

ফকিরের বেটা তুমি দরবেশের নাতি,
আকাশ হল কয় তোলা আর জমিন কয় রতি ।

ফকিরের বেটা আমি দরবেশের নাতি,
আকাশ হল যত তোলা তার জমিন তত রতি ॥৬

ফকিরের বেটা তুমি দরবেশের নাতি,
আকাশের কলি জমিনের বোঁট দেহের কোন-
খানেতে স্থিতি ।

ফকিরের বেটা আমি দরবেশের নাতি,
আকাশের কলি জমিনের বোঁট দেহের নাভিমূলে স্থিতি ॥৭

কেমন চল্লাম তোমার আসে আর যায়,
কেমন চল্লাম তোমার সয়াল ঘুচায় ।

আদিম সে চল্লাম আমার আসে আর যায়,
দৈয়ম চল্লাম সে আমার সয়াল ঘুচায় ॥৮

চন্দ্রের অমাবস্তা যোগী লাগে মাসে মাসে,
সূর্য্যের অমাবস্তা যোগী লাগে কোন দিবসে ।

চন্দ্রের অমাবস্তা দেখ লাগে মাসে মাসে,
সূর্য্যের অমাবস্তা লাগে পূর্ণিমা দিবসে ॥৯

যোগী হলে যোগ সাধিলে গুণিয়া হলে সারা,
শরীরেতে আছে তোমার কয় ভুরু কয় তারা ।

যোগী হলাম যোগ সাধিলাম গুণিয়া হলাম সারা,
শরীরেতে আছে আমার এক ভুরু দুই তারা ॥১০

কে দিয়া তোরে দণ্ড-কমণ্ডলু কে দিয়া মৃগছালা,
কে দিয়া তোরে ভণ্ডা বস্ত্র কে দিয়া জপমালা ।

ব্রহ্মা দিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু বিষ্ণু দিয়া মৃগছালা,
শিব দিয়া মোরে ভণ্ডা বস্ত্র গুরু দিয়া জপমালা ॥১১

কয় অঙ্গুলে জপমালা কয় অঙ্গুলে জপ,
নিজার আবেশে মালা কার হাওয়ালে রাখ ।

এক করে জপি মালা দুই অঙ্গুলে জপি,
নিজার আবেশে মালা গুরুর বুলিতে রাখি ॥১২

মালা জপে কালা রে অজপায় জপে কে,
দেহমধ্যে দ্বাদশ গোপাল অর্দ্ধগোপাল কে ।

মালা জপে কালকে অজপায় জপে সে,
দেহমধ্যে দ্বাদশ গোপাল অর্দ্ধ গোপাল সে ॥১৩

কোথায় গেলে পার যোগী বিনা ধানের খৈ,
কোথায় গেলে পারি আমি বিনা ছুধের দৈ ।

চোখের কোঠায় দেখ সেখা বিনা ধানে খৈ,
মস্তকেতে আছে তোমার বিনা হৃদয়ের দৈ ॥১৪

কোনখানেতে আছে দেহে বিনা লোহায় গুণা,
কোথা হতে উঠে তোমার সমুদ্রের ফেনা ।

সেক মোর উশাস নিশাস কণ্ঠে জীবের থানা,
জিহ্বা নাড়িলে উঠে সমুদ্রের ফেনা ॥১৫

কেবা তোমার রাঁধে বাড়ে কেবা বসে খায়,
কারে লয়ে শুয়ে থাক কেবা নিদ্রা যায় ।

তনাই রাঁধে মনাই বাড়ে আপতোষে অন্ন খায়,
জীবিতে লয়ে শুয়ে থাকি মরণে নিদ্রা যায় ॥১৬

জীবিত লয়ে শুয়ে থাকে মরণে নিদ্রা যায়,
নিদ্রার আবেশে প্রাণ কার কোলে রয় ।

জীবিত লয়ে [শুয়ে থাকে মরণে] নিদ্রা যায়,
নিদ্রার আবেশে প্রাণ তোমার কোলে রয় ॥১৭

কোথা হতে আও হে যোগী বাড়ী কোন গ্রাম,
সত্য করে বল যোগী তোমার কিবা নাম ।

{ উত্তর হতে এলাম যোগী বাড়ী সেই গ্রাম,
{ সত্য করে বলি আমার গোপালধারী নাম ॥১৮

[কোন দেশে রাজা ভালা কোন দেশে রাণী,
কোন দেশে কাপড়া ভালা কোন দেশে পানি।

উত্তরমে রাজা ভালা দক্ষিণ দেশে রাণী,
পশ্চিম দেশে কাপড়া ভালা পূর্ব দেশে পানি ॥১৯

কোন গাছের গোটা গোঁসাই কোন গাছের পাত,
কাহার গর্ভেতে ছিল পূর্ণ দশ মাস।

ইন্দু গাছের গোটা আমি বিন্দু গাছের পাত,
শচী মায়ের গর্ভে ছিলাম পূর্ণ দশ মাস ॥২০

শচী যদি হয় তোমার [এই] ধরনী মাও,
ভূমণ্ডলে পড়িয়া তুমি কাহার দুঃখ খাও।

শচী আমার ধরনী মাও তোমার কাছে কই,
ভূমণ্ডলে পড়িয়া আমি ধাই-মায়ের দুঃখ খাই ॥২১

কাহার নামে আইস গোঁসাই কাহার নামে যাও,
কাহার নামে ভিক্ষা কর কাহাকে দিয়া খাও।

কৃষ্ণনামে আসি আমি রামনামে যাই,
হরির নামে ভিক্ষা করি গুরুকে দিয়া খাই ॥২২

কয় নখেতে ধর মালা কয় নখেতে জপ,
নিজাকালে মালা [তুমি] কাহার হাণ্ডালাতে রাখ।

তুই নখেতে ধরি মালা তিন নখেতে জপি,
নিজাকালে মালা গুরুর হাওয়ালেতে রাখি ॥২০

কোথায় উৎপত্তি জীবের কোথায় জীবের থানা,
কোথা হইতে উঠে গৌসাই সমুদ্রের ফেনা ।

মুখমণ্ডলে উৎপত্তি জীবের কণ্ঠায় জীবের থানা,
জিহ্বাতে ওঠে যোগান সমুদ্রের ফেনা ॥২৪

যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ যোগ করেছ সার,
এ চার যুগের মধ্যে আগে জন্ম হইল কার ।

যোগী হয়েছি যোগ লয়েছি যোগ করেছি সার,
এ চার যুগের মধ্যে আগে জন্মে নিরাকার ॥২৫

যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ যোগ করেছ সার,
এ চার যুগের মধ্যে বিয়া হয়নি কার ।

যোগী হয়েছি যোগ লয়েছি যোগ করেছি সার,
এ চার যুগের মধ্যে বিয়া হয়নি নিরাকার ॥২৬

যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ যোগ করেছ সার,
এ চার যুগের মধ্যে নিজা নাই কাহার ।

যোগী হয়েছি যোগ লয়েছি যোগ করেছি সার,
এ চার যুগের মধ্যে নিজা নাই গঙ্গার ॥২৭

চাকল চুকুল ভিটাখানি হিজুল হিনি বর্ণ,
পিতা যখন না ছিল কে দিয়াছিল জন্ম ।

চাকল চুকুল ভিটাখানি হিজুল হিনি বর্ণ,
পিতা যখন না ছিল গুরু দিয়াছিল জন্ম ॥

বল বায়ে হেলে বাতাসে নড়ে পানি,
ছই কম পৃথিবী নড়ে আর কুলাখানি ।

বল বায়ে হেলে বাতাসে নড়ে পানি,
ভূমিকম্পে পৃথিবী নড়ে আর নড়ে গুরুর কদমখানি ॥২৯

চাকল চুকুল ভিটাখানি হিজুল হিনি বর্ণ,
সত্য করে কহ গৌসাই কোথায় তোমার জন্ম ।

চাকল চুকুল ভিটাখানি হিজুল হিনি বর্ণ,
সত্য করে কহিলাম যোগান আমার নিরাকারে জন্ম ॥৩০]

॥ ষোগীর গান ॥

। সূচী ।

আকাশ যখন না ছিল	১৭০
আপন আপন করো না	১৫৫
ওমা দুর্গে মা দুর্গে	১৫০
কয় অঙ্কে জপ মালা	১৭২
কয় নখেতে ধর মালা	১৭৪
কয় স্বর্গ কয় মর্ত্য	১৭০
কাহার নামে আইস	১৭৪
কাঁহা মিলে রে ষোগীয়া	১৬৯
কেমন চন্দ্রমা তোমার	১৭১
কে দিয়া তোরে দণ্ড	১৭২
কেবা তোমার রাঁধে বাড়ে	১৭৩
কোথায় উৎপত্তি জীবের	১৭৫
কোথায় গেলে পাব	১৭২
কোথা হতে আও হে	১৭৩
কোনখানেতে আছে দেহে	১৭৩
কোন গাছের গৌটা	১৭৪
কোন দেশে রাজা	১৭৪
চক্ষেতে সাত বিন্দু	১৬০
চন্ডের অমাবস্তা ষোগী	১৭১
চাকল চুকুল ভিটাখানি	১৭৬
চাকল চুকুল ভিটাখানি	১৭৬
চার স্কন্দ দেহে আসি	১৫৯
চূড়াতে চূড়ামণি ব্রহ্মমূলে	১৫৮
জীবিত লয়ে শুয়ে থাকে	১৭৩
ভিষক্কে নিরাকারে	১৫৪
ভিষক্কে নিরাকারে	১৭০
ভাইভ তোম লাগে ভাল	১৫৫

দশা এই লিখেছে দারুণ	১৬৮
ধস্তা তোদের ধস্তা তোদের	১৪২
নমো নমো নমঃ প্রভু	১৫০
নিরঞ্জে চাহি শক্তি	১৫২
পূবেতে বন্দিয়া গাঁব	১৫০
প্রথম জনহ আদি	১৫১
ফকিরের বেটা তুমি	১৭১
ফকিরের বেটা তুমি	১৭১
বল বায়ে হেলে	১৭৬
বার মাস মরণের আগে	১৬৬
ভাল হাট মিলায়েছে ধনি	১৬২
মন মন্থয়ারে এখন হরি	১৪২
মানবদেহের খপর জানরে	১৫৬
মালা জপে কালা রে	১৭২
মায়াজাল বিষম জাল	১৫৬
মায়ের চার চিজের কথা	১৫৮
মুন্সিদ আরজ করে	১৬১
যখন জননীর উদরে	১৬০
যোগী হলে যোগ সাধিলে	১৭২
যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ	১৭৫
যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ	১৭৫
যোগী হয়েছ যোগ লয়েছ	১৭৫
যোগীহারা হয়ে আমি	১৬৮
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস	১৬৪
শচী যদি হয় তোমার	১৭৪
শ্রীনাথের হাম হন্তে	১৫৩
সার কর হরিনামের মালা	১৪২
সেই চার কেরেস্তার কথা	১৭০
স্বাবর জন্ম জীব	১৭০
হরিনাম সাধন কর	১৪২

(৩)

[উত্তরবঙ্গে প্রচলিত “ঘুগীকাচ”-এর মৌলিক অংশটুকু
এখানে সঙ্কলিত হইল ।]

॥ সৃষ্টিকথা ॥

আরে ও কহিবা গুরু নিরাঞ্জনের সৃষ্টিকথা ॥
কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্য ভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাণ ঘণ্টায় মিশায় ॥
নিরাঞ্জনের জন্ম হয়ে সমুদ্র মাঝারে,
একে একে কব বাছা সকল সমাচারে ।
সমুদ্র মাঝারে ডিম্ব স্থাপিত হইল,
আপন কৌতুকে ডিম্ব দুই রন্ধ হইল ।
সমুদ্র মাঝারে বাছারে নিরাঞ্জন জন্মিল,
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া নিরাঞ্জন উঠিয়া বসিল ।
চৈতন্য পাইয়া নিরাঞ্জন চতুর্দিকে চায়,
হৃদয় ছাড়িয়া নিরাঞ্জন কিঙ্করে সিরজায় ।
আজ্ঞা দিল কিঙ্করে মৃত্তিকার কারণ,
পাতালপুরীতে বাছা করহ গমন ।
আজ্ঞা পাইয়া কিঙ্কর তখন করিল গমন,
পাতালপুরীতে গিয়া দিল চরকায় শান ।
এক রতি মৃত্তিকা কিঙ্কর নিরাঞ্জনকে দিল,
এক রতি মৃত্তিকা নিরাঞ্জন দেখিতে পাইল ।
এক রতি মৃত্তিকা নিরাঞ্জন নাড়িতে লাগিল,
নাড়িতে চাড়িতে মৃত্তিকা মটর সমান হইল ।
মটর সমান মৃত্তিকা দেখিতে পাইল,
মটর সমান মৃত্তিকা নিরাঞ্জন নাড়িতে লাগিল ।
নাড়িতে চাড়িতে মৃত্তিকা বেল সমান হইল,
বেল সমান মৃত্তিকা নিরাঞ্জন দেখিতে পাইল ।
বেল সমান মৃত্তিকা নিরাঞ্জন নাড়িতে লাগিল,
নাড়িতে চাড়িতে মৃত্তিকা চালুন সমান হইল ।

চালুন সমান যুক্তিকা নিরাজন দেখিতে পাইল,
 আসন করিয়া নিরাজন তখনি বসিল ।
 আসনে বসিয়া সনাতন চতুর্দিকে চায়,
 নিদ্রাতে ছিলাম এখন কি করি উপায় ।
 এতেক বলিয়া নিরাজন ভাবিতে লাগিল,
 ভাবিতে ভাবিতে এক হুঙ্কার ছাড়িল ।
 তাহাতে জনম হয় শুন বাছাধন,
 বার জন সিরজাইল দেব সনাতন ।
 একজন হইল চন্দ্র আর একজন সুরজ,
 একজন হইল নারী আর একজন পুরুষ ।
 একজন হইল হাট আর একজন বাজার,
 একজন হইল দোকান আর একজন খরিদার ।
 একজন হইল মহাজন আর একজন করজদার,
 একজন হইল সাধু আর একজন বাটপার ।
 বার জন জন্মিয়া নিরাজন রাখে স্থানে স্থানে,
 আমার সনে আয় বাছাধন যাব বৃন্দাবনে ॥

॥ জন্মকথা ॥

আরে অবোধ মন রে বন্দী হইয়া মায়ার জাল ॥
 কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্য করে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিয়েরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 মায়ার জাল বিষম জাল প্রেমের অঙ্কুর,
 সেই জালে বন্দী হইব বড় বড় চতুর ।
 আগরে নাগরে বন্দ শিকড়ে বন্দ গাছ,
 মায়ার জালে পুরুষ বন্দ জালে বন্দ মাছ ।

জাল শুচি যেমন তেমন ঢালা শুচি দপন,
 সেই না জালে এড়ান নাই ভাই কিবা ছোট বড় ।
 মাকালের ফলটি দেখে কাকের অহুমতি,
 পুরুষের ধর্ম্য নষ্ট দেখিলে যুবতী ।
 মাকালের ফলটি যেমন নারীর যৌবন,
 পাকিয়া মজিয়া গেল না করে ভক্ষণ ।
 মাকালের ফলটি দেখে কাকা উড়ান দিয়া পড়িল,
 বেগর বন্দনে পুরুষ বন্দী হইয়া রহিল ।
 এহি সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

২

আরে ও কহিবা গুরু আমার জনমের কথা ॥
 কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 গুরু যে কহেন কথা শিশুরে বোঝায় ।
 কহিব সকল কথা আমার সঙ্গে আয়,
 অহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 যখন আছিল বাছাধন বারাজির মস্তকে,
 বিন্দু-লালী দিয়া আইলা জননীর উদরে ।
 তোমার জননী বাছা ঋতুমান পাইল,
 এক দুই করে নারী গণিতে লাগিল ।
 এক দুই করে নারী এক সপ্তাহ হইল,
 নারায়ণ তৈল বিষ্ণু তৈল অঙ্গেতে মাখিল ।
 খার খোল লয়ে নারী কোটরা পুরিল,
 বান্দিদাসী সঙ্গে লয়ে স্নান করিতে গেল ।
 সূর্য্য-গঙ্গার ঘাটে নারী করিল গমন,
 সূর্য্য-গঙ্গার ঘাটে বেয়েছিল দরশন ॥

আপনার স্তন নারী কাপড়ে ঢাকিয়া,
 সূর্য্য-গজার ঘাটে নারী বসিল দাবিয়া ।
 হাত ঘোসে কত নারী আর ঘোসে পাও,
 ওরে বান্দিদাসী মাথা ঘোসে আর ঘোসে গাও ।
 বসিয়া মাজিয়া নারী শুদ্ধ করে গাও,
 গজাকে প্রণাম করি বাড়াইয়া দিল পাও ।
 হাঁটু জলে নামিয়া নারী হাঁটু শুদ্ধ করে,
 উরুজলে নামিয়া নারী উরু শুদ্ধ করে ।
 নাভিজলে নামিয়া নারী নাভি শুদ্ধ করে,
 হিয়াপূর্ণ জলে নামিয়া পঞ্চ ডুব পাড়ে ।
 হিয়াজলে হইতে নারী নাভিজলে আইল,
 এক ভাগ কেশ নারী দুই ভাগ করিল ।
 নাভিজলে হইতে নারী উরুজলে আইল,
 করজোড় করিয়া নারী সমুদ্রে নামিল ।
 উরুজল হইতে নারী হাঁটুজলে আইল,
 শূণ্ণ থেকে নিরাঞ্জন পুত্রবর দিল ।
 কুঁচাটে নামিয়া নারী স্খাটে উঠিল,
 ভিজা বস্ত্র খুইয়া নারী সুখান বস্ত্র নিল ।
 আপনার গৃহে নারী করিল গমন,
 পুত্রবর পেয়ে নারী আনন্দিত মন ।
 স্বামীর সঙ্গিতে নারী করে নানা কেলি,
 মদনের বাণ যেন অগ্নি হেন জ্বলি ।
 স্বামী ধর্তা স্বামী কর্তা স্বামী নিরাঞ্জন,
 স্বামীকে ভজিলে পাবে অমূল্য রতন ।
 স্বামী ধর্তা স্বামী কর্তা স্বামী গুরুজন,
 যে নারীর স্বামী নাই তার নিশ্ফল জীবন ।
 যেমন হংসা তেমনি হংসী একত্র [যে] রয়,
 হংসা লয়ে হংসী যেন উড়ে যেতে চায় ।

স্বামীর পাতে অন্ন দিয়ে করে জল পান,
 ধনে জর্নে মুখে রাখে লক্ষ্মী ঠাকরুণ ।
 দৃষ্টি দিয়া দেখে নারী বসিল আপনি,
 প্রদীপ জ্বালায় নারী হরষে আপনি ।
 দেখিতে দেখিতে নিশি প্রহরেক হইল,
 রক্তনের সাজ নারী তখনি করিল ।
 পাত বড়া ভাজে নারী বাস্তুকি খানে খান,
রাঙ্কিলেন মাষকলাই কচুর ব্যঞ্জন ।
 কই মৎস্ত আলু আর কারঙ্গার ঝোল,
 শাক শুকতা ভাজে নারী আর কারঙ্গার ঝোল ।
 অন্ন পায়স রাঙ্কে নারী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
 পঞ্চ গাভীর দুগ্ধ নারী করে আর রটন ।
 ভোজন করেন দৌহে স্বামী আর নারী,
 দেখিতে দেখিতে রাত্র হইলেক ভারী ।
 শয়নমন্দিরে দৌহে করিল গমন,
 আনন্দে স্বামীর চরণ করিব সেবন ।
 কপূর তাম্বুল আনিয়ে যোগাইল দাসী,
 তাম্বুল খাইতে নারীর মুখে মৃদু হাসি ।
 প্রেমের সাগরে দৌহে সঁতার খেলিল,
 সঁতার খেলিতে নিশি ত্রি প্রহর হইল ।
 এক দরিয়ার বিন্দু আর দরিয়ায় পড়িল,
 সেই দিনে যে বাছাধনের জনম হইল ।
 দীননাথ ধুইয়াছে বিন্দু পিতার মস্তক উপরে,
 আজ হইতে পড়িল বিন্দু জননীর উদরে ।
 এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বুন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

৩

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যেরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 যখন পড়িল বিন্দু জননীর উদরে,
 উদরে পড়িয়া বিন্দু লাল রঙ্গ ধরে ।
 একদিনের বিন্দু হইলে নেহর যেন টলে,
 দুইদিনের হইলে বিন্দু রক্তের সঙ্গে মিলে ।
 তিনদিনের হইলে বিন্দু ফেনার আকার,
 চারি দিনের বিন্দু হইলে দেহের সঞ্চার ।
 পঞ্চ দিনের বিন্দু হইলে কাজলের আকার,
 ছয় দিনের বিন্দু হইলে রঙ্গ ধরে গুনহে তাহার ।
 সপ্ত দিনের বিন্দু হইলে শরীরের মহরা,
 আট দিনের হইলে বিন্দু হাড়ের মাংসে জোড়া ।
 নয় দিনের হইলে বিন্দু নব রং ধরে,
 দশ দিনের হইলে বিন্দু স্তনের মুখ কাল রং ধরে ।
 এগার দিনের হইলে বিন্দু দুই আঁখি যোল কলা,
 বার দিনের বিন্দু হলে সে ঘর উজ্জলা ।
 তের দিনের বিন্দু হইলে নারীর বদন কোমল,
 চৌদ্দ দিনের হইলে বিন্দু নারী খায়েন অস্থল ।
 পনের দিনের বিন্দু হলে নারী পোড়া মাটি খায়,
 ষোল দিনের বিন্দু হইলে নারীর বদন ভারী হয় ।
 সতের দিনের হইলে বিন্দু নারীর মুখ ধলা হয়,
 আঠার দিনের কালে নারী চেহারা বদলায় ।
 উনিশ দিনের হইলে বিন্দু উনবিংশতি রং ধরে,
 বিংশ দিনের হইলে বিন্দু রক্তদলা করে ।

একুশ দিনের হইলে বিন্দু একিন্দার মুখাতি,
 বাইশ দিনের হইলে বিন্দু মৎস্য লাগে না আশিট্টা ।
 তেইশ দিনের হইলে বিন্দু তেইশ রগ নড়ে,
 চব্বিশ দিনের হইলে বিন্দু নারীর চক্ষে নিদ্রা ধরে ।
 পঁচিশ দিনের হইলে বিন্দু নারীর চলন ভারি হয়,
 ছাব্বিশ দিনের হইলে নারী ভাত কম খায় ।
 সাতাশ দিন হইলে নারী ভাজা খেতে চায়,
 আঠাশ দিনের কালে নারী শয্যাগত হয় ।
 উনত্রিশ দিনের কালে মন ছটফট করে,
 ত্রিশ দিনের হইলে বিন্দু গাছে ফুল নাহি ধরে ।
 এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

৪

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যেরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 একমাসের বিন্দু হইলে জানে বা না জানে,
 দুই মাসের বিন্দু হলে ঘুনা ঘুনা শুনে ।
 তিন মাসের বিন্দু হলে রক্ত দলা দলা,
 চার মাসের বিন্দু হলে হাড়ে মাংসে জোড়া ।
 পঞ্চ মাসের বিন্দু হলে পঞ্চ ফুল ফোটে,
 ছয় মাসের বিন্দু হলে সর্ব রং গঠে ।
 সাত মাসের বিন্দু হলে নারী সাধ খায়,
 আট মাসের বিন্দু হলে মন পবন চিয়ায় ।
 নয় মাসের বিন্দু হলে নবধন স্থিতি,
 দশ মাসের বিন্দু হলে একিন্দার মুখাতি ।

দীননাথের আজ্ঞা পেয়ে চক্ষুদান পাইল,
 দূরে ছিল ধাইমা তখন তারে বার্তা দিল ।
 বার্তা পেয়ে ধাইমা তখন তাড়াতাড়ি আইল,
 আসিয়া যে ধাইমা তখন কোন কৰ্ম করিল । -
 চালের বাঁধন কাটিয়া ধাইমা ঘরে প্রবেশ করে,
 বাঁশের নীল তুলে ধাইমা নারী ছেদন করে ।
 প্রথমে বন্দিয়া লব ধাই মায়ের পায়,
 যাহার হস্তে থেকে ছেলে দীননাথের নাম লয় ।
 তার পরে বন্দিয়া লব বসুমতীর পায়,
 যাহাতে পড়িয়া ছেলে ডাকে বাপ মায় ।
 এক দুই বলে নারী পঞ্চ দিন হইল,
 সাত দিনের কালে বাছার সাটুর করিল ।
 এইরূপে একমাস পূর্ণিত হইল,
 ব্রাহ্মণ আনিয়া বাছার নাম কর্ণবেধ করাইল ।
 তার পরে বন্দিয়া লব ব্রাহ্মণের পায়,
 যাহার পরশে শুদ্ধ মায় পুতের গায় ।
 তার পরে জ্বলিল অগ্নি ব্রহ্ম হুতাশন,
 ছেকিয়া পুড়িয়া শক্ত হইল শরীর রতন ।
 এই সকল কথা বাছাধন লহত শুনিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

৫

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 সোমবারে হইলে ঋতু নারী ভাগ্যমণী,
 মঙ্গলবারে হইলে ঋতু নারী চণ্ডালিনী ।

বুধবারে হইলে ঋতু নারী ভাগ্যবান,
 বৃহস্পতিবারে ঋতু হইলে পুত্র পায় দান ।
 শুক্রবারে নারী যদি ঋতুস্থান পায়,
 সেইত স্থানে ছেলে বাছা ভাগ্যবান হয় ।
 শনিবার দিনে যদি অমাবস্তা পায়,
 নিশ্চয়ই জানিবা তার জোড়া মৃত্যু হয় ।
 রবিবার দিনে যদি ঋতুস্থান পায়,
 নিশ্চয়ই জানিবা বাছা গর্ভে বিনাশ হয় ।
 রবিবারের দিনে যদি ষোল যোগ পায়,
 নিশ্চয়ই জানিবা তার পতির মৃত্যু হয় ।
 ঋতুস্থানে নারী থুয়ে যায় পরবাসে,
 আপনার সমস্ত ধন হারায় কৰ্মদোষে ।
 অন্ন লোকের ছেলে যদি বেশী বিষয় পায়,
 মাথায় তেড়ে পাগড়ী বেঁধে ছায়ার দিকে চায় ।
 মৎস্য চেনে গহিন গঙ্গা পাখী চেনে ডাল,
 মায়ে জানে পুত্রের দয়া যাহার বৃকের শেল ।
 পুত্রশোক দারুণ রোগ শক্তিশেলের ঘাও,
 পুত্রশোকে পিতা ফকির পাগল তাহার মাও ।
 শিশুকালে পুত্র থুইয়া মাও মরিয়া যায়,
 সর্বশোকে ছয়মাস গৃহে অনল জ্বালায় ।
 বৃদ্ধকালে যে জনারও যুবা পুত্র মরে,
 তাহার চেয়ে দুঃখ নাই এ ভব সংসারে ।
 পিতামাতার উপরে যে করিবে ঘাও,
 দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে তাহার হাত পাও ।
 পিতামাতার উপরে যেবা আধি গরম করে,
 অস্ত্রমে সে জন যায় নরক মাঝারে ।
 পিতামাতা ছাড়িয়া যেবা ভিন্ন অন্ন খায়,
 আপনার পঞ্চ দ্বাদশ মাঠেতে হারায় ।

কাণের মিঠা কাণ-খড়িকা জিহ্বার মিঠা খাই,
 মুখের মিঠা মা ডাকরে বাহুর মিঠা ভাই।
 খাইতে ফিরিতে ভাই সঙ্গে সঙ্গে ফেরে,
 যেখানেতে যায় ভাই সেখানে না ছাড়ে।
 ছুটি ভায়ের মধ্যে যদি একটি ভাই মরে,
 নিধুয়া পাথারে যেন বাহু ভাজিয়া পড়ে।
 দিনের শোভা দিনমণি রাত্রির শোভা চাঁদ,
 বরের শোভা পোষাক আদি জীবের শোভা প্রাণ।
 এহি সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

৬

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয়।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 সোমে স্থিতি মঙ্গলে নাভি বুধে গঠিয়াছে বুক,
 বৃহস্পতিবারে গঠিয়াছে বাছার পিঠ আর মুখ।
 শুক্রবারে গঠিয়াছে বাছার সুখের দুইটা আঁখি,
 মায়ের গর্ভে জনম নিয়া সয়াল সংসার দেখি।
 শনিবারে গঠিয়াছে বাছার শুনিতে দুইটা কর্ণ,
 কোথা হইতে শোনা যায় যেন তালুতের ধনি ধন্য।
 রবিবারে গঠিয়াছে বাছার যোগের যোগমাথা,
 স্থাপন করিয়া জীব বসাইয়াছে মাথা।
 সর্ব্বাঙ্গ শরীর গঠিয়া বাছার নাভিতে দিয়াছে মোড়া,
 এক একটি অস্থিতে তিন তিনটি জোড়া।
 সর্ব্বাঙ্গ শরীর গঠিয়া নাভিতে দিয়াছে ঠাঁই,
 এই অবধি জন্ম কথা আর ত কিছুই নাই ॥

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যবে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 যখন আছিল [তুমি] জননীর উদরে,
 তখন আছিল বাছা উবুদ শিয়বে ।
 ক্ষুধাকালে খাইয়াছিল বাছাধন অমূল্য বৃক্ষের ফল,
 তৃষ্ণাকালে খাইয়াছিল লালিত গজার জল ।
 রোজকালে দাঁড়াইয়াছিল অটল বৃক্ষের তলে,
 নিদ্রাকালে শুইয়াছিল কোমল শয্যাব পবে ।
 এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

॥ চারিচন্দ্রকথা ॥

আরে ও কহিবা গুরুদেব চারিচন্দ্রের কথা ॥
 কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কহিব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 সোমবারে থাকে চন্দ্র কোমর মাঝার,
 সেই দিনে নাহি যাবা বাছাধন নারীর গোচর ।
 সেই দিন যেই জন নারী কেলি করে,
 নিশ্চয় জানিবা বাছাধন তার দরদ হয় কোমরে ।
 মঙ্গলবারে রহে চন্দ্র নারীর মাঝার,
 সেই দিন না যাইও বাছাধন নারীর গোচর ।

সেই দিন যেবা জন নারী কেলি করে,
 নিশ্চয় জানিবা বাছাধন তাহার নাভিশূল ধরে ।
 বুধবারে রহে চন্দ্র কাল মেঘের আড়ে,
 সেই দিনে যাইবা বাছাধন আনন্দ অন্তরে ।
 বৃহস্পতিবারে থাকে চন্দ্র হৃদয় মাঝারে,
 সেই দিন না যাইও বাছাধন নারীর গোচরে ।
 সেই দিন যেবা জন নারী কেলি করে,
 নিশ্চয় জানিব বাছাধন তাহার পিত্তশূল হবে ।
 শুক্রবারে রহে চন্দ্র আঁখির মাঝার,
 সেই দিন না যাইও বাছাধন নারীর গোচর ।
 সেই দিন যেবা জন নারী কেলি করে,
 নিশ্চয়ও জানিবা তাহার আঁখির ঘোর হয় ।
 শনিবারে রয় চন্দ্র কর্ণের উপরে,
 সেই দিন না যাইও বাছাধন নারীর গোচরে ।
 সেই দিন যেবা জন করিতে যাবে কেলি,
 নিশ্চয় জানিবা বাছাধন তাহার কর্ণে লাগে তালি ।
 রবিবারে রহে চন্দ্র মস্তক উপরে,
 সেই দিনে না যাইও বাছাধন নারীর গোচরে ।
 সেই দিন যেবা জন করিতে যাবে কেলি,
 শিশুকালে বৃদ্ধ হবে মস্তক হবে খালি ।
 মাসে এক বৎসরে বার সুজনের গুরু,
 ইহার মধ্যে বাছাধন যত কমাইতে পার ।
 চারিচন্দ্রের কথা বাছাধন কহিলাম তোমার সনে,
 আমার সঙ্গে আয় বাছাধন যাব বৃন্দাবনে ॥

॥ জন্মভেদকথা ॥

আরে ও কহিবা গুরু জন্মভেদের কথা ॥
 কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 নাসিকা কমলে উঠে উশাস নিশাস,
 লাজত কমলের মধ্যে হংসা করে বাস ।
 চক্ষুত কমলের মধ্যে কালা আছে রয়ে,
 যৌবরুত কমলের কথা গুরু দিচ্ছেন কয়ে ।
 এই সব কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

২

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 মাও যে পরম গুরু নালে আর পালে,
 বাপ যে পরম গুরু আছাড়িয়া মারে ।
 বহিন যে পরম গুরু তুলে খাওয়ায় ভাত,
 ভাই যে পরম গুরু লয়ে বেড়ায় সাথ ।
 পিতা গুরু মাতা গুরু আর জ্যেষ্ঠ ভাই,
 তাহা থেকে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই ।
 মায়ের গায়ের বস্ত্রখানা মা তোমার গায়ে দিয়া,
 চারি প্রহর রাত্রি জাগে মা তোমায় কোলে নিয়া ।
 এই সব কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

৩

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
গুরু যে কহেন কথা শিগুরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
ঋতু হইল ফুল গাছ বিন্দু হইল বৌচি,
রমণী হইল জমি তার ঋতু হইল গাছি ।
পিতা মাতা বলি সেই হয় উপাদান,
গুরুকে ভজিয়া বাছাধন হও সাবধান ।
এই সব কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
বুলাবনেন পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

৪

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
গুরু যে কহেন কথা শিগুরে বুঝায়,
আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
চক্ষের শতক বিন্দু শত বিন্দু রক্ত,
মগজে শতেক বিন্দু ঘাম বিন্দু শত ।
এই শত বিন্দু বাছাধন ঘুটিতে ঘুটিতে,
তবে এক বিন্দু মণি হয় শরীরেতে ।
যতই খরচ হয় ততই বাড়ায়,
খরচ করিলে ধন কমি নাহি হয় ।
রাতে ঝোরে দিনে পোড়ে কত বয় ধারে,
সে মণি বাঙ্কিলে জমি কি করিতে পারে ।
মাস মধ্যে একদিন বৎসরেতে বার,
ইহাতে যতেক বাছা কমাইতে পার ।
মাসে মাসে ঋতুবত্তী শাস্ত্রের লেখন,
তাহে কুলক্ষণ যদি না কর রমণ ।

ইহা ভিন্ন প্রতিনিত্য করিলে রমণ,
 সে দোষে যুবার হয় নিকট মরণ ।
 রবিবারে অমাবস্তা সপ্তমী অষ্টমী,
 প্রতিপদ পূর্ণিমায় না করিবে [রমি] ।
 ইহাতে জন্মিলে শিশু হয় অনাচার,
 যুবাকালে দরিদ্রতা ঘেরে এসে তার ।
 এইসব কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

॥ দেহশৌচকথা ॥

আরে ও কহিবা গুরু দেহশৌচের কথা ॥
 কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু কর ধ্যান,
 শ্রীগুরু ভজিলে হবে দেহের পরিভ্রাণ ।
 গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু কর সার,
 শ্রীগুরু ভজিলে হবে ভবসিদ্ধি পার ।
 গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু ভালবাসি,
 [গুরুনামে হয়] গয়া গঙ্গা আর কাশী ।
 মাতা গুরু পিতা গুরু গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই,
 তাহার থেকে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই ।
 শিক্ষামন্ত্র দীক্ষা[মন্ত্র] কর উপাসনা,
 গুরুকে ভজিলে যাট্বে যমের যজ্ঞগা ।
 হরির নাম গুরুর নাম নামটি বড় মধুর,
 যেইজন গুরু ভজে সে বড় চতুর ।

ভকতবৎসল প্রভু মনের অভিলাষী,
 গুরুকে ভজিয়া গৌরবতীর হইল সন্ন্যাসী ।
 যেই নারী কৃষ্ণনাম করেন ভজনা,
 সেই নারী নাহি পায় গর্ভের যন্ত্রণা ।
 একবার মরিয়া বাছা আর বার মরে,
 তথাপি কৃষ্ণের নাম ভজনা [না] করে ।
 থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় দারুণ ব্যথা,
 তথাপি না পড়ে মনে শত জন্মের কথা ।
 উর্দ্ধপদে হেট মাথায় থাকে হে বন্ধনে,
 তখন কৃষ্ণের নাম পড়ে যে [তার] মনে ।
 হা কৃষ্ণ হা বামা ব্রজেন্দ্র নন্দন,
 মুক্ত কর [মাতৃ]গর্ভের দারুণ যাতন ।
 মায়ের গর্ভে মহারাজ পড়েন বন্ধনে,
 জন্মকালে বাঁচে প্রাণ থাকিয়া ভজনে ।
 ভজিতে আর পদ নাহি পড়ে মনে,
 এহকাল গেল মোর পড়ার কারণে ।
 আর জন্ম সকাল বেলা কৃষ্ণ মনে করে,
 ধর্ম্য বিনা ধন নাহি হয় নরবরে ।
 দেউল জাঙ্গাল দেয় দৌঘি সরোবরে,
 পূর্ণ করে ধনবান দুঃখী কৃষ্ণ বলে ।
 কৃষ্ণ বলে ডাকে নাহি আশমান জমিন,
 কলিতে শতেক বৎসর রাখে নিরাজন ।
 নিজায় অর্ধেক বার পঞ্চাশ বৎসর,
 কতকাল আছে স্বর্গে নাহি হয় ওর ।
 কোনরূপে কৃষ্ণ পদ ভজিতে না চায়,
 বার বৎসর যায় তার বালক অবস্থায় ।
 মধ্যে বার বৎসর যায় নিজার অবসরে,
 শেষ বার বৎসর যায় জীবিত সহিত কোতুকে ।

ধন উপার্জনে বাছাধন মন নাহি দিলে,
 মিছামিছি সুখে শেষ বার বৎসর কাটাইলে ।
 মায়ার জালে পড়ে বাছাধন গুরু না চিনিল,
 জীবন শেষ হইল রে মন কৃষ্ণ না ভজিল ।
 দেহশৌচের কথা বাছাধন কহিলাম তোমার সনে,
 আমার সঙ্গে আয় বাছাধন যাব বৃন্দাবনে ॥

॥ দেহতত্ত্বকথা ॥

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 বাপের চারি মায়ের চারি নিরাঞ্জনের দশ,
 আঠার মোকামের মধ্যে আছে মহারস ।
 বালকে কহেন শুন গুরু যে আমার,
 খোলাসা করিয়া-কহ কোন চিহ্ন কাহার ।
 গুরু যে কহেন শুন বালক আমার,
 একে একে কহি কথা শুন সমাচার ।
 হাড়-রগ-মণি-মগজ এ চারি পিতার,
 গোস্ত-পোস্ত-পশম-লজ এ চারি মাতার ।
 দুই কাণ দুই চক্ষু আর এক নাসা,
 মুখ ব্রহ্মাত্ম মগজ এই আট দিশা ।
 জলদ্বার মলদ্বার নীচে আছে তায়,
 নিরাঞ্জনের এই দশ চিহ্ন কহিহু তোমায় ।
 আর যাহা ধন দিল শরীর মাঝার,
 ইহার বৃত্তাস্ত শুনিয়া নিবে গুরুর গোচর ।
 এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

২

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 ডিম্বরূপে দেলে আছে জরদ তার রঙ্গ,
 সপ্ত রঙ্গ মনুরায় পবন লীলা রঙ্গ ।
 সপ্ত রঙ্গে ধূয়া উঠে যে কালে মরণ,
 মক্কা ও মদিনা ছাড়িয়া পালায় মন-পবন ।
 দুইটি-চেরাগ আছে এ কোণে ও কোণে,
 বিনা তৈলে সেহি বাতি জ্বলে রাত্রদিনে ।
 তিল প্রমাণ জায়গা নাই আঠার ছেজ্জদা পরে,
 খোদার দোস্ত মতম্মদ নবী সেইখানে নমাজ পড়ে ।
 সাতালী-পর্বতে আছে সাইল সূয়ার বাসা,
 ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে আজব তামাসা ।
 এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

॥ স্বপ্নকথা ॥

আমার জগন্নাথে যাইতে রে মনে পড়িল ॥
 আহা প্রভু জগন্নাথ সকল দেবের বড়,
 তিন কুণ পৃথিবীর লোক সিংহদ্বারে জড় ।
 জগন্নাথে যাইতে রে ভাই পথে রাহায় কাঁটা,
 সিংহদ্বারে যাইয়া খাবা হাড়ির হাতের কাঁটা ।
 জগন্নাথে যাইতে রে ভাই পথে এড়ি বেড়ি,
 সিংহদ্বারে যাইয়া খাবা জোড়া ব্যাতের বাড়ি ।
 জগন্নাথে যাইয়া রে ভাই কিনা খাইও পিঠা,
 লাবরা ব্যঞ্জন খাইও খাইতে লাগে মিঠা ।

জগন্নাথে যাইয়া রে ভাই কিনা খাইও ভাত,
 কুমণ্ডলে নাইকো পানি গোয়াতে মুছিও হাত ।
 জগন্নাথে যাইতে রে ভাই চক্ষে পড়িল ছানি,
 সিংহদ্বারে যাইয়া খাবা গুরুর খালের পানি ।
 জগন্নাথের লীলা-খেলা বুঝা নাহি যায়,
 চণ্ডালে রাক্ষসে অন্ন ব্রাহ্মণে বসে খায় ।
 জগন্নাথ উঠিয়া বলে বলরাম রে ভাই,
 সর্বলোক আসিয়াছে কান্দাল আসে নাই ॥

২

আরে ও কহিবা গুরু স্বপ্নেরই কথা ॥
 কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কহিব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা রে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 স্বপ্নেতে যেবা জনে হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ে,
 নিশ্চয় জানিবে তাহাকে দেয় আছড় করে ।
 স্বপ্নেতে যেই জন সোয়ারিতে চড়িয়া যায়,
 নিশ্চয়ও জানিবা তাহার মরণ কাছায় ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন রে ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়ে,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার জিনে আছড় করে ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন পোড়া মাটী খায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাঁই সম্পত্তি হারায় ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন রে ঝুনা নারিকেল খায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার পায়ে গোধ হয় ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন নারী কেলি করে,
 নিশ্চয় জানিবা তাহাকে পরী আছড় করে ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন মরার মাংস খায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাঁই সম্পত্তি যে পায় ।

স্বপ্নেতে যেই জনাকে জেঁকে ধরি খায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার কষ্টা-সন্তান হয় ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন বিষ্ঠা মাখে গায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাঁই ধন পুড়িয়া যায় ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন গাছের ডাল ভাঙ্গে,
 নিশ্চয় জানিবা তার ভাই মরিয়া যায় ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন গাছ হইতে পড়ে,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার মাতাপিতা মরে ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন দুগ্ধের ভাত খায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার মহাব্যাধি হয় ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন পাকা আম খায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার পুত্র মারা যায় ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন রে চাঁদ দেখা পায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার পুত্র সন্তান হয় ।
 স্বপ্নেতে যেবা জন রে ভাজাপোড়া খায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার পেটে দরদ হয় ।
 স্বপ্নেতে যেই জন রে পরবাসে যায়,
 নিশ্চয় জানিবা সেই সুন্দর স্ত্রী পায় ।
 স্বপ্নেতে যেই নারীকে জেঁকে ধরিয়া খায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাঁই সুন্দর স্বামী পায় ।
 স্বপ্নেতে নাকের সোণা জলে খসিয়া পড়ে,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার শ্রেয় স্বামী মরে ।
 স্বপ্নেতে যেই নারী ঋতুস্থান পায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার পেটে বাদক হয় ।
 স্বপ্নেতে যেই নারীকে সর্পে কামড়ায়,
 নিশ্চয় জানিবা তাহার পতির ব্যারাম হয় ।
 স্বপ্নেতে যেই নারী পতির সহিত মেলে,
 নিশ্চয় জানিবা তাহাকে জিনে আছড় করে ।

স্বপ্নেতে যেবা নারী ছেলে প্রসব করে,
 নিশ্চয় জানিবা তাহা চোরাচুম্বি ধরে ।
 স্বপ্নেতে যেই জনে মাথা মোড়ন করে,
 নিশ্চয় জানিবা তাঁই ঋণ শোধ করে ।
 এই সকল কথা বাছাধন লহত গণিয়া,
 বৃন্দাবনের পথ বাছাধন লহত চিনিয়া ॥

॥ অরণ্যকথা ॥

কহিব কহিব কথা কথা বড় দায়,
 সত্যভাবে কব কথা আমার সঙ্গে আয় ।
 গুরু যে কহেন কথা শিষ্যরে বুঝায়,
 আহা বে ঘণ্টার বাজ ঘণ্টায় মিশায় ॥
 বার মাস থাকিতে বান্দা না দেখে চক্ষুতে,
 পাখী নাহি ওঠে বান্দার এগার মাস থাকিতে ।
 দশ মাস থাকিতে বান্দার দশদ্বার কমল,
 নয় মাস থাকিতে মধু না খায় ভ্রমর ।
 আট মাস থাকিতে বান্দার আনন্দে স্থান ছাড়ে,
 সাত মাস থাকিতে বান্দার কপাটে খিল পড়ে ।
 ছয় মাস থাকিতে বান্দার চক্ষু নাহি নিন্দ,
 পঞ্চ মাস থাকিতে চোরা ঘরে দিল সিন্দ ।
 চারি মাস থাকিতে বান্দা হয় বিস্মরণ,
 তিন মাস থাকিতে বান্দার ত্রিপনীর ঘাট শুকান ।
 দুই মাস থাকিতে বান্দার বার বুরুজ লড়ে,
 এক মাস থাকিতে বান্দার চল নাহিক ধরে ।
 পনের দিন থাকিতে বান্দার পুথলি বদল,
 চৌদ্দ দিন থাকিতে বান্দার শুকাইল কমল ।
 তের দিন থাকিতে [বান্দার] মন ছটফট করে,
 বার দিন থাকিতে নাসায় নজর নাহি পড়ে ।

এগার দিন থাকিতে বান্দার কালনিজ্রা ধরে,
দশ দিন থাকিতে বান্দার চক্ষে ছানি পড়ে ।
নয় দিন থাকিতে বান্দা না চেনে এগান,
আট দিন থাকিতে বান্দার নাসিকা হয় ঘন ।
সাত দিন থাকিতে রগে জল অর্দসল,
ছয় দিন থাকিতে বান্দার কাল হয় মল ।
পঞ্চ দিন থাকিতে বান্দার যমের তাড়না,
চারি দিন থাকিতে কাঁটা হয় বিছানা ।
তিন দিন থাকিতে বান্দার দেয়ালের চূড়া খসে,
দুই দিন থাকিতে বান্দার কালনিজ্রা আসে ।
এক দিন থাকিতে বান্দার মন কলেবর,
দুই প্রহর থাকিতে বান্দা না চেনে আপন পর ।
দুই দণ্ড থাকিতে বান্দার মনু উড়া ছাড়িবে সত্বর,
ছাড়িয়া যাবে ধড়ের মনুয়া না আসিবে আর ।

২

যাইবার কালে চারি কথা পিঞ্জীরাকে কয়,
তাহার সংবাদ বাছাধন শুন হে নিশ্চয় ।
প্রথমে যোগের বেলা ডাকিয়া কয় গুয়া,
উঠ রে সাধুবালা খাও বাটার গুয়া ।
দ্বিতীয় যোগের বেলা কহে এহি সার,
উঠ হে সাধুর বালা পাক পাড়ে তোর চোর ।
তৃতীয় যোগের কালে গুয়া ডাকি কয়,
উঠ রে সাধুর বালা তোর বরখা খালি হয় ।
চতুর্থ যোগের বেলা পূর্বে উঠে ভাষু,
গগনেতে চন্দ্র নাহি বিদায় মাঙ্গে কাষু ।
এমন বান্দার নাই গুয়াকে ধরে কোলে,
ধরিয়া রাখেন তারে আপন মহলে ।

শুয়া হইতে পিঞ্জীরাখানি বড় পরিপাটি,
 যাইবার কালে সেই [পিঞ্জীরা] হয় খাক-মাটি ।
 পিঞ্জীরা উঠিয়া কহে মোকে সঙ্গে লিবে,
 শুয়া বলে ছাড় মায়া তোকে কে পুছিবে ।
 পিতা কান্দে মাতা কান্দে কান্দে ভগ্নী ভাই,
 বৃথা কেন কান্দ তোমরা আমি দেশে যাই ।
 না কান্দিও বাপ মাও না কুটিও হিয়া,
 দিনা চারি ছিলাম আমি প্রবাসে আসিয়া ।
 ঘরের কামিনী কান্দে দেশের ব্যবহার,
 বাপ মাও ভাই কান্দে মন পোড়ে যাহার ।
 ভাল লোকের ছাইলা হারায় দেখে ছয় মাস,
 কুলোকের ছাইলা হইলে হারায় কুলজাত ।
 ধন জন পুত্র নারী কাহার কেহ নয়,
 হাটের হাটুঁরা যেন পথের পরিচয় ।
 টাকা কড়ি জমিদারী দুনিয়ার খেলা,
 সকলি ফেলিয়া যাবে শ্মশানে একেলা ।
 হয় নয় দেখিয়া লহ দুনিয়ার চাল,
 কে কোথা বাঁচিয়া আছে বল চিরকাল ।
 দুনিয়া কায়ম নহে জানে সর্বজন,
 সোনার তনু ভাঙ হবে না কর স্মরণ ।
 অধীন রহিম^১ কহে ভাবিয়া খোদায়,
 আল্লা নবি বল মুখে দিন বয়ে যায় ।
 আল্লা আল্লা বল ভাই নবি কর সার,
 মরিলে [মানব] জন্ম না হইবে আর ॥

(৯)

[গোরক্ষ-সংহিতা বলিতে বাঙ্গালী যুগীরা কি বুঝিতেন, এবং কোন ধারার দর্শনে তাঁহাদের সাধনমার্গ অবলম্বিত হইত, তাহার একটি তুল্লভ নিদর্শন এই প্রাচীন পুঁথিখানি হইতে পাওয়া যাইবে। নাথ-সাহিত্যের এইরূপ প্রাচীন পুঁথি সম্ভবতঃ অতীবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাকে বাঙ্গালা গোরখ-সংহিতা বা নাথ-কড়চা কিংবা নাথ-কুলঞ্জী বলা যাইতে পারে।]

॥ ৭ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥
॥ শ্রীগোর্খ-সংগীতা পুস্তক লিখ্যতে ॥

তুমি গুরু আমি শিষ্য,
সবদকে পুছো গুরু মনেত না করিহ রোস ।
কোন গুরু কোন চেলা,
কোন বিধি ফেরে একেলা,
পুছো গোর্খ মিনের চেলা ॥

গোর্খনাথ-বাচ ॥ সচি নিদ্রা আহার পানি ॥
গুরু গোসাঞি
কথাতুংপ্ততি নিদ্রা,
কথাতুংপ্ততি আহার,
কথাতুংপ্ততি সুধা,
কথাতুংপ্ততি কাল ।

মহদলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
মনসাতুংপ্ততি সুধা,
ইছাতুংপ্ততি আহার,
আহারতুংপ্ততি নিদ্রা,
নিদ্রাতুংপ্ততি কাল ॥

গোর্খনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
আদেশের কোন উপদেশা,
সুশ্রের কথা বসা,
জ্ঞানের কোন পরিচয় ।

১৫.১০.১৯৮৬ খ্রিঃ

মহুদলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
 আদেসের অন্ত উপদেশা,
 স্ত্রের নিরন্তক বাসা ।
 জ্ঞানের অকথা মুদা,
 শুন গোর্থ মিনের চেলা ॥

গোর্থনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
 কেমন গুরু কেমন চেলা,
 কেমন মূল কেমন বেলা ।
 কেমন তন্ত্র লেকে ফেরে একেলা,
 কহ মহুদলি শুন গোর্থ চেলা ।

মহুদলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
 মন মূল পবন বেলা,
 সবদ গুরু সুরত চেলা ।
 নির্মল তন্ত্র লেকে ফিরে একেলা,
 কহে মহুদলি শুন গোর্থ চেলা ॥

গোর্থনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
 কোন সরাবরা পানি বিনো,
 কোন মূল বিনো ডাল ।
 কোন পরিমল বাসা বিনো,
 কোন মৃতু[র্] বিনো কা[ল] ।

মহুদলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
 মন সরোবর পানি বিনো,
 পবন বিনো ডাল ।

আমা পরিমল বাসা [বিনো],
নিজা যত্ন[্য] বিনো কাল ॥

গোর্থনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
কোন আমাবস্থা কোন পরিতোয়া,
কথাকার মোহারস কথা চলায়া ।
কোন স্থানে রুনিপুনি রহে,
সতগুরু হয়েতে পুছে কহে ।

মহদলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
রবি আমাবস্থা চন্দ্র পরিতোয়া,
আর্কের মোহারস উর্ধ্বে চালায়া ।
গগনস্থানে রুনিপুনি রহে,
পুছে গোর্থ মহদলি কহে ॥

গোর্থনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
আদেসের কোন গুরু,
ধরতি কোন স্বমি,
সুশ্রের কথা বাসা,
সাধিবেক কোন দ্বার ।

মহদলিনাথ-বাচ ॥ অবধু
আদেসের অনাদি গুরু,
ধরতির অমর স্বমি,
সুশ্রের নিরন্তর বাসা,
সাধিবেক আত্ম অস্ত দ্বারা ॥

গোর্থনাথ-বাচ ॥ গুরু গোসাঞি
মনের কেমন জিও,
পবনের কোন আহাৰ,
জ্ঞানের কো[ন] মুদা,
পরিচয়ের কোন ধারা ।

মহদলি [নাথ-বাচ] ॥ অবধু
জ্ঞানের কোমল জিও,
পবনের সূক্ষ্ম আহাৰ,
জ্ঞানের অকথ্য মুদ্রা,
পরিচয়ের অ.....

[গোর্থনাথ-বাচ ॥] গুরু গোসাঞি
কথা বৈসে মন,
কথা বৈসে পবন,
কথা বৈসে সর...

[মহদলিনাথ-বাচ ॥] অবধু
হৃদয়ে বৈসে মন, চখ]* ..

* অতঃপর পুঁথিখানি খণ্ডিত ।

(৬)

[যোগচিন্তামণি নামে যোগশাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থখানি গোরখপন্থীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। বাক্সালা যোগচিন্তামণি গ্রন্থের হৃদিশ ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই। তাত্ত্বিক পূর্ণানন্দ পরমহংসের শিষ্য সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি ১৬৯৫ শকাব্দে (১৭৭৩-৭৪ খৃঃ) এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ইহা একখানি তাত্ত্বিক হঠযোগশাস্ত্র; এবং গোরখপন্থের হঠযোগের সহিত মূলতঃ অভিন্ন। মীননাথ ও গোর্থনাথের যুক্তনামে গোর্থ-বিজয়ে যাহা পবন-বিজয় শাস্ত্রের রূপককাহিনীর আকারে অবতারণিত হইয়াছে তাহারই যৌগিক ও তাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত দেখা যায়। এই হেতু গোর্থ-বিজয়ে “সঙ্কেতে” অর্থাৎ হেঁয়ালী বা সন্ধাভাষায় বিবৃত দার্শনিক তত্ত্বের সূত্রানুসন্ধানে সহায়ক হইবে বিবেচনা করিয়া এই মূল্যবান পুঁথিখানিকে প্রকাশ করা হইল। ইহার সংস্কৃত লগ্নী শ্লোকগুলি হইতেও সাধক কবি রামকিশোরের গোর্থ তথা যোগপন্থের মৰ্ম্মানুস্মৃত রূপটির পরিচয় মিলিবে; এবং হঠযোগের “আত্ম-মূল”টি যে সনাতন আগম-নিগমেই নিহিত তাহার সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইবে।]

১ শিবানন্দ সরস্বতী কৃত : দুর্গাদাস বাচস্পতি ব্যাখ্যাত (অফ্রেট্ট, ক্যাটালোগস ক্যাটালোগোরম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১)

২ জি. ডব্লু. ব্রিগস্, গোরখনাথ এ্যাণ্ড্‌ জ্ঞানকট্‌ যোগীস, পৃষ্ঠা ২৫১-২

৩ বর্ধমান সাহিত্যসভা পুঁথি-সংখ্যা ৫১০

৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা (কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫৪)

[রামকিশোরের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে সমরসাহী পরগণার (বর্তমানে রায়না থানার) অন্তর্গত ছোটবৈনান গ্রামে। যোগচিন্তামণি ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি বাক্সালা ও সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থের নিবন্ধকার; এবং তৎকৃত বিভিন্ন গ্রন্থের অঙ্কলিপিও পাওয়া যাইতেছে; তন্মধ্যে সংস্কৃত গোরক্ষ-সংহিতার মোক্ষসোপান-অংশ উল্লেখযোগ্য। যোগচিন্তামণির এই পুঁথিখানি ১৭২০ শকাব্দে কবি কর্তৃক লিপিকৃত; এবং গ্রন্থকারের লিপি বলিয়া গ্রন্থের বানানাদির কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া ষথাদৃষ্ট মুদ্রিত হইল।]

[পা—পাঠ : অ—পাঠান্তর]

॥ ত্রীশিবোজয়তি সৰ্বেষাম্ ॥
॥ অথ যোগচিন্তামণিঃ গ্রন্থমভিলিখ্যতে ॥

নত্বা শিবং সৰ্বদেবাধিদেবং পরাংপরং জ্ঞানময়ং বিশেষং ।
গ্রন্থোত্তমং যোগচিন্তামণীং সারাতিসারোচ্যতে সাধকেন্দ্রঃ ॥

অস্বার্থঃ,

শিব সৰ্বশুভপ্রদ সৰ্বসিদ্ধিদাতা,
জ্ঞানময় সবিশেষ দেবাধিদেবতা ।
সৰ্ব মঙ্গলবাচি হন শিবনাম,
এই হেতু গ্রন্থারম্ভে প্রথমে প্রণাম ।
গ্রন্থের উত্তম গ্রন্থ যোগচিন্তামণি,
যোগধর্ম সন্যাসবিধি যথায় বাখানি ।
সাধকেন্দ্র শিরোমণি নতি করি শিরে,
উচ্চারিয়ে গুরুদত্ত জ্ঞানের গৌরবে ।
যোগসাধ্য অপর সন্যাসী অবধূত,
গিরি পুরি ভারথি প্রভৃতি যুথেষুথ ।
প্রসিদ্ধ সাধ[ক]বর্গে নতিমান হয়্যা,
যোগচিন্তামণি গ্রন্থ কব বিবরিয়া ।
এই যোগচিন্তামণি করিয়া সাধন,
পাইল পরম পদ মহেশ্বর গণ ।
ব্রহ্মচারি গৃহী বানপ্রস্থ দশনামা,
যজ্ঞিয়া যমের পুরে বাজাইল দামা ।
শুন হে বান্ধব সব পার জদি হবে,
চেষ্টা কর চিন্তামণি আবশ্যক পাবে ।
মহাঘোর কলিকাল প্রবল তরঙ্গ,
তাহে মগ্ন ভক্তবৃন্দ ভজনাতি ভঙ্গ ।

ভাবহীন ভ্রান্ত সদা কলির কপটে,
 প্রবন্ধে বান্ধব সব পড়িলে সংকটে ।
 হাবায়া হাথের নিধি হতজ্ঞান হয়্যা,
 বটার্থে বাতুল মরে সমুদ্র সিঁচিয়া ।
 তুর্বুন্ধি তুর্ভগা তুরাচার দশাহিন,
 কলিঃক্রমে মিছা কাজে মজাইল দিন ।
 জীবের তুর্গতি দেখি গুরুপরাক্রমে,
 সাহসে দিলাঙ কাঁপ অপার তুর্গমে ।
 কুপের মণ্ডুক হয়্যা সাগর পসিনু,
 ভরসা কেবল গুরুকৃপা পদরেণু ।
 অমৃতহিল্লোলে ভাসি পায়া সুধাসিন্ধু,
 বহু যত্নে আনিল আসার এক বিন্দু ।
 সাধকেন্দ্র শিরোমণি ভবিষ্যত গণ্যা,
 সাধকার্থে কিঞ্চিত সঞ্চয় কৈল আত্মা ।
 তার কণা এক বিন্দু বান্ধবের হেতু,
 যোগচিন্তামণি নাম হল ভবসেতু ।
 শুভগ সাধকবর্গ নিত্যসিদ্ধা যথা,
 সকল যোগাতিসার সন্তাসের কথা ।
 কোটি কোটি গ্রন্থ আছে অবনিমণ্ডলে,
 প্রমাণ দেখিতে পাই পথ নাঞি মিলে ।
 কলিকাল কলুষনাসক চিন্তামণি,
 পরসে পবিত্র হয় লিখে শূলপাণি ।
 ভক্তি করি ভবার্ণবে ভজ গ্রন্থরাজ,
 জন্ম জায় জড় কর নাহি কালব্যাজ ।
 পাষণ্ড পুরুষে গ্রন্থ না দিবে সহসা,
 আছয়ে নিষেধ উক্তি দেবতার ভাসা ।
 যেরূপ সাধক এই গ্রন্থে অধিকারি,
 নিগূঢ় নির্মিত্ত কথা জ্ঞানেতে উচ্চারি ।

ভাবগ্রাহি ভক্তিস্থত ভজনে নিবিষ্ট,
 পরহিংসা পারপরাং পর উপদিষ্ট ।
 গুণেতে গৌরব গুরু গারিমারহিত ।
 শুদ্ধাচার সর্বক্ষণ শতের চরিত ।
 এইমত গুণযুত জ্ঞানি জদি হয়,
 আপন ইংসায় গ্রন্থ ভক্তি করি লয় ।
 মনের অভীষ্টপূর্ণ জার অধায়নে,
 ক্ষুধার্থ যেমন তৃপ্ত হয় ক্ষীরপানে ।
 পুষ্পরস পায়্যা যথা অলিব আনন্দ,
 মহাসুখে মত্ত হয়্যা পিয়ে মকরন্দ ।
 ভাবলক্ষি যোগামৃত সদা কর পান,
 রিপু ছয় হবে জয় ভক্তি বলবান ।
 সূর্য্যের উদয়ে যথা তিমির বিনাসে,
 ধীরসভা মনলোভা হৃদয় প্রকাশে ।
 দেবের তুল্য এই যোগচিন্তামণি,
 শিব শুক বিজ্ঞ সদা বিষ্ণু পদ্যোনি ।
 যতিগণ জানে যোগে ঋষিতে জনক,
 ভোগি নারে ভার্য্যা আছে ভজনবাধক ।
 মায়ায় মজিল মন মোহপাষে বন্দি,
 পুত্র দারা পায়্যা হারাইল পূর্ব্বসন্ধি ।
 অবহেলে হবে জদি ভবসিদ্ধি পার,
 যোগসাধ্য সন্তোষ উক্তি তত্ত্ব সারাংসার ।
 তীর্থমধ্যে যথা গঙ্গা সুরতরঙ্গিনী,
 পর্ব্বতের মধ্যে যথা সুমেরু বাঝনি ।
 চন্দনের মধ্যে যথা জ্ঞানিবে অগুরু,
 বিশ্বেতে বিখ্যাত যথা বৃক্ষে কল্লতরু ।
 যজ্ঞমধ্যে যেমন জ্ঞানিবে অশ্বমেধ,
 পাষাণের মধ্যে যথা পরেষ প্রভেদ ।

সপ্তদীপা নদীমধ্যে স্বর্নদী যেমন,
 লৌহ হত্যে উক্ত যথা প্রসিদ্ধ কাঞ্চন ।
 চতুষ্পদমধ্যে যথা খ্যাত কামধেনু,
 পক্ষিতে প্রধান যথা কশ্যপের জম্বু ।
 আশ্রমের মধ্যে যথা সন্তাস গ্রহন,
 বর্ণের উৎকিষ্ট যথা পূজিত ব্রাহ্মণ ।
 মনস্তোর মধ্যে যথা ভূপতি প্রধান,
 সাধকে উত্তম যথা শুক মতিমান ।
 আমোদের মধ্যে যথা বিশেষ কস্তুরি,
 ক্ষেত্রসার সহস্রার চিন্তামণি পুরী ।
 তথা সর্বসার এই যোগচিন্তামণি,
 সাধক-সন্তোষহেতু বহু যত্নে আনি ।
 সাধিলে সাধনে সিদ্ধ সাধ্য সুনিশ্চয়,
 দম্ভ আদি ছটা রিপু সদা পরাজয় ।
 অমূলক অপর অনেক কাব্য আছে,
 ঘোলের পসার যেন ক্ষীরোদের কাছে ।
 পাগল ব্যাকুল ত্যয় প্রতুল রহিত,
 সাধকে বাধক আছে স্বাধ্যায় বজ্জিত ।
 যোগচিন্তামণিসিদ্ধ সাধন না কর্যা,
 সিদ্ধুপার হত্যে চায় স্বানপুচ্ছ ধর্যা ।
 ভালমন্দ শুভাশুভ অমুভবহিন,
 কালচক্র কুস্তীপাকে মজাইল দিন ।
 শুভগ সাধকবর্গে মোর সবিনয়,
 অসাধ্যসাধন নহে করহ সঞ্চয় ।
 জাহা হত্যে আবশ্যক অভিষ্টপূরন,
 ইহা ছাড়্যা উক্ত নহে উচ্ছিষ্টচর্চন ।
 ব্যক্ত রূপ দেখ আগে বেদাদি পুরান,
 মুখের উচ্ছিষ্ট ভাসা বিনা নহে আন ।

উচ্ছিষ্ট সকল শাস্ত্র বিছা মুখে মুখে,
অনোচ্ছিষ্ট জ্ঞানবস্তু যোগ বলে জ্বাকৈ ।
ভাবের উদ্দীপন জ্ঞান জ্ঞানযোগ জানি,
ভাবযোগ জ্ঞানগম্যে ব্যক্তাব্যক্ত চিনি ॥১॥

॥ উক্তঞ্চ ॥

উচ্ছিষ্টং সৰ্ব্বশাস্ত্রাণি সৰ্ব্ববিছা মুখেমুখে ।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তস্তপানয়ং ॥ ইতি পঞ্চতত্ত্ব-বচনাৎ ॥১॥

গুরুদত্ত জ্ঞানাজন সেবকে প্রচার,
জ্ঞানগম্যে উচ্চারিয়ে সৰ্ব্বতত্ত্বসার ।
নবদ্বীপ মায়াপুরে শচির নন্দন,
অবতীর্ণ হয়্যা আগে কৈল অধ্যয়ন ।
তারপর সন্ধ্যাসে প্রভুর অভিলাস,
সময়ে ভারথি আদি করিল উদাস ।
সাধ্য-মন্ত্র সন্ধ্যাসের করাল্য গ্রহন,
ভাবেতে ভারথি প্রতি জিজ্ঞাসে কারণ ।
ভাবিত হয়্যাছি গুরু দেখ্যা ভবার্ণব,
ভক্তিহীন ভ্রান্তরূপ ভক্তগণ সব ।
ভাব নাঞি ভজনে ভণ্ডের হল্য হাট,
দেখিয়া দারুণ কাল মারে মালসাট ।
সমন শাসন সদা করয়ে শিয়রে,
প্রচণ্ড প্রতাপ জ্বার কালদণ্ড করে ।
রিপুছয় বস নয় ভ্রমায়' কুপথে,
বিশয়মত্ত হল্য চিন্ত কি হবে পশ্চাতে ।
কহ গুরু অকপটে করিয়া বিস্তার,
কিষে কর্যা এ ভবসমুদ্র হব পার ।

অমুগ্রহ করি গুরু সমগ্র কঠিবে,
 উঠ্যাছে প্রেমের ঢেউ প্রভু সঞ্চারিবে।
 শূনিঞা ভারথি গুরু ভাবিল বিশ্বয়,
 লইয়া সন্তাসধর্ম সারতত্ত্ব কয়।
 সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে কতবার,
 সুধন্য সাধক তুমি বিজয়ী সংসার।
 সন্তাসসাধনউক্তি করিলে নিমাঞি,
 সুনহ পরমানন্দে জার পর নাঞি।
 যোগধর্ম সন্যাস সংগ্রহ কর তুমি,
 তব স্নেহে সবিশেষ শুন কই আমি।
 কহিতে কহিতে গুরু ভাসে প্রেমজলে,
 ভক্ত বট ভাল নিষ্ঠা ভুবন জিনিলে।
 সংক্ষেপে বিস্তার মর্ম কহিব তোমায়,
 প্রতিবিশ্ব যেরূপ দর্পণে দেখা জায়।
 অতি গুহ্য সারতত্ত্ব সন্তাস নির্মল,
 প্রকাশিতে পদ্বন প্রফুল্ল সকল।
 যজিলে সমন জিনে জয়ী পরকাল,
 কর্ণব্যাদি মহৌষধী খণ্ডে রোগজাল।
 সুনিলে সদগতি হয় মুক্ত সর্বপাপে,
 উচ্চারিতে রিপুগণ রব স্তম্ভা কাঁপে।
 অপার সংসার-ঘোর-সাগর তরিতে,
 উপায় উত্তম আছে সুন একচিত্তে।
 সাধকের সাধ্য দিকি সাধন প্রতুল,
 ভাবযোগ সন্তাস সর্বথা অমুকুল।
 নানামত গ্রন্থ জত বিদিতবিস্তার,
 কথোপলি কল্পিত কল্পনাঅত্যাচার।
 ছুরাচার মোহহেতু কর্যাছে ভণ্ডনা,
 সাধকসম্মত নহে পাষণ্ডে বঞ্চনা।

সুন পুত্র সেবক সন্তাসিসবিধান,
 ভাবহীন ভবিষ্যতে পথ নাঞি পান ।
 ভাব হন সাধকের সিদ্ধির কারণ,
 ভাব বিনে চিন্তামণি চিন্তিত পর কন ।
 পরে নাঞি পাবার প্রত্যাশা প্রাপ্তিস্থান,
 বাহ্যের চেষ্টায় বস্তু হারাণ্য অজ্ঞান ।
 ভাবনা জানিঞা ভজে ভরমে বেড়ায়,
 কলি তার কর্ণ ধরি সমন ভাঁড়ায় ।
 ভাবের অভাবে করে জপ-যজ্ঞ-পূজা,
 নিষ্ফল সকল ক্রিয়া হরে যক্ষরাজা ।
 করিয়া কায়িক শ্রম ধর্মকর্ম করে,
 কিম্বা বহু জপ হোম ব্রতাদি আচরে ।
 কিবা শ্রাস ভূতশুদ্ধি করিয়া বিস্তর,
 ষোল উপচাবে যদি নিত্য পূজে নর ।
 ভাব না জানিলে বৃথা হয় সে সকল,
 ভাবহীন সিন্ধাদীক্ষা জায় রসাতল ॥২॥

॥ উক্তঞ্চ ॥

কিং শ্রাসবিস্তরেনৈব কিং ভূতশুদ্ধিবিস্তরৈঃ ।
 কিং তথা পূজেনেনৈব যদি ভাবো ন জায়তে ॥ ইতি
 ভাবচূড়ামণীতন্ত্রবচনাৎ ॥২॥

সুন জীব কলিভব খণ্ডিব প্রমাদ,
 কেশব ভারথি গুরু চৈতন্য-সংবাদ ।
 প্রভু কন কহ গুরু সুনি ভবিষ্যত,
 উপাসক শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের মত ।
 ভাব হইতে কিরূপ সাধন সিদ্ধ হয়,
 নিত্যবস্তু ব্রহ্মাণ্ডের কোনখানে রয় ।

কারে বলে জ্ঞানযোগ ধ্যান কোনখানে,
 ভাবে লভ্য হয় মোক্ষ পায় সে কেমনে ।
 প্রয়োগ জানায় গুরু সন্তাসের পথ,
 যম জিনে যতিগণে যজ্ঞা জেই মত ।
 চৈতন্য-মানস-মর্শ্য ভারথি বুঝিয়া,
 কহিতে উত্তত গুরু ভাবশুদ্ধ হয়্যা ।
 অন্তরে প্রেমের ঢেউ উথলে^২ তরঙ্গ,
 অঙ্কুরাদি সন্তাসের কন সাজপাঙ্গ ।
 জত গুণ আছে এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে,^৩
 সে সকল মূর্ত্তিমান আছে কলেবরে ।
 জ্ঞানযোগে জানে যোগী ভাব^৪ উদ্দীপনে,
 সাধকের সাধ্যবস্ত্র যে থাকে যেখানে ।
 নিজদেহজ্ঞানহীন সকলে নিবাস,
 অন্তঃশুদ্ধি বিনা বাহ্য নিসিদ্ধ সন্তাস ।
 বাহ্যশুদ্ধি সাধনাদি কিছু সিদ্ধ নয়,
 বাহ্যের চেষ্টায় বস্ত্রচেতন না হয় ।
 বুঝ দেখি বন্ধ্যাক-বিবর-অন্তঃভূত,
 যে সর্প শয়নে সুখে আছএ নিয়ত ।
 বাহ্যের চেষ্টাতে তার না হয় চেতন,
 অতএব পণ্ড বাহ্যকাণ্ড অকারণ ।
 অন্তর্বাহ্য ঐক্য জার ভাবের সমতা,
 সেই সে পরম সাধু জানিবে সর্বথা ।
 অন্তঃশুদ্ধি না জানিঞা বাহ্যশুদ্ধি করে,
 প্রলাপি পাষণ্ড পশু পণ্ড্রমে মরে ।

২ অ গুলকপূর্ণ প্রেমের

৩ পা স্তন আগে জত গুণ ব্রহ্মাণ্ডভিতরে

৪ অ ধ্যান

যেমন জানিবে বাহ্যে দিয়া পুষ্পহার,
সাজাইয়া রাখে সুরাভাণ্ডের পসার ।
ভাণ্ডের ভিতর সুরা বাহ্যেতে ভূষণ,
সেইরূপ আত্মা ধরে বাহ্যপরায়ন ।
অন্তরে রহিল সুরা বাহ্যে কিবা করে,
সুরাভাণ্ডসম আত্মা বাহ্যসুন্ধে ধরে ॥৩॥

॥ উক্তঞ্চ ॥

অন্তঃশুদ্ধিং বিহীনো যো বহিঃশুদ্ধিং করোতি চ ।
অলংকৃত-সুরাভাণ্ড ইবাভাতি স আত্মহা ॥ ইতি নারদীয়বচনাৎ ॥৩॥

আত্মশুদ্ধি-পরিজ্ঞান-পরিচয় বিনা,
কিবা লভ্য হয় পর-পরিচয় জাণ্ণা ।
আত্মপরিচয় মহামোক্ষের কারণ,
আত্মাতে অনন্তরূপা শক্তি একজন ।
জীবগুণস্পর্ষেতে সগুণ ব্রহ্ম হয়,
সর্বশ্রয়া সজীবধারিনী শাস্ত্রে কয় ।
জিহেঁ কৃতি সেই শক্তি হন সর্বশ্রয়া,
পরম প্রকৃতি তিহেঁ নাম যোগমায়া ।
যোগী জার করে ধ্যান মুদিত নয়নে,
স্বভাব প্রকৃতিরূপা পুরুষ কখনে ।
প্রকৃতি-পুরুষরূপে করেন বেহার,
তখন পুরুষ-সংজ্ঞা নাম হয় তার ।
ভাবের উপর ভজ নিরাময় স্থান,
মনিদ্বীপে সুধাসিন্ধু মধ্যে পুরিখান ।
পঞ্চভূত পৃথিবী অপ তেজ বায়ুকাশ,
চিন্তামণিপুরিবহির্ভূত করে বাস ।

নবচক্রে পুরিখান নটা আছে দ্বার,
 দন্ত আদি ছটা রিপু দ্বারি থাকে তার ।
 নবচক্রে ক্রমসংখ্যা সুন পুত্র আগে,
 শিব-শুক-নারদাদি প্রকাশিলা যোগে ।
 মূলধার-অধ এক পদ্ম সহস্রার,
 সূর্য্যের আশ্রয়স্থান রক্তবর্ণ তার ।
 তত্পরি মূলধার-উর্ধ্বে স্বাধিষ্ঠান,
 কথদূর মণিপুরচক্রে মুক্তিমান ।
 অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য নিরমল,
 সর্ব্ব-উর্ধ্বে শৃঙ্খ চক্রে দশ শতদল ।
 তাহার উদরে অদভূত পদ্ম আছে,
 এই নবচক্রবোধ যে জনা জানাচ্ছে ।
 সেই সে পরমহংস সকলের পর,
 ধরামাঝে বিরাজে দ্বিতীয় মহেশ্বর ।
 গুরুবাক্য শুনিঞা চৈতন্য মহামুখি,
 ভাবে গদগদ ভাসে ধারাপূর্ণ আঁখি ।
 প্রভু কহে কহ গুরু করিয়া বিস্তার,
 ঘুচাইবে অজ্ঞানতিমীরঅন্ধকার ।
 দেহমধ্যে নবচক্রে কোন স্থানে রয়,
 কোথা থাকে পঞ্চভূত জীবের আশ্রয় ।
 ব্রহ্মাণ্ড করিয়া যে কহিলে কলেবরে,
 কোথা বা সূর্য্যেদগু চন্দ্র-দিবাকরে ।
 পৃথিবী অপ তেজ বায়ু আকাশাদি করি,
 কোথা বা উৎপন্ন হয় কেবা লয় হরি ।
 দেখাইলে পথ জ্ঞান সাধন-সম্বাস,
 অকপটে প্রকটরূপ করহ প্রকাশ ।

কহ কহ কহ গুরু সন্তাসির যোগ,
 কর্ণধার হয় গুরু খণ্ডায় ভবরোগ ।
 নিমাণ্ডের দণ্ড সুনী কেশব ভারথি,
 ধন্য ধন্য সাধু সাধু স্মরে-মহামতি ।
 শুন বৎস সেবক সন্তাসি চূড়ামণি,
 দিব্যভাব উদ্দীপনে জ্ঞতদূর জানি ।
 শূন্য হইতে হইল আগে মারুত উৎপত্তি,
 মারুতউদ্ভব দেব দিবাকর তথি ।
 দিবাকরকিরণে উৎপন্ন হল্য জল,
 জলের উৎপন্ন মহী আধারমণ্ডল ।
 কহিলাও পঞ্চতত্ত্ব উৎপন্নের কথা,
 অপর সুনহ স্থিতিস্থান জার যথা ।
 শরীরের মধ্যেতে সূমেরু শিরদণ্ড,
 তার বাহ্যদেশ লয়্যা রচিত ব্রহ্মাণ্ড ।
 মেরুবামে ঈড়া নামে নাড়ী চন্দ্রশিরা,
 দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী দিবাকর ধর্যা ।
 মধ্যেতে সূক্ষ্মা মেরুপিঠে অবতার,
 অবয়ব স্নেহ পুষ্প ধূতুরআকার ।
 রজ্জুবৎ সূক্ষ্মা নাড়ী ত্রিগুণ মিলিতা,
 চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নিসমা রূপ প্রকাশিতা ।
 ঈড়া নাড়ী ভাগিরথী পিঙ্গলা যমুনা,
 মধ্যেতে প্রয়াগতীর্থ সাদৃশ্য সূক্ষ্মা ।
 সূক্ষ্মার অন্তর্ভূত বজ্রা নাড়ী আছে,
 তদুদরে চিত্রিণা নাড়ী যোগ জানাইছে ।
 গ্রন্থন রচনাক্রমে চক্রভেদ কর্যা,
 উত্তম সুদীপ্ত নাড়ী সূক্ষ্মরূপ ধর্যা ।
 চিত্রিণীর অন্তর্দেশ নাম ব্রহ্মনাড়ী,
 আক্রমণ অতিশয় সুধাসিন্ধু বেড়ি ।

পঞ্চ নাড়ী প্রধান গনিতে হলা ছয়,
 চিত্রিণীর অন্তর্দেশ ব্রহ্মনাড়ী কয় ।
 সূত্রার্থ নিগূঢ় তত্ত্ব শুন রে নিম্নাঞ্চে,
 নবচক্রে যে জে আছে জার যথা ঠাঞ্চে ।
 জাহা হতো চক্ৰিষ তত্ত্ব উৎপন্ন হয়্যাছে,
 গুণাগুণ কহিব যেখানে যেবা আছে ।
 গুহ্যদেশ-উর্দ্ধ একঅঙ্গুল প্রমান,
 কন্দমূল আছে স্কুল খগাণ্ডসমান ।
 অধ তার সহস্রার তীর্থাকআকার,
 অধোমুখ রক্তবর্ণ সূর্য্যের আগার ।
 তার উর্দ্ধ সূক্ষ্মাস্ত্রে চক্র চতুর্দল,
 মূলাধার নাম ধরে ধরনৌমগুল ।
 ব-কারাদি শ ব স এ চারি অক্ষরে,
 নিরমল চতুর্দল স্বর্ণকাস্তি ধরে ।
 অধোমুখ আছে দল উন্নত কনিকা,
 তার মধ্যে ধরাচক্র পীতবর্ণাঅ্রিকা ।
 গজারূঢ়া চতুর্ভুজা বিচিত্রভূষণা,
 ক্রোড়ে শিশুশৃঙ্খিকারি আছে একজনা ।
 অধিষ্ঠাত্রী শক্তি তথা ডাকিনী নামে ভিক্ষা,
 বহুসূর্যাসমপ্রভা সর্ব্বকর্ষদক্ষা ।
 বেদবাহু জলানেত্রা শুদ্ধ বুদ্ধিপ্রদা,
 এইরূপ আছেন প্রকাশবান সদা ।
 ধরনীর পঞ্চগুণ উৎপত্তি প্রথম,
 মাংস অস্থি তথা হক নাড়ী আর লোম ।
 ভূমের এই পঞ্চগুণ জানিবে সর্ব্বথা,
 জ্ঞানযোগগম্যে ভাসি ভবিষ্যত কথা ।
 ধ্বজঅধ আধারকনিকা মধ্যদেশে,
 ত্রিকোণ বিদ্যুৎনিভ কামপুর বস্ত্রে ।

তাহাতে কন্দর্প-বায়ু করেণ আশ্রয়,
 কোটিসূর্য্যাসমপ্রভা প্রভা [প] হুর্জয় ।
 কীরণ উজ্জল অতি শরীর কমল,
 বাকুলি কুসুম জিনি হাস গুসিতল ।
 তার মধ্যে লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম-সনাতন,
 পশ্চিমাস্ত্র সুপ্রকাশ্য গলিত কাঞ্চন ।
 জ্ঞান-ধ্যান-ধারণাদি কাসিপূরবাসি,
 পূর্ণচন্দ্রকরচয় স্নিগ্ধ চারু হাসি ।
 সরীতআবর্তরূপ প্রকাশিতবান,
 শিরে সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী অধিষ্ঠান ।
 সার্কি ত্রিবৃত্তাকারা শংখাবর্তসমা,
 নবীন চপলামালা জিতপরাক্রমা ।
 অতি সূক্ষ্মা পরাংপরতরা কুণ্ডলিনী,
 নিশ্বাস উচ্ছাষে জয়া জীববিধায়িনী ।
 ইত্যাদি সকল বস্তু আছে মূলাধারে,
 ভক্তি উদ্দীপনে ভজ্ঞ ভাবের উপরে ।
 আধারচক্রে তত্ত্ব কহিলাঙ সার,
 সুন স্বাধিষ্ঠানচক্রে ধ্যান সারোদ্ধার ।
 সুসুন্নাঘটিত পদ্ম স্থিতি ধ্বজমূলে,
 সিন্দূরবরণ কাস্তি শোভা ষড়দলে ।
 প-বর্ণীয় ব-কারাদি অবধি ন-কার,
 এই ষড়বর্ণে দল অবিরল জার ।
 সৌদামিনীসম ছটা অঙ্গের কিরণ,
 উত্তত হয়্যাছে পদ্মসত্ত্বপরায়ন ।
 অন্তরে আশ্রয় করে বরুণমণ্ডল,
 শরদিন্দুসম গুচ্ছ করে ঢলঢল ।

স্ববীজ-শরীর ধরে বাহন মকর,
 ক্রোড়ে হরি বিরাজমান* পরম সুন্দর
 পীতাম্বর শ্রীবৎসাদি কোমলভূষণ,
 বেদবাহু নীলতন্তু প্রথম জীবন।
 তথা আর বশ্যে শক্তি নামেতে রাবিনী,
 নীলবর্ণী আঙ্গুষ্ঠধারস প্রমোদিনী।
 দিব্যাস্বর বিবিধ আয়ুধকরোচ্ছতা,
 বিচিত্রভূষণ বামা সদা মন্তচিন্তা।
 দ্বিতীয় চক্রান্ত এই কহিলাঙ শেষ,
 জলের যে পঞ্চগুণ সুন উপদেশ।
 লাল মুত্র পুরীষ শোণিত শুক্র যথা,
 পয়ঃ পঞ্চগুণ এই পঞ্চতত্ত্ব কথা।
 তারপর কিঞ্চিদূর্ক নাভিদেশমূলে,
 মণিপুর নামে চক্র স্থিতি দশদলে।
 পূর্ণমেঘসম প্রভা ধরে কলেবর,
 নীলাম্বুজ জিনি রুচি দল মনোহর।
 ড-কারাদি দশ বর্ণ অস্ত্রম ফ-কার,
 প্রকাশিতবান দল নিরমল জার।
 কর্লিকা উপর যন্ত্র ত্রিকোণের বাহু,
 বৈশ্যানর আবিভূত মহাতেজবীৰ্য্য।
 অরুণ মিহিরসম ত্রিকোণমণ্ডল,
 তার বাহুে বহুবীজ অধিক প্রবল।
 মেষ-আরোহনে অগ্নি হয়্যা মূর্ত্তিমান,
 সবল শরীর ধরি সদা অধিষ্ঠান।
 নবীন তপননিভ প্রজ্বলিত কায়,
 বেদবাহু ক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তি শোভা পায়।

শুদ্ধ সিন্দূরের রাগ বিভূতিভূষণ,
 অভয়-বরদ ব্রহ্মরূপী ত্রিলোচন ।
 সর্বলোক ইষ্টদাতা শৃষ্টিনাসকারী,
 তুর্জয় প্রতাপ প্রভু শত্রুদর্পহারী ।
 এখানে লাকিনীশক্তি অধিষ্ঠাত্রী সদা,
 চতুর্ভুজা শ্যামবর্ণা সকল শুভদা ।
 পীতাম্বরী সালংকৃত উন্মত্ত পাগলি,
 প্রমোদে আমোদচিত্ত করে নানা কেলি ।
 অগ্নিয়ে জে গুণ নিজে ধরে পঞ্চবিধা,
 নিদ্রা-ক্ষান্তি-অলস অপর তৃষ্ণা-ক্ষুধা ।
 অগ্নির এই পঞ্চগুণ কহিলাউ সার,
 হৃৎপদ্মেব কিছু সুন সমাচার ।
 তার উর্দ্ধ সুললিত হৃদয়-পঙ্কজ,
 বন্ধকসমান কাস্তি নির্মল নিরঞ্জ ।
 ক-কারাদি দ্বাদশ বর্ণে শোভে তার দল,
 নিবিড় সিন্দূররাগ প্রফুল্ল কমল ।
 অনাহতচক্র নাম বক্র নহে শীল,
 ধূমের মণ্ডলাকার নিবস্ত্র অনিল ।
 সুরতরুবাঞ্ছারিত্ত প্রদ সরসিজ,
 চক্র মধ্যে ষট্‌কোণ সবল বায়ুবীজ ।
 ধূমাবলৌ ধূসর বাহন কৃষ্ণসার,
 সুললিত চারি বাহু তনু শোভে জার ।
 তার মধ্যে একজনা কল্পানিধান,
 হংসাভপ্রকাশ কাস্তি ঈশ্বরআখ্যান ।
 বরাভয়কর বরদাতা তিনলোকে,
 কাকিনীনামেতে শক্তি সন্নিকটে থাকে ।
 নবীন-বিদ্যুত-পীতবর্ণা ত্রিনয়নী,
 যোগান্নিতা অলংকৃত সুহাস্তবদনী ।

হস্তে পাব-ধনু-সরাঙ্কশ-বরাভয়া,
 সদোন্মত্তা পূর্ণমুখারসাদ্রহদয়া ।
 কঙ্কালমালিনী শক্তি ক্রিয়াযোগরূঢ়া,
 সুধামুখি সুন্দরী সুচারু চন্দ্রচূড়া ।
 আর এই নিরঞ্জনিকা-অন্তর্গত,
 উজ্জল ত্রিকোণ যোনি শক্তি আবির্ভূত ।
 তন্মধ্যে বাণাখ্য শিব কনকআকার,
 কোটি দিবাকর জিনি প্রতিভা জাহাঁর ।
 মৌলিপূর মণিবর সদাই উল্লাস,
 এইমত অনাহতচক্রে করে বাস ।
 পুন সেই পদ্মাস্ত-কণিকাগর্ভাশ্রিত,
 নীলপদ্ম আছে অষ্টদলপরিমিত ।
 পঞ্চ বর্গাদি বর্ন য-বর্গাদিত্রয়,
 প্রকটপুরটরুচি জিনি দলচয় ।
 তার মধ্যে সর্বদেবতার পীঠস্থান,
 মানস পূজার যথা দেবতার ধ্যান ।
 চিন্তামণিপূরি হতো লাধাবস্ত্র আনে,
 বসাইয়া করে সেবা হুংপদ্মাসনে ।
 বাহু ঘটে কিস্বা পটে করে আবাহন,
 তখন ছাড়িয়া পীঠ বাহুপূজা লন ।
 সেই অষ্টদল পদ্মে জীবাত্মার ধাম,
 নির্ঝাঁত প্রদীপ-শিখা তনু অনুপাম ।
 হংসারূঢ়শোভিত কিঙ্করপুঞ্জময়,
 সূর্য্যের মণ্ডলবাহু যেমন জ্যোতি হয় ।
 তদিব প্রকাশরূপ চিদাত্মা নিশ্চল,
 ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর মহাবল ।
 রক্ষা-নাস করিবারে অধিক কেমতা,
 জীবের জীবনধন জীবাম্বিদেবতা ।

মারুতের পঞ্চ গুণ বায়ুৎ বহে,
 ধারণ-সঙ্কুচ-বল প্রবলত কহে ।
 অপর ব্যাপক বড় বায়ুৎলগণ,
 এই পঞ্চগুণপূর্ণ ধারণ পবন ।
 হৃদয়পদ্মের এই কহিলাঙ সার,
 অপর স্নানহ উক্তি শচীর কুমার ।
 তার উর্দ্ধ বিম্বদ্বাখ্য পদ্মনিরমল,
 ধূমের সদৃশাকার কণ্ঠদেশে স্থল ।
 অ-কারাদি স্বরবর্ণ ষোড়শ অক্ষরে,
 ললিত হয়্যাছে দল দীপ্ত কলেবরে ।
 পূর্ণ ইন্দু সমান মণ্ডল বর্ত্তাকার,
 তন্মধ্যে হিমাভ নভ আকাশাখ্য জার ।
 শুক্লাশ্বরা বপু ভূজে পাশাঙ্কুষ,
 অপর অভয়কর বরদ পুরুষ ।
 ক্রোড়ে চন্দ্রনিভাভ ত্রিণেত্র বিশ্বনাথ,
 বাগাস্বর পঞ্চাশ্রু ললিত দশ হাত ।
 ভিন্ন দেহ গিরিজা শোভিত বামভাগে,
 সদাপূর্ব্ব শিবাখ্যা অক্ষয় যুগে যুগে ।
 সুধাসিদ্ধসহকারে নিবশ্রে কমলে,
 গীতবর্ণা শুভগা শাকিনীশক্তিবলে ।
 শৃণিমত সরধনু পাষপ্রহরণ,
 চতুর্ভূজা পদ্মহস্তা শোভে বিচক্ষণ ।
 সুধাংসমণ্ডল পূর্ণ কনিকাতে তার,
 শশীপর বহে তথা মহামৌল্যদ্বার ।
 শ্রিয়াংসক শুদ্ধশীল-প্রধান ইন্দ্রিয়,
 পূর্ণযোগ এইস্থানে জ্ঞানিবে নিশ্চয় ।
 আকাংশের গুণ স্নান নিমাণ্ডি সন্তানসি,
 ভক্তহেতু উক্ত করি জ্ঞানযোগে ভাসি ।

ভয় মোহ লজ্জা রাগ ত্যাগ বলে জ্ঞাকে,
 পঞ্চগুণ আকাশের কহিল তোমাকে ।
 বিস্কৃপদ্মের শেষ ইত্যাদি কখন,
 কলস্তুতি পশ্চাত কহিব বিবরন ।
 পৃথিব্যাদি অপ তেজ বায়ু আকাশ,
 পঞ্চভূত হইতে তত্ত্ব হইল প্রকাশ ।
 পরম্পর পাঁচের সুনিলে গুণাগুণ,
 যজিলে জ্ঞানবে মর্ম যোগঅন্যাসন ।
 তদনন্তে নিগূঢ়ার্থ শুন রে তনয়,
 ক্রমধ্যে দ্বিদল পদ্ম মন তাতে রয় ।
 হিমকর-করচয় আঙঠাচক্রে নাম,
 মুনি-মন্তু-সম্ভাসির যথা ধ্যানধাম ।
 হ-কার ক্ষ-কার গুরুবর্ণ দুই দল,
 মধ্যেতে হাকিনীশক্তি বরণ ধবল ।
 ষড়মুখ বিজ্ঞা মুদ্রা কপালধারিনী,
 বিভ্রতী ডমুরুকরা সার জপমাণ ।
 সদশুদ্ধচিত্তা দেবী সাধকতোষিতা,
 শূঙ্করূপ মন জিহৌ তদাধিদেবতা ।
 দ্বিদল কণিকামধ্যে যোগ্যাকার তায়,
 অপ্রকাশ শিবপদ-লিঙ্গাচ্ছ কায় ।
 বরণ বদন্তমালা জিনিঞা বিলাস,
 কুলপদ ব্রহ্মবোধসূত্রের প্রকাশ ।
 বেদোদ্ভব আদিবীজ চিন্তা অমুক্রেমে,
 তবে ধ্যানযোগে মন পরমাত্মাধামে ।
 প্রদীপের জ্যোতি ধরে প্রণবরচনা,
 সাধনে অসাধ্যমিদ্ধি শুদ্ধ-বুদ্ধিমনা ।
 মন উজ্জ্বল অর্ধচন্দ্র তদ্বর্কে ম-কার,
 বিলসতি বিন্দুরূপী মহিমা আপার ।

বিন্দু আছে নাদকোষ সুধাধার হাস,
 সবল-ধবল-শশীসমান প্রকাশ ।
 এই স্থান শুভসুখ চেতনে যে আছে,
 নিরালস্যে অবলম্ব গুরু ভজিতেছে ।
 ইহার অভ্যাসে যোগী স্মরিত অক্ষয়,
 দেখিবারে পায় কলা যেখানে যে রয় ।
 পুন নাদমধ্যভাগ অন্তর্দৈশ লয়া,
 বিলাসে বিপদাপদ রূপবান হয়্যা ।
 জলদ্বীপাকার বহু নবীনার্ক-প্রভা,
 মিলিত গগণধরা জ্যোতি অতি শোভা ।
 এখানেতে সংপূর্ণ বিভবে ভগবান,
 প্রকাশাগ্নি শশী-সূর্য্যমণ্ডল সমান ।
 বিষ্ণু তথা মধুর পরমামোদ-রসে,
 আরোপিত প্রাণধন মুদিত মানসে ।
 পরম পুরুষ অজ্ঞ আত্ম তিনলোকে,
 প্রাণের নিধনকালে মৌনবৎ থাকে ।
 পুরান যোগেন্দ্র নাম বেদান্তবিদিত,
 লয়স্থান লইয়া তাহাঁর নিয়মিত ।
 লয়স্থান কয় জ্বারে মাকত সঞ্চার,
 নাদউর্দ্ধ আছেয়ে শিবার্দ্ধ শিবাকার ।
 শাস্ত্রমূর্ত্তি মহাশয় বরাভয়কর,
 শুদ্ধ বুদ্ধি সন্তোষের প্রকাশে অন্তর ।
 গুরুসেবা শীলযুত সদা যোগবীত,
 ভাবিলে সে বাকসিদ্ধি বিলম্বরহিত ।
 তদুর্দ্ধে শঙ্খিনীনাড়ী স্মেরুশিখরে,
 বিসর্গের অধস্থিতি শূন্যেতে বিহরে ।
 দ্বিবিন্দু-বিসর্গ-অধ দশ শতদল,
 পূর্ণ পূর্ণেন্দু-শুদ্ধ অতি নিরমল ।

অধোমুখ কান্তিকলা প্রকাশে অরুণ,
 বিজ্ঞক পুঞ্জায়পুঞ্জ তপন ভরুণ ।
 ললাটাদি বর্ণ অমূল্যে বিলম্বানু,
 সহস্রবর্ণেতে দল উল্লাসিত তম্বু ।
 পূর্ণচন্দ্রসমান তম্বুতে জ্যোৎস্নাজাল,
 পরম রস-করচয় সমূহের ভাল ।
 শুদ্ধাশয় অতি স্নিগ্ধ হাস্যঅভিলাসি,
 অস্তুরে ত্রিকোণ শক্তি তেজপুঞ্জরাসি ।
 স্মৃতি সদা হয় রূপ যেমন তড়িত,
 তদনন্তে শূণ্যাকার সাকাররহিত ।
 দেবগণগুণরূপে নিত্য করে সেবা,
 তথাপি না জানে স্থান কিবা দেবী দেবা ।
 পরম গোপন স্থান জন্ম করি রাখে,
 আনন্দ আমোদে ভঞ্জে কেহ নাঞি দেখে ।
 সর্ব্ব শশীকলাপূর্ণ শূন্যময় স্থান,
 পরম শিবপদ সেই প্রসিদ্ধ আখ্যান ।
 শূণ্যরূপী সর্ব্ব আত্মা সকলের সার,
 বিনাসে অজ্ঞানমোহ ঘোর অন্ধকার ।
 সুধাধার-আসার নির্গত হয় তথা,
 যোগী জানে যোগজ্ঞানে সবিশেষ কথা ।
 সর্ব্বসুখসন্তানলহরী সেই ধাম,
 পরিচয়নিশ্চয় পরমহংস নাম ।
 শৈবে বলে সেই স্থান শিবের আশ্রয়,
 বৈষ্ণবে বলেন রাধাকৃষ্ণের আশ্রয় ।
 পরম পুরুষ হরি-হর-উপাষকে,
 শিবগৌরীসমান যুগল তারা দেখে ।
 দেবীর যুগলপদ দীক্ষাপরায়ণ,
 তারা কয় সুনিশ্চয় আভার আসন ।

মুনিষ্ম যোগেন্দ্র জারা সারোপ্যসমান,
তারা বলে প্রকৃতি-পুরুষঅধিষ্ঠান ॥৫॥

॥ তথাহি উক্তঞ্চ ॥

সহস্রদলমধ্যে তু দ্বাদশার্ণেণরোস্থল ।

তন্মধ্যে পরবিন্দুস্ত পরদেবতয়াসহ ॥ ইতি ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়বচনাৎ ॥৪॥

প্রকাশে পুরুষঅংশ প্রকৃতির কলা,
আব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড প্রকৃতির নিলা ।
জ্ঞানবান সেই স্থান ধ্যান জদি করে,
পুনঃ পুন জনমিতে না হয় সংসারে ।
ত্রিভুবনমধ্যে বদ্ধ কোথাহ না থাকে,
সমগ্র অসাধ্যসিদ্ধি লভ্য হয় তাকে ।
কর্তা হর্তা পালক ব্যাপক বিশ্বজয়ী,
শূণ্যবাণী-সুবিমল-পরিজ্ঞানি সেই ।
অত্র এক কলা শিশুসূর্যাসহোদরা,
চন্দ্ৰের ষোড়শ পূর্ণ-অমাকলাসারা ।
পদ্মতন্তু শতভাগ তার একদেশ,
তাদৃশী আকার তার শূন্য সবিশেষ ।
বিলসতি নিত্যানন্দময়ী পরাংপরী,^১
সুপ্রকাশ সংপূর্ণ পীযুষসমধারা ।
তার অন্তর্ভূতস্থিতা নির্বাণাখ্য কলা,
কেশাগ্রসহস্রভাগ একাংশ প্রবলা ।
পঞ্চভূতঅধিষ্ঠাত্রী হন শুদ্ধমতি,
সর্বাক্সসমানপ্রভা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ।
তার মধ্যে পরম নির্বাণ পূর্ণশক্তি,
কোটি সূর্য্যপ্রভা দেবী মূর্ত্তিময়ী মুক্তি ।

কেশাগ্র কোট্যাংশ এক ভাগে জুত রয়,
 তদিব নির্ব্যাণশক্তি কলার অবয়।
 নিরবধি অবনিগলিত প্রেমধারা,
 সর্বতত্ত্ব নির্ব্যাণাত্ম্য শক্তি লয়া সারা।
 মুনির মানসবোধ হর্ষপ্রদায়িনী,
 বিমল শিবপদচিহ্ন মধ্যবিলাশিনী।
 ভাবউদ্বাপনে যোগে সদা জানে যোগী,
 বিষয়বিসমবিষে যেনা পরিত্যাগি।
 সর্বশুভ সুখসেব্য আনন্দিতবান,
 শুদ্ধ বুদ্ধরূপে সদা ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান।
 তত্ত্ববস্তু বৈষ্ণব যেনা সত্ত্বগুণসুধী,
 বিষ্ণুপদ হৃদয়ে ভাবেন নিরবধি।
 হংস দেখে ধ্বংশ নাঞি সূকৃতি সাধক,
 পাশযুক্ত জতি যোগী মোক্ষপ্রবোধক।
 এবস্তুত স্ত্রীল সেবক জ্ঞানবান,
 গুরুমুখে জ্ঞাত হয়্যা পুথের সন্ধান।
 ছাঁকরি অঙ্কুষবীজ করিয়া স্মরণ,
 মূলাদি কুলাস্তবধি মনসংযমন।
 মোক্ষপথ সুপ্রকাশ ভাবে যোগজ্ঞানি,
 আক্রমণ করিবেক কুলকুণ্ডলিনী।
 মনযোগে অতিবেগে উঠাইবে তাঁয়,
 অগ্নিশিখাপশ্চাত পবন যেন ধায়।
 বেগবতি সর্পাকৃতি গতি নিজধামে,
 সহকার পঞ্চভূত মহাপরাক্রমে।
 বায়ুউর্দ্ধ যদাকার ধায় অগ্নিশিখা,
 তদাকার অতিবেগ উর্দ্ধগামনিকা।
 উজ্জল ভূজগাকার পদ্মভূতনিভা,
 লিজজয় ভেদ করে প্রবল প্রতিভা।

কপাট উদঘাট যথা মুকলে হটাৎ,
সেইরূপ ভেদ কর্যা পথে জাতায়াত ।
মূলাধার যদি ভূরু এই তিন স্থানে,
ভেদ কর্যা লিঙ্গত্রয় ধায় নিকেতনে ॥৫॥

॥ উক্তক ॥

উদঘাটয়েৎ কপাটাস্ত যথা কুঞ্চিতয়া হটাৎ ।
কুণ্ডলিত্বা তথা যোগী মোক্ষদ্বারং প্রবেশয়েৎ ॥ ইতি
গোরক্ষসংহিতাবচনাৎ ॥৫॥

মোক্ষধাম সুদিগ্ধ করিলা আদিভূতা,
শুদ্ধসদ্বা শূক্ষ্মতত্ত্বস্বরূপিনী মাতা ।
সৌদামিনীসম আভা শোভা সরসিজ্ঞে,
ব্রহ্মআখ্যা শিবনাভী দিগ্ধবান তেজ্ঞে ।
হটাৎ কুলকুণ্ডলিনী সূক্ষ্মতালক্ষণে,
ঘটয়তি মোক্ষানন্দ হরসিত মনে ।
জীবাক্ষাদি নবরস শৃঙ্গারাদি করি,
সঙ্গে লয়া কুণ্ডলিনী প্রবেসিলা পুরি ।
বসিলেন শুদ্ধ পদ্ম-মোক্ষধাম গৃহে,
পরসে সগুণ ব্রহ্ম ধরে বিন্দুদেহে ।
নিগুণ সগুণ হল্য পরাসিতে গুণি,
তখন সগুণ ব্রহ্ম ব্যক্ত চিস্তামণি ।
স্বামীসহ লীলারস বিপরিতরতা,
চেতনরূপিনী দেবী শক্তিআদিভূতা ।
তত্ত্বাতিত তত্ত্বে আত্মা করিয়া সংযোগ,
প্রকৃতিপুরুষরূপে বিহার-সংভোগ ।
এই পথ যোগবিত সমাধিত মনে,
পরাংপর গুরুপদ ধ্যানাবলম্বনে ।

ভাবযোগ-ভজন যজ্ঞিতে জদি পারে,
 সবাক্তিত ফল সদা পায় নিজ করে ।
 পুনশ্চ কুণ্ডলিনীশক্তি পূর্ণানন্দ হয়্যা,
 লাক্ষ্যত পরমামৃত ভক্ষণ করিয়া ।
 পরশিবাৎ পরামৃত পিত্তা কুণ্ডলিনী,
 বেগে ধায় কুলপথে প্রমদমোদিনী ।
 প্রতাপিনী যেন ফণা পূর্বরূপধারী,
 পূর্বধাম মূলাধারে বসিলা সুন্দরী ।
 গতাত্মাতক্রেমে জত মুখামৃতধারা,
 পতনে জতন চাই যোগপরম্পরা ।
 তথি চিন্তা স্থিরমতি জতিগণ হয়্যা,
 সেই সুধা-আসার অমৃতকণা লয়্যা ।
 ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জত আছে দেবগণ,
 সকলে তুশিব করি সুধার তর্পণ ।
 শরীরে ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ড মেরু বাহুদেশে,
 সমুহ দেবতা তার সন্নিহিতে বৈসে ।
 তথা গুরু দেবী দেবাকরিয়্যা তর্পণ,
 বিহরয়ে যথা সুখযোগ অশ্রাসন ।
 সন্তোষ অঙ্কুর আদি অবধি নির্বাহ,
 চক্রচিন্তা ক্রেমে ক্রেমে জদি করে কেহ ।
 যে চক্র চিন্তিলে জার হয় ধ্যানফল,
 ক্রমস নিমাণ্ডি সুন কহিব সকল ।
 মূলাধারগভরকনিকা অভ্যন্তরে,
 কোটি সূর্য্য-সম ধ্যান যেনা নর করে ।
 বাক্যোশ্বর হয় বাচস্পতির সমান,
 সকলে পূজিত গুণাজিত সত্যবান ।
 মনস্তোর ইন্দ্রীভূত হয় সে সহসা,
 সর্ববিজ্ঞায়ুত সদা গুণপদ্ম ভাসা ।

আরোগ্য তাহার নিত্য চিন্তা নিরমল,
 নিয়ত আনন্দবান ভাব অবিচল ।
 অন্তরাআজ্ঞানে জদি ভাবে যোগবিৎ,
 সর্বথা সে জানে যোগ সন্যাসের নিত ।
 সংসারি সকলের সেই হয়ত আরাধ্য,
 অসাধ্যসাধন হয় জার ভাবে সিদ্ধ্য ।
 বাক্য কাব্যে হন সুরগুরু-সমতুল,
 সেবা করে শুশীল স্বভাব অমুকুল ।
 মৃলাধার-ধ্যানফল কহিলাও সার,
 দ্বিতীয় চক্রের ফল সুন [পুন]র্ব্বার ।১।
 মুনিশ্রষ্ট যেমন ভাবে স্বাধিষ্ঠান,
 অহঙ্কারআদি দোষ ভস্ম সব জান ।
 সেই যোগী মহাত্ম্য মোহ-অন্ধকারে,
 ভামুতুল্য প্রকাশ প্রতাপ কলেবরে ।
 গজ পদ্ম প্রবন্ধ বিবিধ বিরচনা,
 মুখে হতো করে যেন সুধারসকণা ।
 কাব্যানু-অমৃত-ভাসাশ্রেনী সদা কয়,
 সৌভাগ্যসম্পদবৃদ্ধি লঙ্কার আলায় ।
 স্বাধিষ্ঠানধ্যান এই ফল নিকূপন,
 নাভিমূলে সুন মণিপুর-বিবরন ।২।
 মণিপুরধ্যান-জ্ঞান সদা আছে জার,
 প্রশস্ত পালনে পুন করিতে সংহার ।৩।
 যদি ধ্যান করে যোগী হৃদয়পঙ্কজ,
 অনাহত নাম জার প্রসিদ্ধ সরজ ।
 যোগবেত্তি প্রিয়তম হয় কাস্তাকুলে,
 শ্রামরসপরাযণ বিজয়ী মণ্ডলে ।
 সেই জ্ঞানি কৃতি যতি জিতেন্দ্রিয়রাজ,
 সুধময় সর্বক্ষেম বিহরে মহীমাঝ ।

গজপদ্মময়ী বাণী পদাদি সকল,
 নিঃশ্বরে কাব্যাসুধারা সুধা নিরমল ।
 লক্ষ্মীর অঙ্গন তার সাক্ষাত দেবতা,
 ক্ষণমাত্র পরপুরে প্রবিষ্ট-ক্ষমতা ।
 অনাহতধ্যান জ্ঞাত ফল লভ্য হয়,
 সুনিলে অপর স্নান শচীর তনয় ।৪।
 কঠেতে বিশুদ্ধপদ্য হয়। শুদ্ধ মন,
 নিয়ত চিন্তিলে হয় যোগদরসন ।
 কবিজ্ঞানে বিজ্ঞ সেই অতি শাস্তুচিত্ত,
 ত্রিলোক-অদর্শি সর্বহিতকারি নিত্য ।
 রোগশোকভয়ে মুক্ত হয় অনাখাসে,
 চিরজীবী যোগবলে ভোগ ছয় রসে ।
 নিরবধি বিপদ-আপদ-ধ্বংসকারী,
 বিহরে ধরনীপরে হংসনামধারি ।৫।
 তদন্তে আজ্ঞাধ্য চক্রে ফল জ্ঞাত হয়,
 ভুরুতে হৃদল পদ্য মন তাতে রয় ।
 ধ্যানে পারে পরপুরে করিতে প্রবেশ,
 মুনীন্দ্র বলায় সেই খ্যাত [স]র্বদেশ ।
 সর্বজ্ঞ সকলদর্শি সর্বশাস্ত্রজ্ঞাতা,
 অদ্বৈত আচারবাদি বিদলিত তথা ।
 পূর্বসিদ্ধি পরম আনন্দ সন্নিকটে,
 ত্রিভুবন-কর্তাহর্তা দীর্ঘ আয়ু ঘটে ।
 পালন-সংহারে শক্ত বানী মুখাসুজ্ঞে,
 সর্বসুখময় সুখি হয় ধরামাঝে ।
 ইত্যাদি সমুহধ্যানিকল সহস্রারে,
 আদি অন্ত যোগক্স্ত জ্ঞান জদি করে ।
 দীক্ষাগুরু-পাদপদ্মপ্রবাহ আরম্ভে,
 মহাযোগবান বঁক্তা শ্রীগুরুপ্রশাদে ।

ভাবিলে না হয় জন্ম এ ভব সংসারে,
 ক্ষয় নাঞি দেবতুল্য আনন্দেতে ফিরে ।
 পরস্পর পৃথিবীতে জ্ঞাত সাধুপ্রাণি,
 যোগযুক্ত হর্ষ জারা সন্তাসাধুগণি ।
 সান্ত চিত্য হয়্য নিত্য নিশীসঙ্ক্যাদিবা,
 স্বভাবে সদত করে মোক্ষদ্বার সেবা ।
 নিদানকারণ গুণস্থান নিরমল,
 চিন্তিলে চৈতন্য লভ্য সুশিদ্ধ সকল ।
 শ্রীগুরু-শ্রীপা[দ]পদে শুদ্ধশীল জার,
 সবাধিত অভীষ্ট পূরণ হয় তার ।
 দেবতার পদে মন লব্ধীত করিয়া,
 চেতনে নাচয়ে নর আনন্দিত হয়্যা ।
 এতদ্বরে সন্তাসসাধন সমাপন,
 যোগচিন্তামণি-নাম গ্রন্থ সুরচন ।
 অনাআসে এ ভবসমুদ্র হত্যে পার,
 সাধকেন্দ্র-শিরোমণি করিল প্রচার ।
 নিবাস সমরসাই বুইনান গ্রামে,
 সাধকেন্দ্র শ্রীকিশোর শিরোমণি নামে ।
 সমূহ সাধকবর্গে প্রগতি প্রার্থনা,
 খণ্ডিবে আমার দোষ করিবে মার্জনা ।
 পূর্ণানন্দ পরমহংসে করিয়ে প্রণাম,
 জার গুণে পথপরিচয় মোক্ষধাম ।
 শকাব্দা শোলশয় পঁচানব্বি শকে,
 পয়ারে প্রকাশ গ্রন্থ উক্ত ইহলোকে ॥

॥ সমাপ্তোয়ং যোগচিন্তামণীতি ॥

॥ শকাব্দা ১৭২০ ॥

॥ शक्र-सूची ॥

অকথ্য ২০৭—অনির্বচনীয় । (প্রা০) অকথ (অবাচ) পদ, (দ্রা০) যহ্ সব দাদু
অকথ কহাণী, (জা০) রোই রোই লিখা অকথ্য, (ক০) বুঝো অকথ
কহাণী, (গ্রা০) কহি রবিদাস অকথ কথা বহ্ কাহি করৌজৈ ।

অকাজ ২২—কুর্কম্ব । (ক০) সূত। হোই অকাজ, (জা০) কাকর ভা ন অকাজ ।

অকুব ১৫৪, ১৭০—আ০ $\sqrt{বকফ} = বুদ্ধি$, আক্কেল । (প্রা০) হব্ মদ্ কৌ বকুফ্
নদারদ্ চৌগুনা জৌস্ত ।

অগ্নি ৮৯, ৯৩—ভোম, দিব্য ও দৈহিক অগ্নিভ্রম । (গো০ বা০) অগনি হী জোগ
অগনি হী ভোগ, অগনি হী হঠৈ চৌসটি রোগ, ইত্যাদি, (ক০) বরসি
বুঝাটৈ অগ্নি, (ক০) অহ নসি ব্রহ্ম অগনি প্রজাটৈ ।

অগ্নিতলা ১৫০—(শ্রীহট্ট০) আগুনশাল, যে শরায় বা চুলিতে দিবারাত্র তুষের
আগুন জালানো থাকে ।

অঘোর ৩৩—সমস্ত । (ক০ কৌ০) অঘোর পাপে তোর বেআশিল গা ।

অজপাত ১৬—রেতঃপাত ।

অজু ১৪৪—অজ । (প০ ক০) অজু অজু পরশ ভোর ।

অছকা ৮৯—আজ । (শ্রীহট্ট০) আজগুয়া ৭ আজগা ৭ অজকা ৭ অচকা, অছকা ।

অজপা ১৩১, ১৩৫—প্রাণীদিগের স্বাভাবিক স্বাসক্রিয়া দ্বারা সাধ্য জপ ।

(গো০ সং০) অজপাহি মহাগায়ত্রী যোগিনাং মুক্তিদায়িনী ।

(শা০ ত০) একবিংশতি সহস্রষট্শতাদিকমীশ্বর,

জপতে প্রত্যহং প্রাণী সাজ্জানন্দময়ীং পরাম্ ।

বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ,

অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনৌ ।

(প০ বি০ স্ব০) সোহহং-হংস পদে নৈব জীবো জপতি সর্বদা,

(গো০ বা০) গংগা জমুনা তুবেণী সংধী, অজপা জপো গাবত্ৰী বন্ধৌ ।

(ক০) সুরতি সমাণী নিরতি মৈ, অজপা মাই জাপ ।

অজুত ১৬১—আ০ $\sqrt{বজদ} = সত্তা$, শরীর, সমগ্র ও দৃশ্য জগৎ । (সার০) দব্
বহব্ ই বজদ্ বিন্গব্ ভুফান্ আস্ত্, (দ্রা০) তারিক ইস্ ঔজ্জ্বলৈ
দাদু পাক অকৌন, মোজ্জদ খবর মাবুদ খবর অরবাহ খবর বজ্জদ ।

অর্দ্ধসল ২০১—কৌণগতি । অর্দ্ধ + সল (গতি) ।

অধেউর্কে ...৯৪—অধঃস্থিত বীর্ধ্যকে উর্দ্ধগামী করণ (প) । (গো০ বা০) মৈথুন কৈ

ঘরি জুরা গরানৈ অরধ-উরধ লৈ জোর, অরধ উরধ মৈ লাইলৈ তালী ।
(ক০) অরধ উরধ বাজাব, অরধ উরধ কী গঙ্গা জবুনা মূল কঁবল
কৌ ঘাট ।

অনাহত ২১৮—হৃদয় মধ্যস্থ দ্বাদশ দলবিশিষ্ট পদ্য । (প্রা০ ত০) অনাহতমিষ্টপীঠঃ
চতুৰ্থ কমলং হৃদি । হংসমস্ত্র ধ্বনি । প্রাণাধার অনাহত কমলে বিনা
আঘাতে হংস শব্দ ধ্বনিত হয় বলিয়া এই পদ্যের নাম অনাহত । (চ০
১৯) অনহা ডমক বাজএ বীরনাটে, (গো০ বা০) বাজত অনহদ তুর,
(দা০) অনহদ বাজৈ তুর, (ক০) অনহদ বাজৈ নীঝর ঝবৈ, উপজৈ
ব্রজ গিয়ান, (আ০) অনাহত শব্দ মধো মন কৈল লীন, (জা০) তন
তুরংগ পর মহুআ, মন মস্তক পর আস্থ, সোহুই আস্থ বোলাবই
অনহদ বাজা পাস্থ, (দা০) সবদ অনাহদ হম স্তম্ভা নথ সিধ সকল
সরীর, (প্রা০) অনহদ বাসা স্তম্ভ ঘরি রহৈ তুম্বারে পাস ।

অমুমতি ১৮২—ইচ্ছা । (ক০ কী০) কর রতী অমুমতী পৃথ বনমানী ।
অস্তর ১৫, ২৭—নিমিত্ত, জ্ঞাত । (ক০ কী০) তোক্ষার অস্তবে পথে সাধোঁ
মাহাদান ।

অবধু ২০৪—অবধূত । (জা০) সেবরা খেবরা বানপর সিধ সাধক অবধূত,

(ম০ ত০) অ— আশাপাশবিনিমুক্ত আদিমধ্যান্তনির্মলঃ,
আনন্দে বর্ততে নিতাম্ অ-কারন্তস্ত লক্ষণম্ ।
ব— বাসনা বজ্জিতা যেন বক্তব্যঞ্চ নিরাময়ম্,
বর্তমানেষু বর্তেত ব-কারন্তস্ত লক্ষণম্ ।
ধু— ধূলিধূসরগাত্ৰাণি ধূতচিত্তো নিরাময়ঃ,
ধারণাধ্যাননিমুক্তো ধু কারন্তস্ত লক্ষণম্ ।
ত— তত্ত্বচিন্তা ধূতা যেন চিন্তাচেষ্টা বিবজ্জিতঃ,
তমোহঙ্কারনিমুক্তঃ ত-কারন্তস্ত লক্ষণম্ ।

অমনাগমন ১৩০—আনাগোনা । (চ০ ৯) মার বে জোইঞা মুসা পবণা জেঁণ
তুটঅ অবণা-গবণা, (চ০ ১৬, ২৪, ৪৭ জ০), (পা০ দো০) তুট্টেসই
মা ভংতি করি আবাগমণই বেজি, (ক০) আবাগমন হোত হৈ ফুনি
ফুনি ইহ পর সংগ ন ছুট্টে, ইত্যাদি, (দা০) আবাগমন রহ দূরি কঠৈ
সমরথ সিরজনহার, (গো০ বা০) আদিত সোধো আবা গবন ।

অমার্মা ১৫৪—মার্মাহীন । (টৈ০ জা০) সেইদিন অমার্মা কহিলেন কথা ।

অস্তাগফ্যর ১৬২—আ। √ ইস্তাগফ্যর বা গফ্যর = ক্ষমা চাওয়া। (প্রা০) ইবলিস্
চুঁ মিনালদু জী ইস্তাগফ্যর ই মা।

অশ্বে বেস্থে ১৮—তাড়াতাড়ি। (কু. কী.) তাক দেখি বড়াই পালটি
অথবেথে।

আই ৩২—আয়ু।

আউট ১৩২, ১৪৬—(৪০ ডি. বি. এল.) অর্ধচতুর্থা অর্ধউট্ট ৭ আহঠ ৭ আউট
= লাড়ে তিন। (কু. কী.) আউট হাথ কলেবর তোর, (মা০)
অছঠ হাথ তন সরবর, হিয়া-কঁবল তেহি মাই।

আউটি ৭৬, ১২৮—আবর্জন করা বা ফুটাইবার সময়ে আলোড়ন করা। (ক.
চ.) আলি হতাশন, আউটে কাঞ্চন, চারিভিতে স্বর্ণবাড়।

আউড়িয়া ১১৬—আবৃত্তি করিয়া।

আউড়িল ২৪—আবৃত্তি করিল।

আউতন ১১৮—আউড়ন।

আকলিল ১১—চিন্তা করিল।

আকুলি ১৩১—চিন্তা করিয়া।

আগর ১৮১—শ্রেষ্ঠ। (অ. ম.) গুণসাগর নাগর, আগব হে।

আচাভুয়া ২২, ২৪—(শ্রীহট্ট.) অত্যন্তুত, বিস্মিত। (চ. ৫) উইএ গঅণ মাঝে
অদভুআ, (৩০, ৩২, ৩৫, ৬২) অবভুআ, (কু. কী.) আর আদভুত
দেখো চন্দ্রাবলী সিন্দূর জ্বর ললাটে, (অ. ম.) আয়তি কেবল আচাভুয়া,
(ক.) কহে কবীরা সন্ত হো, বড়া অচংভা মোহি, এক অচংভা
দেখিয়া, হীরা হাটি বিকাই ইত্যাদি. (দা.) সব জগ মাইন সত্তি করি
বড়া অচংভা মোয়।

আছড় করে ১২৮—আছড়াইয়া ফেলে।

আড়ি-মুউড়া ৮৬—আলস্তভাঙ্গা শরীবভঙ্গি, ইতস্তত বা কার্যে অনিচ্ছা।

আপ্তমা ২০, ২১—আত্মা।

আস্তমা ৮৮—আত্মা। (জা. ত.) আত্মতীর্থ ন জানন্তি কথং মোক্ষো
বরাননে, (দা.) দাদু আনন্দ আতমা অধিনাসী কে সাথ।

আদারি ৭২—কাথা।

আর্কের ২০৬—অধের।

আলুনি ১০৫—অলবণ, আলুনি।

আঙ্কলে ৮৬—অঙ্ক ব্যক্তিতে।

আঙ্কারে ৮৩—অঙ্ককে।

আপতোষে ১৭৩—হিঃ নিজের খসীতে, ইচ্ছামতো।

আপেআপ ২০—নিজে নিজে। (চঃ ৩৫) অপণে অপা বুঝ তু নিঅ-মণ,
(পাঃ দোঃ) অশ্লে' অশ্লা আইষট্' নিব্বাণং পউ দেহু, (গোঃ বাঃ)
বিচারিতৈ আপৈ আপ, (কঃ) অপণে' রূপ কৌ আপহি জাঁণে', আপৈ'
বট্টৈ অকেলা, (দাঃ) রোজা এক দূরি করি দূজা কলিমা আপৈ আপ।

আফালে ১১১—আফালনে।

আমনেত ১১১—মনহীনতা। তুঃ আমন ধান = অমনস্ক ধান, (চঃ ২ অঃ) অমণ
ধাণ = আমান। (পাঃ দোঃ) অচিত্তহো চিত্ত জো মেলবই সো পুণু
হোই গিচিংতু।

আমল ১১০, ১১৭—আঃ √ আমল = অধিকার। (অঃ মঃ) পরগণা পরগণা
হইল আমল, (প্রঃ) জিন্দগী রা ববু আমল আস্ত ইনহিসবু।

আমানেতে (?) ২৩—আমনেত দ্রঃ।

আরজ ১৬১—আঃ √ আরজ = আবেদন। (অঃ মঃ) ভাল হেতু করেছিহু ছজুরে
আরজ, (প্রঃ) আরজ কর্দম বা আ শাহীজহানম্।

আল ৫২—ভূমির সীমা।

আলগ ৬৫—অলগ। (টৈঃ ভাঃ) বিশ্বস্তর অগ্রে নিল আলগ করিয়া।

আলগা ছাতি ৩১—অধুত, দণ্ডহীন ছত্র।

আশিট্টা ১৮৬—আষটে।

আহলি ১৪৪—আকার।

আহইল ৪৫—আহ্বান করিল।

আহুড়িয়া ১—আবরণ করিয়া।

আহুড়িয়া ১১৫—আবৃত্তি করিয়া।

আহুতিআ ১১৬—আহুড়িয়া।

আহুতিল ১২৫—আবৃত্ত হইল।

ইঙ্গলা পিঙ্গলা ৮৭, ৮৯, ৯২—ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। (কঃ কীঃ) ইড়া
পিঙ্গলা সুষমনা সঙ্খী, (কঃ) ইড়া পিঙ্গলা সুষমন বন্দে।

ইল্‌নাল ৯৪, ১৫২—বেকানাল, সরুয়া শংখিনী জষ্টব্য। (৫০১২) তুট ই ইন্দিয়াল,
(৫০) ইন্দীআলী তুট তুহ, (৫০ ৪৮) পঞ্চনালো উঠি গেল পাণী।

ইল্‌বাল ১৪৬—ঘণ্টা জষ্টব্য।

ইল্‌তুল্য ২৩২—ইল্‌তুল্য।

ইয়ালি ৬৬—ফা০ √এয়াদ = স্মরণ। (ক০) ইয়াদ ই ইয়ার ই মেহবুবান্ আয়দ
হামী।

ইষ্টা ১৩০—ইষ্ট, অভিলষিত।

ইংসায় ২১১—ইচ্ছায়।

উআরি মেহারি ৪৬, ৭২, ১০০—উপকারিকা মহিলা। (৫০ ২০) উআরি
উএসে কাহ্ন নিঅড় জ্বিণ্ডের, (২১) নিঅ দেহ করুণা শুন মেহেরী।

উছাট ৭২—উল্লঙ্ঘন।

উজ্জাউক ৯১—উজ্জানে যাউক। (৫০ ৩৬) কুল লইগরে সোস্টে উজ্জাউ।

উঝাটি ৪৮—পায়ের আঙ্গুলের চুটকি।

উঞ্চনীঞ্চ ৫২—উচুনীচ।

উথাল ১৬৬—উত্তাল।

উদ ৭৬—উদ্র, উদবিড়াল, ভোঁদড়। (ক০) উদ্র ন কবছঁ ইছরৈ।

উদাস ২১৩—রাগশৃঙ্গ। (৫০ ১৬) জো মন-গোঅর মো উআস, (ক০) সব তন
জলতা দেখি করি ভয়া কবীর উদাস, (মা০) ঘটি কস্তুরী মিরিগকে
ভবমত ফিরে উদাস, জংগল মাঁই জীব জে জগথেঁ রই উদাস, ভীত
ভয়ানক রাতদিন নিহচল নাহী বাস। (ম০) কোন দোষে তারে মুক্তি
করিম্ উদাস।

উছর ১৪৭—ইন্দুর।

উথারিয়া ২২—উদ্ধার করিয়া, তুলিয়া।

উফরে ফাফর ৪৪—অহু০ ব্যাকুল হৃদয়, (গ্রীহট০) উফর-ফাফর।

উফাএ ১৪৬—উপায়।

উফারএ ৬৭—উপড়ায়।

উবাস ১০৪—উপবাস।

উবুদ ১২০—উগুড়, অধোমুখ।

উভারিয়া ১৫২—তুলিয়া।

উমাএ ১৪৪—স্বল্প গরম করে।

উলএ ৮২—উদিত হয়। (৫০ ২৩) জোছা উএলা, (ক০ কী০) উইল স্বরুজমণ্ডলে।

উলটি ৮, ৭২—ফিরিয়া। (৫০ ৪৩) বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা, (গো০ বা০)

উলটে কমল সইশ্রদল বাস, ভ্রমর গুফা মহি জোতি প্রকাশ, (ক০) মন

উলট্যা দরিয়া মিলা, উলটি মুসৈ সাপনি গিলৌ, উলটি জাত কুল দোউ

বিসারী, উলটত পবন চক্র যট ভেদে সুরতি স্বয় অমুরাগী।

উশাস ১৭৩—প্রশাস, উচ্ছাস, অবকাশ, মোচন। (ক০) অনী স্থেলী সেল কী
পড়তা লেই উসাস।

উয়ু ১৫৪—উয়।

উল্লেখ্যরী ২৪—উল্লেখ্যমী।

একলে ৩২—একেলা।

একিন্দার মুখাতি ১৮৬—(জা০ দা০) একীন্দার মুখাকৃতি—সমগ্র মুখাবয়ব।

এগান ২০১—উঠান, অগন।

এড় ১০১—এলাইয়া দাও।

এড়য় ১৬—এড়হ=তাগ কর।

এড়ি ১০—ছাড়িয়া, ছাড়াইয়া।

ওকদল (৭) ১৪২—আশ্রয়স্থল। (ওকঃ—আশ্রয়)।

ওট ১৪৪—উট।

কর্ণের লতি ১৪৪—কানের নীচেকার নরম মাংসের দোলক।

কণ্ঠাগ্রত ১৫০—কণ্ঠাগত।

কথাভুৎপত্তি ২০৪—কোথা হইতে উৎপত্তি।

কদর্থন ২০—ভৎসনা।

কদম ১৭৬—আ০ $\sqrt{\text{কদম}} = \text{পদচিহ্ন}$ । (ফৈ০) সিদ্ধনা হব্ হব্ কদম পী সিদ্ধনা
হৈ, সউক কো আস্তন সে কেয়া মতলব।

কদল ১৪২—কুণ্ডল।

কদলী ১০ইত্যাদি—জীরাঙ্গা, আধুনিক মণিপুর ও তৎপার্ব্বর্তী অঞ্চল। যোগশাস্ত্রে
শব্দটি রূপক হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়াছে সুন্দরী নারী, যোগ-
সাধনার পীঠ ও মোচা অর্থে। (ক০) গগন গরজি অংঘত চটৈ
কদলী-কঁবল-প্রকাশ, কদলী পুত্ৰ দীপ পরকাশ, কদলী পুত্ৰ ধূপ

পরগাস, কদলী কুমদল ভীত্বা, তহা দস আঙ্গল কা বীচ বে,
(জা০) পিংগলা কজরী-আরন।

কদাচিত্য ২২—কদাচিংও।

কর্পটি ২৩—কৌপীন।

কমল ৮৯—দেহস্থিত পদ্ম। (কৌ০) নীলয়া সিদ্ধিভাগ্যোহসৌ ভবতোবাং বরাননে,
ক্ষৌরোদার্নবমধ্যস্থং শ্বেতং কমলবিস্তরম্। (কু০) ব্রহ্মস্থানে স্বং কমলং
চতুষ্টয়লাদ্বিতম, তত্রৈব মনসা বোধ্য লক্ষ্যেদৌপশিখান ব্রতী।
হৃদিসংস্থকমলং হিত্বা মুগ্ধি যান্ প্রপূরয়েৎ, পাশস্তোভং করোতোবাং
যদি বিশ্রমতে মনঃ। মুগ্ধি কমলসংস্থানং জলনাধারং বিচিস্তয়েৎ, চলন্তং
প্রাময়েত্তেন নিয়তং তু মহীতলে।

করণেতে ৪৮—কর্ণেতে।

করম ১—করি, করিব।

কর্তাল ৪৭—করতাল (মন্দিরা)।

কলা ২১—আদি অবয়ব।

কসাকস ৬৮—টানাটানিব বিষয়। (দী০) সকল বিনাশ কৈলা জীবন কসাকস।

কহম ৮৫—কহি, কহিব।

কাক-কোলে ১২—কাঁকাল ও কোল, কক্ষ-কোড়।

কাকা ১৮২—কাক।

কাক্কে ২৮—কাঁকে।

কাচ ১৮১—ছলন নৃত্য, সং : তু০ 'কাচনাচ' (ফরিদপুর)।

কাছটি ২৩, ৪৮—(শ্রীহট্ট০) পরিহিত ধুতির কোমরবন্ধ। (গো০ বা০)
ফাড়ি কছোটা বাত্তৌ বহৈ।

কাছি ৬৬—মোটো দড়ি। (চ০ ২৮) ষ্টি উপাড়ী মেলিলি কাছি, (২২) পিটত
কাছী বাক্কী, (রা০ প্র০) তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাধা
মুলাধারে।

কাজল কোঠাএ ১৪০—ষট্চক্র (?)। (ক০) ষট্ চক্র কৌ কনক কোঠরী বস্ত্র ভাব
হই সোই, কাজল কেরী কোঠরী মসি কে কর্ম কপাট, কাজল কেরী
কোঠরী কাজল হী কা কোট, কাজল কেরী কোঠরী তেনা বহু সংসার,
(প্রা০) বজ্র কৌ কোঠরী বজ্রকে কিবার, তহা বৈঠা পিঙ প্রান অধারি,
(গো০ স০) ভোমর কোঠা ভেটিল তথা শ্রীকলার হাট।

কাজাগে ১৪৫—(১) ফা০ কাজা (=অতীত)+আ০ গুং গুতন(=বলা) =
কাজাগু = অতীতপকারী ।

কাড়ারি ৭৭—কাণ্ডারী, কর্ণধার ।

কাণ্ডার ৭৬—কন্দাবার, কাণ্ডপট = তাষ । (ঘ০) কাপড় কাণ্ডার আড়ে কানডা
রূপসী ।

কানষা ১৪৩—(১) পূর্ণ । কানাসোঁ = কানাসই (১) । (কু০ কৌ০) কানাসোঁ
পানী ।

কামাই ১৬৭—উপার্জন ।

কামিলা ১৬৬—আ০ কামিল = ওস্তাদ, কারিগর, মজুর ।

কারজা ১৮৮—করমচা (১) ।

কিটাই ১০৮—(ত্রিষ্টু০) ভৎসনা কবিয়া ।

কিসেরে ১১৫—কি ভুল ।

কীটাই ২৮—কিটাই দ্র০ ।

কুণ্ডলিনী ২০১—মূলাধারস্থ জীবনদায়িনী শক্তি । (গো০ সং) কন্দোর্দে কুণ্ডলিনী
শক্তিব্রহ্মা কুণ্ডলী চ সা, ব্রহ্মধারমুখং নিতাং মুখেনাচ্ছাণ্ত তিষ্ঠতি ।
(ধান) প্রস্তুতভুজগাকারী সার্ক-ত্রিবলয়ান্বিতা ইত্যাদি ।

(আ০) তথাত কুণ্ডলী দেবী আছে নিম্নরূপে,
সর্পরূপ ধরি বহে সুষুম্নার পথ ।
অধোমুখে চন্দ্র তথা অমিয়া বরিষে,
উর্ধ্বমুখী হইয়া কুণ্ডলী সব চোষে ।

কুর্পর ১০৩, ১০৫—ক্রীতদাস । (ম০) স্বতন্ত্র না হও তুমি নারীর কুর্পর ।

কুলপথে—২৩২—কুণ্ডলিনী শক্তির গতিপথ ।

কুলপদ—২২৬—কুণ্ডলিনীর স্থিতিস্থান ।

কেটা ১২৯—কেউটে সাপ ।

কোনে ১৭, ১৩০—কেহ, কে ।

কৌতর ৭৭—হি. কবুতর ।

ক্ষেত্রসার ২১২—দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান ।

খটক ১৫৩—নরকপালাগ্র মৃদাব ।

খরশান ১৭৬—প্রথর ।

খাক ১৩৭—ফা০ ভস্ম । (সার০) বিনগরকে আজীর্জা হামা দর খাক জ্বন্দ, (জা০) কহউ সো পীর কাহি বিহু খাগা ।

খাকী ১৫১—মুগয় । (দা০) খাকী দিল সৃষ্টে নহী নরী মংবি হজুর ।

খাখার ১৩৪—কলহ । (কু০ কী০) আলপ বএসে বৈল বড়ি থাখার, (প০ ক০) কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার ।

খাখেত ১৩৭—ভস্ম ।

খাগদেহ ১৬৭—ছাই দেহ ।

খাতা ১৫—কাখা, খস্তা (৭) ।

খাতার উলসে ১০৬—কাখার ছারপোকা । হি০ উরীষ (৭)

খার ১৮২—ক্ষার । (পা০ দো০) খারমুক্ত গংধেণ, (রা০ প্র০) বাস্নাতে দাও আগুন জ্বলে খার হবে তার পরিপাটি ।

খালখোল ২১—ডোবাডুবি । (চ০ ৩৫) বাম দাহিণ জো খাল-বিখলা ।

খালজোড়া ২২—ইড়াপিঙ্গলা । (চ০ ৫) এক সে শুড়িগী ছুই ঘরে সাক্ষা ।

খাবরী ৩৮—খপর, কাঠ, মাটি বা পাথরের আবখোরা । (কু০ কী০) হাথে বাপর ভিখ মাজএ যোগিনী, (ক০ চ০) ব্যাঙ্কনের তরে দিল নূতন খাবরা, (ক০) মত ঘালহ জম কী খবরী, (প্রা০) বিন খপর পানী পীয়া ।

খুটা ২৯, ৪৩—খোটা, গঙ্গনা, ভব'সনা ।

খেদাই ৫৩—দূর করে ।

খেমাইরে ২০, ১৩৬—ক্ষান্ত করিবার জ্ঞ, ক্ষমাকে, চৈতন্তকে ।

খেমার ২৫—ক্ষমার, চৈতন্তের ।

খেমারে ২৫—ক্ষমাকে, চৈতন্তকে । (কু০ কী০) খেমা কর মনে ।

খেয়ানী ১৬৭—যে খেয়া পার করে ।

খোয়া ১২৫—কোয়া, কুয়াসা ।

খোস ১৫৮—ফা০ \sqrt{x} = খুশী, আনন্দ । (প্রা০) খুশ্ বাস্ দমে কে জিন্দগানী ইয়াল্ ।

গগন ২০, ২২—আকাশ ; এখানে ব্রহ্মরক্ষ । (চ০ ২৭) স্থান তরুর গগন কুঠার ।

গঙ্গায়মুনা ৮৮—ইড়া-পিঙ্গলা । (জা০) অধোদ্বিঃ প্রাণসঞ্চারঃ বহতে চৈব নিত্যশঃ,

উর্দ্ধে চারে ভবেদ্ গঙ্গা যয়া চাধো ব্যবস্থিতঃ । (চ০ ২৯) গঙ্গা

জউনা মাঝে রে বহই নাদি (চ০ ৪৩) গঙ্গা যমুনাএ দইরস্তুি সখি রে, রবি

শশি গগন-দুআরে । (গো০ বা০) গংগা জমুনা ত্রিবেণী সংধী, (ক০)

গংগ জমুন মোরো খাট নাভোরে, হংসা গবন কুলাই জো, গংগ তীর
মোরো খেতীবারো জমুন তীর খরিহাণা, গংগা জমুন উর অংতটৈর,
সহজ হুঁটিলেন ঘাট, (দাং) গংগ জমুনা সুরসতি মিলৈ অব সাগর
মাঁহি, খারা পানো হোই গয়া দাদু মৌঠা নাহি। (দাং) গংগা যমনা
অংতর বেদ, সুরসতী নৌর বটৈ পরসেদ।

গজগাড়ি ১০২—গজগতি। (কুং কৌং) হেন বুলি রাখা কলসৌ লজা জাএ
গজগড়ি ছান্দে।

গজা ৭৬—খন্দ।

গড়নের ৮৬—সৌষ্ঠবযুক্ত (?)।

গাইনে ১০২—গায়কে।

গাভুর ১১, ৩৫—জোয়ান, শ্রমিক।

গাভুরালি ৩৮, ৬৬, ৯০—যুবকত্ব; এখানে কামভোগ। (গোং সং) গগন
মন্দিরে শুয়া করে গাভুরালি।

গাহনৌ ১৬৭—নোকার মালবোঝাই স্থান, পাটাতন। (চং পুং) দেশের উপর ভর
করি নাএর দেও গাহনৌ।

গিদধড় ৮৬—শৃগাল, ধূর্তামি, হৈয়ালি; এখানে গ্রহেলিকা বিচার।

গিরি ১১০—গৃহী, গৃহস্থ।

গীসে ১৪৪—গ্রীষ্মে, গরমে। (কুং কৌং) গিরীশ সমএ।

গুড়া ১৬৭—নোকার অঙ্গবিশেষ, খোল (?)। (কুং কৌং) তাত গুড়া বোড়ী দিল
তোলঝাপে, (চং পুং) আকাষ্টা কাঠের নাও লাগিআছে কতক গুড়া।

গুরুকের ৫২—গুরুর। এখানে -কের প্রত্যয়লক্ষণীয়। তুং (কুং কৌং)
তিরীর ঘোবন রাতির সপন ঘেহু নদীকের বাণে, (দাং) কায়্য অংতরি
পাইয়া ত্রিকুটি করে তীর।

গোঁজ ৬৮—কুঁজ।

গোপথ ১৬৫—গুপ্ত।

গোয়াই ১০—* গমাপয়ামি, (গচ্ছামির শিষ্য) —কাটাই।

গোয়াতে ১২৮—পাশ্বেদেশে।

গোস ১৫৮—কাং √গোশং—মাংস।

গোট ১৭৪—বীজ।

ঘড়িয়ালি ১৩১—ঘণ্টাবাদকের কৃষ্য । (গো• বা•) অনহন ঘড়ী ঘড়িয়াল বজাই লৈ,
পরম জোতি ছুই দীপক লাই ।

ঘণ্টার বাজ ১৮০ ইত্যাদি—ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণবায়ুর সমাগমে উৎপন্ন ধ্বনি । (স•)
হৃদিস্থানে ন বক্তে চ ঘটিকা তালরন্ধ্রে কে, ন ইড়া পিঙ্গলা শাস্তা ন
চাস্তীতি গমাগমে । (কৌ•) সমীরন্তোভকং চক্রং ঘটিকা গ্রহীণীতলম্,
নাসাখং বাদশাস্তং চ ব্রুবোর্মধ্যে ব্যবস্থিতম্ । (গো• সং•) গগনং পবনে
প্রাপ্তে ধ্বনিক্রুৎপত্ততে মহান, ঘণ্টাদীনাং প্রবাত্তানাং সিদ্ধিস্তত্ত্ব ন দূরতঃ ।
ঘরিণী ২, ১০৪—গৃহিণী । (চ• চ) নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী, (চ• ৩৮) নিঅ ঘরিণী
গামে সহজ সুন্দরী ।

ঘাঘর ৫৮—ঘুঘুর । (কু• কৌ•) ঘাঘর মগর পাএ ।

ঘাটা ৩০—হি• ঘাটতি, অথবা ঘোলাইয়া দেওয়া ।

ঘোলবর্ণ ৬৮—ঘোলাবর্ণের ।

চক্র ৭২—(গো• বা•) অষ্ট চক্র : যথা, আধার, দৃষ্ট, মণিপুর, অনাহত, বিশ্বক, অগ্নি,
জ্ঞান ও হৃদ্বিম, (কৌ•) দেহস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রের অমুগ চক্রাকার পদ্মসমূহ ।
এখানে তাহারই প্রতীক যোগীদের ব্যবহাষ্য গ্রহরণ বিশেষ ।

চতৌরা ৪৭—মন্দিরা (?) ।

চঞ্জলিরা ২১২—ইড়া নাড়ী ।

চমক ১৩৭—চকমকি । (প্রা•) মাস বিহুনী মিরগৈ খাটৈ, গুরুমুখ চকমক
ঠনকা লাটৈ, (গো• বা•) চকমক ঠরকৈ অগান ঝটৈ ইত্যাদি ।

চরাট ১৬৭—নৌকার পাটাতন, চালক বসিবার তক্তা । (সো• গী•) নাওনা তুলিয়া
চরাট লাগাইয়া ছইরে দিল বাজি ।

চান ১৪৬—চান্দ ।

চান্দসুরজ ৭৫, ২১৮—রবিশশী ব্রহ্মব্য ।

চাপড়া ৭২—স্থল (চর্ম) খণ্ড ।

চায়সি ৩২—চাহিস ।

চারিচন্দ্র ৭০—যথা, আদি, নিজ, উদ্বস্ত ও গরল (পাঠ ব্রহ্মব্য) ।

চালেচালে ৮৬—ঠেসাঠেসি ।

চিঞ্জিলী নাড়ী ২১২—বজা নাড়ীর ভিতরে অবস্থিত ।

চুরিদারি ১১৬—চৌধ্যবৃত্তি ।

চুলি ১৩৬—উন্নয়ন, এখানে, আশুন দিয়া।

চেন্নাম্ম ৩০—চেতন করিব। (কু.) শিষ্টবে বসিয়া দাসী চিওন তখন, (কু. কী.)

চিআইআ সমস্তী দেহ। দক্ষিণ রাঢ়ে ‘মঙ্গ চিয়ান’ মঙ্গ আগানো
অর্থাৎ কার্য্যকর করা অর্থে প্রযুক্ত হয়। মদচোলাইএর ‘চিয়েন তাঁটা’
ভিন্নার্থে প্রয়োগ আছে। (চ. ৫) চীঅণ বাকলঅ বাকুণী বাক্তঅ,
(গো. বা.) ঈকীস ব্রজও তাঁটা চিগাবৈ, লীযত সদা মতিবাল।

চেরাগ ১২৭—কা. √চিরাগ্—প্রাণীপ। (প্র.) চীহ্ দিলাবরঅন্ত ছজ্দ্দে কে বাকাক্
চেরাগ দারদ্

চোরাচুল্লি ২০০—চুরি করিতে গিয়া অপঘাতে মৃত প্রোতযোগী বিশেষ।

চুল্লি∠চুল্লী (কু. কী.) বালী চুল্লী।

ছত্তর ৬৮—ছত্র।

ছত্রগাছি ১২৯—ছাতাটি।

ছাআল ২৪—সজ্ঞান। (কু. কী.) ছাওয়াল কাহাঞি বল করে।

ছাইলা ২০২—ছেলে।

ছাড়িব করি ৭৪—ছাড়িব বলিতে।

ছাদেক ১৬১—আ. √স্দি (= সত্য) ৭ সাদেক = সত্যসঙ্গী শিষ্ট।

ছান্দিয়া ২০—বেষ্টন করিয়া। (চ. ১১) ছান্দক বাক্ত করণ-কপাটের আস।

ছাপাইয়া রাখ ৮২—লুকাইয়া রাখ।

ছালী ১৪৬—ছাগলী।

ছিরা দেবী ১৫১—শিলা দেবী; সম্ভবতঃ শিলাই নদীর ঘাট, তীর্থস্থান বিশেষ।

ছুটি গেলে ৭২—ছাড়িয়া গেলে।

ছেকিয়া ১৮৭—সেক দিয়া।

ছেজদা ১০৭—আ. √সিজদা = প্রণাম, পূজা। (ম.) জা মস্জিদ হু কর সিজদা।

(দা.) চং সুর সিজদা করৈ নাব অলহ কা লেই, তব সাহিব কো
সিজদা কিয়া অব সির কো ধর্যা উতার।

জড়িল ১১০—জড়িত হইল।

জহু ২১২—জয়। (জা.) জহু লেনিহার ন লেহি জিউ হয় হি তরাসহি তাহি,

(শি.) পাণ তহু হতে জহু জানি পাণভাগ (অ. ম.) তব জহুজহু
ভেজিব এ তহু।

জলকুন্ত ১৩০—মুলাধার।

জাঙ্গাল ১২৫—মাটির বাঁধ। (আ.) মহাজেন পুঙ্গব দেয় কতেক জাঙ্গাল,
(ক.) পুরাণে জাঙ্গালে নাঞ্চি জীবনের আশা, (সো. গী.) সোণা
যাইতা বলি দরবন্তত এক জাঙ্গাল বাঁধাইলা।

জিও ২০৭—জীবন, প্রাণ। (প্রা.) কবন কার্য কবন জীউ কবন হুঁদরী কবন
গীউ।

জিকীর ১৫৪—আ. √জিকর = স্ববণ, দোহাই। (প্র.) জিকরো কিকরো ইল্মো
ইরফানোম্ তু ই।

জিন ১২৮—আ. জীন = দৈত্য।

জিন্দগী ১৬২—ফা. √জিস্তান = জীবন। (প্র.) জিন্দগী জিন্দা দিলি কানাম হৈ।

জিয়াও তাহানে ১১৫—তাহাকে বাঁচাও।

জিবা ১৪৩—জিনিবা, জয় করিবে।

জিহ্বাগতে ১—যতদিন বাক্যক্ষুণ্ণ হইবে।

জুআএ ২, ৪৯—যোগ্য হয়। (ক. কী.) এবৈ মথুরার হাট জাইতে জুআএ।

জুব ৭৫—যুদ্ধ। (চ. ৪১) নিতে নিতে ষিআলা ষিহৈ সম জুবঅ।

জুতি ১৩২—জ্যোতি।

জোত ৮৬—সংযোজিত কর।

ঝাপিয়া তরিতে ৮৬—ছোট নৌকায়।

ঝারা ১২৬—ধারা।

ঝারি ১০৭—গাড়ী। (ক. চ.) পুজনে চেমঝারি।

ঝিম যাউক ৮৬—ক্ষীণ হউক।

ঝিয়াই ৪১—দুহিতা।

ঝুরে ২৫—খেদ করে, ঝিমাইয়া পড়ে, আবিষ্ট হয়। (ক. কী.) মন ঝুরে তোর
নামে ল।

টঙ্গি ৭—উচু বৈঠকঘর, জলটুঙ্গি। (ক.) জলটঙ্গি দক্ষিণে সমুখে গুয়া-বন।

টঙ্গিত ৭—টঙ্গেতে, উচ্চ মঞ্চে। তুলনীয় (ক. কী.) গলাত পাথর বাঁধি দহে
পইসন্ত, তোমার ধানত মো না বুলিবো আন, চখুত নাইসে নিন্দে।

টলি গেল ৮৫—অলিত হইল। (চ. ১৪) পাণিআ টলিআ ভেউ ন জাঅ
(ক. কী.) তাবুল পেলাইলো বাম চরণে টালিআ।

টাট ১৫৫—ঠাঠ।

ঠমকে ১৪—ঠাঠ করিয়া।

ঠাকুরালি ২০—প্রভু।

ঠাঠার ৭৫—তত্ত্বিত, বজ্রাহত, শুক। (চ. ২৫) আগম-পোষা ঠাঠা মালা।

ডরাতে ১৬৭—ডহর, খোল। (ক. কী.) পসার গাছাড়া খোহ ডহরার মাঝে,
দধির চূপড়ী রাখা থুইল ডহরাএ।

ডাট ১৫৫—শক্ত, দৃঢ়।

ডাহুক ১১—ডাক পাবী, স্থান বিশেষ। “ডাহকা”, “ডবাক”, “ডাউকো” (?)।

ডুরি ১৬০—দাড়ি

ডেঙ্গানী ২৬—মহিলা।

ঢলিল ৭৭—অবশান হইয়া আসিল। (গো. বা.) অগনি। বহুর্ণা বধ ন লাগৈ
ঢলকি আই রস কাচা, (দা.) সংখ্যা চলে উতাবা বটাউ বনখণ্ড
মাহি, বেরিয়া নাহী ঢীলকী দাদু বেগি ঘর জাহি।

ঢেকামারি ৫২—খাকা দিয়া।

ঢোকে ঢোকে ২১—খাকা দিয়া দিয়া।

তলেজ ১৫০—ফা. তংগ—কুচ্ছতা, অনটন। (প্র.) তং আমোদ বাজাজ্
আমোদ।

তদিব ২৩০—সেই রকম।

তদ্বির ১৬২—আ. তদ্বীর—প্রতীকার ব্যবস্থা। (সার.) ফারীং যে পেয়ালো
ফিকরে তদ্বির নাস্তদ।

তনাই ১৭৩—তম্ব, মেহ।

তন্ত ২০৫—বিধান, গুহ সাধনপদ্ধতি।

তরসে ১৬৫—বেগ, গতি, বল।

তলপ ২৮—আ. তলব—ডাক। (ঘ.) রাজা বলে তোমারে তলব একারণে।

তাঁই ১২৮ ইত্যাদি—সে, তিনি।

তান ৬—তাহার। (হু. হো.) তান এক মিত্রে বধিলেক চাটেখরী।

তানে চাএ ১৪—তাহাকে ইচ্ছা করে।

তালি ১২, ২১—হি. তালী—চাবী। (ক.) তালী কুকী কুলফকে লাগে উষড়ত

বার ন হোই । (চো) সাহু ঘরে ঘালি কোকা তাল । (গো০ বা০) কুঁচী
তালী দুখন কৰৈ, উলটি জিহ্বা লে তালু ঘৰৈ ।

তালেব ১৬১—আ০ √/তালাব(=সন্ধান, জিজ্ঞাসু) ৭ তালেব=সন্ধানী (দা০)

ইশ ক মহকতি মস্তু মন তালিব দর দীদার ।

তিথ ২৪—তীর্থ । (গো০ বা০) ঘট হী ভৌতরি অষ্টসটি তীরথ কহা ভ্রমৈঁ রে ভাই,
(ক০) কায়া মখে কোটি তীরথ, কায়া মখে কাসী, (পা০ দো০) তিথই তিথ
ভমংতয়ই সংতাবিজ্জই দেহ ।

তিনকুটি ১৭৫—তিন কোঠাযুক্ত, তিন তলা ।

তিনকুণ ১২৭—তিন কোণযুক্ত ।

তিহড়ি ৭৫, ২৩—উন্ন, জ্বা-চিহ্ন । (চ০ ৬) তিয়ড়া চাপী জোইনি দে অকবালী,
(গো০ স০) তিন তিহড়ি ভেটিয়া মনের ভাঞ্জে ধন্দ, (ঘ০) দেবীর
দোহাই দিয়া জালিলা তিহড়ি, (ক০) জালিল শুখান কাটে নোতন
তিউড়ি ।

তিহরী ১৪৫—তিহড়ি ।

তুরমানে ১২৪—তুড়িং গতিতে ।

তুলামেলা ১১২—তুলা ধোনা । যৌগিক অর্প, নিঃস্রাবীকরণ । (চ০ ৩১)
তুলা ধুণি ধুণি আশ্বরে আশ্ব, আশ্ব ধুণি ধুণি নিরবর সেহ ।

তেছ (?) ১৬১—তদ্রূপ ।

তেলাইন ১২২—তেলো হাঁড়ী, তিজেল হাঁড়ী । (ক০ কী০) তেলানী গভীর
নাভি লাবণা জল ।

তেলেজ্ঞাএ ১০২—দক্ষিণ ভারতের তেলুগু ভাষাভাষী ।

তোমরার ৫০—তোমাদের । (সো০ গী০) তোমরার যদি মনেরে চায়—রাজা
বানাও তায়ে ।

তোবা ১৬২—আ০ √/তওবা=অনুতাপ । (ঘ০) হিন্দু ভাবে ত্রীহরি যবন ভাবে
তোবা । (গ্রা০) তে তোবহ করি সিধক দিল মত তুঁ পছোতায়,
(সাব০) দব্ মস্মে জল তোবা সিকন্তান মুস্কিল ।

ত্রিপিনি ১৪৭—ত্রিবেণী, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী অর্থাৎ ইড়া গিঙ্গলা স্বয়্যার সন্ধিস্থল ।
ত্রিবেণী ৭২, ২৩—ত্রিপিনি অ০ । (গো০ বা০) পবনা রে তুঁ জাসী কোঁটেন
বাটী, জোগী অজণা জটৈ ত্রিবেণী কৈ ঘাটী, (গ্রা০) ত্রিকুটী সংধি

মৈ শেখিয়া ষট্ ষট্ জাগী, (ক.) অরথ উরথ কী গংগা জমুনা,
মূল কবল কৌ ঘাট, ষট্ চক্র কৌ গাগরী, ত্রিবেণী সংগম বাট,
(দা.) সহজ সমর্পণ সুমিরণ সেবা, তিরবেণী তট সংগম সপরা, (প্রা.)
কউল উলটৈ শলটৈ পউনা। ইউ নিবারে আবা গউনা, মন পবণে কউ
রাঠৈ বংখ। লঠৈ ত্রিবীণী ত্রিকুটী সংখ। অপঠৈ বসি করি রাঠৈ
দুতা। নানক কহে সোই অবধুতা।

ত্রিলোক-অদর্শি ২৩৭—ত্রিলোকদর্শী।

থানা ১৭—পাহারা। (ক. চ.) ছয়ার জুড়িয়া দেই থানা।

থিআ ২২—স্থির।

থুলে ১৫২—রাখিল।

দপর (?) ১৮২—দর্প, প্রতাপ (?)।

দম—১৬২ দ্বাস-প্রদ্বাস। (গো. বা.) অবধু দম কৌ গহিবা উনমনি রহিবা, জুঁ
বাজবা অনহন তুর, (পা. দো.) মোছ বিলিঙ্কই মণু মরই তুটই সাস্ত
ণিসাস্ত।

দরগায়ে ১৬২—ফা. √দরগাহ = ২সজিদ।

দরবেশ ১৭১—ফা. √দরবেশ = ভিক্ষু। (গ্রা.) দিল দরবানী জো করে দরবেসী
দিলু রাসি, (গো. বা.) দরবেস সোই জো দরকী জাঠৈ, পংচে পবন অপুঠা
জাঠৈ, সঙ্গা স্চেত রইে দিনরাতি, সো দরবেস অলহ কী জাতি।

দশনামা ২০২—(জা. দা.) শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শ্বেত্রী, সারদা, যোশী ও গোবর্দ্ধন
মঠের অন্তর্ভুক্ত তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী,
ভারতী ও পুরী এই দশ নামে স্থাপিত দশটি আখড়ার সম্মানী সম্প্রদায়।

দশমী ছয়ার ১২, ৮৮, ৯১—দেহের দশ দ্বার : চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ,
পায়ু, উপস্থ, ও ব্রহ্মরন্ধ্র। দশমী ছয়ার—ব্রহ্মরন্ধ্র। (চ. ৩) দশমি ছয়ারত
চিহ্ন দেখইআ, (প্রা.) অউহঠ পটণি তাঁকে দশ দ্বার, দসবে তীতর খেল
আপার, (ক. কৌ.) দশমী ছয়ারে ছিলো কপাট, (গো. স.) দশমিত দিল
তালি।

দাড়বীণা ১৫২—দাড়বোণা য়াছ।

দামা ২০২—অষ্টিক, অস্থ. দামামা, দ্বান্ত যন্ত্রিঃ। (ক.) ঢোল দামামা ছুড়বড়ী,
(শি.) অশনির শব্দ যেন দামাছ নিশান, (ক.) দড়মাসা দামামা দগড়ে
পড়ে কাটি।

দীনছনিয়া ১৫৪—ফা০ √দীন(=ধর্ম), আ০ ছনিয়া(=পৃথিবী)—ধর্ম ও জগৎ।

(ক০) দীন কো সাহিব, ইহ জু ছনিয়া সহর মেলা দস্তগীরী নাহি।

(দা০) আসিক এক অলাহকে কারিক ছনিয়া দীন।

দীয়া ১৪৩—প্রদীপ। (চ০ ৬৭) দীবা জালী বাট চাহন্তি সান্ত্বী, (ক০) দীপক
দীয়া তেল ভরি, বাতী দই অঘট্ট, (দা০) জবহী কর দীপক দিয়া তবহী
স্থান হোই। (গো০ বা০) টুটে তেল ন বুঝে দীয়া বোটেল নাথ
নিরন্তরি রহিয়া।

দুইমুখা সাপ ২০—কুণ্ডলিনী দুইমুখা বলিয়া কল্পিত হয়।

দুফুটি ১২৮—দুধের জাল, দুধের বলক। তুলনীয় (ক০ কী০) পাণিফুটি সিঞ্চ
তোক্ষে না করিহ লাজে।

দেয় ১, ৬৩—দেও, দিই, দাও।

দেয় ১২৮—দেব, উপদেবতা, দৈত্য। (দা০) কায়্য মাহি লখায়নৌ ঘটহি ভীতরি
দেব।

দেয়ত ১৩১—দাও।

দেলের ১৬১—ফা০ √দিল=হৃদয়, মন। (দা০) দিল দরিয়া মৈ গুল হমারা উজু
করি চিত লাউ।

দেবীত পুছিল ১২—দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল।

দৈয়ম ১৭১—আ০ নিত্য।

দোস্ত ১২৭—ফা০ বন্ধু। (ক০) এক জ দোস্ত হম কিয়া, জিস গলি লাল কবাই,
(দা০) দোস্ত দিল হরদম ছজুর যাদিগার ছসিয়ার।

ধড় ৯২—দেহ।

ধন্ধ ১৩—ধাধা। (পা০ দো০) ধংধই পড়িয়উ সয়লু জগু কশই করই অয়াণু, (ক০)
কবীর জে ধংধৈ তো ধূলি, বিন ধংধৈ ধুলৈ নহী, (দা০) দাইম দিল সাজে সৌ
সাবিত পাঁচ বখত ক্যা ধংধা, (সৈ০ স্ব০) ছনিয়া মিছা ধাক্কা মায়া লাগায়।

ধম্বক ১১৪—ধর্মকে।

ধরতি ২০৬—ধরিত্রী। (ক০) ধবতী গগন পবন নহী হোতা, (জা০) ধরতী
ভার ন অঁগঠৈ, পাই ধরত উঠ হালি, (দা০) দাছ পক্ষ পুরিলে, জই ধরতী
অংবর নাহি, (প্রা০) বিন খপর পানৌ পীয়া, বিনা ধরতী বিনা কুয়া।

ধরাচক্র ২২০—মূলধারের ভিতরে অবস্থিত।

ধরৌক ১৬—ধরক ।

ধাউড় ৭৭—বাটপাড়, লুটেরা । (প০ ক০) সেহ সে ধাউড় বড় ।

ধাউত ২৬—ধাতু = ভুক্ত ।

ধারা করিয়া ১৫২—ক্রমাধয়ে ।

ধুকুমোর ১৪৬—(সং) ধুকুমার = অন্ধকার, বিকট । (প্রা০) ধুংধুকারি প্রভু রহে
নিরারা, নানক তিহঁ তে কীআ পসারা ।

ধৃত ১২—ধৃত, অবধৃত ।

ধৃতি ৪০—পরিধেয় ।

ধেয়ানের বিধান ৬—অকম্পিত চিত্তে ।

ধোপ ৪৮—ধোয়া ধৃতি ।

নবচক্র ২১৮—যথা মূলধার, সহস্রার, আধিষ্ঠান, মাপপুর, অনাহত, বিত্তক,
আজ্ঞা, শূণ্ড ও অন্নভূত (পাঠে দ্রষ্টব্য) ।

নবদণ্ড ১৬, ৫৪—রাঙ্গছত্র । (সৈ০ স্ত০) শ্রীনব দণ্ড ছত্র আকার, চান্দ স্ককজ
দৌহ শোভএ তার ।

নবি ২০২—আ০✓নবৌহ=ঈশ্বরের প্রেরিত দূত, ভবিষ্যদ্বক্তা ঋষি । (দা০) কই
সো মহম্মদ মৌর থা সব নবিয়েৌ সিরতাজ, সো ভৌ মরি মাটী ছবা অমর
অলহকা রাজ ।

নাগ ১৩২—দেহমধ্যস্থ নাগাদি পঞ্চ বায়ু ।

নাদকোষ ২২৭—দেহস্থ শক্তির আধার । (শি০ সং০) বিন্দু: শিবাঙ্ককঃ,
শক্তির্নাদঃ ।

নাল ১৩০—নালা । (চ০৫) এক ঘড়ুলী সুরুই নাল, (কু০ কৌ০) নাল বাঙ্কিল
তার বাহিরে, (গো০ বা০) কায় হমারৌ নালি বোলিয়ে দারু বোলিয়ে
পবন' ।

নাছ ১৬০—কো০✓না+আ০✓ছৎ=নাছৎ=নেতি নেতি (ন+অত্র)= বর্গোঃ,
পবিত্র ।

নিকলএ ১৩৭—হি০ বাহির হয় ।

নিকলিল ৩—হি০ বাহির হইল ।

নিচল ৯১, ৯৪—নিশ্চল ।

নিছন ১০৪—(ব০) বরণজবা। (ক০ কৌ০) নিছন লইয়া কাছাকাছি থাকে
এক বাটে।

নিধুয়া ১৮৯—(৭) বস্তুগর্ভ, অপার।

নিবারে ২৬—লইবারে।

নিরঞ্জন ১৪৩—অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ, পরম সত্তা, নিগুণ ব্রহ্ম, শিব, ধর্মঠাকুর।
(ক০) অকুল নিরঞ্জন! এটেক ভাই।

নিরঞ্জনপুর ১১৯—পরম পদ।

নীল ১৮৭—বীশের নীলবর্ণ ছালটের চিয়ারি।

নূর ১৪৫—আ০ নূর = জ্যোতি। (দা০) অলহ আলো নূর দীপম দিলহি দাদ
বন্দ, নূর মাইই নূর লীয়া।

নূর নিরঞ্জন ১৫৯—নিরঞ্জক জ্যোতি।

নেত ৩৪—স্বস্ত বস্ত্র।

পঞ্চতত্ত্ব ২১৯—পঞ্চ ম-কার। পঞ্চতত্ত্ব। গুরুতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনতত্ত্ব ও
ধ্যানতত্ত্ব। (গো০ বা০) রচনা, স্থান, ভেদ, রজ ও গুণ। (ক০) কায়
কহুঁ কমাণ জুঁ, পংচতত্ত্ব করি বাণ মারোঁ তৌ মন যুগ কৌ, নহৌঁ তৌ
মিথ্যা জাঁন ইত্যাদি, (গো০ বা০) তা মহি জ্ঞানাবে জাই, পঞ্চতত্ত্ব মে
রহে সমাই, (প্রা০) পংচতত্ত্ব করি দেহী হোই, দীপক অংতিরি বরতৈ
লোই।

পঞ্চশব্দী ১৩১—পঞ্চশব্দী অনাহত নাম বা অজপা-ধ্বনি। (সৈ০ সূ০) অজপা
পঞ্চশব্দ ঘরি ভালে, শ্রীহট-নগরে বাজএ একতালে।

পরবালা ১৬২—উপরওয়ালা।

পরাসুমা ১—পরমাত্মা।

পরিচিন ২—পরিচয় + চিহ্ন। (ক০) রঞ্জাবতী পরম নন্দিতে পরাচিন।

পরিতোয়া (৭) ২০৬— হি০ পছিতাবা (৭) = পরিতাপ। (গ্রা০) ফরীদাএহো-
পছোতাউবতিকুআরীনখীঐ, (দা০) দাদু জীবন মরণ কা মুক
পছিতাবা নাই, (প্রা০) হকুম ভয়া সভ ছোড়না অংতকাল পছুতাই,
(গো০ বা০) স্বামী কৌণ অমাবস কৌণ স পড়িবা, (গ্রা০) জোবছ
খোহি পাটছ পছুতানী।

পশম ১৯৬—ফা০ গাজলোম।

পাইক ১০৫—সং পদ্যাতিক । কা० √পইক = পদ্যাতিক পৈশ, দূত ।

পাণ্ডই ১৬৬—খুঁটি ।

পাকনা ৭৬—পাকা ।

পাক পাড়ে (?) ২০১—(ব०) উড়া পাক খায় । (বি० পা०) গুড় লাগে পাক পাড়ে ।

পাখাল ৭৩, ১১২—প্রক্ষালন করা, ধোতি ।

পাছড়া ৩৩—প্রচ্ছদ, উত্তরীয় ।

পাটন ৪৫, ৫৯—পটন, নগর । (গো० বা०) জাগো জোগী অধ্যাত্ম লাগো
কায় পাটন মৈ জানা, অহুঁঠ পটন মৈ ভিখ্যা করৈ, তে অবধু সিবপুরী
সংচরৈ, (প্রা०) অউহুঁট পটন কী চীনে বাট, তাঁ পরি বুঝে
অবধট ঘাট, (গ্র०) করীদাউধাসেতীদিহুগইআহুলাসেতীরাতি,
ধড়াপুকারেপাটণীবেড়াকপববাতি । লংমীলংমীনদীবহৈকংধীকেবৈহেতি,
বেড়েনোকপককিআকবেজপাতনরহৈহুচেতি ।

পাটা ৭৩—পটুক, তথতা, প্রশস্ত ।

পাটে ৭৭—সিংহাসনে । (ক্ল०) পাটে বসে পাটরানী পুত্রবর পায়্যা

পাণ্ডব (?) ১৪৫—পাতুর্বর্ষক্ৰ জবাজাতীয় পুষ্পবিশেষ (?) ।

পাতআল ৭৭—পত্রবাল, হাল, দাঁড় । (চ० ২১) সদগুরু বঅণে ধর পতবাল ।

পানাই ২৪, ২৭—উপানং, পাতুকা । (কা० ত०) গচ্ছ গচ্ছ ক্রতং গচ্ছ পাতুকে
বরবণিনী, মংপাদম্পর্শমাত্রেণ গচ্ছ ত্রং শত যোজনম্ ।

পানিএ অগ্নিএ ৮৯—শিবনাড়ী নিঃসৃত লাক্ষাভ পরমামৃত । পঞ্চ অগ্নি; যথা,
(গো० বা०) মূল, ভৃঙ্গম, ব্রহ্ম, কাল ও ক্রতু ।

পায়জানা ১৬২—হি० পয়চান্না, জানা । (ম०) মৈ' নে হক্ দিল্মে পহচানা,
(ক०) গই ঠগৌরী ঠগ পহিচাত্তা, (দা०) সাজি কো পহিচানৈ' নাই',
কুড় কপট সব উনহী' মাহী' ।

পায়ন্তি ১৪২—পায় ।

পারপর্যং ২১১—পর্যাপর ।

পালক ৩৪—৮ পর্ষাক ।

পালটে ১৫৭—কিরাম ।

পালা ৬৮, ১০০—(শ্রীহট্ট) ঘরের খুঁটি ।

পিণ্ডাকরণ ১৫৭—সাল রঙের ডেলা ।

পিছা ২৩২—সং পীড়া—পান করিয়া।

পিঙ্কিবা ১০৫—পরিধান করিবে।

পীঠী ৩১—পিড়ে, যোগপাটা। (জা.) সৌহে ভাল খাট, পৈ ফিরি কৈ দেহ ন
পীঠি, (ক.) কালি বড় শুভদিন গলে দিব পাটা, (গো. বা.) কয়া
কংখা, মন জোগোটা।

পুথলি ১৪৩, ২০০—পুতুল, চোখের তারা (?)। (গো. গী.) পরান পুতলির হয়
হাড়ে চর্মে বাসা।

পৈতউত্তর ১১৯—প্রতিউত্তর, জবাব।

পৈরে ৩৩—পরে।

পোলাবস্ত্রা ৩৭—বালক-বয়সী।

পোস ১৫৮—লোম। ফা. √পোস্ত্ = চামড়া। (প্র.) সিরং দরকারস্ত্ পোস্ত্ বা
চী মী খাহী।

প্রতিআশে ১২৮—প্রত্যাশায়।

প্রসরি ৬২, ৭৬—পসারি। (পা. দো.) দেব তুহারী চিত্ত মহ মজ্ঞপসর-বিঘ্নালি।

ফলস্ততি ২২৬—ফলশ্রুতি।

ফাড়িমু ৬৩—ছিন্ন করিব।

ফান ১৪৬—ফান্দ, ফাঁদ।

ফাফর ১০০—বিত্রত।

ফাল ৫২, ৮৬—লাঙ্গলের মুখলয় ভূমিভেদক লৌহফলক।

ফালাইল ২৯—ফেলিল, নিক্ষেপ করিল।

ফিরাগীত ৮৭—গানের যে অংশ ফিরাইয়া গাওয়া হয়, ধুয়া।

ফুটউক ৯৩—ফুটক।

ফেরেস্তা ১৭০—ফা. √ফরিণ্তা = দেবদূত। (প্র.) মর্দে ফরিণ্তা সিরতাস্ত্
আনা কে বিনি কজোসাব্।

ফোণ্ড ৪৫—ফুক।

বগুলা ২৫, ৬৮, ১২৯—বক। তু. হি. বগুলা-ভকত। (গো. বা.) সির বগুলা
কী পখিয়া, (ক.) বগুলা মংক ন জাঁগই, হংস চুণে চুণি খাই।

বজ্রানাড়ী ২১৯—জঘুয়ার মধ্যে অবস্থিত।

বটার্ণে ২১০—কড়ির অস্ত্র।

বড়াই ২৫, ৫৬—গৌরব । (পুং) অবধানে বলি শুন ময়নামতী মাই, পুস্ত্র মাগিয়া
খাইলে তোমার কিসের বড়াই ।

বতাইবে ১৬১—হিং বলিবে । (প্রাং) বিহু গুর রাহ বতাইবে কোন, চংছু শ্রুয়
দেখে বিচি ভোন ।

বন্দম ১—বন্দনা করি ।

বন্দে বন্দে ১৫৫—এক বন্দ, সারি ।

বরখা ২০১—বোরখা, বরচ্ছা (১) ।

বসকালে ৩৩—বয়স-কালে, যৌবনে ।

বসে ৬০—বয়সে ।

বাউর বিজয়া ৯০—পবনের জয় ।

বাএর উআরি ৫২—বাড়ির বাহির, বহির্কাটা ।

বাকল ১০৫, ১৫৪—বকল, গাছের ছাল ।

বাখান ৬০—প্রশংসনীয় ।

বাছাএ ৮৬—বাচ্চাকে ।

বাটাইর ৭৬—সং বর্দ্ধকি, বাড়ই, ছুতার ।

বাটা ৩১—বড় বাটি বা পাত্র । (সৈং হুং) সোনাঙ্কর চিড়িয়া রূপাকর বাটা ।

বাটে বাটে ৩২—পথ চলিতে চলিতে । (গ্রাং) বাটা হমারী খরীউ ভীনী,
খরীঅহু তিখী বহত পির্জনী ।

বাদিয়ার সাপ ৮০—বাজিকরের পোষমানা সাপের মতো । (কুং কীং) তথা
গেলে হইবি যেহু বাদিয়ার সাপ ।

বার ৫৫—প্রকাশ্য সভা । (কুং) নাটশালা তুল্যা দিল বার দিবার ঘর ।

বারাজী ১৮২—বাবাজী ।

বারে বাউরে ৯১—বাহির বায়ু, বাণ্ড-বাতাস : বাত = বায়ু ।

বাসি ৬৪—মনে করি ।

বাসিবেক ঘিন ৮২—ঘৃণা করিবে ।

বাস্তকি ১৮৪—বার্ত্তুকি \angle বার্ত্তাকু ।

বাহে ১৫৮—বাহতে ।

বিঘাট ৭৫—আঘাট । (বিং পাং) বিঘাটে ঝহিল খানিক আও রে ।

বিদানারো ১৬১—বেদানার।

বিনন্দ ১৭০—বিনোদ।

বিন্দু ১৪৪—জুজ। (চো ৩৫) নাদ ন বিন্দু ন রবিন শশিমণ্ডল।

বিমতি ৭৭, ১২২—দুর্ভুজি। (কু• কৌ•) ছাড়হ হেন বিমতি।

বিমন ১১১—বিকৃত বুদ্ধি। (চো ১৬) অবণা গবণে কান্ন বিমন ডইলা।

বিমসিয়া ৭, ১২০—ভাবিয়া।

বিরজা ১৬৪—নির্মল, বিষ্ণুলোক। (মু• শ্রু•) হিরণ্যে পরে কোষে বিরজং
ব্রহ্ম নিষ্কলম্। (কু•) হুম্মা তু পরে লীনা বিরজা ব্রহ্মরূপিনী।

বিরস ৪৪—বিরক্ত।

বিরুদ্ধ ২৫—বিরুদ্ধ।

বিলাই ১৪৭—বিড়াল।

বিষম নাগিনী ৯০—কুণ্ডলিনী, সরুআ শাঙ্খিনী ঔষব্য।

বুধি ৬১—বুদ্ধি।

বুদ্ধ ২০০—আ• $\sqrt{বুদ্ধ}$ —দুর্গের প্রাকার, গুহজ।

বুলি ১৪১—বিচরণ করে। (বি• ম•) পুনরপি নিবন্তিয়া ষাউক স্বহান, যথাএ
কমলে জ্বল করে মধুপান, (মা• আ•) কমলে ভ্রমর মধু অবিরত
থায়।

বুদ্ধমান ১৫৮—বুদ্ধলোক। তু• উড়িয়া বহুবচনের বিভক্তি-মান \angle -মানব।

বেগর ১৮২—আ• $\sqrt{বগইবু}$ —বিনা। (ক•) স্বপ্ন সমাধি স্বপ্ন ভয়া হমার
মিল্যা ন বেগর হোই, (দা•) গুণ নিগুণ মন মিলি রহা কোঁ বেগর
হোই জাহি। (ক• চো) বেগন কন্দলে তোর নাহি হয় খেলা, (ক•)
বেগর বেগর রাখিলে ভাব, তামৈঁ কীছ আপকৌ ঠাব।

বেঙ্কানাংলে ৯২—ব্রহ্মরক্ষু হইতে সহস্রার পর্যন্ত বঁকা সরু পথ। (গো• বা•)
বঙ্কানালিমে উগে সুর, বোম বোম ধুনি বাজে তুর, (ক•)
বংকনালি কে অংতৈর, পছিম দিসা কৌ পাট; চন্দ সুর দোই সংভবা,
বংকনালি কৌ ডোরি, (ক•) অবধু, গগনমণ্ডল ঘর কৌজৈ, অংমুত
কটৈর সদা স্বপ্ন উপজৈ বংকনালি রস পৌজৈ। (প্রা•) নাতি উপজৈ
হিবনে মহি আঁইব, বংকনাল রনকি গুন গাঁইব, (গ্রা•) করীষাখাল-
কুখলকমহিখলকবসৈরবমাহি, মংদাকিসনোআখীটৈঅজাতিহবিহুকোহী-
নাহি। খালখোল ঔষব্য।

বেজিয়া ১২৯—নেউল।

বেদবাছ ২২০—চতুর্ভুজ।

বেলা ২০৫—তটস্থ অবস্থা, লতা। (জা.) স্বৰ্ঘ্যং ত্যক্ত্বা যদা যাতি যোমাহন্ত
চক্ষুঃশুলে, গগনমাস্বিতো [৭] নিত্যং বেলা ইব মহোদধেঃ। এতৎকালো
সমাখ্যাতম্ অধ্যাত্মৈব প্রতিষ্ঠিতম্, নাস্বিতঃ ভবতি স্বাসং বহিস্থং
মনবজ্জিতম্, (গো. বা.) ডাল ন মূল ন বৃথ ন বেলা, মাখী ন সন্ধ
গুরু নহী চেলা।

বৈকার ১২৫—বিকার।

বোগাল ৭—বোয়াল মাছ।

বোড়া ২২—বুড়া।

বোড়ে ৮৬—হি. ডুবে।

বোল ১৭—হি. বচন, উপদেশ।

বোলান ৪৩—উত্তর, উজ্জি-প্রত্যুজ্জি, সম্ভাষণ। (ক.) বোলান বুলিতে গেলা
ময়না বসতি।

বোহরি বোহরি ৪৬—বধূর মতো আড়ে আড়ে।

বোহারী ১০—স্ত্রী। (ক. কী.) বড়ার বোহারী আক্ষে বড়ার কী, (ক. চ.)
তাহে মুঞি কুলের বোহারী।

ব্রহ্মচাঁদি ১৫৮—ব্রহ্মচর = সহস্রদল পদ্ম।

ব্রহ্মনাড়ী ২১৯—চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যে স্থিত।

ব্রহ্মনাল ১৩৯—ইন্দ্রনাল দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মরূপে ৩০—ব্রাহ্মণের বেশে।

ভগুয়া বস্ত্র ১৭২—গেরুয়া কাপড়।

ভগ্নেজ ১৫০—ভগ্ন, নিরাশা, পরাজয়।

ভগুনা ২১৪—প্রবঞ্চনা।

ভরা ৫২, ৬৬—নৌকার বোঝাই। (ক. কী.) কুলের নাম কাহ্নাকি নাহি
সহে ভরা।

ভরোক ২১—ভরুক।

ভাও ৪৮—(ক. বা.) অসং ভাওনা-বাক্সাগান, ভাও-বাক্সাগানের পাঠ, ভাওরীয়া,
ঐ পাঠকারী।

ভাএ ৬৬, ১০৭—প্রকাশ পায় ।

ভাগ্যমণী ১৮৭—ভাগ্যবতী । তুং ভাগিমানী ।

ভার ৬—কঠিন ।

ভারথি ২০২—দশনামা ত্রুং ।

ভিক্ষা ২২০—ভাকিনীর নাম বিশেষ ।

ভূমি যে চষএ ৫২, ৮৬-৮৭—কায়-সাধনা ।

ভেট ২১—হিং সাক্ষাৎ কর । (দাং) সহিব মিলা ত সব মিলে ভেঁটে ভেটা

হোই, (কুং কীং) ঘাটত ভেটিল নান্দের পৌ ।

ভেটাই ৪৯—দেখা করাই ।

ভৈন ৫১, ৬৫—ভগ্নী । হিং বহিন ।

ভোলেত ১৬—ছলনাতে ।

মগজ ১৫৮, ১৬০—ফাং মন্তিক ।

মণি ১৫৮, ১৬১—মন্তকের অভ্যস্তরস্থ মণি, শুক্র ।

মণিদ্বীপ ২১৭—মণির আধার ।

মণ্ডবেতে ৩৮—উঁচু ভালো বিশ্রাম গৃহে, মাড়োতে ।

মণ্ডলী ২—চক্র ।

মতিয়া ১৫৮—বুদ্ধিভ্রম । (পাং দোং) মইমোহেণ য পরমং তং পুণ্ড্র অম্হ

মা হোউ, (কুং কীং) অবধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে ।

মনপবন ২৩ ইত্যাদি—মন ও শ্বাসবায়ু । (গোং সং) মুখেনাচ্ছাচ্ছ তদ্ ধারং প্রস্থপ্তা

পরমেশ্বরী, প্রবৃদ্ধা বহিযোগেন মনসা মরুতা সহ । (চং ২৩) মণ পবণ বেণি

করুণ কদালা, (কুং কীং) মন পবন গগনে রহাই, (কং) মন পবন কা গমি

নহী, তহী পহঁচে জাই, (দাং) মন পবনা গহি স্থরতি সৌ দাদু পাঠে

স্বাদ, (গোং বাং) মন পবনা লৈ উনমনি ধরিবা তে জোগী তত সারু

(বিং মং) মন পবনেতে জীব পরিচয় কর ।

মনারে ২০—মন ।

মন্মরায় ৮৭, ১১২, ১৩৪—ইন্দ্রিয়রাজ মন । (চং ১২) নিঅ মনরায় ।

ময় ১৫৩—মদ, বীৰ্য্য । (পাং দোং) বিহবেণ মঅ ।

মস্তুরা ১৬৭—মাস্তল ।

মহন্ত ২০২—(জাং দাং) নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত ।

মহরা ১৮৫—মহলা, মূখপাত ।

মহাপথ ১৪৪—রাজপথ (?) ।

মহারস ২১, ২৪, ১৫৮, ২ ৬—শুক । (কো.) শুটিকা কাশগমনং রসকৈব রসায়নম্,

অন্তর্দানন্তবেদেবি তথাক্রম রসায়নম্ । (চো ৩২) মহারস-পানে যাতেল
রে তিহুন সএল উএখী, (প্রা.) সন্তবার চউদহ থিত্তি সোঠৈ, জ্ঞান
মহারস মন পরবোঠৈ, (গো. বা.) তব গগন মহারস মিলিয়ারে; খরতর
পবনী বঠৈ নিরন্তরি, মহারস সীঠৈ কায়া অভিঅন্তরি; নৈণ মহারস
ফিরৌ জিনি দেস, (ক.) কহি কবীর সগলে মন চুছে ইঠৈ মহারস
সাচো রে ইত্যাদি, (দা.) ঘব ঘর ঘট কোলহু চলৈ অমী মহারস জাই,
অমর অভয় পদ পাইলে কাল কভী নহি খাই । (বি. ম.) অহনিশি থসে
রস কিছু নাহি টুটে, কোমল নবনি হেন বজ্র নাহি ফুটে ।

মাউগা ৭৩—জীঘুক্ত, জীপরিগ্রহকারী, সৈগ ।

মাক্কী ১২—মাছি ।

মাতইল ৬৮—(শ্রীহট.) ঘরের মূত্ৰনী ।

মাপি ৮৭—পরিমাণ ।

মায়াবাজী ৭৮—মায়ার কুহক ।

মালসাট ২১৩—মালকোঁচা । (রা.) মালসাট মারি ধরে বানব কটক ।

মিছাল ১৬১—আ. √মিশাল—মতো । (প্র.) হবু ছে দিদা অস্তি মিশালস্ হীচ্
নীন্ত্ ।

মুড়ার ১২২—মাধার । (তু.) মুঁড় মুড়াই হোহিঁ সংতাসী ।

মুদা ২০৫—অকুলি কাস, চিহ্ন, মুদ্রা । অষ্ট মুদ্রা; যথা, (গো. বা.) মূলনী, জনশ্রী,
খীরনী, খেচরী, ভূচরী, চাচরী, অগোচরী ও উনমনী । মুদ্রা নানাবিধ ।
শিবসংহিতা-মতে পঞ্চবিংশতি প্রকার ।

মুররি ১৪২—মুরলী ।

মুরশিদ ১৬১—আ. √রশদ (—বখাৰ্হ) ৭ মুরশিদ = শুক । (চ. পু.) উড়াল বইঠা
বাও নাএর দীন মুরশিদ সওআরি, (জা.) মুহমদ তেই নিচিংত
পথ জেহিঁ সগ মুরশিদ পীর, (দা.) ইন্থকে মুরশিদ পীর কো কহিয়ে
এক অলাহ ।

মুরিদ ১৬১—আ. √ইরাদা (—অভিপ্রায়) ৭ মুরিদ = শিষ্য । (প্র.) সখ্য়া চেকর

বমুরিদে হৌগ পরন্ত, (প্রা০) বোলৌঐ সচু ধরমু বুঠ ন বোলৌঐ,
জো গুরু দৈস বাট মুরৌদা জোলৌঐ ।

মুঠ ১৪৩—সং মুঠি ; ফা০ √মুণ্ত—মুটো । (প্রা০) মুণ্ডে গোবারে মন ।

মুহি ৪৬—আমি ।

মুকলে ২৩১—মুকলিত হয় । (চ০ ৩৫) চিঅরাজ সহাবে মুকল ।

মূল-কমল ৯১—স্বাধিষ্ঠান । (গো০ বা০) মূল সহস্র পবন । বহে, বংকনালি
তব বহত রহে, (ক০) অরধ উরধ কী গংগা জমুন । মূল কবল কে
বাট, (প্রা০) প্রথমে বাঁধে মূল দুআরা, বিহু অগনৌ তই উঠে
উজারা ।

মেখলি ৪৬—কটিন্ত্র ।

মেলে ৮৩—সমাগমে ।

মৈছে ৯১—মাছে ।

মৈজ্জাদ ৩১—মর্যাদা ।

মৈশচ ১১৩—মাছ ।

মোকে ৪৪—আমাকে ।

মোক্ষ ১৪১—মুক্ত ।

মোতে ১২—আমাকে । (কু০ কৌ০) তোঙ্কার বচনে বড়ায় মোতে ভৈল ভএ ।

মোহর ২৩, ১০৯—আমার । (চ০ ১) মোহোর বিধোআ কহণ ন জাই,
(কু০ কৌ০) মোহোর করমে, তোঙ্কা আণি দিল বিধো, (দৌ০ কা০)
মোহোর স্নানঅর ।

মোহারা ১৫৭—হি০ মুহরা—অগ্রভাগ ।

মোহি ৭—মুই, আমি । (কু০ কৌ০) কহিলোঁ মোই সকল তোঙ্কার ঠাএ,
(ক০) মন ৭ ফিরাবৈ আপনোঁ, কঁহা ফিরাবৈ মোহি ।

যজ্ঞা ২১৬—যজনা করিয়া ।

যে ধরিয়া ৩৬—যখন হইতে ।

যোগবীত ২২৭—যোগবিৎ ।

যৌবরুত ১৯২—আ০ √জবরুত—উচ্চতম লোক, তপঃলোক, স্বর্গ । এখানে
স্বর্গীয় । (বি০) জুলমত নাস্ত মলকুতমেঁ ফিরিতে নূর জল্লাল
জবরুতমে জৌ ।

রক্তদল ১৮৫—রক্তের ডেলা।

রগ ১৫৮, ১৮৫—ক। $\sqrt{\text{রগ}} = \text{শিরা}$ । (প্রা०) তু কে মজুদ হস্তি দরু রগো রেসাই মন।

রঞ্জিণী ১২৯—রসময়ী। (প० ক०) আজ বনি নব নব রঞ্জিণী রাই।

রঞ্জেতে ১৯—ধূলাতে।

রটন ১৮৪—আওটন \angle আবর্তন।

রতি ১৭১—গুণাপরিমাণ, চার ধান।

রদ্ধ ১৮০—বিস্তৃত।

রবিশশী ৯২, ৯৪—চন্দ্র-সূর্য। ইড়া-পিঙ্গলা। (পা० দো०) কালহি পবণহি^১ রবি সসি হি^২ চছ একঠাই^৩ বায়ু, (চ० ৬) চান্দ-সুজ বেণি পাখা ফাল, (ক०) চন্দ্রসুর বিচি তারী লাবা, (শি० সং०) দেহেহশ্মিন্ বর্তেতে... শশিভাস্করো ইত্যাদি, (দা०) রবি সসি কিস আরংভ ঐ^৪তে অমর ভয়ে নিজ দাস, (চ० ২৫) জহি মণ পবণ গ সঙ্করই রবি সসি নাহ পবেস, (চ० ৬) চান্দ-সুজ বেণি পাখা ফাল, (চ० ৪৩) রবি শশি গগন-ছআরে, (জা०) চন্দ্র সূর্য্য বিনিমুক্তং দ্বারণাক্ষবিবজ্জিতম্, পৃথিব্যাপন্তং তথা যোগী বায়ুরাকাশমেব চ। (গো० সং०) শুক্রং চন্দ্রেন সংযুক্তং ব্রজঃ সূর্যোন সংযুতম্, দ্বয়োঃ সমরসৈকতং যো জানাত্তি স যোগবিৎ। (প্রা०) গগন শিখরি শিব কা অস্থানু, জুগতৌ সহজ মিলাবৈ ভাসু; অর্দ্ধ চাঁদ উধ'সুর, অংতর বাজে অনহদ তুর।

রমি ১৬১—রমণ। (ক०) সহজ ভাই জিহি^১ উপঠৈ, তে রমি রহে সমাই।

রাউআলের ৩৪—গৃহস্থ যোগী, রাজকর্মচারী, রাজপুত্র। (চ० ২৫) রাবুলে^১ দিল মোহ কথু ভণিআ, (প্রা०) কবন জোগী কবন রাবল, কবন ধান কবন চাবল, (রু०) ষোল-সংখ্য বন্দো রাউলের বজ্রিশ আমিনী; এক দণ্ড তেজিবে; রাউলের বাসঘর, (পু०) যোগধিয়ানি রাউল পরম গিয়ানি, চিস্তিয়া পরম পদ হইল ধিয়ানি।

রাউলানী ৪১—রাউআলের স্ত্রী।

রাজহংস ১১৯—পরমহংস। হংসী স্রষ্টব্য।

রাজত ১১০—রাজপুত্র, যোদ্ধা। (চ० ৫৩) রাউতু বোলে জর-মরণ ভয়।

রিয়াদেতে ১৬২—আ० $\sqrt{\text{রাজ}}$ (=খুশি করা) \angle রিয়াজৎ =আজগত্য। (প্রা०) রিয়াজত নেক মর্দরা ফর্জ আস্ত।

রূনিপুনি ২০৬—কুম্ভকুম্ভ, এখানে অনাহত ধনি। (ক০) কুম্ভকুম্ভ রথখান পরিপূর্ণ
বোলে, মন্দ মন্দ আপনি ধর্মের বথ চলে।

লড়খর ৬৮—নড়বড়। (গো০ বা০) যজ্ঞী কা লড়বড়া জিত্যা কা কুহড়া।

লড়ে যাএ ৪৬—দ্রুত যায়, বড় দিয়া যায়।

লাউয়া ৭৩—লাউএর গোলার ভিক্ষাপাত্র।

লাকড়িএ ১২২—হি০ লকড়ী—কাঠ। (ক০) হার জলৈ জুঁ লকড়ী, কেস জলৈ
জুঁ ঘাস।

লাগ ৩৯, ১০৫—লগ্ন, সঙ্গ। (কু০ কী০) লাগ পাইল কাহারিঁ যেহেন খাটে।

লাবরা ১২৭—নানা প্রকার আনাছের ঘণ্ট। (চৈ০ চ০) মোরে দেহ লাকরা
বাঞ্ছনে।

লাহত ১২০, ১২২—আ০ √লা (—না)+ √ছ (=সেই)+ত=লাহত=বর্গ,
সত্যলোক, পবিত্র। (হ০) লাহতমে নূর জন্মাল পহিচানিয়ে হক
মকান হাহতমে জী।

লিমু ৩৮—লিব, লইব।

লোট ৬৮—পিচুটি, আঠাল।

লোপ ৪৮—লোভ।

লোহ ১৫৮—হি০ রক্ত।

শক্তি ২২০-২৩—ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী ও কাকিনী।

শক্তিয়া ১৪১—শক্তি। (গো০ সং০) পাতালে বসতে শক্তিব্রজাণ্ডে বসতে
শিবঃ, অন্তরীক্ষে বসেৎ কালো জয়া তেন শজায়তে।

শঙ্খিনী নাড়ী ২২৭—মেকদণ্ডের উপরে স্থিত।

শহ ১০০—শত।

শান ১৮০—শব্দ।

শালে ৩৬—শূলে।

শাহজি ১৬১—কা০ √শাহ্—রাজা+হি০ জী—রাজা মহাশয়, এখানে গুরুদেব।

শিঙার ১৪৪—শৃঙ্গার। (জা০) পুহপ সিংগার সিংগার সব জীবন নবল বসন্ত,
(দা০) গীব পাঁবে বাববী রচি রচি কঁরে সিংগার।

শিঙ্গা ৪৫, ৯৪—বান্ধবস্ত্র বিশেষ, চোঙ্গা। (দা০) সিংগী নাম ন বাজহীঁ কত গয়ে

সো জোগী, দাদু ব্রহ্মতে মরো মৈ করতে ব্রস ভোগী, (প্রা০) বিনা সিংডী
নাথ বাটৈ, বিনা বাদর গগন গাটৈ ।

শিব নাড়ী ২৩১—ব্রহ্মনাড়ী ডষ্টবা ।

শিবরাই ১৫৩—শিবরাজা ।

শিব ১০২—শিষ্য ।

শীষবরণ ১২৮—অরুণবরণ ।

শুভিলা ১৮—শুইল ।

শুয়া ২০—শুকপাখী, এখানে জীবাত্মা । (জা০) তেহি বন স্থঅটা চলি বসা
কোন মিলাইব আনি ।

শুয়াগুটি ২০—গুটিপোকা । শুকপাখিটি : তু০ (কু০ কী০) বাশীগুটি ।

শূন্য ১০০, ১৪৩—আদি-অন্ত-মধ্য বিহীন । (যো০ ত০) মহার্ণবে ভবেদেবি
মহাকালো মহেশ্বরঃ, শূন্যরূপং হি ক্রীড়ার্থং ভর্তারং পর্যাকল্পয়ৎ । শূন্যরূপা
কৃষ্ণবর্ণা মত্তাস্তাদৃক্ তেজসী, সীমা পৃষ্ঠা ভয়া দেবি সৈব ব্রহ্মৈব কেবলং ।

শোয়াসে ১২২—শাসে ।

শ্রীগোলানগর ৮২—অনাহত চক্র (?) ।

শ্রুতে ১১৪—অশ্রুতে ।

সঅল ১৩০—সকল । (চ০ ৭৫) গিঅমণ সঅল লক্খন-রহিও, (পা০ দো০)
মুক্ সঅল বাবারো ।

সইল ১১৩—সাল মাছ ।

সওয়ার ১১০—ফা০ $\sqrt{\text{সবার্}}$ = আরোহী । (প্রা০) তন সাগর মন বোহিধ ভারী,
পবন কে রথ করে অসবারী ।

সক্স ১৫২—আ০ শরীর । (কা০) সক্সে বিসিআর থব্ অস্ত্ লাগেব্ ।

সঙ্গতি ২৩—কমতা । (কু০ কী০) পঞ্চ সঙ্গতি কৈল কাহাঞি আশ্বারে ।

সচি ২০৪—হি০ সাচ্ = সত্য, শুচি (?) । (ক০) সঁচি মহাবস তন ভয়া কাঠী, (প্রা০)
নানক বোলৈ তু স্থগি গোরখ সাচে সাচি সমায় রহৈ, হরি হী হরু অহং
কারু চুকাইব সচে সচি সমাএ, (গ্রা০) দিলছমুহবতিজিনসেহীসচিআ,
জিনমনিহোরুমুখিহোরুসিকাঁদেবকচিআ ।

সজ্ঞন ৩১—সাজ । (কু০ কী০) এবৈ সজ কক কারু আপণে পসার ।

সঞগুয়া ২৪—(শ্রীহট্ট০) সহিফু ।

সদত ২৩৫—সতত ।

সন্ধি ৯১—যুক্তি, কৌশল । (ক০ চ০) পশ্চাতে কহিয়া দিব যত আছে সন্ধি ।

সর্পণ ৮১—স্বপন (?) ।

সভাগণে ৫২—সভাসদগণে ।

সভানের ৮—সকলের ।

সমরি ৪১—সামলাইয়া ।

সমসর ১৩৯—মতো, সদৃশ ।

সমাধাই ১১১—সমাধান ।

সরাবরা ২০৫—সবোবর । (জা০) দেখি রূপ সরবর কৈ গৈ পিয়াস ঔ ভূখ,
(প্রা০) গগন সরোবর কবল বিগাসি ।

সরুয়া শজিগী ৯০—সরু শাঁকিগী সাপ । এখানে কুণ্ডলিনী । (চ০ ১২) পেখরে
ভূতক সহজ-সরুয়া, (১৭) সরুজ-বিআরে, (৬৭) সূক্ষ-সরুয়া,
(গো০ বা০) ভেদি ঘটচক্র বসৈ নাগনৌ, (ল০) সরুয়া সর্পীর্ণ নালে
ধরিছে উজান, অক্ষয় অমর দেপ পদ নির্বাণ ।

সরুপে ১৩—সরবে = সরোবরে ।

সহজ ১৪৬—আত্মস্থ অবস্থা । (চ০ ১২) সহজ-সরুয়া, (৩৮) সহজ-সুন্দরী ।

সহস্রার ১৩৩, ২১২, ২১৮—দেহস্থ সহস্রদল পদ্ম । (মা০ আ০) শিরে সহস্রদল
পদ্ম কহি তার তত্ত্ব, অধোমুখী হয়্যা কমল বরিবে অমৃত । সেই অমৃত
প্রধান-পুরুষেব স্থান, নহি টলিবেক পিণ্ড স্থস্থির পরাণ । মেরুদণ্ডে
ভর করি করিবে চিস্তন, নবদ্বার বন্ধি কৈলে জিনিবা শমন ।

সাইল ১৯৭—সালি = শারী ।

সাঁচা ৬৫, ৯২, ১০৯—হিঁসত্য, খাঁটি । (গো০ বা০) সাচ কহুঁ তো সতত্ত্ব মাঁটন
রূপ সহেতা দীঠা, (ক০) সতত্ত্ব সাঁচা সুরিবা, (দা০) সাচ রাতা সাচ
সৌ বুঠ ন আনৈঁ চীত ।

সাঁচান ৬২—বাজপাখী ।

সাঁঞি ৯২—স্বামী । (ক০) সকল পাপ সহঁজঁ গয়ে জব সাঁই মিল্যা হজুরি ;
জে সুন্দরি সাঁই ভঁজঁ, তঁজঁ আঁন কী আস, (দা০) সাঁজঁ কারণ
সৌস দেই বীর ভয়া কবীর, (লা০ ফ০) সাঁই নিকট থেকে হুরে
দেখায় ।

সাতুর ১৮৭—ঘেটেরা, শিশুর জন্মের বর্ষ রাত্রিতে করণীয় সংস্কার বিশেষ । (কু০)

ছ দিনে ঘেটেরা পূজা জাগরণ রাতি ।

সাতালী-পর্বত ১২৭—সাতালী-পর্বতস্থ লৌহনির্মিত অচ্ছিন্ন বাসর ঘরে
লব্ধির সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল । এখানে তাহা রূপক
হিসাবে লওয়া হইয়াছে ।

সাতেশ্বরী ১৫৭—গর্ভের সপ্তম মাসে সাত ভাজা খাওয়ার সংস্কার । (কু০) ছয়
মাস গত হৈল সাততে প্রবেশ, সাধ-কড়ি খায় রানী অপূর্ব সন্দেহ ।

সান ১৬, ৫৩—ইসারা, সংজ্ঞা । (চ০ ১) আম্‌হে সানে দিঠা ।

সামাই ৫০—হি০ প্রবেশ করিয়া । (ক০) সহজ ভাই জিহিঁ উপজৈ, তে রমি
রহে সমাই ।

সামাইল ১২—প্রবেশ করিল । (চ০ ১) ডিঅহিঁ সমাইউ, (৬) মণিমূলে
বহিআ ওড়িআণে সমাঅ, (১৪) সমরসে গঅণ সমাঅ ।

সিধা ৮—সিদ্ধা । (দা০) সোই জন সাধু সিদ্ধ সো সোই সতবাদৌ স্বর ।

সুঝন ১৩২—হি০ বোঝানো ।

সুয়ার ১৬১—ক০ $\sqrt{\text{সুযদ্বন্দ্ব}} = \text{গণনা করা}$ । (মহু০) সুয়ারে খানা ব বাজারাস্ত
না আএদ ।

সুমেৰু ৮৯, ২১৮—মেরুগু । (জা০) হিয় ন সমাই দৌঠি নহিঁ, আনহঁ ঠাচ সুমের,
(বি০ ম০) কামরূপা চন্দ্র স্বর্গা সুমের প্রথরে ।

সুরসা ১৪৬—নাগমাতা ।

সুসার ১৩৫—সুন্দর, চমৎকার ।

সেজা ৭৬—শজার ।

সেফাৎ ১৬২—জা০ $\sqrt{\text{বস্ফ}} = \text{গুণ}$ । (প্র০) সিকতে জিস্ত্ নখেজদ্ জেনিকো
কুদ্বন্দ্বেনাম্ ।

সেহি সে ১৩৮—সেই ।

সৈজ ৩১—সজ্জা ।

সোভেত ৮৪—শ্রোতে ।

সোয়ারি ১২৮—পাকী ।

সোহরিআ ১১৮—স্মরণ করিয়া ।

স্বপ্ন ১১৭—(চ০ ২৪) স্বপনে মই দেখিল তিহবণ স্বপ্ন,

(চ০ ২১) গন্ধ-পরস-রস জইসো তইসো,

নিম্ন বিহনে- সইনা জইসো ।

(ক০) জগ জীবন এয়াসো জুপনে জৈসা জীবন জুপন সমান ।

(দা০) জব নিহচল লাগা নাবসৌ তব জুপিনা নাই কোই ।

হঠ ১৫৯—হ = সূৰ্য্য, ঠ = চক্ৰ : সূৰ্য্য = ইড়া, চক্ৰ = পিঙ্গলা । (বা০) হঠেন
বলাংকাবেণ ধোগঃ, (গো০ সং০) হকারঃ কীৰ্ত্তিতঃ সূৰ্য্যচক্ৰাৱক্ষ
উচ্যতে, সূৰ্য্যচক্ৰমসোধোগাচ্চযোগো নিগততে । (ক০) ঠাকুর
পূজহি মোল লে মন হঠ তৌৰথ জাহি, (দা০) মন হঠ বেলী সূৰ্য্য লাগী
সহজৈ জুগি জুগি জীবৈ, দাদু বেলী অমর ফল লাগৈ সহজৈ সনা রস
পীৰৈ ।

হদ্দ ১৫৯—আ০ $\sqrt{হদ্}$ = সৌমা । (দা০) হদ্ ছাড়ি বেহদ্ মে নিরভয় নিরপধ
হোই ।

হয়েতে ২০৬—হও তো ।

হবিলাস ৭১—অভিলাষ । (পু০) রাজার মা লোক হাবিলাসে কাড়ে বা,
হেন জনে বল তুমি যোগী হইয়া বা ।

হহ ৫৪—হও ।

হংসী ৫২, ১০৭, ১২২, ২৩০—অজপা ।

(গো০ সং০) হং-কাৰেণ বহিৰ্ঘাতি স-কাৰেণ বসেৎ পুনঃ,

হংসহংসেত্যয়ং মধ্য-জীবো জপতি সৰ্বদা ।

ষট্ শতানি দিবারাট্রৌসহস্রাণ্ণেকবিংশতি,

এতৎ সংখ্যান্বিতং সৰ্ব্বো জীবো জপতি সৰ্বদা ।

(প০ বি০ স্ব০) হং-কাৰো নিৰ্গমে প্রোক্তঃ স-কাৰস্ত প্রবেশনে,

হং-কাৰ শিবরূপেণ স-কাৰঃ শক্তিরূচ্যতে ।

(হং০ উ০) সোহং হংসঃ-পদেনৈব জীবো জপতি সৰ্বদা ।

(ধ্যান) গমাগমস্থং গমনানিশূন্তং চিত্তপৰূপং তিমিৰাস্তকামম্,

পশ্যামি তং সৰ্ব্বজনপ্রধানং নমামি হংসং পরমার্থরূপম্ ।

(কৌ০) পরমা গুণমুচ্যতে নাথো স শিবো ব্যাপকঃ পরঃ,

সঃজীবঃ পরতরো যন্ত সঃ হংসঃ শাক্তপুঙ্গবঃ । ইত্যাদি ।

(কৌ০) হংস হংস বদেদ্বিত্যং দেহস্থাবরজন্মমে,

শ্রদ্ধা তস্ত পতিদিব্যং যাতি মোক্ষবরং শুভম্ ।

- (কো০) অধোৰ্দ্ধে বমতে হংসো দ্বাদশান্তে লয়ং পুনঃ ।
- (কো০) কর্ণক হৃদয়ে কৃত্বা জাতব্যাং হংসলক্ষণম্,
কণ্ঠস্থানে ধ্বনির্দিব্যা সকলা তু পরাপরা ।
আপাদতলমূর্দ্ধাস্তা বামাখ্যাং কুণ্ডলাকৃতিম্,
শুদ্ধস্বমুদয়ন্তু দ্বাদশান্তে লয়ং পুনঃ ।
এবং তু চরতে হংসো দেহমধ্যো শুভাশুভে,
নির্লেপং নিষ্কলং চোৰ্দ্ধে শুদ্ধমত্যন্তনির্মলম্ ।
- (গ্র০) হংসুউডরিকোবৈপহিআলোকুবিভারণিজাহি,
গহলালোকুনজাণদাহংসুনকোব্রাথাহি ।
চলিচলিগহীআপংখীআজিনীবসাএতল,
ফরীদাসরুভরিআভীচলসীথকেকবলহিকল ।
- (গ্র০) হংসাদেখিতরংদিআবগাআহিআচাউ,
ডুবিমুএবশুবপুডেসিকতলিউপরিপাউ ।
- (জা০) জস তন তস যহ ধরতী, জস মন তৈস অকাস,
পবমহংস তেহি মানস, জৈসি ফুল মই বাস ।
- (গো০ বা০) সোহং হংসা সুমিতৈ সবদ, তিহি পরমারথ অনন্ত সিধ ; দ্বাদস
হংসা উলাটি চলৈগা, তব হী জোতি প্রকাশা ; গগন চট্টি হংসা পীটৈব
পাণী, উলটী সাক্তি আপ ঘরি আণী ; হংস বিলব্যা বৃন্দ ন চলকৈ, বহি
সরবর বঁধ দীয়া ।
- (দা০) স্রগ্ধ সর্বোবর হংস মন, মোতী আপ অনন্ত ।
- (ধ০) এমনি অপূর্ব হংস দুই সমতুল,
হংস ছিণ্ডিয়া খায় কমলের ফুল ।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি,
হংস চরিয়া যায় নিশাভোগ রাতি ।...
- (মা০ আ০) হৃদিপদ্মে বসি হংস করে নানা কেলি,
কর্মযোগ জানি করে পিণ্ড চলাচলি ।
- (বি০ ম০) দশমী দ্বারে বাপু খসাও কপাট,
আসুক পবন হংস চক্কর নিবাট ।

হাওয়ালে ১৭২—আ০✓হাবালাহ্—দায়িত্ব, জিন্মা । (অ০ ম০) মহাল

হাওয়ালে হয় ।

হাজল মারফৎ ১৬২—আ। √আজল্ মারফৎ = আত্মজ্ঞান লাভ ।

হাট্টুরা ২০২—হেটো, হাটে বিক্রেতা ।

হাড়ি-কর্ম্ম ১০৩—মেথরের কাজ ।

হাম ১৫৩—ঘাম ।

হায়ন ১৬২—আ। √হেবান্ = জীবন্ত পশু । (সার০) ইনসা নংবা গুপ্ত্ কে
হেওয়ান আস্ত্ ।

হাল ১৬১—আ। √হাল্ = অবস্থা ; বৈষ্ণব সাধকের “দশা” । (ক০) দক্ষতর লেখা
মাংগিয়ে তব হোইগো কোন হবাল ।

হালে-৮৬—চাঁষের গরু, বলদ ।

হাসা ১৪৭—হংস, এখানে শ্বাস-প্রশ্বাস । হংসী দ্রষ্টব্য ।

হাস্তবাক্সি ১৬—হাসি-তামাসা ।

হিজুল হিনি ১৭৬—হিজুলের মতো ঘোর লাল । (ক০) হিজুল বরণ মেঘ শোভে
তার কাছে ।

হুকারে ১—হু এই মন্ত্র অথবা শব্দের দ্বারা ।

(সৈ০ স্ব০) হুকারে মারোহৌ তীর দূরে গিয়া লাগে,
ফিরি [ফিরি] লাগে তীর কামানেরি আগে ।

(গো০ গী০) ধ্যানেন্তে ময়ণামন্ত্রি হুকার ছাড়িল ।
হুকারে বৃক্ষ সব ভূমেতে ঠেকিল ।

হুকার ছাড়িলাম আমি দেখিয়া জমেরে ।

হুকারে উঠিল অগ্নি গোক্ষনাথের বরে ।

(পু০) হেট-মাথা হইল গাছ ভূমে লুটায় ফল,
হুকারে খসিয়া পড়ে যত নারিকল ।
শিশু-হাতে ফল দিয়া হুকারেতে চাই,
হুকারেতে সব গাছ উঠিয়া দাণ্ডাই । ইত্যাদি

হুকার ২৩০—হু এই মন্ত্র বা শব্দ ।

হেউস ১৭০—ফা০ √হোশ্ = হুশ্ = চেতনা ।

হেটে ৭—নীচে । (চ০ ৫৩) হেট্ট কমল করি শয়ন থক, (ক০) অহকার মুনির
হেটে জন্মিল পঞ্চ জন ।

হের আইস ৫১—এদিকে আইস ।

হেষ্ট ৩২—হেট ।

॥ সংক্ষেপ ॥

* = সংজ্ঞাবিত রূপ

অ° = অকুলবীরতন্ত্রম্ (ডাক্তার বাগচী)

অ° ম° = অন্নদামঙ্গল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা)

আ° = আলাওল, পদ্মাবতী পাঁচালী (হবিবি প্রেস)

ও° ডি° বি° এল° = অরিন্দ্রিন এ্যাণ্ড্ ডেভেলপমেন্ট. অব্ বেঙ্গলী ল্যান্ডয়েজ,
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক° = কবীরগ্রন্থাবলী, রামচন্দ্র গুরু-সম্পাদিত (নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী)

ক° চ° = কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রামজয় বিজ্ঞানাগর সম্পাদিত

ক° রা° = কদলীরাজ্য, শ্রীরাজমোহন নাথ বি, ই

কা° = কাআনী

কা° ত° = কামবস্তুতন্ত্র (বিশ্বভারতী পুঁথিসংখ্যা ৪০)

কু° = কুলানন্দতন্ত্রম্ (ডাক্তার বাগচী)

কু° কী° = শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্ত রঞ্জন রায়-সম্পাদিত

কৌ° = কোলজ্ঞাননির্ণয়ঃ, ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী-সম্পাদিত (কলিকাতা
সংস্কৃত সিরিজ)

কু° = কুরিকোপনিষৎ, পণশীকর, নির্ণয়সাগর প্রেস, (বোম্বাই)

গো° গী° = গোবিন্দচন্দ্র গীত, শিবচন্দ্র শীল-সম্পাদিত

গো° বা° = গোরখ-বানী, ডাক্তার পীতাম্বর দত্ত বড়খাল-সম্পাদিত, হিন্দী
সাহিত্য-সম্মেলন (প্রয়াগ)

গো° স° = গোপীচাঁদের সম্মাস, ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত

গো° সং° = গোরক্ষসংহিতা (নিজ পুঁথি)

গ্র° = গ্রন্থসাহেব, মোহন সিং-সম্পাদিত (অমৃতসর, পাঞ্জাব)

ঘ° = ঘনরাম (বঙ্গবাসী)

চ° = চর্যাগীতি, ডাক্তার স্কুমার সেন-সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান লিট্‌ইন্স্টিক্‌স্, খণ্ড ১০
(কলিকাতা)

চ° পু° = চন্দ্রমুখীর পুঁথি, খলিল

চৈ° চ° = চৈতন্যচরিতামৃত, রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত

চৈ० ভা० = চৈতন্তভাগবত, অতুলকৃষ্ণ গোখামি-সম্পাদিত

জা० = জ্যামসী, পদ্মাবৎ, রামচন্দ্র গুৰু (কাশী)

জ্ঞা० = জ্ঞানকাৱিকা (ডাক্তাৰ বাগচী)

জ্ঞা० ত० = জ্ঞানসঙ্কলিত

জ্ঞা० দা० = জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসেৰ অভিধান

তু० = তুলসী গ্ৰন্থাবলী, রামচন্দ্র গুৰু (কাশী)

দা० = দাদু, ক্ষিত্তিমোহন সেন (বিশ্বভাৱতী)

দৌ० কা० = দৌলৎ কাজী, সতী-ময়না

ধ० = ধৰ্ম্মপূজাবিধান, (বৰ্দ্ধমান সাহিত্য-সভা) পুঁখি-সংখ্যা, ১২২, ৩৬৭, ৩৬৮

প० ক० = পদকল্পতৰু, সতীশচন্দ্র ৱায়-সম্পাদিত

প० বি० স্ব = পবনবিজয়-স্বৰোদয়

পা० দৌ० = পাছড় দৌহা, ডাক্তাৰ হীৰালাল জৈন-সম্পাদিত (কাৱ্যজা, বেৱাৰ)

পু० = পুনশ্চ (বাঙ্গালা সাহিত্যেৰ ইতিহাস, প্ৰথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্কৰণ), ডাক্তাৰ
জুহুয়াৰ সেন

প্ৰা० = প্ৰবচন

প্ৰা० = প্ৰাণসংগলী, সন্ত সংপূৰণ সিংহজী-সম্পাদিত (তৱনতাবন, পাণ্ডাব)

প্ৰা० ত० = প্ৰাণসঙ্কলিত

ফৈ० = ফৈজ

ব० = বঙ্গীয় শব্দকোষ, শ্ৰীহৰিচৰণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

বা० = বাচস্পত্য-অভিধান

বি० = পাখণ্ডখণ্ডিনী টীকা, বিশ্বনাথ সিংহ-কৃত (বোম্বাই)

বি० পা० = বিষহৰিৰ পাচালী (বংশীদাস)

বি० ম० = বিপ্ৰদাসেৰ মনসাৰবিজয়

ম० = মহাভাৱত, কাশীদাস

ম० = মনসুৰ

ম० ত० = মহানিৰ্ঝাণতন্ত্ৰ

মহু० = মহুছিহুৰি

মা० আ० = মাধব আচাৰ্যেৰ চণ্ডীমঙ্গল

মুং ঙ্গং = মুগকশ্ৰুতি, পণশীকর, নির্ণয়সাগর প্রেস (বোম্বাই)

মুং হোং = মুক্তাল হোসেন, মহম্মদ খান

যোং তং = যোগিনীতন্ত্র

রাং = রামায়ণ, কৃত্তিবাস

রাং প্রং = রামপ্রসাদ

রুং = রুদ্রকৌ

রুং = রূপরামের ধর্মমঞ্জল, ডাক্তার জুহুমার সেন ও মৎসম্পাদিত, বর্ধমান
সাহিত্য-সভা প্রকাশিত

লং = দ্বিজ লক্ষণের অনিলপুরাণ

লাং ফং = লালন ফকির

শাং তং = শাক্তানন্দতরঙ্গিনী

শিং = শিবায়ন, রামেশ্বর (বঙ্গবাসী)

শিং সংং = শিবসংহিতা

সারং = সারমদ

সীং = সীতারাম দাস (বিশ্বভারতী, পুঁথি-সংখ্যা ১৯২)

সৈংসুং = সৈয়দ সুলতান, পদাবলী

সোং গীং = সোনাধনের গীত, রাজমোহন নাথ-সম্পাদিত

হং = হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, কবীর, (হিন্দী-গ্রন্থ-রচয়িতা কার্যালয়, বোম্বাই)

হং উং = হংসোপনিষৎ, পণশীকর (নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই)

॥ সংযোজন-সংশোধন ॥

[(ক০) =গোরক্ষ-বিজয়ের পাঠ, (ক০ প০) =গোরক্ষ-বিজয়ের পরিশিষ্ট,
(ক০ বি০) =কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি, (ভ০) =মৌনচেতনের পাঠ, (চ০) =
চর্যাগীতিকোষ (সেন)]

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
১	১১ ব্রহ্মা	ধর্ম (ক০ প০)
১	১২ আপনা আকার তবে	আপনে আপনা কায় (ক০ প০)
১	১৩ আদি অনাদি রূপে	আদি অনাদি দুই (ক০ প০)
১	১৫ পরামাত্মা	পরমাত্মা (ক০ প০)
১	১৬ মেদিনী সমস্ত	মহামন্ত্র কথ (ক০) আপ্তমা সেই (ক০ প০) । অতঃপর অতিরিক্ত, চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ঘর্ষেতে জন্মিল, এই সকল একে একে আপনে জন্মিল ।
১	১৭ দেবগণ	জীবগণ (ক০ প০)
১	২১ মধ্য	মর্ত্য (ক০ প০)
১	২২ আত্মে...আহুড়িয়া	আত্ম দেবী আছিলেক অনাদির ক্রিয়া (ক০ প০)
১	২৩ সৃষ্টি স্থাপন কবি	যোগ পরিচয় হেতু (ক০)
২	২ তোমার	কার (ক০), (ক০ প০)
২	৪ এক পরিচিন	এক অংশে চিন (ক০), তুমি আমি এক তমু জানিয় প্রভিন (ক০ প০)
২	৮ জুআএ।	অতঃপর অতিরিক্ত, অনাদিএ বোলে আদি আমি তানে স্মরি, অক্ষর সঙ্কেত ^১ শাস্ত্র বুজিলে সে তরি । (ক০ প০) ১ সংগীত (ক০ প০)
২	৯ সঙ্কেত...ব্যাপিত,	সঙ্কেতে আছেয়ে জ্ঞান জগতের পতি (ক০ প০) সঙ্কেত ব্যাপিত (ক০ বি০)
২	১১ ঘোল দধি মথনে হইয়া গেল	গরল মথিলে জাম উঠি জায় (ক০ প০)

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
২	১২ আগুনি	অতঃপর অতিরিক্ত, (ক॰ প॰) গুনিতে গুনিতে আশ্ব হয়ে গেল মণ্ড, দ্বিতীয়ার চক্ষু জেন বাড়িল প্রচণ্ড।
২,৩১, ১১৮	২৭, ২৩, ৩০ শুদ্ধিকৃত	শুদ্ধীকৃত
৩	১০ শিরে ত...কড়ি।	সর্বান্তে সিদ্ধার বেশ অনন্ত মুবারি (ক॰ প॰) অতঃপর অতিরিক্ত, নাভি হৈতে জন্মিলেন গুরু ধনস্তুরি, সাক্ষাতে সিদ্ধার বেশ অনন্ত সবারি। হইল গাভুর (ক॰ প॰)
৩	১৬ [বোঁগী] হইল	ধূর্ত
১২	১৪ ধূত	বহুভিব দ্বাব (ক॰), বহবি নগরে (ক॰প॰)
১৩	৪ বউরীর ঘর।	অতঃপর (ভ॰) ও (ক॰ প॰)-এর অতিরিক্ত, ভাট বিপ্র জথ জনে' তুলিলা নানান ধনে মঙ্গলা রহিলা তার সাধ। ১ নারীগণে
১৭	১৬ বিন্দুকের নাথ।	যতি
২২	৩ যদি	তার পুত্র গোপিচন্দ্র এ কথা গুনিল, মিতিকা খুদিয়া ঘর তাহারে রাখিল। (ক॰ প॰)
২৭	১-২ তান পুত্রে...রাখিল।	অতঃপর, (ক॰ প॰) তখনে অজপা মন্ত্র করিলা সোরন, সিগ্রগতি মহামন্ত্র জপিল তখন।
১৫	১০ ব্যবহার।	লোভ
৮	১০ লোপ	ঘাত
৪	১০ হাত	নানারূপে করএ
০	৮ সর্বভাগে না করে	খেমাইরে
১	১ আপনাকে	সরোবর
১	১৩ বালুচর	

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
৭৫	৭ তিহড়িল	তিহড়িত
৭৬	৫ বাটইর	বাটইর
৭৭	১৪ কায়্য কাচা	রস কায়্য
৮১	৪ সর্পণ	স্বপন
৮৭	১১ গুনল	গুন ল, গুনহ
৮৭	২৬ উজ্ঞানে...চোর।	প্রসঙ্গতঃ অরণীয়, (চ০ ৩) কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।
৮৮	১ আমারেতে	আমানেতে
৮৮	১০ খাল	খোল
৮৮	১৫ বারি	বায়ু
৯২	৬ চক্র	চক্র
১১৪	১১ শ্রুতে	নয়ানে
১১৫	৪ ফাটিল	মুদিল
১১৫	৫-৬ বোল...সাক্ষাত।	(ভ০)-এর পাঠ, সোলস কদলি কানে মিননাথে বেড়ি, উচ্চস্বরে কানে সবে দির্গ ডাক ছাড়ি।
১১৬	১৩ আহতিআ	আহড়িয়া
১১৭	১৫ আমল	আসন, প্রসঙ্গতঃ অরণীয়, (চ০ ১) ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা।
১২৮	১৪ হরি নিল	হরিণীর
১৪১	৩ দোন্ধ	মোন্ধ
১৪৯	৫ যায়রে	যায় রে
১৭৪	৮,৯,১১ শচী	সচি
১৮২	৮ বন্ধনে	বন্ধনে
১৮২	১৬ বারাজি	বাবাজি
১৮৪	৭ বাস্তুকি	বাস্তুকি
১৯৫	২০ পূর্ব	পুণ্য
২০৪	২১ বসা	বাসা
২০৫	১৪ নির্মল	নির্বাণ
২০৯	১২ শিরে	শিবে

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি স্থলে	পাঠ, পাঠান্তর বা শুদ্ধি
২৪৫	২৬ বটচক্র (৭)	ব্রহ্মরক্ষু
২৪৯	৪ তালবন্ধকে	তালবন্ধকে
২৫২	১৬ কুচ্ছতা	কুচ্ছতা
২৫৭	২৪ পহিতাবা (৭) = পবিতাপ	পড়িবা = পূর্ণিমা
১-ক, ১	২৬ তিক্তত	তিক্ততী
ঐ, ৩	৯ ধনাদি	অনাদি
১-গ, ৩	৫ বচন	পবন



